কামিনী ও কাঞ্চন।

(চতুর্থ সংস্করণ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

"ঈশ্বরলাভই মানবজন্মের উদ্দেশ্য। সত্যকথা কলির তপস্যা। সত্যে আঁট থাকলে ভগবান্ লাভ হয়। ভাবের ঘরে চুরি না থাকে। শেষজন্মে মানুষ সরল হয় ও একটু খ্যাপাটে ভাব থাকে। ভক্তিই একমাত্র সার ও জীবের শেষসম্বল।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত

কলিকাতা,
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
আষাঢ়, ১৩৩২।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা,
১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড,
"স্বর্ণপ্রেস" হইতে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার ঃ

তারিখ

পরম ভাগবত, স্বর্গীয় মহাত্মা

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতি স্বরূপ,

তদীয় সুযোগ্য সন্তান—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারব্রত, উন্নতহৃদয়,

আমার পরমহিতৈষী, পূজ্যপাদ সুহৃদ্

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

এম-এ মহোদয়ের পবিত্র নামে,

সভক্তি কৃতজ্ঞহৃদয়ে

এই গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম।

"কোথা হে গিরিশ বন্ধুবর!

দুস্তরে ফেলিয়ে মোরে, গেছ চ'লে গুণাকর॥"

ভূমিকা।

এ গ্রন্থের আর ভূমিকা কি লিখিব? ধ্যানের জিনিস—ধ্যানেই অনুভবনীয়,—বলিয়া বুঝাইবার নহে। সেই ধ্যানযোগে যে মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত্র, অমূল্য উপদেশ হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছে,—তাহারই দুই একটি ভাব, দুই চারিটি কাহিনী, এই গ্রন্থে প্রতিবিম্বিত। তৎসঙ্গে আর এক ঈশ্বরজানিত মহাত্মার অদ্ভুত চরিত্র-ছায়াও ইহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। জানি না, ইহার পরিণাম কি? ভক্ত বলিলেন,—'ঠাকুরের কৃপা'। যদি তাই হয়,—বুঝিব, আমার জন্ম সফল।

কিন্তু হায়! আজি আমার সেই—তিনি কোথায়? সেই অভিমানবিজয়ী, পরমপণ্ডিত, পরমজ্ঞানী, পরম বৈদান্তিক,—আজ কোন্ লোকে? সেই সদা সহাসবদন, সুরসিক, মানবচরিত্রজ্ঞ, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ—আজ কোন্ দিব্যধামে? একদিন যাঁহার পাদমূলে বসিয়া দাবদগ্ধ হৃদয় জুড়াইতাম,—চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে ভক্তির কাহিনী শুনিতাম,—গভীর বেদান্তের দুই একটি সূত্রের আলোচনায় মায়ার খেলা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইতাম, আজ কোথায় আমার সেই শ্রীগুরুদেব—দেব দ্বারকানাথ? হায়! আজি ত্রিশ বৎসরেরও অধিক,—সেই পুণ্যমূর্ত্তি, সেই অপূর্ব্ব হাস্যকরুণা-মাখা মুখমণ্ডল দেখি নাই,—কার চরণে এ হৃদয়-কাহিনী পরিব্যক্ত করিব? ভক্তের ভঙ্গি ও ভাব,—সাধকের চক্ষের সকরুণ দৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে মহামায়ার প্রতিচ্ছবি দর্শনের মহান্ আদর্শ, তাঁহারি জীবনেই প্রথমে দেখি,—'কামিনী-কাঞ্চন'-বিজয়ী, যোগিবর—স্বয়ং যোগেশ্বর—ভক্তবৎসল ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

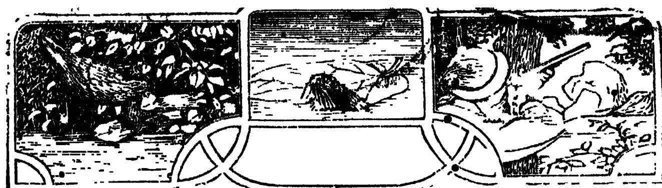
আজি ধ্যানে সেই ছবি দেখিতেছি। আমার এ মানসী মূর্ত্তি, আমার চোখ্ দিয়া দেখিয়া, তাঁহার প্রকৃত ভক্তমণ্ডলী ইহার বিচার করিবেন। পরন্তু কোন অংশে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে, আমার উপর রাগ না করিয়া, তাঁহারা নিজগুণে আমায় ক্ষমা করিবেন। কেন না, তাঁহার প্রকৃত ভক্ত বা ভগবান্-জানিত মহাত্মার—পদরেণুরও আমি যোগ্য নহি।

বাকী কথা, সহৃদয় পাঠক, মূল গ্রন্থ পাঠে অবগত হউন।—গ্রন্থের নামেই তাহার পরিচয়।

এই সঙ্গে আর একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। আমার স্বর্গগত সুহৃদ্, প্রতিভাবান্ নট-কবি, উদারচেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এক দিন এই গ্রন্থ বিশেষ দক্ষতার সহিত "ষ্টার থিয়েটারে" অভিনয় করিয়া, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। সেই মধুর পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া, উদ্দেশে সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কার্য্যকুশল, প্রিয়দর্শন সুহৃদের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করি। নামেও তিনি 'অমর' ছিলেন,—অভিনয়কলাবিদ্যায়ও তিনি চিরযশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তা কেহ স্বীকার করুন আর না করুন। "প্রতুলের" অভিনয়-ভূমিকায় তিনি যে ছবি দিয়া গিয়াছেন, কৈ, আজ পর্য্যন্ত ত কেহ তাহা দেখাইতে পারিলেন না?—নট-সম্প্রদায়েরও দুর্ভাগ্য, আমারও দুর্ভাগ্য।

মজিলপুর, "কর্ণধার কুটীর,"
২৪ পরগণা।
আষাঢ়, ১৩৩২।

সেবক
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।



কামিনী ও কাঞ্চন।

প্রথম খণ্ড।

কামিনী—জননী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নগরপ্রান্তে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ অবস্থিতি করেন। তাঁহার বহু শিষ্য-শাখা। বহু লোক তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তাঁহার নাম রামপ্রসাদ। ভক্তগণ তাঁহাকে ঠাকুর নামেও অভিহিত করেন।

সেই ঠাকুর রামপ্রসাদের দর্শনাশায়, কৌতূহলী হইয়া, একদিন দুইটি যুবক, তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য তখন সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে লইয়া, এক বিশাল বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসিয়া, সরসমধুর হাস্যপরিহাসচ্ছলে, ঐশী কথার আলোচনা করিতেছিলেন।

অদূরে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কুলু কুলু তানে প্রবাহিতা হইতেছেন; আর এই ভাগীরথীর তটদেশ সুশোভিত করিয়া, আচার্য্যের আশ্রম বা সেই শান্তিনিকেতন বিরাজ করিতেছে।

একজন দর্শক ভাবাবেশে বলিয়া উঠিলেন—"প্রভু যাহা অনুমতি করিলেন, অতি সত্য,—ভগবানের অশেষ করুণা। এই দেখুন না, জীবের ভোগের জন্য, খাদ্য বা পানীয়, যে কালের যা, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তিনি দিয়াছেন। এই গ্রীষ্মেই ধরুন না?—আম, জাম, কচি-কচি তালশাঁস—'—"

তোতাপাখীর আবৃত্তির মত—এই কৃত্রিম, আন্তরিকতাশূন্য, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ কথাগুলা বুঝি আচার্য্যের ভাল লাগিল না,—তাই তিনি সেই ভাবোদ্বেলিত ভক্তের বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"শুধু তাই কেন হে?—এমন দিনে শ্যামাসুন্দরীর শীতল অঙ্গ,—তায় যদি চন্দনচর্চ্চিত হয়,—বড় মিষ্ট লাগে, না?"

ঠাকুর রামপ্রসাদের মুখখানা বড় আল্‌গা,—আজকালের কোনও রূপ সভ্যতার ধার তিনি ধারেন না। মুখে যা আসে, বলিয়া ফেলেন।

এই মুখছোপ্‌ পাইয়া, সেই সৌখীন তত্ত্বজিজ্ঞাসু বাবুটি, সহসা যেন কেমন হইয়া গেলেন,—তাঁহার ক্ষণিক শ্মশান বৈরাগ্যটি যেন নিমেষে উপিয়া গেল। বুঝিলেন, অন্তর্দর্শী সাধক, প্রখর অন্তর্দৃষ্টিবলে, তাঁহার আঁতের কথা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মনে মনে তিনি বড়ই অপ্রতিভ হইলেন,—বুঝি মরমে মরিয়া গেলেন।

আচার্য্যও তাহা বুঝিলেন। তাই তখনই আবার সহানুভূতির অমৃত-শীতলকণ্ঠে, হাসি-হাসিমুখে বলিলেন, "তা দেখ-'বাবা, ও কথাটা তোমার একার নয়,—এই দুনিয়াটাই ঐ আটাকাটীতে বদ্ধ। মার বেটা এই শর্ম্মা রামপ্রসাদও উহাতে আছেন।—মুখের পানে চেয়ে, ও দেখ কি? এই কাচা-খোলা থানের গড়া বা আলখেল্লাই পরি, আর জটা-কৌপীনই

ধরি,—হুঁ-উঁ, বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে এক একবার চিন্ চিন্ ক'রে উঠে বৈ কি ?—এই যে,—মা, মা, মা!"

দর দর ধারে প্রেমাশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে, মহাপ্রেমিক সমাধিস্থ হইলেন। একজন শিষ্য ত্বরিতপদে আসিয়া, গম্ভীরস্বরে তাঁহার কর্ণকুহরে 'মা মা' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মাতৃনাম মহামৃত পানে সজীব হইয়া ভক্তসন্তান উঠিয়া বসিলেন। আবার সেইরূপ স্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ বাপ সকলেরা, মনের মধ্যে যার যে বাসনা আছে, মন খুলে মাকে তা জানিয়ো,—মা শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। হাতে কিছু রেখে-ঢেকে চেয়ো না, তা হ'লে পাবে না।—ওরে সিদে, সে গানটা কিরে ? সেই 'ভাবের ঘরে যে চুরি করে'—"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর গানটি আবৃত্তি করিলেন,—

"ভাবের ঘরে যে চুরি করে,
তার একূল ওকূল দুকূল যায়।
শিব গ'ড়তে সে গড়ে বানর,
পদে পদে দাগা পায়॥

তার দাগা যে—"

"আরে থাম্ থাম্" বলিয়া আচার্য্য সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"ওঃ! দাগা ব'লে দাগা,—বিষম দাগা!—ঘরে পরে কোথাও পার্ নেই। তা না হবে কেন,—মনে মনে তুমি কোন কুল-কামিনীর চাঁদপানা মুখখানাও ভাব্‌বে, কি টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব করবে,—আর মুখে, 'মা আমায় পার কর'ও বল্‌বে,—তা কি মা শুনেন, না শুন্‌তে পারেন ? যে দিক হয়, একটা ধরো,—পাবেই পাবে। মা যে আমার কল্পতরু! কল্পতরুর কাছে চাইতে গিয়ে কি ভাবের ঘরে চুরি ক'ত্তে আছে ? ভাব-সাধনায় অকপট, একনিষ্ঠ হ'তে হয় গো!"

"তারপর কিরে ?—তারপর ?"

শিষ্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

"তার দাগা যে না যায় মোলে,
জড়ায় সে যে কর্ম্মজালে,
ফিরে আসে আবার কালে,
কালের ধর্ম্মে ঠেকে দায়॥
চতুর বলি তারে আমি,
চিনেছে যে অখিল-স্বামী,
(বলে) রাখ' ওহে অন্তর্যামি,
(আমি) প্রাণ সঁপেছি তোমার পায়॥"

"হাঁ, এই ঠিক;—সার কথা!—তোমরা বাবু দুটি আস্‌ছ কোত্থেকে ?"

আমাদের আলোচ্য যে দুইটি যুবক আজ কৌতূহলী হইয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের একজন বিনীতভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে আমাদের নিবাস নোদে জেলায়,—এই সহরেই থাকা হয়;—প্রভুর চরণদর্শন আশায় এসেছি।"

"বটে ?—কি নাম ?"

"আজ্ঞে, আমার নাম অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, আর ওঁর নাম প্রতুলকৃষ্ণ মিত্র।"

"তা, হাঁ দেখ বাপু, এই পাঁচ শালায় মিলে আমায় একটা অবতার ক'রে তুলেছে,—বুঝি এরাই আমার মাথা খায়। তোমরা এ দলে এসে ভিড় না,—ইহকালও যাবে, পরকালও যাবে। আমি একটা অতি অভব্য, গণ্ডমূর্খ, বামুনের গরু!—কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌ছ না?"

"প্রভু এমন অনুমতি কর্‌বেন না,—এতে আমাদের অকল্যাণ হবে—আপনি ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ!"

"এই যে, তোমরাও সুরু কোর্‌লে দেখ্‌ছি।—চলুক, চলুক,—মহাপুরুষ, পুণ্যশ্লোক, ঈশ্বরের অবতার—সাক্ষাৎ শিব!—দেখ বাপু, আর

কিছু ক'ত্তে পার আর না পার,—ধর্ম্মের অহঙ্কারে ফুলিয়ে, কারো লেজ মোটা ক'রো না ;—উচ্ছিন্নে দিবার অমন পথ আর নেই।"

"প্রভু, বঞ্চনা করবেন না,—প্রকৃতই আমরা আপনার দার্শনার্থী ও কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে এসেছি।"

"তা বাপু, আমি ত গুণ্‌তে টুন্‌তে কিছু জানি নে? জ্যোতিষ-ব্যবসাও আমার নয়। অনর্থক তোমাদের কর্ম্মভোগ ক'রে আসা।"

সেই কৌতূহলী যুবকদ্বয়ের একজন,—সেই প্রতুলকৃষ্ণ, ঠাকুরের এই উত্তরে কিছু চমকিত হইলেন। কেন না, তিনি মনে মনে কি একটা প্রশ্ন-গণনার মানস করিয়াই বাটি হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখনো সেই গণনা-চিন্তায় বিভোর হইয়া আছেন।

দ্বিতীয় জন—সেই অতুলকৃষ্ণ, তখনও সপ্রাতিভ; পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে কহিলেন,—

"প্রভুর মুখে অমৃতময় দুটো শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনেই আমরা কৃতার্থ হ'য়ে যাব।"

সেই নিরহঙ্কার—সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—দিব্যপুরুষ, দিব্য এক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আঁচিয়াছ বটে! ব'লেছি ত বাপু, আমি একটি গণ্ডমূর্খ—নিরক্ষর বলদ বিশেষ;—শাস্ত্রের কোন ধারই ত ধারি না? কি বল্‌ব? অন্যকে কি উপদেশ দিব,—নিজের জবাবদিহি-ই ঠিক্ ক'র্ত্তে পারি নে।"

অদূরে, গঙ্গাগর্ভে, নৌকার মাঝি আপন মনে গান ধরিল,—

"এই সংসার ধোঁকার কাটী,
তবে এসে আনন্দ লুটি॥"

রোমাঞ্চিত কলেবরে আচার্য্য, সেই বক্তা অতুলকৃষ্ণকে বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ একরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা শুন।—সার কথা! কেবলই আনন্দ কর, আনন্দ লুট, আনন্দে রহ।"

অতুল।—প্রভু, এ আনন্দ কিরূপ ?

ঠাকুর।—দেখ, আমার একটা কথা মনে প'ড়্‌ল। একদিন ঐ পারে গেছিলুম। মেয়েদের স্নানের ঘাটের কাছ দিয়ে যাচ্চি, শুন্‌তে পেলেম, এক যুবতী আর এক যুবতীকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌ছে,—"ওলো ভাই, কাল তোদের আমোদ হ'লো কেমন ?" বুঝ্‌লেম, তার স্বামী অনেক দিনের পর ঘরে এসেছে জেনে, তার সই এ প্রশ্ন ক'ল্লে। উত্তরে দ্বিতীয় যুবতী ব'ল্লে' "তোর যখন আস্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি।" মনে মনে ভাব্‌লেম, সত্য, এ দাম্পত্য-মিলনের আনন্দ, অন্যকে বুঝানো যায় না।—বাপু, কিছু বুঝ্‌লে কি ? প্রকৃত প্রেমিক যে, সেই-ই আনন্দ ক'র্ত্তে জানে।—ঈশ্বরকে সে কান্তভাবে ভজে, আর নিজে কান্তা হয়। এ দু'য়ের রমণে যে আনন্দ, শুনেছি, তা ঐ দাম্পত্য-রমণের চেয়ে কোটি গুণে বেশী। তা বাপু, এ দু'য়ের কোন ধারই ত ধার না,—আনন্দের এ স্বরূপ তোমায় বুঝাব কিরূপে ? যদি ঐ পথের পথিক হও, ত বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

অতুল।—দেব, সে শুভদিন কি আমার হবে ?—মা কি আমায় কৃপা ক'র্‌বেন ?

ঠাকুর।—কি ব'ল্লে ? মা কৃপা কর্‌বেন ?—মাকে কি তুমি কখন ভেবেছ ? মার আনন্দময়ী মূর্ত্তি কি কখন দেখেছ ? হাঁ, তাও ত বটে, যাকে কখন দেখ নাই, তাকে ভাববেই বা কেমন ক'রে ? তুমি দেখেছ শুধু,—ব'লব ?

সহসা সেই প্রশ্নকারী অতুলের বুকটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, তাঁহার বুকের অতি নিভৃত স্থানের লুক্কায়িত ছবি, আচার্য্যের স্বচ্ছ মানস-দর্পণে, অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

তথাপি তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"প্রভু, কি বলিতেছিলেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন।—আশা আছে, আপনার পাদস্পর্শে, মনের সঙ্কল্প-ময়লা-মাটী এক দিন মুছিয়া ফেলিতে পারিব।"

ঠাকুর।—জন্মান্তরীণ সুকৃতিবলে, তুমি নিজেই নিজের চিকিৎসক। বুঝ্লেম, তোমার মনের ব্যাধি, তুমি নিজেই ধ'রেছ। কেবল দুর্জ্জয় সংস্কার বশে, ব্যাধির প্রতিকার ক'ত্তে পাচ্ছ না। এক হাত এগোয়, ত দশ হাত পিছিয়ে যাও।—কেমন, এই রকম না? তা তুমি পার্বে। কিন্তু বিলম্ব আছে। তোমার অনেক পোড়্ খাওয়ার দরকার। আরো কিছু'দিন সংসারে ভোগো, ভোগাও; দাগা পাও, দাগা দাও;—শেষে আপনিই ঢিট্ হ'য়ে আস্বে।

অতুল।—প্রভু যদি চরণে স্থান দেন, ত আর আমি সংসারে যাই না।

ঠাকুর যেন শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"ওরে, বাপরে! আমি বরং কেউটে সাপ নিয়ে থাক্‌তে পারি, ত তোমায় নিয়ে নয়!"

এইটুকু বলিয়াই যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। মিষ্ট বচনে বলিলেন,— "বাপু, কিছু মনে ক'রো না। মুখ্যু-সুখ্যু লোক,—আমার স্বভাবই এই রকম। যাক্, কৌতূহলী হ'য়ে দুই বন্ধুতে মিলে সং দেখ্‌তে এসেছিলে, সং দেখা হ'য়েছে,—এখন বাড়ী যাও। যাও, যার মুখ দেখে এয়েছ,— ভাবনা নেই,—শীঘ্রই তাকে হাতাতে পার্বে। হাঁ, সে হাতাবারি মধ্যে। সে হতভাগীরও কপাল পোড়-পোড় হ'য়েছে।"

এবার যেন সেই সপ্রতিভ অতুলকৃষ্ণের মুখখানা যেন চূণ-পানা হইয়া গেল।

আচার্য্যও তাহা লক্ষ্য করিলেন। ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই ব'ল্‌ছিলেম বাপু, তুমি দেখেছ শুধু—মেয়ে মানুষের থুলথুলে গড়ন-পেটন টুকু। কিন্তু ওরি মধ্যে যে, মার আমার আনন্দময়ী মূর্ত্তি আছে, নেশার ঝোঁকে তা খেয়ালেই আন্‌ছ না। তা আন্‌বে কি ক'রে?— তোমার যে বড় তৃষ্ণা—বিকারের রোগীর চেয়েও তৃষ্ণা!—সে দুর্জ্জয় রূপ-তৃষ্ণার অন্ততঃ খানিকটা না মিটিয়ে, কি তুমি অন্য পথ ধ'ত্তে পার? সাধ্য কি? এই এখানে ব'সেও মাঝে মাঝে তার চাঁদপানা মুখখানা,—

বড় বড় পটলচেরা চোখ দুটা ধ্যান ক'রছ!—কেমন, ঠিক কি না? মনে মনে রাগই কর, আর আমায় শাপ-গালই দাও,—যা প্রকৃত কথা, ব'লে ফেল্লুম বাপু!—এখন তোমার ধর্ম্ম। কিন্তু তবুও বলি, শেষজয় তোমার আছে। তোমার ভাগ্য ভাল। শেষ সাম্‌লাতে তুমি পার্‌বে।—হাঁ, সতীস্ত্রীর পুণ্যফলে পার্‌বে।"

এবার যুবক যেন বুকে দ্বিগুণ বল পাইয়া, এতটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল,—"সে ভরসা না থাকিলে কি আর প্রভুর নিকট এত বড় গুরুতর কথা, এমন বড়-গলা করিয়া বলিতে পারি? তবে দেব, আপনি দেখ্‌বেন,—কিঙ্করকে মনে রাখবেন, শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।"

ঠাকুর।—আমার মনে রাখায়-না-রাখায় বেশী যাবে-আস্‌বে না,—যতটুকু পারো,—মন খুলে মাকে ডেকো। তিনিই তোমার পথ ক'রে দিবেন। যখন সুবিধা হবে, বুকের ভিতর মার পাদপদ্ম আঁকড়ে ধ'রে কান্নাকাটি ক'রো। বুঝ্‌লেম, সর্পট পাষণ্ড তুমি,—ভক্তবিটেল নও।

অতুল। পাষণ্ডেরও তবে পরিত্রাণ আছে?

ঠাকুর। আছে না? নিশ্চয়ই আছে। পাষণ্ড যদি সর্পট কিনা সরল হয়, তবে মা কি তার প্রতি কৃপা না ক'রে থাক্‌তে পারেন?—তার পর, তুমি কে হে মৌনী পুরুষটি? মনে মনে কেবলই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব ক'রছ? তা তুমি পার্‌বে, খুব পার্‌বে,—আশার অতীত পার্‌বে। ঐটি ছাড়া যে তোমার আর দুনিয়ায় কিছুই লক্ষ্য নেই? মান অপমান, দয়া মায়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম,—মনে মনে যে তুমি সব গুলে খেয়েছ?—হাঁ, তুমিই পার্‌বে। আশ্ মিটিয়ে ধন উপার্জ্জন ক'র্‌বে। গলাকাটা ডাকাতের চেয়েও তোমার বুকের ছাতি দড়। হাঁ, তুমিই পার্‌বে। কিন্তু বাপু, শেষরক্ষা তোমার হবে না;—উঁহুঁ, ধোপে তুমি টিকিবে না।

অতুল।—প্রভু, এটি আমার বন্ধু। তাই——"

ঠাকুর।—ওহে, এ সহি-সুপারিসের কাজ নয়।—বন্ধু টন্ধু তোমার

অনেক জুটবে, অনেক যাবে। বেকুবের শিরোমণি তুমি,—লোক-চেনা তোমার কর্ম্ম নয়। সে জন্যে কথন আঁকু-পাঁকুও ক'রো না। ব'ল্‌ছিলাম কি, পয়সার বরাত তোমার এই সাঙ্গাৎটির;—ধূলো মুটো ধ'র্‌বে—সোনা মুটো হবে।—কেমন বাবুজী, এই গণনা নিয়ে ত এয়েছিলে?

প্রতুল নামে সেই যুবকটি এবার অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন।—একি! এ নেলাখেলা আধ-পাগ্‌লা বামুনটা, বাক্‌সিদ্ধ, না মানস-গণনা পটু?

ভয়ে তাঁহার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া পড়িবার জন্য, যেন ব্যস্ত হইলেন।

ঠাকুরেরও তাহা অজ্ঞাত রহিল না, তিনি বলিলেন,—"হাঁ, বুঝ্‌লেম, তুমি একটা মানুষের মত মানুষ বটে। তোমার কোথাও যাবার আস্‌বার দরকার নেই। মিছে কেন কর্ম্মভোগ ক'র্‌বে? তুমি আপন স্থানে মজ্‌গুল হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে, হঠাৎ এক লাখ্‌পতি কি ক্রোরপতি এসে, একরকম তোমার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে, তোমার লোহার সিন্দুক ভরিয়ে দেবে।—লাখ্‌লাখ টাকা তোমার হাতে দিয়ে যাওয়া আসা কর্‌বে। হুঁ,—এ সাঙ্গাৎটির সঙ্গে তুমি মিশো না। এ শালা হতচ্ছাড়া,—পয়সাই চেনে না।"

অতুল আবার বলিলেন,—"লেখা পড়াতেও ইনি বেশ,—বি-এ পাশ।"

"বটে! তবে ত আরো ভাল হে,—দুটো জোর হোলো। এই দু'মুখো অস্ত্রের জোরে, পথ আরো ফর্‌সা কোর্‌তে পার্‌বে।"

প্রতুল নামে যুবকটি তথাপি নিরুত্তর। কথাগুলা মনের মত হইতেছে বটে, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা ঠেকিতে লাগিল,—তিনি হেঁট-মুখে সমস্ত শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

আচার্য্য বলিলেন,—"বলিহারি মায়ার খেলা! এমন আকর্ষণ আর কিছুতে নেই। লোহার চুম্বকের আকর্ষণ,—পতঙ্গের আগুনের আকর্ষণ,

—পিপ্ড়ের গুড়ের আকর্ষণ,—কোথায় লাগে? দুটি মূর্ত্তিতে ইনি মানুষকে মজান। একটি কামিনী, আরটি কাঞ্চন। (প্রতুলের প্রতি) তোমার জন্মান্তরীণ তপস্যা যেটি, তুমি পাবে,—কাঞ্চন তুমি পাবে,—দু'হাতে পয়সা তুমি লুটবে। আর তোমার এই বেকুব সাঙ্গাৎটি, ঐ প্রথমটির নেশাতেই বিভোর থাক্‌বে। শালা সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে গো, সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে।—মনে মনে আপনার পর বিচারও রাখ্‌বে না।—তা তোমরা সাঙ্গাৎ দুটি মিলেছ ভাল! খোদার মার্কা-মারা পয়লা নম্বরের দুটি চীজ! নাম দুটিও বেশ—অতুল আর প্রতুল। যেন দুটি মাণিক-জোড়!—কামিনী-কাঞ্চনে মাথামাথি হ'য়ে থাক্‌বে।—উঁ-হুঁ-হুঁ, মাগো! আমায় মারো, আমায় ধরো, আমায় কোলে নাও।—ঐ যে, বিদ্যুতের মত ফিক্ ক'রে মনের ভিতর একটু অহঙ্কার চিন্‌কুড়ি দিয়ে উঠেছে? না গো বাপেরা, তোমরা আমার চেয়ে ঢের বড়—ঢের ভাল। আমি মূর্খতাবশতঃ ফুলে উঠে তোমাদের লেক্‌চার দিচ্ছি। দাও বাবারা পা'রধূলা দাও, আমায় ক্ষমা কর।—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ এ বিট্‌লেরই ষোল আনা আছে;—জোটে না, তাই সাধু।—মা, মা, মা!"

অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে, মাতৃভক্ত মহাত্মা. আবার সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন। আহা, কি অনির্ব্বচনীয়—সে সৌম্য, শান্ত, সরল মুখারবিন্দ! সমাধি অবস্থায়ও যেন মুখখানিতে হাসি মাখানো রহিয়াছে।

একজন শিষ্য, পূর্ব্বমত, সেইরূপে গুরুর কর্ণমূলে, অমৃতময় মাতৃনাম শুনাইতে লাগিলেন,—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

আবার সেইরূপ ভাবের কথা, ভক্তির কথা, মর্ম্মস্পর্শিনী মধুরভাষায়, হাস্য পরিহাসচ্ছলে চলিতে লাগিল। আবার সেইরূপ সমাগত দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ—নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া, আচার্য্যের অমূল্য উপদেশাবলী শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সূর্য্যের তাপ ও তেজ

কমিয়া গেল। পক্ষিগণ কলরব করিয়া উঠিল। প্রকৃতি অতি ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

অদূরে সোঁ সোঁ রবের কি একটা শব্দ শুনা গেল। একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক দ্রুতপদে গঙ্গা-তটে আসিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা, বাবা, নদীতে কেমন বান্ এয়েচে, দেখ্‌বে এস।"

"এ্যাঁ, বান্?"—ঝটিতি, তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চঞ্চল শিশুর মত কুতূহলী হইয়া, আচার্য্য বান্ দেখিতে ছুটিলেন। কটির বসন শ্লথ থাকায়, খুলিয়া খসিয়া পড়িল;—তাহা খবরেও আসিল না। নির্ব্বিকার মহাপুরুষ, সেই দিগম্বর বেশে, সেই বান্ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। কি চিত্তোন্মাদকর সে দৃশ্য!—নদী-হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, অগাধ জলরাশি, অপ্রতিহত প্রভাবে, নদীর দুই কূল ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে! দেখিতে দেখিতে বান্ সরিয়া গেল,—আচার্য্যও প্রীতিপ্রফুল্ল মনে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখনো সেই নিঃসঙ্কোচ উলঙ্গ মূর্ত্তি;—বিকারের লেশমাত্রও নাই।

পথে দেখিলেন, সেই সমাগত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী—জামা জুতা পরিয়া, সভ্য-ভব্য হইয়া বান্ দেখিতে যাইতেছেন!

তিনি আর থাকিতে পারিলেন না,—মুখ-খিস্তি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দূর শালারা! এতক্ষণে বুঝি তোদের হুঁস হ'লো,—তাই সেজে-গুজে বান্ দেখ্‌তে চ'লেছিস্? বান্ বুঝি তোদের বাঁধা খান্‌সামা; তাই তোদের ফুরসুৎ বুঝে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?—ওরে হতভাগারা, ঈশ্বর দেখ্‌তে হ'লেও এই রকম ক'রে দেখ্‌তে হয়! এই রকম একাগ্রতা, আকুলতা ও একনিষ্ঠা নিয়ে ছুট্‌তে হয়। ঐ যে কথায় বলে, লজ্জা-মান-ভয়,—তিন্ থাক্‌তে নয়।"

দর্শকগণ অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিল। একজন শিষ্য গিয়া আচার্য্যের কটিতটে সেই বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া দিলেন।

ঠাকুরের যেন তখন হুঁস হইল,—"ওঃ! বটে, বটে, তোদের দোষ

নেই,—তোরা যে সমাজের বাঁধা-গরু!—নিয়মমত গাম্লায় মুখ জুব্ড়ে খোল-খড় খাওয়া—তোদের অভ্যাস বটে! হাঁ, আমি যেমন আব্রু খুইয়েছি,—মুখ চোখের 'পর্দাও তেমনি হারিয়েছি।—তাই বাপ ব'ল্তে শালা ব'লে ফেলি।—এ্যাঁ! সত্যি সত্যি নেংটা হ'য়ে ছুটেছিলেম? আর তাতেই বা দোষ কি? মা-ই-তো আমার নেংটা! নেংটা মা'র নেংটা ছেলেই হয়। জন্মও নেংটা দশায়, যেতে হ'বেও নেংটা হ'য়ে।—কেবল মাঝখানের এই খানিকটায় কম্ম-বেড়।—হায় রে! এ বেড়্ কি আর খ'স্বে না? মা, মা, আমার কান্না আস্ছে।—আরো সং দিতে হবে?"

ঠাকুর আপন ভাবে বিভোর হইয়া, সুমধুর কণ্ঠে—রোমাঞ্চিত কলেবরে গান ধরিলেন,—

"সং দিয়ে মা হ'লেম সারা,
ফত দিন আর আছে বাকী।
দোহাই তারা সারাৎসারা,
এবার যেন না পড়ি ফাঁকি॥
এসেছি যে কথা ব'লে যেন তা মা না যাই ভুলে,
নাচিয়ো না আর ফেলে কলে,
নাচ্তে গেলে কাদা মাখি॥
হাস তুমি সে রূপ দেখে, আমি মরি মনের দুখে,
ছেলের সঙ্গে রঙ্গ রেখে
সঙ্গে নে মা শিবকে ডাকি;—
মায়ে বাবায় মিল্বে ভাল, চক্ষু মুদে দেখ্বো আলো,
ফেল্ব ছিঁড়ে কম্ম-জাল,
ঐ পা দু'খানি বুকে রাখি॥"



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"লজ্জা-মান-ভয়,—তিন থাক্‌তে নয়।"—সত্যই কি তাই ?"

"সত্য।"

"এই যদি সত্য হয়,—তবে ?"

"দরিয়ায় ভাসো,—সব আশা ছাড়ো।"

"তোমায় পাইলে আমি সকল আশা ছাড়িতে পারি।"

"মিথ্যা কথা, পার না,—আগে ঐ আশাটিই ছাড়ো।"

"তোমার আশা ?—জীবন থাকিতে নয়।"

"তাই ব'লছিলাম, তোমার কর্ম্ম নয়।"

"সুন্দরি, কি বলিতেছ ?—তোমার জন্যই যে আমি সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি,—তোমার আশা ছাড়িব ?"

সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি হাসিয়া সুন্দরী বলিল,—"কোন আশায় জলাঞ্জলি দেও নাই,—মনে মনে তোমার সকল আশাই আছে।"

মনে মনে কহিল,—"তবে আমারও কপাল পুড়েছে, আর তোমারও সময় হ'য়েছে,—তাই এ যোগাযোগ হ'লো।"

রূপতৃষ্ণা-জর্জ্জরিত যুবা আবেশভরে বলিল, "এমন কথা, তুমি বলিলে ভাই ?—আমি তোমায় ভালবাসি না ?"

সুন্দরী সেইরূপ হাসি হাসি মুখে উত্তর করিল,—"উপস্থিত বটে, তবে দু'দিন পরে এ নেশা থাকিবে না।"

"কি বলিলে,—নেশা ? ভালবাসার নাম নেশা ?"

"নেশা—চোখের নেশা মাত্র। প্রাণের নেশা তোমার আমার হয় নাই। তা যদি হইত, তবে ভালবাসা ব'ল্‌তেম বটে।"

"এক দিনে তা হয় না সুন্দরি! চোখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে আঁকিয়া যায়। 'মনে থেকে প্রাণে——"

"বলিয়া যাও,—প্রাণ থেকে আত্মায়। আত্মায় থেকে——"

"রহস্য নয়,—তোমার আমার কথাও নয়,—কোন মহাত্মা ব'লেছেন, —'ভালবাসাই স্বর্গ, আর স্বর্গের নামই ভালবাসা।'"

"ও-সব কেতাবের কথা। তুমি অনেক বই প'ড়েছ, তর্কে তোমায় পেরে উঠ্‌ব না।"

"তবে?"

"দু' দিনের জন্য নেশায় মজিয়া ফল কি? সংসারে সহিতে আসিয়াছি, সহিয়াই যাই।"

নব-অনুরাগ-প্রমত্ত যুবক, এবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে মজাইলে কেন? তোমার ঐ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখাইয়া, এ অভাগার প্রাণে স্বর্গের ছবি আঁকিলে কেন?"

সৌন্দর্য্যের ষোলকলাপূর্ণ—অপূর্ব্ব রূপ শ্রীসম্পন্ন যুবতী মনে মনে বলিল, "তোমায় মজাই নাই,—আমি নিজেই মজিয়াছি। পরিণাম যা, তাহাও বুঝিয়াছি। চঞ্চল মধুকর তুমি;—যখন ইচ্ছা, এক ফুল হইতে আর এক ফুলে গিয়া উড়িয়া বসিবে।"

প্রকাশ্যে এক মধুর কটাক্ষ করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "সকলের সব আশা কি পূর্ণ হয়? স্বপ্নেও ত অনেকে আকাশকুসুম রচনা করে?"

যুবক এবার যেন আরো অধীরতার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আমার এ ত স্বপ্ন নয় সুন্দরি?—এযে অতি জাগ্রৎ কঠোর সত্য!—আশা দিয়া কেন নিরাশ করিতে চাও?"—উদ্বেলিত হৃদয়ে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, যুবক যুবতীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল।

যুবতী আরো পাইয়া বসিল। চকিত চঞ্চল হরিণীর ন্যায়, চোখে মুখে—লাবণ্য-তরঙ্গায়িত সমগ্র নীটোল অঙ্গে—বিদ্যুৎ খেলাইয়া, পশ্চাতে একটু সরিয়া আসিল। আগুনে আহুতি দিয়া বলিল,—"ছিঃ! ও কর কি? সমাজ, সংসার, সম্বন্ধ—সব ভুলিতে বসিয়াছ?"

"একটি চুম্বন মাত্র,—তাহার অধিক আর কিছুই নয়। দাও,—আমার ক্ষুধিত, তৃষিত, দাবদগ্ধ হৃদয় শীতল কর,—তোমার পুণ্য আছে।"

হো হো হাসিয়া, হাসিতে সুধার ধারা ঢালিয়া, সুন্দরী বলিল, "ছিঃ! তুমি পাগল নাকি?"

"পাগল কিনা জানি না, তবে তুমিই আমায় পাগল করিলে!"

"তবে আর দেখিতে চাহিও না,—আমিও আর দেখা দিব না।"

"না, তা হইবে না, তা হইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না,—দিনান্তে একবার দেখা দিও।"

"এতটা অধৈর্য্য হইও না,—গৃহে স্ত্রীপুত্র আছে, তাদের কথা স্মরণ কর।"

বেগবতী নির্ঝরিণী-মুখে সহসা যেন একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইল। বুকে যেন জোরে কে একটা ঘা মারিল। একটু সাম্‌লাইয়া, যুবক ম্লানমুখে বলিল, "তাহারাও থাকুক,—তুমিও আমার চির-আদরিণী নয়নানন্দদায়িনী হইয়া থাকো।"

"তা হয় না।"

"কি হয় না?"

"এক হৃদয়ে দুই আলো জ্বলে না।"

"এক আকাশে অনন্ত নক্ষত্র আলো দেয়।"

"নক্ষত্র দেয় বটে, কিন্তু চাঁদ দেয় না,—চন্দ্র একটি।"

"প্রাণে প্রেম থাকিলে, সে সকলই মানাইয়া লইতে পারে।, মনে

কর, তুমিই আমার প্রেমের চন্দ্র। তোমার পাশে নক্ষত্র না থাকিলে, মানাইবে কেন?”

“গরজের কথা বটে। তবে এই না তুমি বলিতেছিলে, তোমার কোন আশাই নাই?”

আবার সেই মধুর কটাক্ষ,—এবং সেই কটাক্ষের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়োন্মাদকর কোমল মৃদু হাস্য!—রূপোন্মত্ত যুবকের মস্তক ঘুরিয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সংসারটাও যেন ঘুরিতে লাগিল।

ধরা দেয়-দেয়—দেয় না। রমণী—রূপের প্রস্ফুটিত পদ্মিনী,—সেই প্রচ্ছন্না রঙ্গিণী,—চাতুর্য্যকলাকৌশলে, ক্রমেই যেন অধিকতর দীপ্তিময়ী—আকর্ষণশালিনী হইতে লাগিল। সে আকর্ষণ-রশ্মিতে, সৌন্দর্য্যপিপাসু যুবা, পতঙ্গের ন্যায়, মৃত্যু-সুখ অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে সব বুঝিতেছে, কিন্তু এতটুকুও আত্মসংযম করিতেছে না। আত্মসংযম ক্ষমতার অতীত বলিয়া যে, করিতেছে না, তাহা নহে,—বুঝি সাধ করিয়া তাহাতে মিশিয়া মজিয়া যাইতেছে। সুন্দরীর সেই কলা-কৌশলপূর্ণ কৃত্রিম সলজ্জ হাসি রাশি,—যাহা পক্ক বিম্বাধরে উত্থিত হইতে না হইতে নয়নপ্রান্তে আসিয়া মিলিয়া যাইতেছে,—সেই প্রাণোন্মাদিনী দীপ্তি,—কি সাধ করিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু যুবা, সংযমের কঠিন আবরণে আবরিত করিতে পারে? সংযম সাধ্যায়ত্ত হইলেও বুঝি তাহা পারে না।

মুহূর্ত্তকাল নীরবে—নির্নিমেষ নয়নে, সে অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে, অন্তরের অন্তরে সে রূপমাধুরী ধ্যান করিতে করিতে, যুবক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—“যা থাকে ভাগ্যে—সুন্দরি! স্বরূপ বলিতেছি, আজ হইতে তুমিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব!—তোমার আশায়—সকল আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।—এখন বল, তুমি আমার হইলে?”

বার-নারীর পার আছে, পরন্তু কুলকামিনী যদি গোপনে বা মনে মনে কলঙ্কিনী হয়, ত সে বড় ভয়ানক হইয়া থাকে। নটীর অভিনয়

দক্ষতা অপেক্ষাও, তার প্রচ্ছন্ন রঙ্গলীলা অধিক মুগ্ধকরী। তাহার হাবভাব, কলাকৌশল—সকলই বিচিত্র।

চতুরা সুন্দরী এবার একরূপ সরলতার অভিনয় করিল। একবার যেন অতি সলজ্জভাবে কোমলকরুণদৃষ্টি অবনত করিয়া, চোখের হাসি মুখে চাপিয়া বলিল, "পুরুষ মানুষের বুক-বল্ বেশী;—আমরা অমন সত্যবদ্ধ হইতে পারি না।"

"তা না পার, একবার মুখে বল যে, ভালবাসি।"

"তাই বা বলি কেমন করিয়া? মুখে বলিলেই যদি ভালবাসা যায়, তা হইলে ত সকলেই সকলকে ভালবাসিতে পারে।"

"তোমার কথাই আমার প্রত্যয়।"

"আমি এমন প্রত্যয় করিতে নিষেধ করি। যেখানে যত সরলপ্রত্যয়, সেইখানে তত অধিক প্রতারণা।"

"অন্যের পক্ষে যা হোক্,—সুন্দরীর প্রণয়ে হলাহল উঠিবে না।"

"সুন্দরী কি কুৎসিতা জানি না,—তবে সৌন্দর্য্যের মধ্যেই অধিক বিষ থাকে।—সাপও সুন্দর, হীরাও সুন্দর,—উভয়ই কিন্তু বিষের আকর।"

"ও বিজ্ঞানবিদ্ রাসায়নিকের কথা,—প্রেমিকের কথা নয়। প্রেম অত সূক্ষ্ম—নিক্তিই-ওজন-করা, নীতিকথা জানে না।—ও বিষয়ী লোকের ব্যবসার কথা।"

"আমিও বিষয়ী,—আমায়ও অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করিতে হয়।"

"সে আবার কি?"

সুন্দরী নিরুত্তর। নিমেষে, একবার নায়কের আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। বুঝিল, শীকার জালে পড়িয়াছে। একটু খেলাইতে ইচ্ছা হইল।

যুবক এবার আবেগভরে বলিয়া উঠিল,—"বল, কথা কও। দেখ, তোমার আশায়,—তোমার ভালবাসার আশায়, আমি দরিয়ায় ভাসিতে চলিয়াছি।"

"আমার আশায়,—আমার ভালবাসার আশায়, তুমি দরিয়ায় ভাসিবে? সংসারের অতুল সুখ,—বিদ্যা, মান, যশ—এ সব ত্যাগ করিবে?—অসম্ভব!"

"বিদ্যা মান যশ ত্যাগ করা, খুব একটা বড় কাজ মনে করি না। তবে তোমার ভালবাসার আশায় একটা কাজ করিব বটে,—স্ত্রীপুত্রের মায়া কাটাইব।—এ যদি অসম্ভব হয়, তবে সেই অসম্ভবকে আমি সম্ভব মনে করিব,—একথা স্বরূপ বলিতেছি।"

সুন্দরী—সেই কালামুখী, এবার নিমেষের জন্য যেন চমকিত হইল। কিন্তু তাহা ঐ নিমেষের জন্য মাত্র,—দুর্জ্জয় সংস্কার বা মোহের হস্ত হইতে আপনাকে অব্যাহত রাখা, তাহার সাধ্যের অতীত। তবে অভিনয় কলাবিদ্যায় নাকি সে সম্যক্ পারদর্শিনী,—তাই সহসা আর এক মূর্ত্তি ধরিল। বলিল,—

"দেখুন, আমি কুলকামিনী, পরস্ত্রী;—প্রতিবেশী সুবাদে সুমুখে এসে কথাবার্ত্তা কই ব'লে, আপনার এতটা বাড়াবাড়ি করা ভাল হইতেছে না। ইহাতে আপনারও অপযশ, আমারও দুর্নাম। মরুক গে, না হয় লোকের চক্ষেই ধূলি দিলেম,—কিন্তু আর একজন ত উপরে আছে? —সে ত সব দেখিতেছে? না, আমায় ক্ষমা করুন,—পরকালের পথে আমি কাঁটা দিতে পারিব না। আমায় রাজরাণী ক'রে দিলেও পারিব না।"

যুবতী ত্বরিতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

স্থান-কাল-পাত্র সকলেরই সম্যক্ যোজনা হইয়াছিল, তবে এমন অঘটন ঘটিল কেন?

সংসার-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, নারী-চরিত্রে মহা অজ্ঞ, সেই সৌন্দর্য্যপিপাসু যুবক, সহসা সুন্দরীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া,—তাহার এই আকস্মিক অস্বাভাবিক ভাবাভিনয় দেখিয়া, একেবারে মূক হইয়া গেল। মহা অপরাধীর ন্যায়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, স্তম্ভিত ও বিস্মিতভাবে কিয়ৎকাল তাহার সেই সুচঞ্চল নবীনসুন্দর দ্রুতগতি পানে চাহিয়া রহিল। বুঝি

মনে মনে বলিল,—'ধরণি! তুমি দ্বিধা হও, তন্মধ্যে আমি প্রবেশ করি।'

যাই হউক, যুবককে অধিকক্ষণ আর এ কঠোর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ-করিতে হইল না। কেন না, সেই মুগ্ধা চতুরা কামিনী, নিমেষের-তরে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া, এমনি এক অভিনব মায়া-মূর্ত্তি দেখাইল,—এমনি এক অলক্ষিত আকর্ষণী শক্তি দ্বারা যুবককে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল যে, নিবিড় মেঘের কোলে বিদ্যুদ্বিকাশের মত, সহসা উভয়ের মুখ-কমলে ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসি ফুটিয়া বাহির হইল। একই সঙ্গে সেই হাসি, একই সঙ্গে সেই ভাব-অভিনয়। সে হাসির মাধুরী, সে নীরব অভিনয়ের চাতুরী, ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপূত কুহকদণ্ডকেও লজ্জা দেয়। গুপ্ত প্রণয়ী বা প্রণয়িনী ভিন্ন, অন্যের পক্ষে তাহা অবোধ্য। সে নীরব ইঙ্গিত বা আকর্ষণ,—সে অতি সূক্ষ্ম অণু পরিমাণ বিকর্ষণ,—চোখের ভাষায় পড়িতে হয়, অন্য ভাষা তাঁহার নাই। অথচ আবার এই চক্ষু-উদ্ভূত ভালবাসাকেই পণ্ডিতগণ অন্ধ বলিয়া বর্ণন করেন। বলিহারী প্রেমের খেলা!

যুবক যুবতী এই প্রেমের খেলায় মজিতে চলিলেন। সে প্রেম আবার গুপ্ত,—স্পষ্ট বা পূর্ণ-ব্যক্ত নয়। সুতরাং তাহা অধিকতর আকর্ষণশালী। লুব্ধ, মুগ্ধ, অতৃপ্ত, অসংযত দুটি হৃদয়—এই প্রমত্ত নব অনুরাগে, সকল ভুলিয়া স্রোতে ভাসিল। প্রবল বন্যার ন্যায় সে স্রোত;—সেই স্রোতে ভাসিল।

ভাসিল অন্তরের অন্তরে, কিন্তু উপস্থিত বাহিরে তাহার বিশেষ বিকাশ হইল না। বাহিরে বরং একটু ছাড়াছাড়ি আড়া-আড়ি ভাব প্রকাশ পাইল।—সেটি কি আত্মানুশোচনা, না নির্ব্বেদ?

ঠিক বলিতে পারিলাম না,—সেটি কি?—রসিক পাঠক পাঠিকাই ইহার উত্তর দিবেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"ওগো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, ও পাপ সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কর।"

"ক্ষমা কর, আমার শক্তির অতীত,—উহা আমি পারিব না।"

"পারিবে না? কেন পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। বল, এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে?"

"সতি, আমি তোমার অযোগ্য,—তোমার পানে চাহিবার সাহসও আমার নাই।—আমার আশা ত্যাগ কর।"

"তোমার আশা ত্যাগ করিব? তবে কি লইয়া সংসারে থাকিব? কার বলে তোমার সোনার শিশুকে মানুষ করিব?"

"উপরে ভগবান্ আছেন,—তিনিই সকলের রক্ষক,—তাঁকে স্মরণ করিয়া সুকুমারকে পালন করিও। মনে কর,—আমি নাই।"

অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সতী বলিলেন,—"এমন নিষ্ঠুর কথা আমায় শুনাইলে? তোমার সহিত আমার ঐই সম্বন্ধ? ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া এই জন্যই কি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে?"

"সেইটিই ভুল হইয়াছিল। বিষম—সাংঘাতিক ভুল হইয়াছিল। আমার মত নরাধমের গৃহাশ্রম অধিকার নাই।"

"ছি, তুমি না বিদ্বান্? তুমি না আমায় লেখাপড়া শিখাইয়া, ধর্ম্মকথা শুনাইয়া মানুষ করিয়াছ? একটা মেয়ে মানুষের জন্য এমন উন্মত্ততা?"

"কি বলিব তোমায়, আমার চিত্ত অবশ, সৌন্দর্য্যপিপাসায় আমার হৃদয় জর-জর;—তোমার মত সাধ্বী-স্ত্রীর তাহা শ্রবণ অযোগ্য।"

"বুঝিয়াছি, সেই পাপিষ্ঠাই তোমায় 'গুণ' করিয়াছে।"

"না, তার কোন অপরাধ নাই, বোধ হয় সে সতী,—আত্ম-অপরাধে আমিই আত্মবিনাশ করিয়াছি।"

"এখনো ত পথ আছে? মন পবিত্র করিয়া আপনাকে রক্ষা কর,—তারও গতি হোক্।"

"বলিয়াছি ত, মন আমার অবশ, আমি বড় দুর্ব্বল;—তাই খরস্রোতে কূটার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছি।"

"ও চিন্তা ত্যাগ কর; ভগবান্‌কে ডাক; তিনিই কুল মিলাইয়া দিবেন।"

"অয়ি, কি বলিব তোমায়, এ হৃদয়ের সবটা স্থান, সে জুড়িয়া আছে,—ভগবানের আসন নাই। থাকিলে কি এ বিড়ম্বনা?"

সতী এবার একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"তবে আমাকে ভাব, সুকুমারের মুখ স্মরণ কর, তবুও কি ভুলিতে পারিবে না?"

যুবক একটু ভাবিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অশ্রুসিক্ত মুখে বলিল, "ভুলিতে পারিব না। পারিবার হইলে এতদিনে পারিতাম,—বুকের ভিতর এ তুষানল জ্বালিতাম না।"

"তবে?"

"আত্মহত্যাই আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

সাধ্বী শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামীর বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "ছি, অমন কথা বলিও না। ও কথা বলিতে নাই। তুমি কি পাগল হইলে?"

"কি আর বলিব তোমায়?—তাহার দীপ্তযৌবন—উদ্দীপ্ত রূপশ্রীই আমায় পাগল করিয়াছে।—আমি মরিয়াছি। তাহার রূপের নেশায় মরিয়াছি।"

সাধ্বী একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, চক্ষের দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন,—

"রূপের নেশা? দীপ্ত যৌবন?—কেন, গৃহে কি তা পাও না? নির্লজ্জা হইয়া বলিতেছি, এ দেহে কি সে রূপ নাই? এ নয়নে কি সে প্রাণোন্মাদিনী দীপ্তি নাই? তবে কি দেখিয়া মজিলে? কিসের নেশায় ডুবিলে? এই তোমার পার্শ্বে, তোমার প্রাণের বংশধর—আমার নয়নমণি সোনার সুকুমারকে লইয়া আমি দাঁড়াই,—দেখ দেখি, আমার চেয়ে সংসারে সুন্দর কে?

"কেহ নয়,—কিছু নয়।"

"তবে? সাধ করিয়া ঐ আত্মদ্রোহিতা কেন? দেখ, তোমার ছায়ায় আমি সুন্দর, সুকুমার সুন্দর,—আমার এ তেজোদীপ্ত গর্ব্বও সুন্দর;—সাধ করিয়া এ ছায়া অপসারিত কর কেন? আমি তোমার মন্ত্রপূতা বিবাহিতা পত্নী;—সাধ্য কি, কোন্ নষ্ট-দুষ্টা কলঙ্কিনী সুন্দরী বা কালামুখী,—আমার এ সৌভাগ্য মলিন করে?"

"তবে অত চঞ্চল হইতেছ কেন? আমাকেই বা চঞ্চল কর কেন? সত্য বলিতেছি, তোমার এ তেজস্বিনী দেবীমূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই।"

"দেবীমূর্ত্তি!"—যদি তাই-ই হয়, তবে তোমার এ 'পরকীয়া আস্বাদনের' প্রবৃত্তি কেন? আমি ধর্ম্মপত্নী,—আমাকে ছাড়িয়া পররমণীতে এ আসক্তি ও মত্ততা কেন? যাহার চিন্তাতেও পাপ, সেই পাপের পরিপুষ্টির জন্য এ দুর্জ্জয় সঙ্কল্প কেন?"

"ঠিক বলিতে পারি না—কেন? বোধ হয়, আমার জন্মান্তরীণ সংস্কার—মোহের বিকার। কি জানি, কে এ অলজ্ঘ্য আকর্ষণ ঘটাইল? এত মনে করি, এত চেষ্টা করি, কিন্তু কৈ, আপনাকে ত বশে

আনিতে পারিতেছি না? তবে বোধ হয়, ইহাতে আর কাহারও হাত আছে। আর কেহ আমার অলক্ষ্যে, এ মায়ার খেলা খেলিয়া যাইতেছে।"

"যদি তাই হয়, তবে বুঝিব, আমার কপাল পুড়িয়াছে,—আমার সোনার স্বপ্ন অন্তর্হিত হইবার সময় আসিয়াছে।"

"তাই কি?"

"তাই,—এ পুণ্যের সংসারে, পাপের উত্তাপ সহিবে না,—সব ঝলসিয়া—জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইবে।"

"এতটা তুমি মনে কর?"

"এতটাই মনে করি।—তোমার যে এ শান্তি-তপোবন!—তপোবনে কি ব্যভিচার ও ধর্ম্মনাশ—সয়?"

কথাটা বুকে বিঁধিল। যুবকের মুখ ম্লান হইল। একটি মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া, তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন।

সতী বলিলেন, "কি ভাবিতেছ? তপোবনের সহিত বুঝি কোন দৈত্যাবাসের তুলনা করিতেছ? বুঝি কোন নর-দৈত্য এই মহাপাপ করিয়া স্থির আছে মনে করিতেছ? না, স্থির নাই,—নিশ্চয়ই নাই,—ভিতরে তার আগুন লাগিয়াছে, তবে তার পাপের সংসার, তাই পুড়িতে একটু বিলম্ব হইতেছে।"

যুবক এবার শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তবে আমারও পুড়িবে?"

"নিশ্চয়। ব'লেছি ত, তোমার এ তপোবন! তপোবনে পাপের তাপ কিছুতেই সহিবে না। হায়! তুমি পুড়িবে, আমি পুড়িব, তোমার এই একমাত্র বংশধরও পুড়িবে!"

"তবে জগদীশ্বর আমায় রক্ষা করুন।"

"আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি, জগদীশ্বর রক্ষা করুন! নহিলে সব যাইবে, সমস্ত ছারখার হইবে, এ পুরী শ্মশান হইবে।—একি, কাঁদিতেছ? তবে আমি আশা করিতে পারি, আর ও পাপপথে তোমার মন যাইবে না।"

যুবক একটু স্তব্ধ থাকিয়া, চক্ষু দুইটি পরিষ্কার করিয়া, ভগ্নস্বরে কহিলেন,—

"হায়, কাঁদিতে পারি কৈ? এ মায়া-কান্না, ছলনা,—প্রতারণার একটা আবরণ। এমন কান্না অনেক কাঁদিয়াছি। প্রকৃত অনুতাপের অশ্রু এ নয়।"

"হায়, তবে উপায়?"

"উপায় বুঝি এ জন্মে আর হ'লো না।"

"তবে তোমার এ শান্তি-তপোবনও বুঝি আর রহিল না।"

বড় ব্যথিতকণ্ঠে এই কথা বলিয়া, সতী একটি মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিলেন।

স্বামী।—কি বলিতেছ?

স্ত্রী।—যাহা বলিতেছি, এ আমি বলিতেছি না,—আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে। দেখ, আমিই তোমার শান্তি, আর এই প্রাণপুত্তলী সোনার সুকুমারই তোমার তপোবন। সাধ করিয়া এ তপোবন শ্মশান করিও না। ও মহাপাপে লিপ্ত হইলে সুকুমার প্রাণে বাঁচিবে না!"

আধভাষে, সোনার শিশু খেলিতে খেলিতে, এবার কি-জানি-কেন, পিতার কাছ-ঘেঁসিয়া আসিয়া, তাঁহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, বড় মমতাপূর্ণকণ্ঠে, ছলছল চক্ষে বলিয়া উঠিল,—"বাবা, বাবা, আমি মোল্‌বো।"

এবার জননী কাঁদিলেন। মমতার অমৃতধারায় গণ্ডস্থল নিষিক্ত করিয়া, পুত্রের মুখকমলে চুম্বন করিলেন,। যুগলচাঁদ যেন বর্ষার বারিধারায় বিধৌত হইল।

রুদ্ধশ্বাসে, নির্নিমেষ নয়নে যুবক এ দৃশ্য দেখিলেন। বুকে বড় একটা আঘাত লাগিল। প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"সুন্দরীকে ভুলিব। প্রাণ দিয়া ভুলিতে হয়, ভুলিব;—আর এ দুশ্চিন্তাশেল বুকে ধারণ করিতে পারি না।—জগদীশ্বর রক্ষা কর।"



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কে, এ সুন্দরী? সুন্দরী, না কালামুখী?

সুন্দরী—সুন্দরীই বটে। কাঁচা সোনাও বলে—আমি আছি কালো, এমন সুন্দর রং। সেই রং উপযোগী ফুটন্ত যৌবনের সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব—কি মুখ, কি চোখ, কি ঠোঁট, কি বুক,—যেন একখানি রূপের প্রতিমা আপনা আপনি সাজিয়া আছে। কপালদোষে প্রতিমা পূজা পায় না,—পূজক নিরুদ্দিষ্ট, উদাসীন। বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গেছে, তা ঠিক কেউ জানে না।

সেই জীয়ন্ত রূপের প্রতিমা,—রূপসী,—পিতামহের সোহাগের নাম সুন্দরী—যুবক অতুলকৃষ্ণের মনপ্রাণ হরণ করিয়া বসিয়াছে। প্রতি-বেশী সুবাদে উভয়ে ভাই বোন্, দুই বৎসরের ছোটবড়,—একত্রে খেলাধূলা করিয়াছে, ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে,—চোখ ফুটোফুটি, লুকোচুরি, ও বউ-বউ খেলা খেলিয়াছে। তারপর বিবাহের বয়সে উভয়ের সহিত উভয়ের বিবাহ হইবে, এমনি একটা রব উঠিয়াছিল; উভয়পক্ষের কথাবার্ত্তাও একরূপ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে তা হয় নাই। সুন্দরী অন্যপাত্রে সমর্পিতা হইল; অতুল—কুলে শীলে ধনে মানে সমযোগ্যা সহধর্ম্মিণীকে গৃহে আনিলেন।

সে আজ দশ বৎসরের কথা। দশ বৎসরে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

অতুল—ধনীর সন্তান, বিপুল বিত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী। পিতামাতা অকালে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন; সংসারে জ্ঞাতি কুটুম্ব অপোষ্য-কুপোষ্যই প্রায় সব;—পত্নী অমিয়াকুমারী—অমৃত-তুল্য হৃদয় লইয়া—তাঁহার গৃহকর্ত্রী ও গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতে-ছেন। সেই লক্ষ্মীর কোলে একমাত্র শিশু সুকুমার—অতুলনীয় সুষমা ছড়াইয়া, পোষ্য-পরিজনের আনন্দ ও আশা বর্দ্ধন করিতেছে। অন্য সন্তান সন্ততির সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় নাই।

এদিকে সুন্দরী,—হায়! যখন তার দীপ্ত যৌবন,—বড় সাধে স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছে,—তখন তার স্বামী শিবনাথ কোথায় বিবাগী হইয়া গেল। বাল্যকাল হইতেই তার কেমন একটা অনাসক্তির ভাব ছিল,—সাধু-সন্ন্যাসী ও জটা-কমণ্ডলু দেখিলেই তাদের সঙ্গ লইত; ধর্ম্মকথা পাড়িত; সমবয়স্কগণের নিকট সংসারের অনিত্যতা প্রমাণ করিত। বেগতিক বুঝিয়া, তার বিধবা বৃদ্ধা জননী, পরমাসুন্দরী পাত্রী খুঁজিয়া, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া, তার বিবাহ দিলেন। এই সুন্দরীই তার ধর্ম্মপত্নী হইল।

কিন্তু বনের পাখী সোনার পিঞ্জরে পোষ মানিল না। একদিন সে সুযোগ পাইয়া, শিকল কাটিল। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া, কোথায় উড়িয়া গেল।—কেহ তাহার সন্ধান পাইল না।

মর্ম্মাহতা বৃদ্ধা জননী, শিরে করাঘাত করিয়া শয্যা লইলেন; যুবতী তরুণী ভার্য্যা, বুক-পোরা আশায় শ্মশানভরা ছাই দিয়া নীরবে শ্বশ্রূ-দেবীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কালধর্ম্মে, এ সৌভাগ্যটুকুও সহিল না;—একটা কালসর্প সেই পরিপূর্ণ শ্বেতশতদলে বিষ ঢালিতে সচেষ্ট হইল। বৃদ্ধা তখন অনন্যোপায় হইয়া, পুত্রবধূকে তাহার পিত্রালয়ে তুলিয়া দিলেন। তদবধি সুন্দরী, অধিকতররূপে অতুলকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

দৃষ্টিও আকর্ষণ করিল, প্রণয়-পথের পথিকও হইল। প্রথম দৃষ্টিতে সহানুভূতি ও দয়া আসিল। সেই সহানুভূতি ও দয়া, স্নেহে পরিণত হইল। সেই স্নেহ—সোণার শৈশব-স্মৃতিকে পূর্ণমাত্রায় জাগাইয়া দিল। সেই হাসি খুসী, গাল গল্প,—সেই চোখ-ফুটোফুটি, লুকোচুরি, বউ-বউ-খেলা,—সেই উভয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ,—এইরূপে একে একে সকল স্মৃতি উজ্জ্বলরূপে জাগিতে লাগিল। হায়! সেই স্নেহের সুন্দরী—সেই অতুল্য রূপবতী,—আজ স্নেহের আধারহীনা হইয়া, বৈধব্যপ্রায় মলিন দশায় অতুলের সম্মুখে উপস্থিত! অতুল তাল ঠিক্ রাখিতে পারিলেন না।

অতুলও পারিলেন না, হতভাগী সুন্দরীও পারিল না। মনে মনে, অনেক ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনা করিয়া, সে সেই শৈশবসখা, স্নেহের অতুলকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। এইরূপে, অতি সভয়ে ও সন্তর্পণে, অবৈধভাবে উভয়ে উভয়ের অনুরাগী হইল। তবে সহসা উভয়ে উভয়কে ধরা দিল না,—মনের ভিতর উভয়ের মনোময়ী মূর্ত্তি, প্রস্তর ফলকের ন্যায়, খোদিত হইয়া বসিয়া গেল।

ক্রমে মুকুলে ফুল ফুটিল। ফুলের সৌরভ উভয়ের মনপ্রাণ হরণ করিল। মুখে মুখে, চোখে চোখে, আকার ইঙ্গিতে—উভয়ের নীরব ভাষা ফুটিতে লাগিল। এক একটি উষ্ণশ্বাসে, কখন বা সজল বিষাদ অনিমেষ দৃষ্টিতে, উভয়ের মনোব্যথা পরিব্যক্ত হইল। প্রেমের সে সূক্ষ্ম ইতিহাস,—পূর্ব্বরাগের সে সজীব লক্ষণ, সবিস্তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এক কথায়,—বাল্য সখাসখী, প্রেমের আকর্ষণে, পরস্পরকে আত্মসমর্পণ করিল।

ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রেম-পত্র চলিল। পত্রের বর্ণে বর্ণে উভয়ের মর্ম্মব্যথা পরিব্যক্ত হইল। "তুমি আমার, আমি তোমার'—মূল কথাটি এই;—তাহাতে যদি আকাশের চাঁদও আকাশ হইতে লইয়া আসিতে হয়,—উভয়ে যেন তাহাতেও পরাঙ্মুখ নয়,—এই রকম সব অঙ্গীকার-বাক্য উল্লিখিত হইল।

কিন্তু তখনও সব গোপনে গোপনে অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। ক্রমে আর একটু উঠিল,—চকিত চঞ্চলনয়নে এক আধটি কথা ইশারায় পরিব্যক্ত হইল। ইশারায় বটে, কিন্তু তাহাতে উভয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল।

অবশ্য এক দিনে এ অবৈধ প্রণয় হয় নাই। দিনে দিনে, পক্ষে পক্ষে, মাসে মাসে, এ প্রণয়-তরু পল্লবিত, মুকুলিত ও ফুলে ফলে সুশোভিত হইল। প্রথম প্রথম একটু আধটু আত্মসংযম চেষ্টা, একটু মানসিক সংগ্রাম, একটু হিতাহিত জ্ঞান, একটু পরিণাম চিন্তা এই সব হইয়াছিল বৈ কি? কিন্তু তাহাতে কিছু সুফল হয় নাই। ক্রমে যখন প্রেম-নদীতে পূর্ণমাত্রায় জোয়ার আসিল, তখন সব ভাসাইয়া লইয়া গেল,—সব একাকার হইল। তখন একের অভাবে অন্যের প্রাণ যায়-যায় হইল,—একের বিচ্ছেদে অন্যের অস্তিত্ব থাকে কি না সন্দেহ হইল। ফল কথা, নব অনুরাগ যেমনটি হইতে হয় হইল,—কিছুই বাকী রহিল না।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সব খোলাখুলি হইল,—কথার মাত্রা বা ওজন আর রহিল না।—প্রেমকথার যত রকম মার-পেঁচ আছে,—যত কাব্য-কৌশল আছে,—একে একে সকলই চলিতে লাগিল।—সে কথা অফুরন্ত, সে ভাব বর্ণনার অতীত।

তবে স্বভাবসরল অতুল যতটা অকপটে, যতটা ভাবোদ্বেলিত অন্তরে মনের ভাব প্রকাশ করে, সুন্দরী ততটা করে না.—সে কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া কথা কয়,—কখন বা কথা দিয়াও কথা লইয়া যায়। বি-এ ফেল—ইংরেজী নভেল-পড়া নায়ক-চূড়ামণির সেদিকে বড় একটা হুঁস থাকে না,—প্রেমের কথায় তাঁহার মুখে অনর্গল কাব্যলহরী ফুটিতে থাকে।

বিশেষ সুন্দরীর সেই ফুটন্ত যৌবন, সেই মাধুর্য্যমণ্ডিত অপরূপ রূপরাশি, সেই হাসিমাখা মধুর কটাক্ষ,—তাহা দেখিয়া কি সেই সৌন্দর্য্যপিপাসু নবীন যুবকের বাক্যের বাঁধ ঠিক থাকিতে পারে?—আবেগে ও অনুরাগে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।—তখন হু হু শব্দে জলস্রোতের ন্যায় কথার স্রোত বহিতে থাকে,—শু কুজ্ঞান থাকে না। চতুরা, পরন্ত মুগ্ধা সুন্দরী তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসে,—কখন বা কৃতার্থ হইল ভাবিয়া, সজলনয়নে, আপন ক্ষুদ্রহৃদয়ে নন্দনকাননের রচনা করে।

এমন ভাব যখন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন স্থান ও কাল যেন আপনা হইতেই সুযোগ ঘটাইয়া দিল। উভয়ের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন ও নির্জ্জন কথোপকথন একরূপ নিরঙ্কুশ হইল।

পল্লীগ্রাম, নির্জ্জন উদ্যান, সেই উদ্যান মধ্যে নির্জ্জন পুষ্করিণী। পানীয় জল লইতে, সেই উদ্যান মধ্যে গ্রামের স্ত্রীলোকগণ যাতায়াত করিয়া থাকে। উদ্যানের এক অংশে, শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবৃক্ষের মধ্যভাগে, একটি সুরম্য অট্টালিকা। সেই অট্টালিকাটি অতুলকৃষ্ণের বিশ্রাম নিকেতন। তাহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও আছে। অতুলকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তথায় নির্জ্জনবাস করেন। এই নির্জ্জনবাসের বিশ্রামনিকেতনে, দিবা দ্বিপ্রহর অন্তে, একরূপ নির্ঝঞ্ঝাটে, প্রেমিক প্রেমিকার পূর্ব্বরাগ—বিকসিত হইতে লাগিল।

কালামুখী সুন্দরী, জল আনিবার অছিলায়, মৃণ্ময় কলসকক্ষে, এবং তৎসঙ্গে গাত্রধৌতের জন্য গাত্রমার্জ্জনী, বক্ষে, ধীরমন্থরগতিতে উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কোন কোন দিন বা সত্য সত্যই ঐ দুই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু অধিকাংশ দিন, সে তার সেই বাল্যসখা প্রমত্ত যৌবনের প্রণয়-ভৃঙ্গ—অতুলকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আসিত। এক এক দিন বা' আর্দ্রবস্ত্র বক্ষে, জলপূর্ণ কলসকক্ষে, ঠমকে—ঠমকে, কৌশলে তাহাকে দেখা দিয়াও আসিত। মনে মনে বলিত,—"আজ তুমি কেতাব হস্তে পালঙ্কে শুইয়া, যার ধ্যানে মগ্ন আছ,—যদি বিধি বাম না হয়,—তবে এ অভাগীও একদিন ঐ পালঙ্কে শুইয়া তোমার ধ্যান ভঙ্গ করিবে।"

অতুল তদবস্থায় সুন্দরীর একান্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলেও, কালামুখী সুন্দরী, আর এক তিলও অপেক্ষা করিত না,—আগুনে আহুতি দিয়া পলাইয়া যাইত।

তৃষ্ণায় অতুলের, বুকের ছাতি ফাটিত,—হতভাগ্য পিপাসায় জল

পাইত না। গৃহে সুস্নিগ্ধ প্রচুর পানীয় বিদ্যমান, সে সুধা ভাল লাগিত না,—হতভাগ্য হলাহল সেবনে পিপাসার নিবৃত্তি করিতে সচেষ্ট হইত।

দিনের পর দিন গেল, তৃষা বাড়িতে লাগিল,—অতুলকৃষ্ণ উন্মত্তপ্রায় হইলেন। সেই উন্মত্ত অবস্থায় একদিন তিনি সুন্দরীকে পাইলেন। নির্জ্জন উদ্যান-কক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, তিনি মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া সুন্দরী যেন শিহরিয়া উঠিল।—যেন নূতন মানুষ, কিছুই জানে না,—এমনি ভাব দেখাইল।—সেদিন কিছুতেই সে ধরা দিল না। প্রণয়োন্মত্ত অতুলের মত্ততা আরও বাড়িয়া গেল।

কিন্তু চতুরার চতুরালী বেশী দিন খাটিল না। চতুরা হইলে কি হইবে,—সে যে নিজেই মুগ্ধা? তার বুকের ভিতরও কুল-কাঠের আগুন জ্বলিয়াছে, সহিষ্ণুতার ভাণ করিয়া, অথবা সহিষ্ণু রমণী বলিয়া, কতক্ষণ সে সেই অসহ্য দাহন সহিবে? লোভে মোহে কামনায় তার হৃদয় জর জর;—বাঞ্ছিত ভোগ্য উপযাচক হইয়া সম্মুখে ফিরিতেছে;—অসহায়া ক্ষুদ্র রমণী,—সাধ্য কি যে, সে প্রলোভন ত্যাগ করে?

এমত অবস্থায় যে প্রলোভন দেয়, অথবা এতটুকুও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা পায়, সে মহাপাপী। অতুলও মহাপাপী। কেন সে সুন্দরীকে,—সুন্দরী হউক আর কালামুখী হউক,—তার পাপের পথে প্রশ্রয় দিয়াছিল?

পাপের প্রবর্ত্তক ও পাপের প্রশ্রয়দাতা,—প্রায় তুল্যাংশে পাপী। কোন কোন স্থলে প্রশ্রয়দাতাই অধিক পাপী। এ পাপের ফল অতুলকেও বিধিমতে ভুগিতে হইবে। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে, পাপের পরিণতিটা—স্বভাবের সঙ্গতিরক্ষার জন্য—আর একটু দেখাইতে হইবে। নহিলে এ চিত্র সম্পূর্ণ হইবে না।

প্রথম দিন অতুলের প্রস্তাব অগ্রাহ্যের ভাণ করিয়া সুন্দরী চলিয়া গেল, অতুলের দুর্জ্জয় রূপ-তৃষা আরও বাড়িল,—একথা বলিয়াছি। দ্বিতীয়

দিন সুন্দরী আর ঘাটে জল লইতে আসিল না,—যেন সত্য সত্যই সে অতুলের অবৈধ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছে। এমনি উপরি উপরি দুই চারিদিন সে উদ্যানবাটী মাড়াইল না,—যেন অতুলের স্মৃতিও তাহার অসহ্য। তৃষাতুর অতুল অধিকতর চঞ্চল হইলেন।

সেই চঞ্চল অবস্থায়, হঠাৎ এক দিন অসময়ে, তিনি সুন্দরীকে উদ্যান মধ্যে দেখিলেন। দেখিলেন, স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে, সাজি ভরিয়া সুন্দরী ফুল তুলিতেছে। একবার উভয়ের চারি চক্ষের মিলন হইল। অতুল নীরবে এক নিশ্বাস ফেলিলেন। সুন্দরীর নিশ্বাস পড়িয়াছিল কি না, ঠিক জানি না। তবে পরমুহূর্ত্তে অতুল দেখিতে পাইলেন, সুন্দরীর সেই সুন্দর চোখে, এক ফোঁটা জল রহিয়াছে!

একি! সুন্দরীর চক্ষে জল? এমন মধুর প্রভাত; এমন সুন্দর সময়, এমন আর্দ্রবস্ত্রপরিধানা—সাজিভরাপুষ্পে পদ্মহস্তশোভিতা—সুন্দরীর অপাঙ্গে অশ্রু?—অতুলের বুক বিদীর্ণপ্রায় হইল। কিন্তু তখন বড় অসময়, স্থানটাও বড় সুবিধার নয়,—তাই সুন্দরীর সেই আকস্মিক অশ্রুপাতের কারণ আর জিজ্ঞাসা করা হইল না, কিংবা তাহা স্বহস্তে সযত্নে মুছিয়া দেওয়াও ঘটিয়া উঠিল না!—মনের কল্পনা মনেই রহিয়া গেল। মর্ম্মাহতের ন্যায় বিষণ্ণবদনে অতুল উদ্যানকক্ষে গিয়া উঠিলেন। হায়, তিনিই কি অভাগিনী সুন্দরীর এ অশ্রুর কারণ?

সেইদিন দ্বিপ্রহর অন্তে, আবার সুন্দরী, যথারীতি জল আনিতে পুকুর-ঘাটে গেল। গাত্র ধৌত করিল, গাত্র মার্জ্জন করিল, তারপর যথারীতি ভিজা কাপড়ে, জলপূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া, গজেন্দ্রগমনে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

সতৃষ্ণ নয়নে, বহুক্ষণ ধরিয়া অতুল, সুন্দরীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার বুক দুরু-দুরু গুরু-গুরু করিতেছিল। অনেকক্ষণ হইতে তাঁর এই অবস্থা হইতেছিল। প্রেমের পাষাণ-রেখা

বুকে অঙ্কিত করিয়া, চোখের সাম্‌নে দিয়া তাঁহার মনোমোহিনী চলিয়া যায় দেখিয়া, একবার তিনি কম্পিত হৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে কি একটা—অস্ফুট কাতরতার ভাব প্রকাশ পাইল। সুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল। নিমেষের তরে উভয়ের চোখোচোখিও হইল। উভয়ের বেদনা উভয়ে বুঝিল। কিন্তু মুখ ফুট-ফুটি করিয়া ফুটিল না।

কে আগে কথা কয়? সঙ্কোচ, ভয়, লজ্জা, একটু হইল বৈ কি? কিন্তু মনের অদম্য আবেগ;—অতুল আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে,—"সুন্দরি, ভাই——" এই দুটি কথা বলিয়া, বড় আশাপূর্ণ হৃদয়ে, মমতাপূর্ণ কাতরদৃষ্টিতে, সে সুন্দরীর পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। সুন্দরীও সেই ভাবে তাহার পানে একবার চাহিল। আবার চারিচক্ষের মিলন,—আবার তৃষিত ক্ষুধিত জর্জ্জরিত হৃদয়ের নীরব প্রেম-আকিঞ্চন। এবার সুন্দরী খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, নিশ্বাসে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়া, আর একবার সতৃষ্ণ নয়নে অতুলের পানে চাহিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আর্দ্রবস্ত্র পরিধানা, রূপসী সুন্দরীর কমনীয় কক্ষে, সে পূর্ণকুম্ভের শোভা, এবার বুঝি শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। অতুল আর দাঁড়াইতে না পারিয়া পালঙ্কে গিয়া শুইয়া পড়িল।

সে দিন—সে রাত, অতুলের কি কষ্টে কাটিল, তাহা অতুলই জানিল। পর দিন প্রভাতে, শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, অতুল মনে মনে একরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল,—"যা থাকে কপালে—আজ এ কার্য্যের একটা শেষ করিব।"

তাহাই করিল। সেই দিন, দিবা দ্বিপ্রহর অন্তে, সেই নির্জ্জন উদ্যান মধ্যে, সে সুন্দরীকে একা পাইল। যে স্থান দিয়া পুষ্করিণী-ঘাটে গমনাগমন করিতে হয়, উদ্যানের সেই মধ্যস্থলে, একটি বড় বকুল গাছ ছিল। সেই বকুল গাছের দীর্ঘ শাখা প্রশাখা ও ঘন পত্রাবলী, অনেকটা

লোকচক্ষুর অন্তরাল স্বরূপ হইয়াছিল। পাপপথ-যাত্রী যুবক, এই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া, লজ্জা-সম্ভ্রমের মাথা খাইয়া, আজ একেবারে সুন্দরীর সম্মুখবর্ত্তী হইল। চারিদিক্ চাহিয়া, কোন দিকে কাহারও আগমন-আশঙ্কা নাই দেখিয়া, পরিপূর্ণ সাহসে, সে সুন্দরীর নিকট জোড়হস্তে দাঁড়াইল। মুখে একটি কথা নাই, একটি ভাষা নাই,—নীরবে, অতি দীনভাবে, তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কালামুখী সুন্দরী,—তাহার চিত্তও অবশ, মনে মনে সেও প্রলুব্ধ, তাই আকার-ইঙ্গিতে সেও নীরবে তাহার পোষকতা করিল। পরে আবেশে, অনুরাগোৎফুল্ল হৃদয়ে, মৃদুস্বরে বলিল,—"ছিঃ! ও কর কি?—এখনি যে কেউ দেখ্‌তে পাবে। চল, এখান থেকে ঐ ঘরে যাই।"

বুঝি একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া, আহ্লাদে অধীর হইয়া, অতুল গিয়া, সেই উদ্যান-কক্ষে উঠিল। পশ্চাৎ সুন্দরী, জলের কলসটি সেখানে রাখিয়া, (তখন গাত্রধৌত ও জল লওয়া হয় নাই) ধীরভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অতুল অতি ব্যগ্রতা সহকারে দ্বাররুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিল,—"আগে আমি গুটি দুই কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি উত্তর দিন, তার পর অন্য কথা।"

ক্ষুধাতুর কাঙ্গালকে, অমৃততুল্য প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জন খাইতে দিয়া, পরমুহূর্ত্তে তাহা কাড়িয়া লইলে যেমন হয়, অতুলের পক্ষে সুন্দরীর এ ব্যবহার, ঠিক যেন তাহাই হইল;—বুঝি একটু অধিক হইল। কেন না, ক্ষুন্নিবারণেই কাঙ্গালের তৃপ্তি, কিন্তু শেষোক্ত কাঙ্গালের তৃপ্তি কিছুতেই নাই,—অতৃপ্তিই তাহার জীবন। সেই প্রাণঘাতিনী অতৃপ্তি বুকে লইয়া, বুঝি সে ঝলসিত হইয়া গেল।

প্রথম 'তুমি' থেকে একবারে 'আপনি' সম্বোধন; দ্বিতীয়, দ্বাররুদ্ধ হওয়া দূরে থাক্, সেই দ্বারদেশেই সেই বদান্য যুবতী—সেই মনোমোহিনী সুন্দরী, আপন পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের

সেই নীরব সম্মতিপ্রকাশটা যেন এক্ষণে বিরক্তিতে পরিণত হইল। অতুল এ অভিনব প্রেমরহস্য কিছু না বুঝিয়া, যেন একটু থতমত খাইয়া, পালঙ্কে গিয়া বসিয়া পড়িল। সুন্দরীর রূপে, সে দিকটা আলোকিত হইল,—স্থানটা যেন জ্বলিতে লাগিল।

স্থানটা, না অতুলের প্রাণটা?

সুন্দরীর সেই নির্জ্জন সমাগম, অথচ আকস্মিক এই বিরূপভাব;—কেন এমন হইল? স্থান কাল সকলই অনুকূল হইয়াও, অদৃষ্ট প্রতিকূল হইল কেন?—সুন্দরী বিরক্তি-ভাব দেখাইল কেন? অতুল কিছুই বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায়, অধোবদনে পালঙ্কের উপর গিয়া বসিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল,—"আপনি এমন ভাবে আমার পানে যখন তখন চান কেন? আমাকে কি মনে করেন? প্রতিবেশী সুবাদে আপনার সাম্‌নে যাই আসি। এরূপ বাড়াবাড়ি করিলে হয়ত আমায় এ পুষ্করিণী ত্যাগ করিতে হইবে।"

এবার অতুল কথা কহিল। বিস্মিতের ন্যায়, কতকটা অপরাধীর ভাবে বলিল,—"সুন্দরি, তুমি ও কি বলিতেছ? আমায় কি তুমি আরো পরীক্ষা করিতে চাও? দেখ, তোমার জন্য আমি সব ভুলিতে বসিয়াছি। তোমার চিন্তাই এখন আমার ধ্যান জ্ঞান।—আশা দিয়া কেন নিরাশ কর ভাই?"

আবার সেই 'ভাই' সম্বোধন! সুন্দরী যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না। সেই এক ভাবেই বলিল,—"কি আশা দিলাম? আপনি পত্রে আমায় দেবীরূপে বর্ণনা করিতেন,—আমি তাহার জবাব দিয়াছি মাত্র।"

অ। তার বেশী আর কিছু নয়?

সু। আর কিছু নয়—আপনি মনে মনে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছেন।

অ। তাই কি ?

সু। এর উত্তর আপনার নিজের কাছে।

অতুল একটু স্তব্ধ থাকিয়া, মর্ম্মে আহত হইয়া বলিল,—"বাল্য-প্রণয়ের এই প্রতিদান ? আমার এতদিনের আশা এইরূপে পায়ে দলন করিলে ?"

সু। অনেকেই ত অনেকরূপ আশা করে, সকলের সব সাধ কি পূর্ণ হয় ? আমার সাধও কি পূর্ণ হইয়াছে ?

পক্ক বিম্বাধরে মধুর হাসি হাসিয়া, সুন্দরী এবার এক কটাক্ষ করিল। সে কটাক্ষ, অতুলের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। আবেগে অনুরাগে উৎফুল্ল হইয়া, রূপোন্মত্ত যুবক এবার বলিল, "তোমার কি সাধ বল প্রাণাধিকে! প্রাণ দিয়া আমি তাহা পূর্ণ করিব।"

অতুল এবার পালঙ্ক হইতে উঠিয়া সুন্দরীর সম্মুখীন হইল। আবার সেইরূপ জোড়হস্তে, নীরবে তাহার সম্মতিলাভের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

সুন্দরী পশ্চাতে একটু হটিয়া আসিয়া বলিল,—"একেবারে অতটা বাড়াবাড়ি করিবেন না,—অগ্র-পশ্চাৎ সবটা ভাবিয়া দেখিবেন।—আমাকে আপনি কি সম্বোধন করিয়া ফেলিলেন বলুন দেখি ?"

অ। 'প্রাণাধিকে'—এই মধুর সম্বোধন করিয়াছি। অভয় দাও ত, আরো প্রিয়তম সম্বোধনে প্রাণ শীতল করি!

সু। আপনার এ বড় অন্যায়।

অ। কি অন্যায়, সুন্দরি ? তুমি আমার বাল্য-প্রণয়িনী, আর এখন—সত্য বলিব,—এখন আমার জীবনসঙ্গিনী;—তোমায় 'প্রাণাধিকে' সম্বোধন করিব না ? আচ্ছা, তুমি এখন আমায় অমন পর-পর ভাব কেন ? 'আপনি' 'আপনার'—ভালবাসার জনকে কি এমন দূর্-সম্বোধন করিতে হয় ? না, প্রকারান্তরে বলিতেছ, আমিও তোমায় ঐরূপ সম্বোধন করি ?

এবার আবার নূতনতর অভিনয় আরম্ভ হইল;—যেন কাল্পামুখীর লজ্জা আসিল।

লজ্জারাগরঞ্জিতা সুন্দরী, মুখখানি নত করিয়া, অকারণে আঙ্গুলের ন'খ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "না, আমায় আর 'আপনি' সম্বোধন করা, আপনার ভাল দেখায় না।—আমাকে ঐ স্নেহের 'তুমি' ডাকই চিরদিন ডাকিবেন। বয়সেও ত আমি আপনার ছোট? তা সত্যই কি আপনি এ অভাগিনীকে এতটা 'আপনার জন' মনে করেন?"

'অভাগিনী'—কথাটা অতুলের বুকে বড় বাজিল। আহা সুন্দরী—এমন অনুপমা মোহিনী প্রতিমা,—অভাগিনী?—অতুল খুব জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রকাশ্যে বলিলেন, "আবার সেই 'আপনার'?—'তুমি' বল।—সুন্দরি, তোমায় 'আপনার জন' মনে করি কিনা—এ সন্দেহ তোমার এখনো আছে?"

অতুল আরও একটু অগ্রসর হইল,—একেবারে সুন্দরীর গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের উষ্ণশ্বাস, উভয়ের অঙ্গস্পর্শ করিল। বুক দুরু-দুরু গুরু-গুরু কাঁপিতে লাগিল,—আর কেহ কোথাও নাই!

কিন্তু যে কারণেই হউক, সুন্দরী এ যাত্রাও সাম্‌লাইল। সে পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ব্বাক্ অতুল এবার কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া দীননয়নে প্রণয় যাচ্ঞা করিল। বাঞ্ছিত নায়ককে তদবস্থায় দেখিয়া, চতুরা নায়িকা, তাহাকে আরও মুগ্ধ করিবার জন্য বলিল, "ছিঃ! আমার ন্যায় একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য কি, আপনার এমন দীনতা শোভা পায়? মনে করিলে আপনি এমন শত সুন্দরীকে দাসী রাখিতে পারেন।"

প্রমত্ত যুবা এবার অতি উদ্দামভাবে বলিয়া উঠিল,—"না, সুন্দরি, তা পারি না। আর তুমি আমায় বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত করিও না। তোমার তুলনায় আমি অতি অপদার্থ, ইহাই সার বুঝিলাম। বুঝিলাম, এই জন্যই

তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সকল কথাবার্ত্তা হইয়াও শেষ ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু হায়! সব বুঝিয়াও তোমার আশা আমি ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তোমার ঐ মনোমোহিনী মূর্ত্তি আমার বুক চিরিয়া বুকে বসিয়া গিয়াছে।—দোহাই তোমার, আর তুমি আমাকে লইয়া খেলাইও না।"

সু। আমি খেলাইতেছি? না, এমন কথা আর বলিবেন না। আমরা অবলা স্ত্রীলোক; সহজেই প্রলুব্ধা হই;—আমাদের সামর্থ্য কতটুকু? বুঝিলাম, এখন আপনার সহিত আমার যত কম দেখা-সাক্ষাৎ হয়, ততই মঙ্গল। আর আপনি অমন সঘন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিবেন না। আপনার এ চোখে, কি-যেন কি একটা আছে;—তাহা আমার সহের অতীত। এই কথা বলিবার জন্তই আমি এখানে আসিয়াছিলাম,—অন্য কারণে নয়। এখন আমি যাই,—আমার সঙ্গিনীদের আসিবার সময় হইয়াছে।

অ। আমাকে এমন ভাবে দগ্ধিয়া মারাই যদি তোমার আগত অভিপ্রায় হয়, তবে নির্ম্মম কঠিন হৃদয়ে,—যাও পাষাণি রাক্ষসি! কিন্তু মনে রাখিও, তোমার প্রকৃত প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—এ অকপট বাল্যপ্রণয়ীবধের পাতক তোমায় স্পর্শিবে!

কথাগুলা, এমন ভাবে অতুলের মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল যে, সুন্দরী, অন্তরের অন্তরে চমকিত হইল। তাঁহার বুক কাঁপিল,—বুকের নিভৃত-স্থানের লুক্কায়িত ছবি প্রকাশ পাইয়া পড়িল। বুঝিল, হাঁ, প্রাণের টান্ বটে।— তাহার চোখে জল আসিল।

সুন্দরীর চোখে জল দেখিয়া, অতুলের সকল অভিমান—সকল ক্ষোভ, নিমেষে উপিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি যেন আবার নূতন মানুষ হইলেন। সহানুভূতির অমৃতশীতল মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "একি সুন্দরি, তুমি কাঁদিতেছ? কৈ, আমি ত তোমায় কিছু বলি নাই,—তবে কাঁদিতেছ কেন?"

মনে মনে বলিলেন,—"হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য! সুন্দরীর এমন দুশা?"

পুনরায় প্রকাশ্যে বলিলেন,—সুন্দরি, আমার এই চিত্তদুর্ব্বলতার জন্য, যদি কোন রকমে তোমার মনে এতটুকুও ব্যথা দিয়া থাকি, আমায় ক্ষমা করিও।—আমি আর তোমার সম্মুখে আসিব না।"

মুগ্ধা সুন্দরী এবার মনে মনে বলিল, "আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি আমার সম্মুখে আসিবে না? তবে কি লইয়া থাকিব? কোন্ আশায় এ দুর্ব্বহ জীবন বহন করিব?"

প্রকাশ্যে বলিল, "আপনি অমন কথা বলিবেন না। আমি কেবল পরিণাম ভাবিয়া ভীত হইতেছি।"

অ। হাঁ, তা একটা কথা বটে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি চিরদিন আমার এমনি নয়নানন্দদায়িনী হইয়া থাকিবে।

সু। কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিবেন কি?

এবার অতুল কি ভাবিল। বলিল, "আমি তোমাকে লইয়া দেশত্যাগী হইব।"

সু। দেশত্যাগী হইবেন কেন?

অ। তোমায় সত্য বলিব,—লজ্জা-মান-ভয়ে একটু ভীত হই।

সুন্দরী এবার একটু হাসিল। সুন্দর মুখে সে সুন্দর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিতে সে কক্ষ আলোকিত হইল। অতুলের বুকেও সে আলোকের ছায়া আসিয়া পড়িল। সৌন্দর্য্যপ্রিয় তরুণযুবক আবার অধীর হইল। সুযোগ বুঝিয়া রঙ্গপ্রিয়া সুন্দরী এবার বলিয়া উঠিল,—

"লজ্জা-মান-ভয়,—তিন থাক্‌তে নয়।"

অ। তাই—কি?

সু। তাই।

অ। তবে?

সু। আজ থাক্, আর একদিন বলিল।

অ। আজ থাকিবে কেন ?—কি বলনা ভাই ?

সু। ঐ তিনটিই তোমার আছে। একটু নয়—অনেক অধিক আছে।

এইবার সুন্দরী, ঠিক্ পথে আসিয়াছে। 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিতে সুরু করিয়াছে। আবশ্যক হইলে কিন্তু এ ভোলও আবার ফিরিবে। যাই হউক, প্রণয়প্রাণ অতুল ইহাতে সমধিক সুখী হইল। বলিল,—

"ঠিক ব'লেছে,—আমার বড় বেশীই আছে।"

মনে মনে কহিল, "হাঁ, সেই দয়াল ঠাকুরও সেদিন এই কথাটা বড় জোরের সহিত ব'লেছিলেন বটে।"

সু। কি ভাবিতেছ ?

অ। এ কথাটি আমি আর একদিন শুনেছিলেম,—তবে সে ঈশ্বর-প্রেম সম্বন্ধে। যিনি ব'লেছিলেন, তিনিও ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ।

সু। তবে তাঁর কাছে তখন জানিয়া লও নাই কেন,—মানুষে মানুষে যে প্রেম, সেও কি ঈশ্বর-প্রেম ছাড়া ?

অ। ব'লেছ এক কথা।—সুন্দরি, তুমিই আমাকে মানাইয়া লইয়া চলিও।

সুন্দরী পাইয়া বসিল। হাসি হাসি মুখে বলিল,—

"কিন্তু ঐ এক কথা,—'লজ্জা-মান-ভয়—তিন থাক্‌তে নয়'।"

অ। তা, তোমারও কি এ নাই ?

সু। নাই ?—ষোল আনা আছে।

মনে মনে বলিল, "সেই জন্যই ত এই কপটতা,—সেই জন্যই ত এ কূট কৌশল ? হায়, বুক ফাটিয়া যাইতেছে,—সম্মুখে সুধার সমুদ্র,—পিপাসার এক বিন্দু জলও পাইতেছি না!—এ কি কম বিড়ম্বনা ?—ঐ না পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আস্‌ছে? এই সুযোগে তবে আমিও যাই।"—সুন্দরী বিদায় প্রার্থনা করিল।

প্রেম-জর্জ্জরিত হৃদয়ে, প্রণয়সর্ব্বস্ব যুবা, এবার অনুচ্চস্বরে, সুন্দরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "অভাগাকে মনে থাকিবে কি ?"

সেই বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণী, সেই বিরহিণী সুন্দরী - সেই কালামুখী,—যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া, একটু মুখ মচ্‌কিয়া, হাসিয়া গেল। পাপপথ-যাত্রী অসংযতেন্দ্রিয় যুবা, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় শুইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার মনে, বুঝি কেবল এই কথাই ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"লজ্জা মান-ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।"





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী কি সত্য সত্যই নটীর অভিনয় করিয়া যাইতেছে? অতুলকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য, কি কেবলই খেলাইয়া বেড়াইতেছে?

না। সে নিজেও সম্যক্‌রূপে প্রলুব্ধা, তার উপর সময় সময় একটু আধটু ইহ-পরকালের ভয়ও করিতেছে বৈ কি? সে নিজেও সম্ভ্রান্তকুলে জন্মিয়াছে; সেই কুলে কালি পড়িবে; তার সেই তত্ত্বান্বেষী ঈশ্বরবিশ্বাসী স্বামী—ভগবৎ প্রেমের জন্য যিনি বিরাগী হইয়াছেন,—সেই নিরুদ্দিষ্ট পতিদেব,—হায়! যদি তিনি আবার ফিরিয়া আসেন? আবার সুন্দরীকে লইয়া গৃহধর্ম্ম করেন? সুন্দরীর কোলে একটি ভুবন-ভুলান সোণার শিশু দেন?—এ সব চিন্তায় সময় সময় সুন্দরীর হৃদয়ে একটু তরঙ্গ উঠিত বৈ কি? তার পর পরকাল;—যতই হোক হিঁদুর মেয়ে,—পরকালের ভয়ও একেবারে এড়াইতে পারিত না;—তাই সম্যক্‌রূপে প্রলুব্ধা হইয়া এবং বাঞ্ছিত নায়ককে সম্মুখে পাইয়াও, এত দিন সে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু হায়! আর বুঝি এ ধর্ম্মের বন্ধন থাকে না; আর বুঝি নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর,—তিনি জীবিত হউন, আর মৃতই হউন,—সেই ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর মহান্‌ আদর্শ—হৃদয়ে প্রস্তরফলকের ন্যায় অঙ্কিত থাকে

না। পরন্তু, প্রবল ইন্দ্রিয় তাড়নায় ও ঘোর চিত্তবিকারে, জলের দাগের ন্যায় বুঝি তাহা মুছিয়া যায়।

দুই দিক্ হইতে দুইজনের মনেই এই সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত। অতুলের আত্মসংযম চেষ্টা ও আত্মানুশোচনাও নিতান্ত কম নয়। তাহার স্ত্রীর সহিত এক দিনের কথোপকথনেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। হতভাগ্য আর যাহাই হোক্, তাহার প্রধান গুণ—সরলতা। ন্যায়েই হউক আর অন্যায়েই হউক, ধর্ম্মেই হউক আর অধর্ম্মেই হউক,—সর্ব্ববিষয়ে এবং সকল সময়েই সে সরল। সে সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা সকল কার্য্যেই প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট গিয়াও সে অকপট হৃদয়ে আত্মদোষ—আত্মদুর্ব্বলতা প্রকাশ করে; আর গৃহে সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিণীর কাছেও সে মনের পাপ লুকায় না,—সুন্দরীর প্রতি তাহার মনের অবৈধ আসক্তি বা প্রসক্তির কথা অম্লান বদনে বলিয়া যায়। বলিয়া যায়—চিত্তশুদ্ধি লাভের আশায়; বলিয়া যায়—অন্তরের কালি ধৌত করিবার উদ্দেশ্যে। তা হোক্ আর নাই হোক্,—মনের ভিতর কোনরূপ বেড়্ বা পেঁচ্ সে রাখিতে পারে না,—রাখিতে জানেও না। সে ধাতই তার নয়। বিশেষ অতুল জানে, তাহার স্ত্রী,—সেই অমৃতহৃদয়া অমিয়া, বড় পবিত্রাত্মা, বড় ধর্ম্মশীলা।—সেই ধর্ম্মবতী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীকে, এ পাপ কাহিনী বলিলেও যদি সে শোধরাইতে পারে। কেন না, অন্তরের পাপ, প্রকৃতই সে আপন অন্তরে ধরিয়াছিল; সেজন্য সত্য সত্য অনুতপ্তও হইয়াছিল; কিন্তু দুর্জ্জয় লালসা ও সংস্কারের হাত কিছুতেই সে এড়াইতে পারিল না। বাল্যকাল হইতে সে শিক্ষাও সে পায় নাই। তাই, কুটার ন্যায় খরস্রোতে ভাসিয়া চলিল।

আবার এদিকে, বলিয়াছি যে সুন্দরী,—সেই কালামুখীরও মধ্যে মধ্যে অনুশোচনা না আসিত, এমন নয়। বলিয়াছি, সেও সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা; কুলকলঙ্ক প্রচারের সঙ্গে পরকালের পথেও কাঁটা পড়িবে,—এ ভাবনাও

তাহার আসিত। ভাবনার সহিত একটু ভয়ও হইত। তখন সে যুক্তকরে, মুক্ত অন্তরে, অন্যের অগোচরে ডাকিত,—

"কোথা তুমি ইষ্টদেবতা! একবার গৃহে এস! তোমার সন্ন্যাস, তোমার যোগ, তোমার ঈশ্বর আরাধনা,—সব পণ্ড হয়, একবার এস। আমি তোমার মন্ত্রপূতা বিবাহিতা পত্নী,—এ জীবন যৌবন তোমার উদ্দেশেই উৎসৃষ্ট,—দাসীর পূজা লইতে, তাহার ইহকাল পরকাল রক্ষা করিতে,—কোথা তুমি জীবিতেশ্বর!—একবার দয়া করিয়া এস।"

কিন্তু হায়! তাহার এই কাতর প্রার্থনার উপর, অলক্ষ্যে, অদৃষ্ট, বড় নিষ্ঠুর হাসি হাসিত। তখন কোথায় আশার সেই ক্ষীণরশ্মিসঞ্জাত দূর ভবিষ্যৎ,—আর কোথায় এই জাজ্জ্বল্যমান সৌরদীপ্তি জ্বালামালাবিভূষিত—প্রত্যক্ষীভূত সুখদ বর্ত্তমান! বিশেষ সম্পদ ও সৌভাগ্য, সাধ ও ভোগ, তৃপ্তি ও আনন্দ—পাশাপাশি থাকিয়া, পূর্ণমাত্রায় তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। অসহায়া অবলা রমণী,—দুরন্ত যৌবনের এ প্রবল বন্যার বেগ কিরূপে রোধ করিবে?

বিশেষ, সম্মুখে কোন উন্নত আদর্শও ছিল না। যাহা দেখিয়া মানুষ, শত বাধায়ও স্থির ও অবিচলিত থাকে,—এমন কোন উজ্জ্বল উদাহরণও তাহার আশে পাশে পড়িত না। বরং তদ্বিপরীত ভাবের সম্যক্ বিকাশ,—পাপ ও প্রলোভন, পাশবাচার ও পতন, ভোগ ও প্রবৃত্তির পঙ্কিল ছবি তাহার চক্ষে পতিত হইত। পরন্তু, তাহা হইতেও যে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, অবশ্য সুন্দরীর সে উচ্চশিক্ষা হয় নাই এবং তত বড় জোর-কপালও তাহার ছিল না;—সুতরাং এইটির নাম অদৃষ্ট বা প্রাক্তন।

প্রাক্তন বৈ কি? কেন সুন্দরীর সব থাকিয়াও কিছুই নাই? শত সাধে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, সে সেই হৃদয়-নৈবেদ্য তার পতিদেবকে উৎসৃষ্ট করিতে গেল,—তার কপাল দোষে, দেবতা বাম হইল,—সে নৈবেদ্য গ্রহণ করিল না;—তখন ক্ষুদ্র বালিকা অন্তরে বড় আঘাত পাইল।

ক্রমে সেই আঘাত হইতে অভিমান আসিল। অভিমান হইতে মোহ, মোহ হইতে আসক্তি, এবং আসক্তি হইতে যা যা আসিতে পারে,—একটির পর একটি আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। যেন প্রাকৃতিক নিয়মে, ঠিক সেই সময়ে অতুলের অযাচিত স্নেহ ও সহানুভূতি তাহার দাবদগ্ধ হৃদয়ে শীতল প্রলেপ প্রদান করিল। বাল্যের সেই সুখস্মৃতি, সেই সোনার স্বপ্ন, এখন যেন অমৃতস্পর্শের ন্যায় মধুর ও তৃপ্তিকর অনুভূত হইতে লাগিল;—হায়! স্বপ্ন কি সফল হয় না?

ধীরে ধীরে সুন্দরীর হৃদয়ে অতুলের মোহিনী ছবি জাগিল। হতভাগিনী ধীরে ধীরে সে ছবিতে আকৃষ্ট হইল।

তখন সেই চোখ-ফুটোফুটি, বউ-বউ, লুকোচুরি-খেলা,—সেই একত্রে হাসি খুসি গাল-গল্প,—সেই প্রীতিমাখা ভাই ভাই সম্বোধন,—সেই সাধের খেলা-ঘর,—সেই কথায় কথায় নিত্য অনুরাগোৎফুল্ল ভাব ও আড়ি,—এই সব মধুর স্মৃতি মন আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। তার পর উভয়ের সহিত উভয়ের বিবাহসম্বন্ধ; সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ,—প্রজাপতির নিষ্ঠুর নির্ব্বন্ধ,—এই সব চিন্তা হৃদয় তোলপাড় করিয়া তুলিল। হতভাগিনী সুন্দরী ভাবিল,—

"হায়, আজ কেন আমার এমন দশা? কি পাপ করিয়াছি যে, জীবনের সকল সাধে বঞ্চিত হইলাম? আর কি সে দিন ফিরিয়া আসে না? এই ত সময় উপস্থিত?—সুখ-সৌভাগ্যের এই ত প্রকৃষ্ট অবসর? মুখের একটুখানি হাসি, কি চোখের একটি মাত্র ইঙ্গিতেই ত আমি সকলই আয়ত্ত করিতে পারি? তবে এ সুযোগ ছাড়ি কেন?—হাঁ, আমি অতুলের হইব। অতুল আমায় চায়,—আমি এ জীবন যৌবন তার চরণে বিকাইব।—পরকাল, সতী-ধর্ম্ম? না, আমি আর রাখিতে পারিলাম না। উঃ! বড় দাহ, আমার প্রাণ যায়,—আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। হায়! আজ যদি আমি অতুলের হইতাম, তবে লোকে আমায় দেখিয়া হিংসা করিত।—ঐ অপরূপ রূপ, ঐ সরল

মধুর বিনীত ব্যবহার, ঐ অতুল ঐশ্বর্য্য, অমন নয়নানন্দ সোনার শিশু,—এ সকলই আমারই হইত।—আমিও এতদিনে ঐ সোনার স্কুমারকে বুকে লইয়া সংসারে নন্দন-কাননের রচনা করিতে পারিতাম। ভাগ্যবতী অমিয়াকুমারীর ন্যায় আমিও সকলের আদরের—গরবিনী গৃহিণী হইয়া, ঐ শিশু বক্ষে লইয়া, ইহজন্মের সাধ মিটাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা ত হইল না? কপালদোষে সবই উলটিয়া গিয়াছে। আজ আমি সেই কপাল আয়ত্ত করিব।"

কালামুখী কলঙ্কিনী মনের মধ্যে নরককুণ্ড জ্বালিল, এবং ধিকি ধিকি সেই আগুনে পুড়িতে লাগিল।

পাপচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যত সব পাপ-দৃষ্টান্তই মনে জাগে।—"ঐ ও পাড়ার অমলা—সে পাড়ার বিমলা—এমন কাজ করিয়াছে,—এখনো লুকাইয়া ছাপাইয়া করিতেছে,—তাহাদের কি হইল? হয় হোক্, আমি অতুলের হইব। অতুল যদি আমার সর্ব্বান্তঃকরণে চায়,—ত নিশ্চয়ই তাহার হইব। কিন্তু তার আগে, বিধিমতে তাহাকে দেখিব,—সকল রকমে তাহার পরীক্ষা করিব,—তার পর স্রোতে ভাসিব। শেষ, কূল—আর কপাল!"

তাই কালামুখী সুন্দরীর,—সেই প্রচ্ছন্ন রঙ্গিণীর,—নিত্য নূতন ঢঙ,—নিত্য-নূতন ভাব-অভিনয়।

স্বভাবসরল অতুল, এ অভিনয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া—অধীর, অস্থির, উন্মত্তপ্রায় হইত। তখন আর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, চঞ্চল শিশুর ন্যায় ব্যাকুলহৃদয়ে, নির্ব্বিকারচিত্তে স্ত্রীর কাছেই সে মনের সকল কথা প্রকাশ করিত। 'স্বামী স্ত্রীতে' যেরূপ কথোপকথন হইত, তাহার একদিনের একটু খানি মাত্র আভাস আমরা দিয়াছি। কিন্তু সেটি শেষ অবস্থার শেষ আভাস; তাহার পূর্ব্বে ঐরূপ অনেক কথা-কাটাকাটি, অনেক অনুনয়-উপদেশ হইয়া গিয়াছে।

সেই সম-সময়ে কোন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে, অতুল কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া সংবাদ পান,—নগরের প্রান্তভাগে, এক ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ অবস্থিতি করেন;—তাঁহার বহু শিষ্য-শাখা,—মানুষের মনের ভাব তিনি ঠিক ধরিতে পারেন;—তাঁর কৃপায় অনেকের অনেক রকম শুভসংযোগও হইয়াছে। কৌতূহলী হইয়া এবং কতকটা সাম্‌লাইবারও আশায়, অতুল এক সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির বাল্যবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, (এই বাল্যবন্ধুটির সবিশেষ পরিচয়, পাঠক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড হইতে পাইবেন) এক দিন সেই মহাত্মার আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং তারপর সেখানে যাহা ঘটে, গ্রন্থের সূচনাতেই আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি। বলা ভাল, বাটী হইতে যাত্রা করিবার সময়, ঘটনা-ক্রমে অতুল সত্য সত্যই সুন্দরীর মুখ দেখিয়া গিয়াছিল। অন্তর্যামী মহাপুরুষ, সে কথাও তাহার মুখের উপর বলিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁর পর বাটী আসিয়া অতুল প্রকৃতই দিনকতক সুন্দরীকে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তার সহিত অবৈধ প্রণয়স্থাপন যে মহাপাপ, তাহাও বুঝিয়াছিল। কিন্তু কেমন ঘটনার যোগাযোগ,—দিন কতক পরেই আবার সব উলটিয়া গেল! আবার সুন্দরীর দর্শনতৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিতে লাগিল। সেই চিন্তা, সেই ধ্যান, সেই জ্ঞানই আবার তাহার সার হইল। নির্জ্জন উদ্যান-গৃহের সেই বিশ্রাম-কক্ষে বসিয়া, মনে মনে আবার সেই 'পরকীয়া আস্বাদনের' অমৃত-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। মনের পাপ যেদিন একান্ত অসহ্য হইত, এবং তাহার ভাবী অশুভ ফল মনশ্চক্ষে দেখিয়া যেদিন বড় ভয় হইত, সেইদিন সেই অসংযত, ইন্দ্রিয়পরবশ—পরন্তু সরল ও সত্যনিষ্ঠ যুবক, মনের সকল বন্ধন খুলিয়া, স্ত্রীর নিকট মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। তাহার ফল, আর কিছু না হউক, অবৈধ প্রণয়ের অধঃপতনে একটু কালবিলম্ব হইল,—উভয় পক্ষেই একটু ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ পাইল।

১৮

কালামুখী সুন্দরী অতুলকে লইয়া কিরূপ খেলা খেলিয়া আসিতেছে তাহা বলিয়াছি। 'লজ্জা-মান-ভয়, তিন থাকতে নয়'—কলঙ্কিনীর এই ইঙ্গিত-বাক্যের পরও কয়েকদিন এক রকমে কাটিয়া গেল। শেষ আবার একদিন চরম অভিনয় হইল। ফলতঃ সেইদিন অতুল মনে মনে যে ভয় ও লজ্জা পাইল, তাহা অনেক দিন তাহার অন্তরে জাগরূক রহিল। তাই পরস্ত্রীকে প্রলুব্ধা করিতে চেষ্টা পাওয়া যে, ঘোরতর পাপ ও অধর্ম্ম, তাহা বুঝিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ও ব্যথিত হইয়া ব্যাথার ব্যথী—বিশ্বাসের বিরাম-নিকেতন—স্ত্রীর কাছে মুক্তকণ্ঠে তাহা পরিব্যক্ত করিল। শুনিয়া, পুণ্যবতী সাধ্বীর যেরূপ বলা উচিত, পতিব্রতা অমিয়া, স্বামীকে সেইরূপ বলিলেন।—অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশও দিলেন। সে কথা গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বলিয়াছি যে, অতুল মনশ্চক্ষে সহসা যেন দূর ভবিষ্যতের ভীষণ অমঙ্গল ছবি দেখিয়া, চকিত ও কম্পিত হইল। প্রতিজ্ঞা করিল,—"সুন্দরীকে ভুলিব। প্রাণ দিয়া ভুলিতে হয়, ভুলিব;—আর এ দুশ্চিন্তা-শেল বুকে বহন করিতে পারি না।—জগদীশ্বর, রক্ষা কর।"

কিন্তু হায়! অতুলের এ প্রতিজ্ঞা সফল হইল কি? ঈশ্বরের চরণে, অনুতাপীর এ তপ্ত অশ্রু, স্থান পাইল কি?





সপ্তম পরিচ্ছেদ

এ কথা বুঝানো দায়। ভগবান্ যে কি শুনেন, আর কি না শুনেন, তাহা প্রকৃত ভক্ত ভিন্ন অন্যে বলিতে পারে না।

তবে বৈষ্ণবের একটা চলিত প্রবাদ আছে,—"ঠাকুর দেন ধন, দেখেন মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।"—একথা যদি ঠিক্ হয়, তবে অনায়াসে বলা যায়, তিনি সকলের সব কথা শুনেন, সব আব্‌দার রাখেন,—সু কু তাঁর কাছে কিছুই নাই। কেননা, তিনি যে কল্পতরু। কল্পতরু কাউকেও বিমুখ করেন না,—তবে ডাকার মত ডাকা চাই।

অনুতপ্ত অতুল, আর্ত্তের হৃদয় লইয়া, অন্তরে আর্দ্র হইয়া, যে মুহূর্ত্তে ঠাকুরকে ডাকিল, ঠাকুর সুনিশ্চিত সেই মুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন।—আবির্ভূত তিনি সর্ব্বকালে এবং সকল সময়েই, তবে জীবের মলিন আত্মায় তিনি অতি প্রচ্ছন্নভাবে ও অপ্রকটিতরূপে থাকেন। অন্তর যখন নির্ম্মল স্বচ্ছ ও আনন্দময় হয়, তখন আবার সেই বিশ্ব-অন্তর্যামী, তথায় হাসিয়া ভাসিয়া বেড়ান। অতুলের অন্তর এখন নাকি অতি স্বচ্ছ,—কোন কলঙ্কের দাগ্ বা পাপ-কামনার তাপ তথায় নাই,—তাই সেই দয়াল ঠাকুর আপনার পদ্মহস্ত তাহার দাবদগ্ধ বুকে বুলাইয়া তাহাকে শীতল করিলেন। তারপর তাহার মন বুঝিয়া 'ধন' দিলেন, অর্থাৎ একটু

'ইচ্ছাশক্তি' প্রদান করিলেন। এখন এ শক্তি থাকা না থাকা, অতুলের অদৃষ্টাধীন,—অথবা তাহার জন্ম জন্ম চিরপোষিত,—পুঞ্জীকৃত, অভুক্ত কর্ম্মরাশির অব্যর্থ ফল।

আর মন? হাঁ, সেও খানিকটা কথা বৈ কি মনে যদি সে সত্য সত্যই খাঁটি থাকে,—কোনরূপ প্রলোভনে বা মোহের আকর্ষণে মন মলিন না করে, তবে কোনরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা বা লোভ আসিলেও, সে তাহা জয় করিতে পারে বৈ কি? মূলে কিন্তু সেই কাণ্ডারীর কৃপা ও অনুগ্রহ থাকা চাই। তিনি ইচ্ছা না করিলে, কার সাধ্য, আত্মসংযম ও চিত্তস্থির করিতে পারে? অতএব ডাকার মত ডাকিতে ডাকিতে, সেই পার্থ-সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বা যে কোন ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হইতে হয়,—সেই ইষ্টদেবতাই বাঞ্ছিত ধন মিলাইয়া দেন।

উপস্থিত মুহূর্ত্তে, অনুতপ্ত অতুল, সেই ডাকার মত ডাকই ডাকিল। হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ডাকিল—পরিণাম ঘোর অন্ধকার ও অশুভময় উপলব্ধি করিয়া, অধীর হইয়া ডাকিল—করুণাময় কল্পতরু সে আহ্বান শুনিলেন, আর্ত্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অভয় দিলেন;—পরন্তু এ ভাব স্থায়ী হইবে কি না, তাহাই এখন বিবেচ্য।

স্থায়ী হওয়া না হওয়া, আর্ত্তের মন বা তাহার জন্মের ও জীবনের বদ্ধমূল সংস্কার। কেননা, যেমন মন লইয়া ও যেরূপ সংস্কার সাধন করিয়া সে সংসারে আসিয়াছে, জগৎ-সারথি সেই ভাবে ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহাকে যথাযথ চালিত করেন।—তাহার ফলে, কখন সে সুপথে যায়, কখন কুপথে প্রধাবিত হয়। শত চেষ্টা করিয়াও সে কুপথ ছাড়িতে পারে না।—কি এক দুর্লঙ্ঘ্যাশক্তি, তাহার অনিচ্ছা ও ভীতিসত্ত্বেও, তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়।—এইটি খাঁটি অদৃষ্ট, বা পূর্ব্বজন্মের অভুক্ত ও অব্যর্থ কর্ম্মফল।

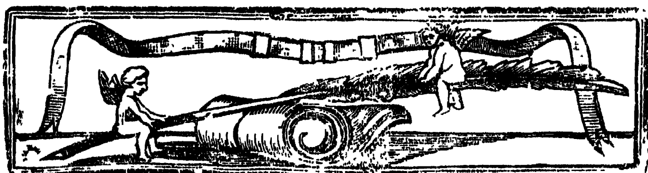
তবে কি নিশ্চেষ্ট ও জড় হইয়া, স্রোতে গা-ভাসান্ দিতে বল?

না, তা কেন ?—প্রবৃত্তির দমন ও পুরুষার্থ অর্জ্জনে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া, মনুষ্যত্বের পথে চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে,—জয়-পরাজয় বিধি-লিপি।

এই বিধি-লিপিতে অটল আস্থা যাঁর জন্মিয়াছে, সেই প্রকৃত পুরুষ অথবা পুরুষসিংহ। ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভরতা, পঞ্চম পুরুষকার মধ্যে গণ্য। ঈশ্বরবিশ্বাসী মহাত্মাই যথার্থ পুরুষকারের মাহাত্ম্য বুঝেন। এই পুরুষকার দৈবাশ্রিত,—দেবতার দয়ায় পুষ্ট। কাপুরুষ অধমাত্মা দম্ভী ও আত্মপ্রবঞ্চক অত্যাচারী নাস্তিক,—ঐরূপ ধর্ম্মভীরু ঈশ্বর-বিশ্বাসীকে, দুর্ব্বলচিত্ত মনে করে।

হতভাগ্য অতুল, সতীস্ত্রীর পুণ্যফলে প্রথম যে সঙ্কল্প করিল, পরীক্ষায় ও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা রাখিতে পারিল না। সুন্দরীর মোহে, সে আবার মজিল। কোন্ সূত্রে এবং কিরূপ ঘটনাসংযোগে, তাহা এইবার বলিব।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুণ্যবতী অমিয়া, স্বামীর মনের ব্যাধি বুঝিতে পারিয়া, সেই ব্যাধির পরিণাম স্মরণ করিয়া, স্বামীকে সতর্ক করিলেন। স্বামী অতুলকৃষ্ণও সঙ্কল্প করিলেন,—"সুন্দরীকে ভুলিব।—প্রাণ দিয়া ভুলিতে হয়, ভুলিব।"

কিন্তু ভোলা ত মুখের কথা নয়? যাহাকে ভালবাসা যায়,—বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলা ত জোরের কাজ নয়? এক দিন নয়, দুই দিন নয়, জীবনের নির্ম্মল উষাকাল হইতে যৌবন-মধ্যাহ্নের সন্ধিকাল অবধি যাঁহাকে প্রাণের সমান—বড় 'আপনার জন' ভাবিয়া আসা হইয়াছে,—যাহার রূপ গুণ,—শৈশব ও যৌবন-স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী ও প্রমোদরঙ্গিণী করিতে অন্তরের অন্তরে অভিলাষ জন্মিয়াছে এবং সেই অভিলাষ দৃঢ় সংস্কাররূপে মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে,—সহসা তাহাকে পরের পর জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবপর কি?

সম্ভবপর হউক আর না হউক, প্রাণের অধিক প্রিয়জনের জীবনরক্ষার আশায়, অতুলকে একরূপ জোর করিয়া, ঔষধগেলার ন্যায়, তাহা করিতে হইতেছে। কেন না, সতিবাক্যে ও প্রাণ-পুত্তলী শিশুপুত্রের সেই মর্ম্মভেদী

আধভাষে, তাঁহার মনে কেমন ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়াছে, সুন্দরীকে না ভুলিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, সব যাইবে,—তাঁহার 'শান্তি-তপোবনের' অস্তিত্ব অবধি থাকিবে'না ;—তাঁহার পুরী শ্মশান হইবে !—মর্ম্মাহত, ভয়ব্যাকুলিত অতুল, তাই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, আর্ত্তের হৃদয়ে ডাকিলেন,— "জগদীশ্বর ! রক্ষা কর।"

কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গাল অতুলের এ করুণ-আহ্বান শুনিলেন। অতুলের দুর্ব্বলহৃদয়ে বল দিলেন। তাঁহার উদ্ধারের—তাঁহার মুক্তির পথ দেখাইলেন। সুন্দরীকে না দেখিতে হয়,—চোখের নেশাও খানিকটা কমিয়া যায়, অন্ততঃ এটুকুও এ সময় অতুলের পক্ষে আশু ফলপ্রদ ভাবিয়া, আপাততঃ অতুল দেশত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঠিক্ বুদ্ধিমানের মত বিবেচনা করিলেন।

সতীলক্ষ্মী অমিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর এ শুভ ইচ্ছার পোষকতা করিলেন। ভাবিলেন,—"স্বামী আমার ধর্ম্মবিশ্বাসী ; ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিলেন ! তাই এ সুবুদ্ধি তাঁহার মাথায় আসিল।"

অতুল ভাবিলেন,—"না, আমার আত্ম-সুখ তুচ্ছ ; আমার 'শান্তি-তপোবন' অনেক বড়। সেই শান্তি-তপোবন রক্ষা হউক,—আমি কল্পিত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম।"—ভক্ত ও ভগবানে যোগ হইল।

কেন হইল ? না, ঠাকুর মন দেখিয়া ধন (শক্তি) দিয়াছেন, অতুলও উপস্থিত মুহূর্ত্তে সেই ধনের সদ্ব্যবহার করিলেন।

কিন্তু——

আবার 'কিন্তু' কি ?

পরক্ষণেই অতুলের মনে একটু 'কিন্তু' জাগিল।

"কিন্তু অভাগিনী সুন্দরি,—হায় ! অনাথিনী রমণি, তোমার দশা কি হইবে ?"

ধীরে, অতি ধীরে, অতি সভয়ে ও সন্তর্পণে, সহৃদয় যুবকের মনের, এক

কোণে, এই ভাবটি জাগিল। ভাবরূপী জনার্দ্দন তাহা দেখিলেন, একটু হাসিলেন, একটু খেলাইবেন স্থির করিলেন।

কিন্তু এ খেলা এখনি নয়, একটু বিলম্ব আছে। কার্য্যকালে—পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ খেলা হইবে। পরীক্ষক—নিজেই সেই লীলাময় নারায়ণ।

মুহূর্ত্ত পরেই অতুল আবার দৃঢ় হইলেন,—"না, আমার আত্মসুখ অপেক্ষা, সে 'শান্তি-তপোবন' অনেক বড়,—সুন্দরীর চিন্তায় আর মন মলিন করিব না।"

কিন্তু, ও কি! আবার?—মুহূর্ত্ত পরে আবার সেই দুঃখিনী শৈশব-সঙ্গিনীর স্মৃতি মনে জাগিল। এবার সেই স্মৃতিতে একটু অধিক সহানুভূতি, একটু স্নেহ, একটু দয়া,—আর একটু মধুরতাও মিশিল না?

এবার অতুলের বুক একটু কাঁপিল,—হৃদয়ের নিভৃত কোণে, কিসের একটু অস্পষ্ট ম্লান ছায়া পড়িল।—হায়! সেটি কি?

আবার অতুলের বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। প্রাণপুত্তলী সোনার শিশুর চাঁদ মুখখানা একবার মনে পড়িল। তাহার সেই আধভাষ এবং তাহার সহিত সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সেই মর্ম্মস্পর্শিনী উক্তি অন্তরের অন্তরে জাগিয়া উঠিল,—অতুল শিহরিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"সুন্দরীকে না ভুলিলে আর রক্ষা নাই,—আমি ভুলিব।"

'দৈবরূপী পুরুষকার' জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়—অনুকূল হইলেন—কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালকে কৃপা করিলেন। 'স্বভক্তের ভক্ত' তিনি, তাই ক্ষণেকের জন্য স্বভক্তির জয় দেখাইলেন।

এই সময় পতিপ্রাণা অমিয়া, অতুলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সতীলক্ষ্মীর সেই পবিত্র মূর্ত্তি, তাঁহার হৃদয়ে বড় মধুর রেখা অঙ্কিত করিল। অমিয়া অতি স্নেহস্বরে, বড় পবিত্রকণ্ঠে বলিলেন,—

"কি ভাবিতেছ?—এখনো কি টিপিসাড়ে পাশ্ কাটাইয়া পলাইবে ভাবিতেছ? পাপপুণ্য একটা কথার কথা—মনে করিতেছ বুঝি?"

অতুল প্রথমতঃ যেন একটু থত-মত খাইল। পরক্ষণেই কিন্তু সম্পূর্ণ সজাগ ও দৃঢ় হইয়া বলিল,—"না, আমি সঙ্কল্পচ্যুত হইব না। চাই কি তোমার কল্যাণে, জীবনের মহাসমস্যায় চিরউত্তীর্ণ হইতেও পারিব।"

"তাহাই যেন পারো,—আমার নারী-জন্ম যেন সার্থক হয়।"

অতুল একটু কি ভাবিল। যেন নখ-দর্পণে সমস্ত ঘটনাটা দেখিয়া, একটু হতাশভাবে বলিল,—"আর যদি না হয় ?"

"বুঝিব, আমার কপাল বড় মন্দ,—আমি বাপ মায়ের মুখ রাখিতে পারিলাম না।"

পুণ্যপ্রতিমা আঁচলের আগা দিয়া চোখের পাতা দুটি একবার মুছিলেন।

অতুল তাহা লক্ষ্য করিলেন। বড় কষ্ট হইল। তাঁহার জন্যই সেই পতিব্রতা অকারণে এই মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছেন।

মনে মনে তিনি আরো দৃঢ় হইলেন। মনে মনে উৎকট শপথ করিলেন। মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন,—"দেখো প্রভু, যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।"

সতী ভাবিতেছিলেন,—"স্বামীর মন এখনো কি সংশয়-তিমিরে আচ্ছন্ন ? বিধির বিধানে এখনো কি পূর্ণ আস্থা হয় নাই ?—হে সঙ্কটের ঠাকুর, স্বামীর আমার এ সঙ্কট দূর কর।"

দুই জনেই আন্তরিক নিষ্ঠায়, এক ভাবনায় নিমগ্ন,—একটু ফল হইল বৈ কি ?

অতুল বলিলেন,—"না শুভে! তোমার পুণ্যফল, কখনই বৃথায় যাইবে না,—আমার সুকুমার প্রাণে বাঁচিবে।"

অমিয়া।—এ কথা যদি তুমি বুক ঠুকিয়া বলিতে পার, তবে বুঝিব,—আমার বাড়া ভাগ্যবতী আর নাই।

অতুল। প্রকৃতই তুমি ভাগ্যবতী।

অমিয়া। ভাগ্যবানের হাতে পড়িয়াছিলাম, তাই, আমার এই সুকৃতী।

অতুল।—তুমি সার বলিয়াছ,—তুমিই আমার শান্তি, আর সোনার সুকুমারই আমার তপোবন! এত দিন অন্ধ ছিলাম, তুমিই আমার চক্ষু ফুটাইয়া দিলে।

অমিয়া।—চক্ষু ফুটাইয়া দিই আর না দিই,—গৃহের সৌন্দর্য্য-সুষমায় এতদিনে যে তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল,—এই মনে করিয়া আমার চোখে জল আসিতেছে।—এখন কর্ত্তব্য ?

অতুল দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন,—"বিদেশ গমন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহাও অতি শীঘ্র,—দুই এক দিন মধ্যে তাহা করিতে হইবে।"

অমিয়া।—আমি ?

অতুল।—সঙ্গে যাইবে,—নইলে কার বলে আমি যুঝিব ?

অমিয়া ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি লইয়া বলিলেন,—"এখন বুঝিলাম, আমার শ্বশুরকুলের কীর্ত্তি অক্ষুন্ন থাকবে,— আমি বাপ মায়ের মুখ রাখিতে পারিব।—এইবার আমায় ভাগ্যবতী বল।"

অতুল মনে মনে তীব্র যাতনা অনুভব করিতে করিতে বলিলেন,—"আর কিছু না হউক, আমার পাপে আমার সোনার সুকুমার না বিনষ্ট হয়,—জগদীশ! এই ভিক্ষা।"

ঠাকুর 'ধন' দিয়া ছলিতেছেন। সতী-পুণ্যফলে অতুল প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু——

আবার কিন্তু কি ?

দৈবের কি ছলনা!—আবার অতুলের চিত্তবিক্ষেপ হইল। একটি অতি সামান্য ঘটনার সংযোগে এই বিভ্রাট ঘটিল।

যে উচ্চ অট্টালিকা-কক্ষে দাঁড়াইয়া স্বামী স্ত্রীতে এই কথোপকথন হইতেছিল, সেই কক্ষের গবাক্ষ-পথে হঠাৎ অতুলের দৃষ্টি পড়িল। কুক্ষণে সেই দৃষ্টি, কুক্ষণে তাহার পলমাত্রও স্থিতি। সেই পলমাত্র সময়ের মধ্যেই সেই গবাক্ষ-পথে অতুল দেখিতে পাইলেন,—সৌন্দর্য্যের সীমাবর্ত্তিনী, রূপের

চির উচ্ছ্বাসময়ী কল্লোলিনী,—তাঁহার প্রাণের সুন্দরী, চুল এলো করিয়া, মোহিনী প্রতিমারূপে, আপন গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। পরিধানে একখানি সূক্ষ্ম নীলবাস, মস্তকের কেশ এলায়িত, সেই এলায়িত কুন্তল আবার ঈষৎ আর্দ্র,—রৌদ্রে তাহা বিশুষ্ক হইতেছে। হঠাৎ চারি চক্ষের মিলন হইল। অমনি সেই নীলবসনা সুন্দরী সলজ্জ মধুর ভঙ্গিতে, অতি ত্বরিতগতিতে, মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন ;—আর এক অপূর্ব্ব অভিনব শোভায় সে প্রাঙ্গণ আলোকিত হইল। লহমার মধ্যে, বিদ্যুৎগতিতে হৃদয়ে এই মোহিনী ছবি আঁকিয়া গেল। এখন যেন এ ছবি আবার একটু নূতনতর বোধ হইল ;—"হায়রে ! এ হেন সুন্দরীর কপাল এমন পুড়িয়াছে !"

আবার সেই সহানুভূতি,—আবার সেই সস্নেহ মধুর ভাব !—অতুল সভয়ে চক্ষু মুদিলেন। সেদিক্ হইতে মুখ ফিরাইলেন। অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া, অন্তরের অন্তরে ফুটিয়া উঠিল—এলায়িত কুন্তলা, নীলবসনা সুন্দরীর—সেই সুষমামণ্ডিত উদ্দীপ্ত রূপশ্রী !

রূপমুগ্ধ—পরন্তু পরিণাম-ভীত যুবকের হৃদয়ে আবার সংগ্রাম চলিল ! আবার অন্তরে তুমুল তরঙ্গ উঠিল। আবার পিপাসায় প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু সে কষ্ট তিনি কাহাকেও জানিতে দিলেন না। স্থানত্যাগ অবিলম্বে কর্ত্তব্য ও একান্ত করণীয় ভাবিয়া, সেই বিষয়েরই তিনি উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এখন প্রশ্ন,—দৈবের এ ছলনা কেন ?—উত্তর, অতুলের মনের গুণে। মনে তিনি সুন্দরীকে চাহিতেছেন,—আর বাহ্য-ব্যবহারে, কৃত্রিম-উপায়ে তাহার প্রতিরোধ-চেষ্টা করিতেছেন ! এ চেষ্টা কি সফল হয় ?

তাই, ঠাকুর "ধন' দিয়া কাড়িয়া লইলেন। অপাত্রে দৈবধন রক্ষিত হয় না। তাই পার্থিব প্রার্থিত ধনে ভুলাইয়া, অপার্থিব রত্ন কাড়িয়া লইলেন। এই তাঁর মায়া বা ছলনা।



নবম পরিচ্ছেদ

সেই দিন গভীর রাত্রে, শয্যায় শুইয়া, মানসিক যন্ত্রণায় অতুল যখন ছটফট করিতেছিলেন,—তখন দূরে, কে আকাশ-মেদিনী প্লাবিত করিয়া, নীরব সুষুপ্ত পল্লী কাঁপাইয়া, এক গান ধরিল। করুণ বেহাগে সে গান গীত। সেই গভীর নিশীথে, বেহাগের সেই করুণ ঝঙ্কারে, অতুলের দাবদগ্ধ অন্তর দ্রবীভূত হইয়া গেল। সে সুধাবর্ষী স্বর-সঙ্গীত, নীরব নিশীথের সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, পঞ্চমে—সপ্তমে উঠিল। অতুল একাগ্রমনে শুনিতে লাগিলেন, গায়ক গাহিতেছে,—

"বুঝি, জনম বিফলে যায়।—
হ'লোনা, হ'লোনা, মায়ের সাধনা,
মা বুঝি গো ফাঁকি দেয়॥
এই হাসি কাঁদি, বুকে বল বাঁধি,
'আর পিছাব না'—ব'লে কত সাধি,
অমনি কে আসি', মুখে মৃদু হাসি',
পথ ভুলাইয়ে আমারে মজায়॥"

অতুল শয্যায় শুইয়া একাগ্রমনে শুনিতেছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। তার পর শয্যাত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন; কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিলেন;—ভালরূপে

শুনিতে পাইবেন বলিয়া ছাদে গিয়া উঠিলেন। গায়ক সুধা-কণ্ঠে গাহিতেছিলেন,—

"পতঙ্গের মত পুড়িব বলিয়ে,
যাই পাছু পাছু তাহারি লাগিয়ে,
মিটেনাক আশা, বাড়ে শুধু তৃষা,
প্রাণ পুড়ে যেন মৃগ-তৃষিকায় ॥

অতুলের হৃদয় ত বহুক্ষণই দ্রব হইয়াছিল, এখন নয়নে অশ্রু ঝরিল,—মর্ম্মচ্ছেদকর তপ্তশ্বাস সে অশ্রু শোষিয়া লইতে লাগিল।—মনে হইল, গানের বর্ণে বর্ণে তিনি যেন নিজেই চিত্রিত হইতেছেন!

গায়কের মুখে তখনও ধ্বনিত হইতেছে,—

"কার এ খেলা গো, বুঝেছি জননী,
দিবে না কি তবে শ্রীপদ-তরণী,
কি নিয়ে বাঁচিব, কি নিয়ে বুঝিব,
কি নিয়ে তরিব, ভব-দরিয়ায় ॥"

এইবার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দর দর ধারে অতুলের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে জলে বুক ভাসিল,—বুকের কলিজা শীতল হইল। তখন অতুল সেই সজলনয়নে, অশ্রু-বিধৌত উদার নির্ম্মল মনে—উর্দ্ধে—আকাশপানে চাহিলেন। তাঁহার মা ছিলেন না,—আজ সেই মা'কে মনে পড়িল। স্বর্গগতা জননীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, বড় শুভক্ষণে, সেই ত্রিলোকজননী বিশ্বপ্রসবিনী মা'র কথা, অতুলের মনে জাগিল। মন আলোকিত, হৃদয় পুলকিত হইল।

তখন সেই পুলকিতহৃদয়ে, তিনি পৃথিবী বড় সুন্দর দেখিলেন। বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির যোগ হইল। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী হাস্যমুখী; অতুলের বুকের ভিতরও ভক্তির কৌমুদী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই সুর এক হইল।

অতুল মনে মনে বলিলেন,—"কে এ গান গাহিল? আমাকে উদ্দেশ করিয়াই কি এ গান গীত হইল? আমার ব্যথার ব্যথী, প্রাণের সাথী এমন কে আছে যে, আমার মনের মত গান গায়,—গানে আমায় সান্ত্বনা ও শীতল করে? এ নীরব নিশীথে, সর্ব্বচক্ষুর অন্তরালে, কে আমার তুমি এমন অকপট নিঃস্বার্থ সুহৃদ্?—গায়কের প্রাণে আবির্ভূত হইয়া আমার মর্ম্মকথা শুনিয়া লইলে? হায়! আমি অন্ধ,—তোমার কি রূপ, তুমি কেমন, তোমায় দেখিলাম না! না দেখিয়া, কল্পিত সুখদুঃখে মজিয়া হায় হায় করিয়া বেড়াইতেছি!—হায়, তুমি অনন্তরূপিণী পরমেশ্বরী!"

আবার চোখে জল আসিল। অনুতপ্ত অতুল অনিমেষনয়নে আকাশ-পানে চাহিয়া রহিলেন। বুঝি মায়ের শান্তশীলতা বরাভয়া মূর্ত্তি দেখিবার আশায়, এবং সেই মহামায়া-মুখনিঃসৃত সুধামাখা অভয়বাণী শুনিবার প্রত্যাশায়, তিনি সেই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে আপনা হইতে হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া আসিল, জানু অবনত হইল;—অতুল মানস-পূজায় রত হইলেন।

দুই চারি মুহূর্ত্ত এই ভাবে কাটিয়া গেল। বড় আনন্দে—বড় শান্তিতে কাটিয়া গেল। অতুল চক্ষু মেলিলেন। চারিদিক মধুময় বোধ হইল। প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইল।—অন্ধকার রজনী তিনি সার্থকবোধ করিলেন।

কিন্তু তখনি আকস্মিক—হায়! এ আবার কি?—হরি হরি! এমন সময়েও, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভাবে, সুন্দরী-সন্দর্শন? যাহাকে ভুলিবার জন্য এত আক্ষেপ অনুতাপ, সেই-ই তাঁর চোখে পড়িল? হায়! কে এমন অঘটন ঘটাইল? কৈ, ইতিপূর্ব্বে ত, অতুল সুন্দরীকে আদৌ ভাবেন নাই? সুন্দরীর কথা, সুন্দরীর চিন্তা, ত অনেকক্ষণ অবধি মনে স্থান দেন নাই? বরং এখন তার ঠিক বিপরীত চিন্তা, বিভিন্ন ভাব, মন আচ্ছন্ন করিয়াছে। পঙ্কিল আদিরসসংশ্লিষ্ট 'নায়িকা' ভাব হইতে পবিত্র ভক্তিরস-

সংযুক্ত মাতৃভাবে মন আপ্লুত হইয়াছে ;—তবে এমন হইল কেন ? এমন সময় এ বিষম বিসদৃশ দৃশ্য অতুলের সম্মুখে পড়িবার হেতু কি ?

'হেতু' ত সবই বুঝি, কেবল এইটেই বাকী ! আরে ভাই ! তোমার ঐ ফিলজফি আর ন্যায়ের ফাঁকি—দুই-ই সমান ;—অন্ধকারে ঢিল্ মারা মাত্র। সেই কল্পতরুর কৃপা না হইলে, প্রকৃতির এ জটিল রহস্য, স্রষ্টার এ মহা উদ্দেশ্য, কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না।—অন্ততঃ এ অধমের ভাগ্যে তাহা নাই।

সেই মধুর চাঁদনী রাতে, সেই স্ফুট জ্যোৎস্নালোকে, অতুল বিনা চেষ্টায় তাঁহার প্রাণ-প্রতিমাকে দেখিলেন। প্রতিমার সেই স্বভাবসৌন্দর্য্যভরা লাবণ্যময়ী দীপ্তি, কৌমুদীস্নাতা হইয়া অধিকতর দীপ্তিশালিনী বোধ হইল। সচকিতে উভয়ে উভয়কে দেখিলেন। হৃদয় তরঙ্গায়িত, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।—নিদ্রালসা সুন্দরী, ঘুম-ভাঙ্গা চোখে, এই সবে মাত্র দ্বার খুলিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার সব উলট-পালট হইয়া গেল। সেই আলু-থালু বেশা, আলু-থালু কেশা সুন্দরীর সেই ঘুম-ভাঙ্গা রূপ, এই রজত কৌমুদী নিশীথে অতুলের প্রাণে স্বর্গের ছবি আঁকিয়া দিল—সহসা, অতুল শিহরিলেন।

কেননা, সেই করুণ বেহাগের করুণ স্বর-সঙ্গীত, দূর দূরান্তর হইতে আবার তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—

"জনম বিফলে যায়.
হ'লোনা হ'লোনা, মায়ের সাধনা,
মা বুঝি গো ফাঁকি দেয় ॥"

ছাদের যে অংশে সম্মুখ করিয়া অতুল দাঁড়াইয়াছিলেন, গান শুনিবা-মাত্র যেন অতি ভ্রান্তভাবে সেদিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সে স্বর্গীয় সঙ্গীত আর শ্রুতিগোচর হইল না,—ক্রমেই যেন তাহা আকাশে লীন হইয়া গেল।

সুন্দরী দূর হইতে—আপনাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে অতুলের এই পশ্চাদ্‌গতি নিরীক্ষণ করিল। কিছুক্ষণ একটু কুতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু দেখিল, অতুল আর ফিরিয়া চাহিল না।

"বটে! এতদূর?, আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন?"—অভিমানভরে সুন্দরী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অতুল তখন একাগ্রচিত্তে, তন্ময়ভাবে গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত সেই স্বর্গীয় স্বর-সঙ্গীত আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

"জনম বিফলে যায়।
হ'লোনা, হ'লোনা, মায়ের সাধনা,
মা বুঝি গো ফাঁকি দেয়॥"

বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে পদটি কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। ভাব-বিহ্বল অতুল, এবার যেন ভক্তের হৃদয়ে, মনে মনে সেই জগতের মা'কে ডাকিতে লাগিলেন,—"মাগো, রক্ষা কর! শরণাগত সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হও। মুখ তুলিয়া চাও।—আবার এ ছলনা কেন, জননি!"

অমনি সেই সুধাস্বর যেন সুদূর বিমান হইতে ধ্বনিত হইল,—

"এই হাসি কাঁদি, বুকে বল বাঁধি,
'আর পিছাব না' ব'লে কত সাধি,
অমনি কে আসি' মুখে মৃদু হাসি'
পথ ভুলাইয়ে আমারে মজায়॥"

অন্তরের অন্তরে এই ভাব উপলব্ধি করিয়া, অনুতপ্ত অতুল অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিলেন, "সত্য,—সকল প্রতিজ্ঞা,—সকল সংযম কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়া যায়,—আমার অস্তিত্ব না থাকারই মধ্যে। মাগো, তুমিই এ মায়াবিনীর হাত থেকে তোমার দুর্ব্বল সন্তানকে বাঁচাও।"

হৃদয়ের গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া, সহসা অতুল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"সুন্দরি! সর্ব্বনাশি! তুই-ই আমায় মজালি!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই যেন অতুলের চৈতন্য হইল,—হয়ত বা সুন্দরী তাহা শুনিতে পাইয়াছে। কেননা ইতিপূর্ব্বেই সহসা সে, অতুলের দৃষ্টি-পথে পড়িয়াছিল। অতুল মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। সলজ্জ ভাবে সুন্দরীদের বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন,—"তবে সুন্দরী শয্যায় গিয়াছে,—একবার উঠিয়াছিল মাত্র। ভালই হইয়াছে,—কথাটা আর তার কানে যায় নাই।"

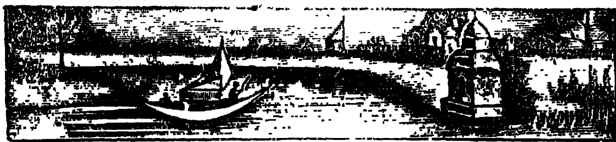
কিন্তু তা ত নয়,—কথাটা কানে গিয়াছে; সুন্দরী অতুলের নিষ্ঠুর ভাব-অভিব্যক্তি শুনিতে পাইয়াছে।

অভিমান দ্বিগুণতর হইল;—"কি, আমার উদ্দেশে এই গুরু ভর্ৎসনা? এই গভীর রাতে ছাদে দাঁড়াইয়া, আপন মনে এই আত্মানুশোচনা? অথবা আমাকে শুনাইয়া এই নিষ্ঠুর পরুষবাক্য উচ্চারণ করিলেন? হায়! আমি সর্ব্বনাশী? আমি তাঁহাকে মজাইলাম?"

দুই জনের মনে দুই ভাবের তরঙ্গ উঠিল। অতুল একটু সঙ্কুচিত ভাবে, একটু টিপি-সাড়ে প্রেমের ঘরে পা ফেলিল;—সুন্দরী অভিমানে ফুলিয়া, কল্পিত দুঃখে কাতর হইয়া, মর্ম্মচ্ছেদকর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শয্যায় গেল।

কিছুক্ষণ ছাদে উদাসভাবে পাদচারণা করিয়া, অতুলও শয়নাগারে গমন করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না। একবার সুন্দরীর সেই নিদ্রালস সৌন্দর্য্য-সুষমা, আর বার গায়কের সেই উদাস-গীতি,—তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। তখনও যেন স্পষ্টরূপে তাঁহার কানে বাজিতেছিল,—

"জনম বিফলে যায়।
হ'লোনা, হ'লোনা, মায়ের সাধনা, মা বুঝি গো ফাঁকি দেয়॥"



দশম পরিচ্ছেদ

তা, এতটা লুকোচুরি, গুপ্ত-প্রেমের এতটা কারিগিরি, আর ছাপা থাকিল না,—কেমন যেন আপনা হইতে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুন্দরীর সেই সলজ্জ সতর্ক ভাব, আর অতুলের সেই আত্মসঙ্কোচ ও আত্মানুশোচনার অস্ফুট ছায়া, কেমন যেন মুখে চোখে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অবশ্য, সাধ্বী অমিয়া, যতদূর সাধ্য, মনের ব্যথা মনে চাপিয়া, স্বামীর অধঃপতন আপন মনেই উপলব্ধি করিতেছিলেন,—কাহাকে তাহা জানিতে দেন নাই। কিন্তু কেমন স্বভাবের ধর্ম্ম,—পাঁচজনে আপন আপন মন দিয়া ইহা জানিতে পারিল।

কিসে বা কেমন করিয়া জানিতে পারিল, ঠিক বলিতে পারিলাম না। প্রেমের নিদর্শন বা পূর্ব্বরাগের লক্ষণ,—কেমন লোকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলে। বিশেষ স্ত্রীলোকের এই শক্তিটি বড় অদ্ভুত। বলিয়া কহিয়া দিতে হয় না, হাতে-হাতে ধরিতেও হয় না,—ইহার নজীর কেমন যেন আপনা হইতে মিলিয়া যায়। প্রেমিক প্রেমিকার অঙ্গ-শিহরণ, থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হওন, আনমনা ভাব, চকিত চঞ্চল সলজ্জ দৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, ইত্যাদি—কেমন যেন আপনা হইতে অন্তরের চিত্র প্রকাশ করে। যিনি যতই কেন বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতী হউন না,—লুকাইয়া ছাপাইয়া এ গুপ্তবিদ্যা বেশী দিন রাখিতে পারেন না,—এক দিন না এক দিন ইহা

প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতুল ও সুন্দরীর প্রণয়েও তাহাই হইয়াছে—নূতনত্ব কিছুই নাই।

প্রথম, পরস্পরে আঁচা-আঁচি, চোখ ঠারাঠারি; তার পর কাণাকাণি-ফুসোফুস; শেষ হেঁয়ালি-শ্লেষ রূপক-উপমায় ক্রমশঃই ইহা সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিশেষ মেয়েদের খিড়কির ঘাটে, সুন্দরীর এক সই-এর বউ-এর বকুল-ফুল, এ কথাটা লইয়া এক দিন বড় ঘোঁট করিল;—"ও মা, কি ঘেন্নার কথা গো ঘেন্নার কথা! অতুল বাবুর মনের ভেতর এমন মিছরির ছুরি?"

পাড়ার বড় গিন্নি বলিল,—"মর্ ছুঁড়ি! কি কথাটাই বল্—আগে থাকৃতে আপনার কথাই পাঁচ কাহন!"

"বল্‌বো আর কিগো, বাবুটি আমার ডুবে ডুবে জল খান। ঐ যে কথায় বলে,—

"রূপের নাগর, রসের সাগর,
যেন প্রেমের চাঁদ।
মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে
গলায় দেয় গো ফাঁদ॥"

এই হেঁয়ালী ও ছড়ায়, কুতুহলী স্ত্রীলোককুল, যেন আরো পাইয়া বসিল। তাহাদের অন্তরের সংশয়, এতক্ষণে যেন একটা স্পষ্ট সাফাই পাইয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, এর কথার পর তার কথা,—রাজা বৌয়ের 'অবাক্ কর্‌লে গো' ইতিকথিত বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন ঠাকুরণের অনেক দিনের অনুমান,—সেই ঘাট তোলপাড় করিয়া তুলিল। মজলিস বেশ জমিয়াছে বুঝিয়া সেই 'বকুল ফুল' আবার ছড়া কাটিলেন,—

"এই ঝিয়ের এত বড়াই
আগে জান্‌তো কে।
এখন তোরা সবাই মিলে
হুলুধ্বনি দে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তা ভাই মকর, হুলুধ্বনি পরে দিবি, এখন আসল ব্যাপারখানা কি, বল্ দেখি ভাই?"

মকর ওরফে বকুল ফুল আবৃত্তি করিলেন,—

"মনের কথা কারে বলি
ব্যথার ব্যথী কে।
পরের ব্যথা আপন ক'রে
বুকে রাখে যে॥"

সুরধুনী বলিল,—"আমি ভাই, তোর ব্যথা বুকে রাখ্‌বো, সত্যি কচ্ছি।—কথাটা কি, খুলে বল্।"

"বলা কি মুখের কথা—"

ঠান্‌দিদি বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"ও! কবি ঠাক্‌রূণ! তোমায় ব্যাগোত্তা করি, তোমার ও কবিতে রেখে, বাবুর আমার গুপ্তলীলে ব্যক্ত করো।"

কবি ঠাক্‌রূণ কিন্তু আবার 'কবিতে' গাহিতে বসিলেন,—

"গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি
সাধ্যি কি আমার।
পাড়ায় পাড়ায় টি রটাবে
বুকের পাটা কার॥
বিধবার বিয়ে হ'লো
কাল্‌টি এ যে কলি।
তাই না দেখে সধবারো
প্রেমের কোলাকুলি॥"

হো হো রবে সুন্দরীবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে, এ উঁহার ঘাড়ে পড়িলেন, সে তাহার বুকে চাপড় মারিলেন। ঘোষেদের অন্দর ঘাট, বোসেদের সদর-ঘাটকেও লজ্জা দিল। এক রসিকা ননদিনী

এক বৌয়ের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া দাশুরায়ের সাধাসুরে অনুচ্চস্বরে গাহিলেন,—

"ননদি, তুই বোল্‌গে নগরে!
ডুবেছেন রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥"

গান শুনিয়া, সেই কবি ঠাক্‌রণ আহ্লাদে ডগমগ হইয়া, প্রিয়সখীর চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—

"(ওলো আমার) চাঁদবদনি, ননদিনী, সাধের গঙ্গাজল।
ঠিক ব'লেছিস, ঠিক্‌ এঁচেছিস (এখন) জল-সইগে চল্‌॥"

হাসির বেগ একটু মন্দীভূত হইলে, এবার সেই বর্ষীয়সী ঠান্‌দিদিটি বলিয়া উঠিলেন,—"মরণ আর কি!—দূর মুখপুড়ীরা!—তোদেরও বুঝি ঐ রকম একটা হবো-হবো হ'য়েছে?"

একজন আধা-বয়সী কুলীন যুবতী—একরূপ চির-বিরহিণী—মনে মনে গুমরিতে গুমরিতে বলিলেন,—"হায়! সেদিন কি হবে? সধবার বিয়েও কি চল্‌বে?"

সেই সপ্রতিভ কবি ঠাক্‌রণ ধাঁ করিয়া উত্তর দিলেন,—

"ঠান্‌দিদি, ব'লেছ একটা মনের কথা;—তা জোটে কৈ? তেমন জোর-কপাল কি তোমার আমার আছে?"

এখন, ঠান্‌দিদি বড় বিষম ফেরে পড়িলেন। বয়সকালে, তাঁর সধবা-দশায়, এই রকম একটা অপবাদ, পাড়ার দুষ্টলোকে তাঁহার সম্বন্ধে রটাইয়াছিল। শুধু রটানো নয়, তাই নিয়ে দাদাঠাকুরের মাথা অবধি বিগ্‌ড়িয়া দিয়াছিল। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সারারাত জাগিয়া, লগুড় হাতে প্রাচীরের কাছে ওৎ পাতিয়া থাকিতেন,—কোন রকমে সে দুষ্ট প্রণয়-চোরের কিনারা করিতে পারিতেন না। একদিন অনেক চেষ্টায় তিনি সেই পাপিষ্ঠের এক পাটী চটী ও কৃত্রিম গুম্ফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—বিশেষ তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও চোরকে ধরিতে পারেন নাই।—সে ঝটিতি

পাঁচীল টপ্‌কাইয়া পলাইয়া যায়। অগত্যা তখন সেই চটীজুতা ও গোঁফজোড়াটি লইয়া দাদাঠাকুর গোপনে অনেক খানাতল্লাসী করেন, কিন্তু একেবারে দু'তিনটা লোকের উপর সন্দেহ হওয়ায় কাউকে তিনি সুনিশ্চিতরূপে ধরিতে পারিলেন না। তখন যতটা রাগ ও আক্রোশ, তিনি সেই চটী পাটী দ্বারা, ঠান্‌দিদির শ্রীঅঙ্গ পেষণে প্রশমিত করিলেন। শুনা যায়, কোমলাঙ্গী কিশোরী ঠান্‌দিদি, তখন সাতদিন কাল শয্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই। এবং তাঁহার গায়ের কালশিরা দাগ্‌ লুকাইতেও দু'মাস সময় লাগিয়াছিল।

এখন, পরের রহস্য-কথায় আমোদ লুঠিতে গিয়া, নিজের মর্ম্মকথা জাগিয়া উঠিল,—হঠাৎ ঠান্‌দিদির মুখখানা চুণ-মত হইয়া গেল। বুদ্ধিমতী রঙ্গশীলা কামিনী তাহা লক্ষ্য করিল। বৃদ্ধাকে লইয়া আর বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া, সংক্ষেপে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ফেলিল ;—

"ঘোম্‌টার ভিতর খেম্‌টা-খেলা অনেক দেখেছি।
অনেক দেখে—অনেক শুনে বুড়ো হ'য়েছি॥

"কেমন ঠান্‌দিদি, এই না? বালাই! তোমাদের আমলে এমন বেহায়াপানা ছিল?—অভাগ্যি!"

ঠান্‌দিদি তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে ভাই, হ্যাঁ! তুই ঠিক ব'লেছিস। তা ত কথাই আছে,—

"যার হাতে খাইনে সে বড় রাঁধুনি।
যারে নিয়ে কুলুইনে সে বড় সতী॥"

এক কথায় আর উত্তর দিয়া,—উত্তরে নিজেকেই প্রকারান্তরে ধরা দিয়া,—ঠান্‌দিদি তাঁর মানের কান্না কাঁদিলেন ;—সমবয়সীরা তাহা দেখিয়া গা-টেপাটিপি করিল।

তখন কামিনী বলিল, "তা এখন দোষ দেই কার?—পোড়া-কপালী সুন্দরীর,—না, অতুল বাবুর?"

রাঙ্গা বউ।—কথাটা কি, আগে খুলে বল্ ছাই, তারপর দোষ দিবি অখন?

তরঙ্গিণী।—কামিনী আর বল্‌বে কি, সেই চিঠিতেই সব প্রকাশ!

সুরধুনী।—হাঁ, দশে যা রটে, তার কতকও বটে।

কামিনী।—রটারটি নয়লো শুধু আরো কিছু আছে।

বল্‌বো তাহা কানে কানে বকুল-ফুলের কাছে।

ঠান্‌দিদি।—তা ব'ল্‌বি বলিস বোন,—দোহাই তোর, আর ছড়া কাটিস নে।—কিন্তু মাগিটার কি আক্কেল? অমন শিবতুল্য সোনার স্বামী বিবাগী হ'লো, তার জন্যে একবার 'আহা' করা দূরে গেল, এখন কিনা পর-পুরুষের ওপর উঁচু নজর?—ঘেন্নার কথা! (স্বগত) বল্‌চি বটে, কিন্তু যে জেনেছে, সেই ম'জেছে।

বড় গিন্নি।—শুধু ঘেন্নার কথা দিদি? কালামুখী একটা ঘর মজাতে ব'সেছে? আহা, একথা শুন্‌লে কি আর সতীলক্ষ্মী অমিয়া প্রাণে বাঁচ্‌বে?

সুরধুনী।—বাঁচা মরা ঠাকুরঝি সে বরাতের কথা। কিন্তু ছুঁড়ীটার কি বুকের পাটা! ঐ জন্যে শীত গিরিষ্মি—একদিনও কামাই নেই,—বাবুদের বাগানের পুকুর থেকে জল আনা হ'তো?

ঠান্‌দিদি।—হাঁ, ও রথ-দেখা—কলা-বেচা—দুই-ই হ'তো। তাই ত বলি, স্বামী যার বিবাগী, তার মুখে অমন চেক্‌নাই কেন?—তার অমন আলবাট ফ্যাসানে চুল-তোলা কেন?

মনে মনে বলিলেন, "হুঁ! ছুঁড়ীটা খেলোয়াড় বটে!—একেই বলি জোর-কপাল!"

রাঙ্গা-বউ।—উঃ! "এই এদ্দিন সকলের চোখে ধূলো দে রেখেছিল?

এবার সেই কবি ঠাকুরণ কামিনীসুন্দরী, সুন্দরীর পক্ষে ওকালতি করিয়া বলিলেন,—"তা, তোমরা দেখ্‌চি, সুন্দরী বেচারীর ঘাড়েই সকল দোষ চাপাচ্চ,—অতুল বাবু বুঝি কোন দোষে দোষী নন?"

ঠান্‌দিদি।—তা যদি ব'ল্লে বোন্, ত বলি;—পুরুষ আর পরেশ—ও সমান কথা। মেয়ে-মানুষ না নোল-কাছি দিলে, পুরুষের সাধ্যি কি যে, মুখ তুলে চায়?

বড় গিন্নি।—ঠিক ব'লেছ ঠান্‌দিদি।

কামিনী।—আমার কিন্তু মনে হয়, এ দোষ ষোল আনাই অতুল বাবুর। তিনি বড় মানুষের ছেলে, দু দুটো পাশ কোরেছেন, দশের একজন হ'য়েছেন,—ঘরে অমন তাঁর সোনার পদ্মিনী র'য়েছে,—তিনি তাল সাম্‌লালে ত আর এ গরল উঠ্‌তো না?—ভালমানুষের মেয়ের ইহ-পরকাল যেতো না?

তরঙ্গিণী।—ঠিক ব'লেছিস ভাই মকর! আমারো এই মত্। তিনি বড়মানুষের ছেলে—রূপে গুণে ধনে মানে সকলের বড় তিনি;—তাঁর কিসের অভাব? তিনি কেন সব জেনে শুনে একটা গৃহস্থের ঘর মজালেন? কাঙ্গালকে খাবারের লোভ দেখানো, আর স্বামীসুখে বঞ্চিতা সুন্দরীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা—সমান কথা। অতুল বাবু বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হ'য়ে কি এ কাজটা ভাল ক'রেছেন?

সুরধুনী।—ভাল ক'রেছেন?—অতি বেইমান্—পাষণ্ডের কাজ ক'রেছেন! এতে তাঁর ভাল হবে না;—কখনই ভাল হবে না। তা ঠান্‌দিদি, তুমি কটমট ক'রেই চাও, আর খুড়ীমা অবাক্ হ'য়ে গালে হাত দে দাঁড়াও! আমি যা ব'ল্লেম, এ খাঁটী কথা,—কারো মন-রাখা খোসামুদে কথা নয়। সত্য মিথ্যা দেখে নিও,—এখনো এক-পো ধর্ম্ম আছে!

রাঙ্গা বউ।—তা ব'ল্‌চিস বাছা, কথাটা একেবারে ফেল্‌না নয়—এখনো এক-পো ধর্ম্ম আছে।

তখন সেই ঠান্‌দিদি, বড় গিন্নি, মাঁসী, পিসী, "খুড়ী,—যে যে সেখানে ছিলেন, সকলেই একবাক্যে অতুলেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন;—"হ্যাঁ, তা বটে ত? একটা অবলার জাতকুল মজানো,—অতি বড় অধর্ম্মের কাজ। অতুল বাবুর এ কাজটা করা ভাল হয় নি।"

জনান্তিকে ঠান্‌দিদি ও বড় গিন্নিতে কথাবার্ত্তা হইল,—"কালের দোষ, বয়সের ধর্ম্ম।"

ঠান্‌দিদি মনে মনে গুমরিতে গুমরিতে বলিলেন,—"হুঁ অমন রূপ, অমন চাঁদপানা মুখ, অত ঐশ্বর্য্য,—ছুঁড়ীটার বরাতে এখন সইলে হয়।"

কামিনী বলিল, "বাবুর কি বল;—পয়সা আছে,—দু'দিন পরে সব ঢেকে যাবে।—কপাল পুড়্‌তে ঐ পোড়া-কপালী সুন্দরীরই পুড়্‌বে। আর শোন নি, গুণধর বাবুটি সপরিবারে কোল্‌কেতা যাচ্ছেন?"

তর।—কবে লো—কবে?

কা।—এই দু'একদিনের মধ্যে।

সুর।—বল কি? হাঁ, তা হবে বটে।—বড় সিয়ানা কিনা? মনে ক'রেছেন বাছাধন, সকলের চোখে ধূলো দে পালাবেন। কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক আপনি বেজেছে—পালালেও নিস্তার নেই।

রাঙ্গা বউ।—নে ভাই, ও বড়-ঘরের বড়-কথা।—আমাদের ওতে না থাকাই ভাল।

সুর।—রেখে দাও তোমার বড়-ঘর!—ধর্ম্মের দোরে বড়-ছোট নেই!

"সার কথা,—'ধর্ম্মের দোরে বড়-ছোট নেই!'—তোমার কথাই যেন মা ফলে।"

সহসা সেই সমবেত স্ত্রীমণ্ডলীর সোৎসুক দৃষ্টি,—এক অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্রশ্রী ভৈরবীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। গৈরিকবসনপরিধানা, রুদ্রাক্ষবিভূতিশোভিতা, ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী, স্মিতমুখে পুনরায় বলিলেন, "মা আজ আমি তোমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌বো। এস মা, ভিক্ষা দিবে এস।"

স্বর অতি কোমল ও করুণাপূর্ণ।

মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সুরধুনী নামে সেই সুন্দরী, ঘাট হইতে উঠিয়া গৃহে গেল,—ভৈরবী আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য!—ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা লইয়া আসিয়া, সুরধুনী আর সে ভৈরবীকে সেখানে দেখিতে পাইল না,—যাদুমন্ত্রে যেন তিনি কোথায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

স্তম্ভিতা সুরধুনী, স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা যেন তাহার কর্ণে সুধাবর্ষণের ন্যায় স্বর্গীয় স্বরসঙ্গীত ধ্বনিত হইল,—

"জনম বিফলে যায়।
হ'লোনা হ'লোনা, মায়ের সাধনা,
মা বুঝি গো ফাঁকি দেয়॥"

দূরে—অতি দূরে, সে স্বর ক্রমেই মিলাইয়া যাইতে লাগিল। তবুও যেন সুরধুনী ভাবের কান লইয়া শুনিতে লাগিল, কে যেন গাহিতেছে,—

"জনম বিফলে যায়।
হ'লোনা হ'লোনা মায়ের সাধনা,
মা বুঝি গো ফাঁকি দেয়॥"

পূর্ব্বদিন রাত্রেও, এই গান না অতুলের দাবদগ্ধ প্রাণে শান্তি-সুধা ঢালিয়াছিল?

কে, এ গায়ক? কে, এ ভৈরবীরূপিণী সন্ন্যাসিনী?





একাদশ পরিচ্ছেদ।

রসিকা কামিনীসুন্দরী আসিয়া সুরধুনীর সঙ্গ লইল। সকল দেখিয়া শুনিয়া সে বলিল,—"তা ও ভৈরবী, কি ছদ্মবেশী কোন ভৈরব,—তার ঠিক কি?"

সুর। সে কি, তুমি যে আমায় অবাক্ ক'ল্লে?

কা। ভাবগতিক দেখে ত তাই বোধ হয়। ভাগ্যে তোমায় মন্তোরের চোটে সঙ্গে নেয় নি? ওরে বাপরে! যে চাহনি! আমি ভাবলুম, বুঝি তোমায় চেলা ক'রে নেয়;—তাই চট্ ক'রে ঘাট থেকে উঠে এলুম।

সু। না ভাই মকর, সত্যি বল্‌চি, আমার কোন ভয় হয়নি। এখনো কোন ভয় হ'চ্ছে না,—তবে কিছু হকৃচকিয়ে গেছি বটে। তা হবেও বা,—হয়ত কোন মহাপুরুষ ছলনা ক'ত্তে এসেছিলেন।

কা। মহাপুরুষ, কি ভণ্ড চোর, তাই বা কে জানে? নইলে হঠাৎ মেয়েদের খিড়কির ঘাটে আসা কেন? বোধ হয়, সন্ধান-টন্ধান ক'রে গেল,—রাত দুপুরে কারু ঘরে এসে সিঁদ দেবে।

সু। না ভাই মকর, তুমি অতটা অনাস্থা ক'রো না,—ওতে অপরাধ হয়। আমার ভাগ্যে নেই,—তাই তিনি ভিক্ষাগ্রহণ কোর্‌লেন্ না।

কা। সে যে কি ভিক্ষা চাইতে এসেছিল, তা ধর্ম্মই জানেন। আমার কিন্তু ভাই ভাল বোধ হয় না,—তা তুমি যাই মনে কর।

সুরধুনী হাসিয়া বলিল,—"মকরের আমার সব বাড়াবাড়ি।"

কা। বাড়াবাড়ি করি কি বোন্ সাধে? এখন যে কাল প'ড়েছে কলি!—তাই, কালের মত চলি।

সু। না-না-না, সকল তাতে অমন তাচ্ছিল্য ক'র্‌তে নেই ভাই।

কা। হার্ মান্‌লেম। কিন্তু এও ব'লে রাখি বোন্, ঐ ভৈরবীটিকে তুমি সহজ মনে ক'রো না। ও চাল-কলা ভিক্ষে চাইতে এয়েছিল, কি তোমায় ভিক্ষে ক'র্‌তে এয়েছিল, এও আমার সংশয় আছে।

সু। কবি ঠাক্‌রুণ, পুরুষ হয়ে জন্মাও নি কেন?—তা হ'লে কোন রাজা-রাজ্‌ড়ার মন্ত্রিত্ব পদ পেতে।

কা। আর তুমি তা হ'লে বুঝি মন্ত্রী-পত্নী হ'তে?

সু। নে ভাই, তোর ফষ্টি-নষ্টি রাখ্,—এখন কোন রকমে ঐ ভৈরবীর সন্ধানটা এনে দাও দেখি?

কা। কেন, ঘরে আর মন বসে না বুঝি? (সুরধুনীর চিবুক ধারণ-পূর্ব্বক সুর করিয়া)।

"মন চুরি ক'রে সখি, সে কেন লুকায়।
কোথা গেল গুণমণি, আন লো ত্বরায়॥"

সু। তাঁর সে সুধাকণ্ঠ ত শোন নি, তাই রঙ্গ ক'র্‌চ।

কা। গান টানও হ'য়ে গেছে নাকি?

সু। ঠিক জানি না,—তিনি গেয়েছেন কি না,—তবে মনে হয়, তাঁর মত তপস্বিনীর মুখেই ঐ গান শোভা পায়। আহা, কি সুধামাখা সে স্বর! এখনো আমার চোখে জল আস্‌চে!

কা। পান্‌সে চোখ কি না, তাই অম্‌নি একটু ভাবের কথায় চোখে জল আসে।

সু। না দিদি, সত্যি বল্‌চি, সে গান শুন্‌লে, মরা-মানুষও বেঁচে উঠে।

কা। এই গো! সে বেটী কি বেটা,—বুঝি মকরের আমার কি 'গুণ'

ক'রে গেল। তা অমন হয় গো! এক একটা পথভিখিরি এমন সুন্দর প্রসাদী গান গায়, যে, তা শুন্‌লে ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না।—তুমিও যেমন, রাত্রে গাঁজার ঝোঁকে, কোন্ বন-বাদাড়ে কি আঁস্তাকুঁড়ে প'ড়েছিল, গায়ে রোদ লাগাতে, চেতনা হ'য়ে পথ ভুলে মেয়েদের খিড়কির ঘাটে এসে প'ড়ে থতমত খেয়ে গেল। তার পর একটা ত কিছু বুজ্‌রুকি দেখাতে হবে,— তাই মা ব'লে ভিক্ষে চেয়ে, ধাঁ ক'রে আবার উধাও হয়ে স'রে প'ড়েছে।— তা মরুক গে সে ঝুটো ভৈরবীর কথা। এখন্ এই আসল ভৈরবী—সুন্দরী কালামুখীর বিষয়ে কি করা যায় বল দেখি? কথাটা কি তার কাছে পাড়্‌বো? বোধ হয়, এখনো হতভাগীর পরকাল নষ্ট হয় নি।

সু। তা বেশ ত, পার যদি একটা কাজের মত কাজ কর্‌লে, বুঝব। পরের কাজেই ত গতর মাটী ক'রে আস্‌চ। কিন্তু এ কাজে নেমে যদি তার মতিগতি ফেরাতে প্যারো, ত পরম পুণ্যলাভ ক'র্‌বে।

কা। পুণ্যলাভের আশায় এ কাজে নাম্‌তে যাচ্চি না,—একটা ঘর রক্ষা হয়,—দু'তিনটে প্রাণ রক্ষা পায়, এই আশা।—কিন্তু ব্যাপার বড় বিষম। গতর তুচ্চ, প্রাণ দিতে পারি,—যদি সুন্দরীর ধর্ম্মরক্ষা হয়!

সু। তবে?

কা। কিন্তু তা হবার নয়। দু'জনে ম'জেছে, দু'জনেই ডুবেছে,— আমাদের আঁকুপাঁকু করাই সার। অনেক দিনের ভাব, ছেলেবেলার ভালবাসা, খেলাধূলার সাথী,—চিরদিনের কামনা,—এ বয়স-কালে কি হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে পার্‌বে? পারে ত, পরম পুণ্য ব'লে মান্‌বো।

সু। সেই জন্যেই বুঝি অতুল বাবু এ স্থান ত্যাগ ক'রে চ'ল্লেন?

কা। সেইটিই আরো ভয়ের কথা।

সু। সে আবার কি?

কা। হিতে বিপরীত না হয়,—সুন্দরী না আত্মহত্যা করে!— পাপের উপর পাপ বাড়বে মাত্র।

সু। যদি এত জানো, তবে অত রঙ্গরস ক'রে, হাটে এসে হাঁড়ি ভাঙ্গলে কেন?

কা। এইটে আর বুঝ্লে না? তা যদি বুঝবে, তা হ'লে আর পরম বৈষ্ণব রাম শর্ম্মার ঘরণী হ'য়ে, ঐ ভণ্ড ভৈরব না ভৈরবীর সঙ্গ নিতে যাও? এই শোন বলি। প্রকৃত যদি কারো ভাল ক'র্তে চাও, ত সর্ব্বাগ্রে তার মনের ময়লাটা সাফ্ ক'রে দেবে। ভাল কথা ব'লে হোক্, কিংবা তিত-কথায় গালমন্দ দিয়ে হোক্—অথবা শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে হোক্,—ক্ষেত্র যেমন বুঝবে, সেই রকম ক'র্বে। —এ আমার কথা নয়,—তোমার মকর-স্বামী প্রকৃত ভক্ত—যাঁর নাম ক'র্লে দিন ভাল যায়,—সেই সুব্রাহ্মণ কথকচূড়ামণির এই আজ্ঞা—সেই দেব-আজ্ঞায় ও উপদেশে,—খানিকটা তাঁরই প্রশ্রয়ে—তস্য ধর্ম্ম-পত্নী—অহং দেবী কামিনীসুন্দরী—এত মুখরা, রঙ্গরসচটুলা ও অপ্রিয়-বাদিনী।—অহঙ্কার ক'চ্চি না, মনে কিছুমাত্র পাপ নেই জেনো;—কিসে অভাগিনী সুন্দরীকে সর্ব্বনাশের পথ থেকে রক্ষা কর্তে পার্বো, তাই ভাবচি।

সু। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে তার কি কিনারা হ'লো?

কা। একটু হ'লো বৈ কি? মেয়েদের খিড়্কির ঘাটের মত গেজেট, আর কোথা আছে বল? সেখানে স্বয়ং শ্রীমতী ঠান্‌দিদি ঠাকুরাণী, ঘোষেদের বড় গিন্নী, বোসেদের রাঙ্গা বউ বিরাজমানা;—আর কুচো কাচা বউ ও ঝিউড়ি মেয়ে কত যাচ্চে আস্‌চে, কে তার সংখ্যা করে?—এমন খোস্ খবর প্রচারের অমন গেজেট আর কোথা পাই বল?

সু। সংবাদটা কি শীঘ্র প্রচার হয়, তোমার ইচ্ছা?

কা। বিশেষ ইচ্ছা। পাপকাহিনী প্রচারেই প্রায়শ্চিত্ত। তা ছাড়া আর এক উদ্দেশ্য আছে। শুন্‌চি, অতুল বাবু সপরিবারে আজকালের

মধ্যেই কল্‌কেতায় যাবেন।—কেন জানো?—আপনাকে বাঁচাতে;—সতীস্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে;—আপনার একমাত্র বংশধর শিশুপুত্রের কল্যাণ কামনা কর্‌তে।—এক হিসেবে এ কাজ তিনি ভালই ক'রছেন, সন্দেহ নেই।—কিন্তু হায়! অভাগিনী সুন্দরীর দশা কি হবে, তা কি তিনি একবার ভেবেছেন? তাকে আশা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, কামনায় জর-জর ক'রে, তিনি সাধু হ'য়ে বাঁচ্‌তে চান!—আর এদিকে অভাগিনী সুন্দরী,—পতিপ্রেমে বঞ্চিতা সুন্দরী,—পরপুরুষের অবৈধ প্রণয়ে আত্মহারা সুন্দরী,—হয় উদ্বন্ধনে, নয় বিষপানে দুর্ব্বহ দেহভার মোচন করুক! সঙ্গে সঙ্গে তার শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতা, ধর্ম্মপ্রাণ নিরুদ্দিষ্ট স্বামী,—বংশগত কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে জীয়ন্তে সমাধিপ্রাপ্ত হোক্!—কেমন, এই ত বিধান? এই ত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানের নীতিজ্ঞান? এই ত পরার্থে আত্মোৎসর্গ? হায় রে! এই স্বার্থময় সংসারে লোকে আবার মনুষ্যত্বের বড়াই করে!

সু। তা এমত অবস্থায় তুমিই বা আর কি সদুপায় ক'র্ত্তে পার? অতুলেরও ত আত্মরক্ষার প্রয়োজন? নইলে তাঁরও সর্ব্বনাশ হবে—সব যাবে।

ক। তাও কি না ভেবেছি? একের বিবাহিতা, মন্ত্রপূতা ধর্ম্মপত্নী, ছলে বলে বা প্রলোভন-কৌশলে হরণ,—উঃ! ধর্ম্ম কখনই এ অত্যাচার সবেন না। তা জানি, নিশ্চিতই জানি। যখন অধর্ম্ম-আগুনের ফিন্‌কি দুই আধারে গিয়ে প'ড়েছে, তখন ঐ ফিন্‌কি যদি না নিবানো যায়, ত, ও ধিকি ধিকি ক'রে দু'জনকেই পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেল্‌বে। কিন্তু বোধ করি, এখনো সময় আছে,—এখনো ঐ ফিন্‌কি নিবানো যায়।

সু। কি উপায়ে তুমি তা ক'র্ত্তে চাও?

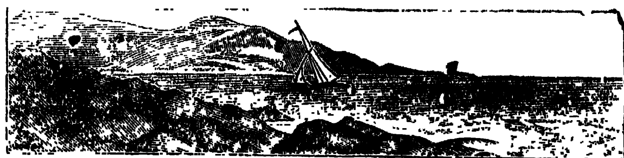
কা। দেখ, লোকলজ্জা জিনিসটা বড় কম অস্ত্র নয়। ধর্ম্মভয়ও সকলের না থাক্‌তে পারে, কিন্তু লজ্জাভয়, মানের ভয়, সংসারী মাত্রেরি

আছে। আমি মনে ক'রেছি, যদি বিধাতা মুখ তুলে চান, ত আমি দু'জনকে কাছাকাছি রেখে, শুধ্‌রে নিতে পার্‌বো। সবটা না পারি, অনেকটা পারবো। কিন্তু অতুলের হঠাৎ অন্তর্ধানে হিতে বিপরীত হবে,—সব গুলিয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমি তাঁর পালাবার পথে এই বাধা দিচ্ছি। হঠাৎ হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে—গুপ্তকথা—আর গুপ্তই বা বলি কেন,—ঠারেঠোরে সকলে যা ব'ল্‌তো,—তাই ব্যক্ত ক'রেছি।

সু। কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হ'চ্ছে,—হয়ত বেশী বুদ্ধি খরচ কর্‌তে গিয়ে, তুমিই সব গুলিয়ে ফেল্‌বে।

এবার কামিনী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা যদি হয়, ত বুঝ্‌বো—সুন্দরীর ভবিতব্য। কিন্তু অত ভাবিবার চিন্তিবার সময় আর নেই।—এখন ঐ শোন, নিধুর মধুর সঙ্গীত। গেজেটের কথা দেখ্‌চি হাতে হাতে ফ'লেছে।"





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুই স'য়ে একাগ্র মনে শুনিতে লাগিলেন, ঠান্‌দিদির পেয়ারের নাতি—টপ্পাবাজ তিনকড়ি শর্ম্মা—হাতে তালি দিতে দিতে—বড় স্ফূর্ত্তিতে—গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন,—

"যার মন তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে॥"

শর্ম্মার সুর ক্রমেই চড়িতে লাগিল—

"দৈবযোগে একদিন, হ'য়েছিল দরশন,
না হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে॥"

কামিনী হাসিয়া বলিল, "ভাই মকর, এইবার ঠিক হ'য়েছে। তাই ত বলি, ঠান্‌দিদি থাক্‌তে এমন খোস-খবর প্রচারের ভাবনা?"

সু। এখন তিনকড়ি কোথায় যায় দেখ?

কা। যাবে আর কোথায়?—ঐ দেখ, বাবুদের বাড়ী-বরাবর চ'লেছে।

দুই স'য়ে গবাক্ষ-পথে মুখ রাখিয়া উৎসুকচিত্তে দেখিল, সত্যই তিনকড়ি, সঙ্গীতাভাবে শ্লেষ করিতে করিতে অতুল বাবুদের বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে।

চিন্তাকাতর অতুল, সহসা এই গান শুনিয়া চমকিত হইলেন। মনে হইল, কে যেন তাঁহার অন্তরের গুহ্য কথা জানিতে পারিয়াছে। আবার ভাবিলেন, "না, পথিক লোক, আপনার খেয়ালে ঐ গান গাহিয়া চলিয়াছে, কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া নহে।—হায়! এই গান, আর সেই নীরব নিশীথের সেই স্বর্গীয় স্বরসঙ্গীত! স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধান! মন্দভাগ্য আমি, আমার অদৃষ্টে কি সে অমূল্যনিধি মিলিবে?"

কিন্তু, এ কি! আবার?—আবার না ঐ গান পুনর্গীত হইয়া তাঁহার বক্ষঃ কম্পিত করিয়া তুলিল? গায়ক পূর্ব্ববৎ গাহিতে গাহিতে তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়াই চলিল। এবার গায়কের সঙ্গে কতকগুলি ছেলের দল হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। অতুলকৃষ্ণ বৈঠকখানার গবাক্ষ-পথ দিয়া তাহাদের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "একি, আজ এমন লজ্জা ও ভয় হয় কেন? বুঝি, ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই এ উপহাস ও লাঞ্ছনা। যদি তাই হয়?—ওঃ! জগদীশ্বর, রক্ষা কর!"

আবার সেই গায়কদল আসিল এবং অতুলের বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এবার আর তিনকড়ি শর্ম্মা একক নন, সেই কুতূহলী ছেলের দলও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তাহারা যত গাহিতে পারুক আর না পারুক,—গানের শেষ চরণটী তিনকড়ির ইঙ্গিতমত, বিশেষরূপ হাত মুখ নাড়িয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল,—

"না হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে।"

এবার অতুলকৃষ্ণ অন্তরের অন্তরে আহত হইয়া, মৃতকল্প হইলেন। মর্ম্মচ্ছেদকর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "না, আর সন্দেহ নাই,—আমাকে উদ্দেশ করিয়া এই গান গীত হইতেছে। দেখিতেছি, তিনকড়ি এই দলের নেতা। বড় ভয়ানক লোক। এর মুখ বন্ধ করা, একরূপ অসম্ভব।"

সেই গায়কদল আবার আসিল; আবার অতুলের বাটীর সম্মুখে আসিয়া, তাঁহার দিকে মুখ করিয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে এই চরণটি গাহিয়া চলিয়া গেল,—

"না হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে।"

মর্ম্মাহত মৃতকল্প অতুল এবার শয্যায় মুখ লুকাইলেন। অন্তরের অন্তরে তপ্তশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "দেখিতেছি, সুন্দরী সংক্রান্ত সকল রহস্যই প্রকাশ পাইয়াছে।—কে একথা প্রকাশ করিল? দূর হোক, আমি অযথা মানুষের প্রতি সন্দেহ করি;—ধর্ম্মের সহস্র চক্ষু,—ধর্ম্মই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখনো নিষ্পাপ; এখনো আমার পরিত্রাণ আছে। কোন রকমে আর ঘণ্টা দুইকাল কাটাইতে পারিলে হয়।—অমিয়াকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাঁচি।—ওঃ! জগদীশ্বর রক্ষা কর।"

কিন্তু স্বয়ং ঠান্‌দিদির বানেয়া চেলা,—সেই তিনকড়ি শর্ম্মা কি সহজে ছাড়িবার লোক? তার উপর সেই ছেলের দল নাচিয়াছে। সুতরাং তিনি ভরপুর মজা লুঠিবার আশায় পুনরায় নিধুর আর একটি গান ধরিলেন,—

"নয়নেরে দোষ কেন।—
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে, না হ'লে মন-মিলন॥"

এই পর্য্যন্ত গাহিয়া শর্ম্মা বলিলেন, "কেমন অতুল বাবু, এই না?—বলি, কথা কোন্? বাড়ীর সাম্‌নে এসে, এই দু দুটো গান গাইলেম্, একটা সম্ভাষণও ক'র্‌লেন'না?"

শর্ম্মা পুনরায় গাহিলেন,—

আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
সেই যারে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন॥"

গান শেষ হইবামাত্র একটা বখাছেলে, মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল,—"তা সে সুন্দরীই হোক্, আর কালামুখীই হোক্!"

হো হো হাসিতে হাসিতে, ছেলের দল, সেই সর্দ্দার ছেঁলের অনুসরণ করিল। টপ্পাবাজ তিনকড়িও কাজ সারিয়া অন্য পথ ধরিলেন।

ক্রোধে একবার অতুলকৃষ্ণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ততোধিক লজ্জায় ও অপমানে, সে মনের রাগ তিনি মনেই মারিলেন। ভাবিলেন,—

"এমনিই হয়।—অধঃপতনের দিনে, সিংহের মস্তকেও ভেকে পদাঘাত করে! হায়, চরিত্র ও মনোবল! যেন আবার তোমাদের ফিরিয়া পাই!—ভগবান্, রক্ষা কর।"

ওদিকে ঠান্‌দিদি স্বয়ং সেই খোস খবর শুনাইতে, একদল মেয়ে সঙ্গে লইয়া সুন্দরীদের বাড়ীতে গিয়া আবির্ভূত হইলেন। নানারূপ ভণিতা করিয়া, সতীত্বের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যান পূর্ব্বক বলিলেন,—"তা হ্যাঁ ভাই সুন্দরী দিদি!—না, তুই তেমন মেয়ে নোস্,—তবু ভাই কি জানো, যেমন শুনি বোল্‌তে হয়,—এই এদ্দিন নয় তদ্দিন নয়,—হঠাৎ এ কুল-কলঙ্ক রট্‌লো কেন? তোমার বাপ-পিতেমোর অমন নাম-ডাক,—শ্বশুর-কুলের অমন সম্ভ্রম,—আহা সব ডুবলো? মাগো! ঘেন্নার কথা, লজ্জার কথা,—শুন্‌লে প্রাচিত্তির ক'ত্তে হয়।"

প্রথমা সঙ্গিনী।—শুধু প্রাচিত্তির ঠান্‌দিদি?—"গলায় কলসী বেঁধে—আঘাটা পুকুরে!"—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

২য়। আমি হোলে ত বিষ খেয়ে মরি,—মাগো!

৩য়। তা যখন র'টেছে, তখন মিছেই বা বল্‌ি কেমন কোরে?

৪র্থ। লোকের ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই গুণধর গুণধরীদের গুণের গরব রটিয়ে বেড়াবে!—ডুবে ডুবে জল-খাওয়ার এই ফল।

চমকিতা সুন্দরী, একেবারে চারিদিক আঁধার দেখিয়া, বসিয়া পড়িল। এক প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ অজস্র কঠোর মন্তব্য শুনিয়া, সে বুঝিল, শ্রাদ্ধ অনেক দূর অবধি গড়াইয়াছে,—আর কোনওরূপ আত্ম-পক্ষ সমর্থন বৃথা। তাই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, ঈষৎ কম্পিত বক্ষে অথচ ধীরভাবে বলিল,—

"ও ত পুরাতন সংবাদ,—নূতন কে কি শুনাতে পার বল ?"

প্রথম। (জনান্তিকে) ও মাগো, মাগীটার কি বুকের পাটা!—একটুখানি মুখও কোঁচ্‌কাল না ?

২য়। (ঐরূপ জনান্তিকে) মুখ না কোঁচ্‌কাক্, বুক দ'মেছে।—গলাটা ভার-ভার দেখ্‌চ না ?

ঠান্‌দিদি।—নূতন খবর আর কি দেব বল বোন্,—তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার নিন্দে, না শুন্‌তে পেরে, ছুটে এসেছি। আহা, দিদি রে! কি আর ব'ল্‌বো তোকে, শত্রুরো যেন এমন পোড়া-কপাল না হয়,—ঘাটে পথে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে! পোড়ালোকে বলে কিনা—

সুন্দরী, প্রকৃতই বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াও, যতদূর সম্ভব আত্ম-গোপন করিয়া বলিল, "লোকে কি বলে ? বলনা ঠান্‌দিদি, তুমি শুনেছ বৈ ত আর নিজে ব'ল্‌চো না ?"

ঠান্‌দিদি দেখিল, একটা মেয়ে বটে!—এততেও দমিল না।

কাজেই, যতটা সাধ্য, ঘোরালো করিয়া এবার বলিলেন, "আহা! নামেও শিব, কাজেও শিব,—অমন শিবতুল্য স্বামী যার,—ধর্ম্মের জন্য যে বিবাগী, তাকে ভুলে কিনা—হা আবাগী! একটা পর্-পুরুষের ওপর তোর নজর প'ড়্‌লো ?"

এইবার প্রতিবেশিনী রমণীগণ, যদি দেখিতে জানে, ত প্রকৃতই দেখিতে পাইবে,—এইবার সুন্দরীর সেই, সুন্দর মুখখানা কুঁচ্‌কিয়া গেল;—চোখ ভূমিপানে নত হইল।

ঠান্‌দিদির বক্তৃতা সেই সমভাবেই চলিতে লাগিল ;—"তা, ও আমি বিশ্বাস করিনে।—অতুল বাবু বড়মানুষের ছেলে ব'লেই যে, বিষয়-আশয়, ঘর-বাড়ী সব সুন্দরীর নামে লিখে দেবে, তা মনে হয় না। তবে অনেক দিনের ভাব,—গহনা-গাঁটী ও নগদ দশবিশ হাজার,—তা হ'তে পারে বটে।—আমি দিদি, এই অবধি বিশ্বাস করি। (সঙ্গিনীদের প্রতি) তা ভাই, তোমরা যা মনে কর,—সুন্দরী দিদি আর বাবুতে মানিয়েছে ভাল। (সুন্দরীর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে) একটি রাঙ্গা টুকটুকে খোকা বা খুকী ত শীগ্‌গির দেখ্‌তে পাব ?—রাগ্ করিসনে ভাই !"

এবার আর সুন্দরীর রসিকতা করিবার, কি কোনরূপ উত্তর দিবার সামর্থ্য রহিল না,—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত বক্ষে মনে মনে বলিল, "ওঃ! এতদূর ?"

ঠান্‌দিদি তদবস্থায় সুন্দরীকে অনুরোধ করিয়া গেলেন,—

"বুড়ো হাব্‌ড়া ঠান্‌দিদিকে মনে রাখিস ভাই। ভাল মন্দ খাবারটা আস্‌টা হাত পেতে যেন পাই। এর পর এ সব আমি চেকে নেবো,—সে মন্তোর আমি জানি।"

গমনকালে একজন প্রতিবেশিনী বলিয়া গেলেন,—"তবে যা শুনেছি, তার, একবর্ণও মিছে নয় ? তাইত বলি, তাইত বলি, সুন্দরী এমন সোমত্ত বয়সে, এই তিনশ তিরিশ দিন বাবুদের বাগানে জল নিতে যায় কেন ? হাজার হোক পুরুষ মানুষ,—চোখে প'ড়্‌লে কি ফেল্‌তে পারে ? তা ভাই কিন্তু, তোমার কপালে সুখ হ'য়েও হ'লো না ;—শুন্‌ছি বাবু লোকলজ্জার ভয়ে, আজ—এখনি ক'ল্‌কেতায় চ'লে যাবেন।"

সহসা একটি বালিকা তথায় আসিয়া—বোধ হয় তাহাকে কেহ শিখাইয়া দিয়া থাকিবে,—হাতে তালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিল—

"কাজ কি লো সই, কুলে আমার,
কাজ কি লো সই কুলে।
উড়ে উড়ে বোস্‌বো আমি, নিতুই নতুন ফুলে॥"

হিতৈষিণী প্রতিবেশিনীগণ এইরূপ সান্ত্বনার শীতল জল সুন্দরীকে পান করাইয়া চলিয়া গেলেন। তখন যেন সুন্দরী, হাঁফ ছাড়িয়া, মরিতে পারিবে ভাবিয়াও নিশ্চিন্ত হইল।

মর্ম্মে মর্ম্মে বিষম বিদ্ধ হইয়া, সে এক ভীষণ সঙ্কল্প করিল। সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন তাহা ইন্ধন পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রাণঘাতিনী যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে বলিল,—

"ওঃ! এতদূর? খাইলাম না, ছুঁইলাম না,—এই কলঙ্কের পসারা মাথায় লইলাম? কলঙ্কও তুচ্ছ,—যদি—না, সে কথা আর ভাবিব না,—ঘৃণায় তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন।—না, ভ্রম নয়, মন-গড়া দৃষ্টি নয়, অভিমানের কল্পিত সৃষ্টি নয়,—আমি নিজে বেশ স্পষ্ট ক'রে—ভাল ক'রে দেখেছি, তিনি ইচ্ছা ক'রে আমায় দেখে মুখ ফিরিয়েছেন। সেই দিনের-আলোর-মতো পরিষ্কার ফিন্‌ফিনে জ্যোৎস্না,—না, তাতে ভুল হ'তেই পারে না,—আমি স্পষ্ট দেখেছি, আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেছেন। ঠিক্ ঘৃণায় না হোক্, খুব যেন বিরক্ত হ'য়ে নেছেন।—আমায় দেখে বিরক্ত? আমায় ভোল্‌বার চেষ্টা? তারপর সেই,—হা অদৃষ্ট!—তারপর সেই বজ্রকঠিন নিষ্ঠুর বাক্য—"সুন্দরি, সর্ব্বনাশি!"—ওঃ! আমি সর্ব্বনাশী? তাঁহার জন্য আত্মনাশ করিয়া,—মনে মনে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ইহকাল পরকাল অতলে ডুবাইয়া, আমি সর্ব্বনাশী হইলাম? আর তিনি?—তিনি এই সর্ব্বনাশীকে ভুলিতে, নিজের যশ ও মান বজায় রাখিতে, এখান থেকে চ'লেছেন!—আমার ঐ অমূল্য জীবন অপেক্ষাও তাঁর যশ ও মান মূল্যবান্ হ'লো? উঃ! ভালবাসার এই প্রতিদান? হা ঈশ্বর! তোমার এ সৃষ্টি কি? বুক্, ভেঙ্গে যেয়ো না,—অনেক স'য়েছ, আরো একটু সও!"

এমন সময় দূরে কে গান গাহিল। বড় মধুর, বড় পবিত্র কণ্ঠে গাহিল,—

"প্রেম করা কি মুখের কথা, পদে পদে সইতে হয়।
প্রাণটি দিতে যে জন পারে, তারি প্রেম শোভা পায়॥
ভালবাসে যে প্রাণে প্রাণে, সে কি কোন বাধা মানে,
লজ্জা-মান-ভয়ে তিনে, জলাঞ্জলি আগে দেয়॥
(তারে) বল্‌তে হয় না কোন কথা, মনে নেয় সে মনের ব্যথা,
তাতে যদি বুকে চিতা, জ্বাল্‌তে হয় তো জ্বেলে নেয়॥"*

মর্ম্মাহতা সুন্দরী একাগ্র মনে সেই গান শুনিল। গানের বর্ণে বর্ণে সে যেন আপনাকে চিত্রিত করিয়া লইল। হায়! এ সাধ ত তার পূরে নাই? তবে এখন ত তার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন? প্রায়শ্চিত্ত কি? হয়—মৃত্যু, নয়—স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন!—সেই দেবতার চরণে অনুতপ্তহৃদয়ে ক্ষমাভিক্ষা!—হায়! জীবনের বিনিময়েও কি এ ক্ষমা লাভ হয় না?—অন্ততঃ গান শুনিয়া হতভাগিনীর মনে এই উচ্চ ভাবের আবির্ভাব হইল। কিন্তু তাহা ক্ষণিক কি না, ঠিক বলিতে পারিলাম না। ক্ষণিক হউক আর স্থায়ীই হউক, ভাবটা কিন্তু খাঁটী।

ঠাকুর 'ধন' দিয়া 'মন' বুঝিয়া লইলেন,—এইবার আধার অনুযায়ী কার্য্য চলিবে।

যাই হউক, সময় গুণে, অজ্ঞাত গায়কের এই সুধাস্রাবী স্বরসঙ্গীত শ্রবণে, সুন্দরী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সত্যই সে উন্মনা হইয়া বহুক্ষণ এই গানটীতে ডুবিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতর কেমন যেন সব উলট-পালট হইয়া গেল।

গানটি কিন্তু অতি দূরে—যেন কোন বনান্তরে গীত হইতেছে, অথচ তাহা সুস্পষ্ট ও সুবোধগম্য। কণ্ঠস্বরটিও যেন পরিচিত।—হায়, কে এ গায়ক?

* ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

ক্রমে গান থামিল, কিন্তু গানের সে রেশ্‌—সে ঝঙ্কার—সুন্দরীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, তন্ময়ী সুন্দরী, সহসা আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"প্রাণ তুচ্ছ,—যদি প্রেমময়,—পতিদেব! এ সময় তোমায় পাই!"

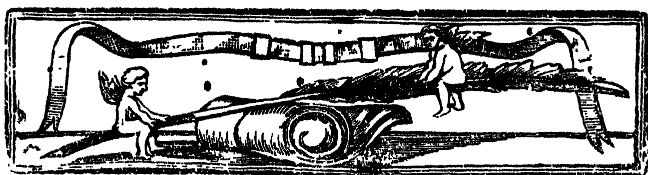
"কিন্তু তাই কি? সে সৌভাগ্য ও সুকৃতী তোর আছে কি?"

অতি গম্ভীরস্বরে, সহসা কে এই কথা বলিয়া, সুন্দরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবোপম দিব্য প্রশান্ত সে মূর্ত্তি।—সে মূর্ত্তি দর্শনে সুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সেই অবসরে সেই মূর্ত্তিও অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইল।

মূর্ত্তি,—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভৈরবী,—সেই শান্ত পবিত্রশ্রী যোগিনী।

কে, এ যোগিনী?





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অতুলকৃষ্ণের কলিকাতা যাওয়ার সমস্তই প্রস্তুত, হঠাৎ বড় একটা বাধা পড়িল। তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র—একমাত্র বংশধর—সোনার সুকুমারের হঠাৎ বিসূচিকা হইল। বড় কঠিন ভয়াবহ রোগ—দেখিতে দেখিতে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ীতে গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার সহিত পল্লীর সমস্ত ডাক্তার একত্র হইয়া রোগীকে দেখিতে লাগিলেন। ঔষধের পর ঔষধ চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।—চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে রোগী হিমাঙ্গ হইয়া পড়িল,—নাড়ী ছাড়িয়া গেল।

চিকিৎসকগণ প্রমাদ গণিলেন। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া একে একে সরিয়া পড়িলেন।

পুরস্ত্রী পোষ্যপরিজন ভয়াকুল অন্তরে, শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিল। শিশুমাতা সতীলক্ষ্মী অমিয়া,—ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে অগতির গতি—কাঙ্গালের ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। আর অনুতপ্ত—লজ্জাবজ্রাহত—মৃতকল্প অতুল, মহা অপরাধীর ন্যায়, সকরুণ অনিমেষ নয়নে, মুমূর্ষু সন্তানের পানে চাহিয়া রহিলেন। সে চোখের পলক বুঝি আর পড়ে না,—সে দৃষ্টিতে যেন 'আত্মঅপরাধে আত্মবিনাশ',—

এই ভাব দীপ্যমান্। পলের পর পল, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দণ্ডের পর দণ্ড এই ভাবেই কাটিল, এবং এই ভাবেই সেই অসহায় অকলঙ্ক শিশুর প্রাণবায়ু ধিকি ধিকি বহিয়া চলিল।

নীরবে শোকের এই সকরুণ অভিনয় হইতে লাগিল। নীরবে এই নিরাশার ছবি সজীব হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নীরবে কতকগুলি মর্ম্মচ্ছেদকর তপ্তশ্বাস সেই ক্ষুদ্র কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। স্থান ও কাল বড়ই গম্ভীর।

সহসা সেই গম্ভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, বহির্বাটীতে গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল—"সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং!"

সকলের চমকিত অন্তর, স্বরপ্রতি ধাবিত হইল। একান্ত ব্যাকুল প্রাণে, সকলে বক্তার দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই দ্বিতীয় বাক্যও পূর্ব্ববৎ মেঘগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল,—"সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং!"

বার বার তিনবার এই মহামন্ত্র ধ্বনিত হইল,—অন্য কোন কথা নাই।

ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে অতুল তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গবাক্ষ-পথে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তেজঃপুঞ্জকলেবর, বিভূতিপরিশোভিত, জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী—দিক্ আলোকিত ও পবিত্র করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে মৃদুমন্দ হাস্য, চক্ষে করুণাজ্যোতিঃ। গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে তিনি গাহিতেছেন,—

"এই হাসি কাঁদি, বুকে বল বাঁধি,
'আর পিছাব না' ব'লে কত সাধি,
অমনি কে আসি, মুখে মৃদু হাসি',
পাছে ভুলাইয়ে আমারে মজায়।"

অতুলকে দেখিয়াই সন্ন্যাসী স্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, "কেমন বাবা, এই না? ভয় নাই, তোমার পুত্র আরোগ্য হইবে।"

বিস্মিত অতুল নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া, মুহূর্ত্তকাল করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়-রক্ত মথিত হইয়া, অপাঙ্গ বহিয়া, দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল,—মুখে কোন কথা নির্গত হইল না।

এবার সন্ন্যাসী আরো করুণার্দ্রস্বরে, মধুরতর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, হতাশ হইও না,—সঙ্কটকালই জীবের চরম পরীক্ষা। প্রাণান্তপণে মা'কে ডাকিয়াছিলে, মা শুনিয়াছেন। এই লও,—মায়ের চরণামৃত। একনিষ্ঠ হইয়া, বিশ্বাসভরে পুত্রকে পান করাও, পুত্র আরোগ্য হইবে।—সাবধান, আর কখন মায়ের অবমাননা করিও না।"

অতুলের বুকটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল,—মায়ের অবমাননা?—কে, এ মা? এমা কি জগদম্বার অংশসম্ভূতা সমগ্র নারীজাতি? সুন্দরীর প্রতি অবৈধ আসক্তিময় ইঙ্গিত করিয়া ত সন্ন্যাসী তাঁহাকে সতর্ক করিলেন না?

চমকিত অতুল চমকিত অন্তরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেব, অন্তর্যামি, বর দাও,—আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সুন্দরীর মোহে অব্যাহতি পাই।"

"সত্য বল, তুমি বা সেই দুষ্টা—মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলে?"

কম্পিত কলেবরে অতুল বলিল, "পাপমুখে স্বীকার করিতেছি, আমি মনে মনে তার প্রতি আসক্ত, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই।"

"এ কথা সত্য?—সত্য বল।—এই স্থান, এই সময়, এই সঙ্কট অবস্থা—ইহা স্মরণ করিয়া উত্তর দাও।"

"যদি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমার বংশলোপ হয়।"

ভয়-ভক্তি-বিস্ময়-বিহ্বল অতুল সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন;—সন্ন্যাসী তখন অন্তর্হিত।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অতুলের একটু সংজ্ঞা আসিল। কিন্তু তখনও তিনি সেই স্থানে শায়িত। সেই শায়িতাবস্থায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া অতি প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি শুনিতে লাগিলেন, দূর—দূরান্তরে কে যেন গাহিয়া চলিয়াছে,—

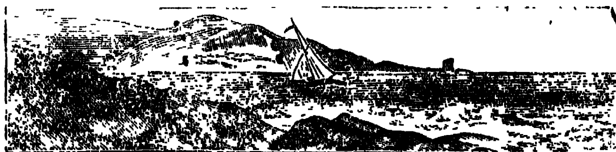
"এই হাসি কাঁদি, বুকে বল বাঁধি,
'আর পিছাব না', ব'লে কত সাধি,
অমনি কে আসি মুখে মৃদু হাসি'
পথ ভুলাইয়ে আমারে মজায়।"

অতুল উঠিয়া বসিলেন। সোনার স্বপ্ন তখনও যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে,—এমনি ভাবে উঠিয়া বসিলেন। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ।

সেই অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, উর্দ্ধে কাঙ্গালের ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গিয়া, আবার যেন তিনি সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের শেষ অংশ টুকু শুনিতে পাইলেন,—

"কার এ খেলা গো, বুঝেছি জননি,
দিবে নাকি তবে, শ্রীপদ-তরণী,
কি নিয়ে বাঁচিব, কি নিয়ে যুঝিব,
কি নিয়ে তরিব, ভব-দরিয়ায়॥
(জনম বিফলে যায়)
হ'লোনা, হ'লোনা, মায়ের সাধনা,
মা বুঝি গো, ফাঁকি দেয়॥"





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"না,—মা ফাঁকি দিবেন না,—মা'কে তুমি পাইবে। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এই দেখ, তোমার সোনার সুকুমার মা'র কৃপায় উঠিয়া বসিয়াছে,—আর কোন ভয় নাই।"

"জয় কালী! জয় মা মহালক্ষ্মী! আর যেন মা, মোহ আসিয়া অধিকার না করে।"

পরে সহধর্ম্মিণীর পানে চাহিয়া অতুল কহিলেন, "বলো সতি, প্রাণ খুলিয়া একবার বলো—"সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং!"

সাধ্বী অমিয়াও রোমাঞ্চিত কলেবরে, স্বামীর সহিত সন্ন্যাসীকণ্ঠোচ্চারিত সেই মহামন্ত্র উচ্চারিত করিলেন,—"সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং! সত্যং শিবং সুন্দরং!"

অতুল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—"সতি, তোমার পুণ্যফলে মুমূর্ষু সন্তানের মুখে হাসি ফুটিয়াছে,—এ পুরীতে মহাপুরুষের পদধূলি পড়িয়াছে,—আশা করি, আর আমার এ সৌভাগ্য মলিন হইবে না। তোমার কল্যাণে, এখন হইতে যেন আমি নারী-মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি।—জীবনে মরণে যেন মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিতে সমর্থ হই।"

অমিয়া।—তাহা তুমি পারিবে। এমন অঘটন ঘটন যখন হ'য়েছে, তখন মা নিশ্চয়ই মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার মুখে সমস্ত শুনে, এই দেখ, আমার দেহ এখনো কণ্টকিত;—নিশ্চয়ই দেবতা ছলনা ক'ত্তে এসেছিলেন। মা'র বিন্দুমাত্র চরণামৃত পানে, এই দেখ, সুকুমার আমার জীবন পাইয়াছে।—এমন মা'র দয়া কি ভুলিবার?

অতুল।—মা'র দয়াও ভুলিবার নয়, মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত সেই অমৃতময়ী বাণীও বিস্মৃত হইবার নয়। তবে আমার জন্মার্জ্জিত সংস্কারকে আমি বড় ভয় করি। জানিনা, সেই সংস্কারজয় আমার ভাগ্যে আছে কিনা।

অমিয়া।—আর ও অশুভচিন্তা মনে স্থান দিও না। যখন মা একবার দয়া ক'রেছেন, তখন আর নিদয়া হবেন না।

অতুল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু—"

অমিয়া।—আবার কিন্তু কি?

কম্পিতকণ্ঠে অতুল উত্তর দিলেন,—"আবার যদি মা'র অবমাননা করি?—তাঁর বিধানে যদি অবিশ্বাসী হই?"

এবার সতীলক্ষ্মী অমিয়া কি ভাবিলেন। জ্ঞাননেত্রে যেন কি দেখিলেন। ধ্যানস্থা হইয়া বলিলেন,—"সুন্দরীকে মাতৃসম্বোধন কর।—মা'র চিন্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান কর।—নহিলে এ মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত হবে না।"

সতীর স্বর অতি গম্ভীর ও পবিত্র।

ক্ষণকাল দুই জনেই নীরব। অতুলের হৃদয়াকাশে মহাপুরুষের সেই সতর্ক-বাণী প্রতিধ্বনিত হইল,—"সাবধান! আর মা'য়ের অবমাননা করিও না!"—বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

এবার অমিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিলেন, "এ রোগের এই ঔষধ। মাতৃসম্বোধন, মাতৃভাবে, দর্শন, মা'র রূপ ধ্যান ভিন্ন, পরনারীর প্রতি মনের আসক্তি কমে না। সুন্দরীকে মা বলো!"

অতুল।—তাহাই যেন বলিলাম। কিন্তু—

অমিয়া।—আবার কিন্তু কি? অমন যেন তেন করিলে চলিবে না।—স্পষ্টরূপে, মনে দ্বিধা না রাখিয়া, নিঃসঙ্কোচে বলো—'মা'!—বলো, এখনি বুকে সিংহ-বল পাইবে। শক্তিস্বরূপিণী তোমার সহায় হইবেন।

অতুল অধোবদনে নীরব রহিলেন,—কেবল একটিমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

এবার সতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। চক্ষুর দৃষ্টি স্থির করিয়া, মুখ আরক্তিম করিয়া, কঠোরকণ্ঠে বলিলেন,—

"বলো, পুণ্যময় মাতৃনাম করো,—কামকলুষিত পিশাচপ্রবৃত্তি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে।—হায়! মা নামে এমন অরুচি?"

অতুল পূর্ব্ববৎ নীরব, নিশ্চল, অধোবদন। চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতে লাগিল।

সতী পুনরায় সেই স্বরে বলিলেন,—"তোমার এখনো প্রতারণা? মায়াকান্না কাঁদিয়া জয়ী হইবে, মনে করিয়াছ? না, তা হইবে না। গোঁজা-মিলের কাজ এ নয়, মা আবার বিরূপা হইবেন।—ঐ দেখ, তোমার সোনার সুকুমার আবার বমন করিল;—ঐ দেখ, বাছার দুই চক্ষু কপালে উঠিল;—এই দেখ, সহসা আমার হৃৎ-যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।—হয়ত,—হয়ত এই আমার শেষনিশ্বাস!—বলো—সুন্দরী তোমার মা!"

"মা"—জীমূতমন্দ্রবৎ গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল,—"মা বিশ্বপ্রসবিনি, জগদারাধ্যে! বুকে বল দাও,—রসনার সহায় হও। যেন আমি মনে জ্ঞানে বলিতে পারি,—"

অমিয়া।—'সুন্দরী আমার মা,—আমি তাঁর সন্তান।'—বলো, বলো, সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত করো—'সুন্দরী আমার মা, আমি তাঁর সন্তান!' মাতৃ-সম্বোধনে বিধাতার সিংহাসন টলিয়া উঠুক! ঐ দেখ, সুকুমার আবার সুস্থ হইতেছে,—এই দেখ, আমারো আবার সহজ নিশ্বাস পড়িতেছে!

"জয় সতীকুললক্ষ্মী,—জয় মা আদ্যাশক্তি ভগবতি! এ সময় একবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও;—যেন মা, তোমার ঐ শান্ত-শীতলা বরাভয়া মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, ঐ জগদারাধ্য পাদপদ্ম হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে করিতে, সুন্দরীকে আমি মাতৃ-সম্বোধন করিতে পারি!"

সহসা উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়া আসিয়া, সুন্দরী সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। তীব্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল,—"তাই করো;—ধর্ম্মের দোহাই, তাই করো!—এতে তোমারো পরিত্রাণ, আমারো পরিত্রাণ। সতিপুণ্যফলে আমরা মুক্তি পাইব। এই দেখ, দারুণ মনোবিকারে আমার অঙ্গ ঝলসিয়া গিয়াছে! পোড়া-চক্ষে আজ তিন রাত ঘুম নাই।"

"একি সুন্দরি! তুমি? অন্তর্য্যামিনীরূপে এ সময় আমায় দেখা দিলে? —তবে মা! জগদম্বার অংশরূপিণি! ধর্ম্মাত্মার সহধর্ম্মিণি!—আমায় ক্ষমা করো!"

ছিন্ন কদলীবৃক্ষবৎ অনুতপ্ত অতুল,—সুন্দরীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!

অবসাদের মর্ম্মচ্ছেদকর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া সুন্দরী কহিল,—"আঃ! বাঁচিলাম,—এখন আমি সুখে মরিতে পারিব।"

এবার সাধ্বী অমিয়া কথা কহিলেন। সোৎসুকচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "না সুন্দরি, তা হইবে না,—তোমার মরা হইবে না। আমাকে বাঁচাইলে, আমার পুত্রকে বাঁচাইলে, আমার স্বামীর জীবনদান দিলে,—সর্ব্বোপরি তোমার সতীধর্ম্ম রক্ষা করিলে,—না, তোমার মরা হইবে না!"

সু। সাধ্বি! এমন শুভক্ষণে আমায় মরিতেও দিবেনা?—জীবনের কার্য্য ত আমার ফুরাইয়াছে?

অমিয়া। কার্য্য ফুরায় নাই,—কার্য্য আরম্ভ হইল। বিশেষ, আত্ম-হত্যায় কাহারো অধিকার নাই।

সু। তবে সতি, তোমার পুণ্যফলে আমার কামনা পূরিবে?

অমিয়া। পূরিবে—তোমার স্বামীর সহিত তোমার আবার মিলন হইবে?

সু। তবে বলি,—সাধ্বী তুমি,—তোমার কাছে লুকাইব না—আজ আমার সেই দেবদর্শন হইয়াছে। চকিতে আমি সে মনোমোহন রূপ দেখিয়াছি। আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। এখন আর আমার মরিতে কোন ক্ষোভ নাই।

অতুল বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"সে কি?"

সুন্দরী নীরবে ইহার অনুমোদন করিল।

অমিয়া বলিলেন,—"মরণই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নহে;—আজীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়াই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। যাও, কাঙ্গালিনী বেশে দেবমন্দিরে পড়িয়া থাকিয়া,—পার ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, কঠিন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন কর।—একটি অনুরোধ, আর তুমি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হইও না,—আমায় পতিপুত্র লইয়া নিরুদ্বেগে থাকিতে দাও। জীবনের অবলম্বন ত পাইয়াছ? ধ্যানে সেই অবলম্বনকে আদর্শ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী হইয়া, দেবীরূপে শোভা পাও।"

সু। "দেবীরূপ!"—জন্মান্ধের আবার চন্দ্রমাদর্শনের আশা! তবে সতি-আশীর্ব্বাদ,—এই যা সান্ত্বনা।

অমি। সান্ত্বনা নয়,—সত্য বাণী। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমার স্বামী আবার গৃহে ফিরিয়া আসিবেন,—তোমাকে লইয়া সুখে সংসারধর্ম্ম করিবেন। একটা সংসার তুমি রক্ষা করিলে,—তোমারও সংসার নারায়ণ রক্ষা করিবেন।

সু। সতিমুখে ফুলচন্দন পড়ুক। সতি-আশীর্ব্বাদে যেন এ হত-ভাগিনীর সদ্গতি হয়।

পরে অতুলকে উদ্দেশ করিয়া সুন্দরী বলিল,—"তবে শৈশবসখে, বিদায়। ইহজীবনে বোধ হয়, এই শেষ দেখা। যে পবিত্র সম্বোধন তুমি

আমায় করিয়াছ, আমি যেন তাহার যোগ্য হইতে পারি।—আর কি বলিব, তুমিও আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করো"।

উদাসভাবে সুন্দরী চলিয়া গেল। মলিন ও গভীর বিষাদপূর্ণ—ম্লান সে মূর্ত্তি! দৃষ্টি সকরুণ। সহসা যাদুমন্ত্রে যেন সব রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে!

অতুলের হৃদয় হইতেও যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল। এতক্ষণে যেন তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন। সুস্থ, দৈবকৃপায় আরোগ্যপ্রাপ্ত, শিশুপুত্রের মুখকমলে একটি চুম্বন করিলেন। পরে সেই চুম্বনের শেষ অমৃতবিন্দু, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর অধরে মিলাইয়া, পবিত্র ও ধন্য হইলেন।

সাধ্বী অমিয়া বলিলেন, "এইবার আমায় ভাগ্যবতী বলিতে পার।—মা-জগজ্জননীর কৃপায় তোমার শান্তি-তপোবন রক্ষা পাইয়াছে!"

অতু। সত্যই আমার শান্তি-তপোবন। এ শোভা এতদিন দেখিতে পাই নাই। অন্ধ ছিলাম,—মা'র কৃপায় ও তোমার কল্যাণে চক্ষু ফুটিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপ এই, এমন করুণাময়ী মা'কে, আজিও চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইলাম না। হায়, কে আমায় মাতৃদর্শন করাইবে।

অমি। সময় হইলেই সে সাধ পূরিবে।—নগরে সেই না একবার তুমি কোন্ দয়াল ঠাকুরকে দেখিয়া আসিয়াছিলে?

ছ্যাঁৎ করিয়া অতুলের হৃদয়ে যেন অতীতের সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। হৃদয় আলোকিত ও মন মধুর রসে ভরিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অন্তরে তিনি বলিলেন, "সতি, বুঝিলাম, তুমিই আমার জীবন-যন্ত্রের পরিচালিকা। তোমার পুণ্যফলে আমি মা'কেও পাইব। বড় সময়ে তুমি আমায় ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া দিলে।—পতিতপাবন, দয়াময়, গুরুদেব!——"

ঠিক এই সময়ে, কোন্ ভাগ্যবান্, অলক্ষ্যে থাকিয়া, মাতৃনাম-মহামৃত পান করিতে লাগিলেন। নাম অমৃতই বটে। এমন নাম যে গায়, সেও

ধন্য; যে শুনিতে পায়, সেও ধন্য। ভক্তিপ্রাণ দম্পতি তন্ময় হইয়া সে সাধনসঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। স্বর যেন পরিচিত;—সেই সন্ন্যাসী মুখ-নিঃসৃত। স্বর্গীয় স্বরে, দূর হইতে, তিনি গাহিতেছিলেন,—

(সাহানা—ধামার)

"শ্যামা শিব-সীমন্তিনী, ব্রাহ্মাণ্ডের প্রসবিনী,
কালীতারা-মহাবিদ্যা কি নামে ডাকি জননি।
কিবা নাম বাস ভালো, হৃদয়ে জ্বালো মা আলো,
শুনে ডরে মহাকাল, বল মাগো নিস্তারিণি ॥
থাকে না আর ভব-ক্ষুধা, কি নামে মা মিলে সুধা
আত্মানন্দে থাকি সদা, নির্ভয়ে ডাকি কল্যাণি ॥
অহং-বুদ্ধি ঘুচে যায়, অভিমান পায় লয়,
কি নামে মা মৃত্যুঞ্জয়, পেয়েছে ঐ পা দু'খানি ॥
শিখাও সে নাম মাতা, হে মাতঙ্গি, শৈল-সুতা,
ঘটে পটে সংস্থিতা, যে ভাবে আছ ভবানি;—
তুমি যে মা কল্পতরু, বিচিত্র চরিত্র চারু,
প্রণমি গুরুর গুরু, রাঙ্গা-পদে, হে রঙ্গিণি ॥"

ইতি প্রথম খণ্ড।





দ্বিতীয় খণ্ড।



'কাঞ্চন—বন্ধন'।

প্রথম পরিচ্ছেদ

"টাকা—মাটী, মাটী—টাকা ; টাকা—মাটী, মাটী—টাকা ; টাকা—মাটী, মাটী—টাকা।"

গঙ্গার গর্ভে বসিয়া, ঠাকুর রামপ্রসাদ নির্ব্বিকার নিবিষ্টচিত্তে, সস্মিত বদনে এই কথা বলিতে বলিতে এক নূতন খেলা খেলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখস্থ ভূখণ্ডের এক পার্শ্বে কতকগুলি টাকা, আর এক পার্শ্বে কতকগুলি মাটীর ঢিল। এক হাতে একটি করিয়া টাকা এবং আর এক হাতে একটি করিয়া মাটীর ঢিল লইয়া, কিছুক্ষণ তিনি সেই দুটি জিনিস দুই হাতে লোফালুফি ও অদলবদল করিতে করিতে, ঝুপ করিয়া গঙ্গার গর্ভে ফেলিয়া

দিতে লাগিলেন, এবং দুই হাতই একেবারে খালি হইল দেখিয়া, মনের আনন্দে সরল শিশুর ন্যায় উচ্চ মধুর হাসি হাসিয়া উঠিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! সেই টাকা স্পর্শমাত্রেই তাঁহার হাতের পাতা, আঙ্গুল, শিরা সব যেন কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া কুঁকড়িয়া যাইতে লাগিল। এমনই সাধন-শক্তির প্রভাব,—কাঞ্চনের প্রতি সেই মহাপুরুষের এমনই বীতরাগ!

বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার এই সাধের খেলা বা বিচিত্র ভাবসাধনা চলিল। নিকটে কেহ নাই। নির্জ্জন ভাগীরথার কল কল ধ্বনি, সেই ভাগীরথীর তটদেশশোভিত নির্জ্জন উদ্যান, আর মাথার উপর অনন্ত উদার সুনীল আকাশ। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ সমাবেশ। প্রকৃতির সেই মধুর নিকেতনে, হৃদয় মন ঢালিয়া দিয়া, প্রকৃতিমাতার প্রিয়তম পুত্র—ঠাকুর শ্রীরামপ্রসাদ ঐকনিষ্ঠ হইয়া এই অদ্ভুত ভাব-সাধনা করিতেছিলেন। মুখে দিব্য জ্যোতিঃ, চোখে করুণাদ্যুতি, মধ্যে মধ্যে আপন মনে অনির্ব্বচনীয় উচ্চ হাস্যলহরী,—সে এক অপূর্ব্ব শোভা। মহাপুরুষের মুখে—সেই একই ভাব, একই ভঙ্গি, একই মন্ত্র,—"টাকা মাটী, মাটী—টাকা; টাকা মাটী, মাটী টাকা;—টাকা মাটী, মাটী টাকা।"

সহসা শিষ্য সিদ্ধেশ্বর আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে অদ্ভুত ভাবাভিনয় দেখিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ ও পবিত্র হইয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে মনে মনে বলিলেন,—"পতিতপাবন! সার্থক নরদেহ ধারণ করিয়াছিলে!"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বরের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না,—কহিতে সাহসী হইলেন না।

অন্তর্যামী মহাপুরুষের কিন্তু তাহা অজ্ঞাত রহিল না। তাঁহার সেই অদ্ভুত যোগ, অপূর্ব্ব সন্ন্যাস, বা স্বর্গীয় ভাব—সহসা ভঙ্গ হইল। তাহাতে তিনি একটু বিরক্ত হইলেন। রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এ সময় তুই এখেনে এলি রে কেন শালা? ম'ত্তে কি আর জায়গা পাও নি?"

অপরাধী শিষ্য জোড়হস্তে জানাইলেন,—"বাবা, ক্ষমা করিবেন, জানিতে পারি নাই, এই নদীতটে খোলা-মাঠে—এই এমনি সময় বসিয়া আপনি যোগ-সাধনা করিতেছেন!"

"তোমার মাথা করিতেছেন!"

মুখ ভেঙ্গাইয়া যেন একটু রাগতভাগে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার মাথা করিতেছেন! শালা আবার সাধুভাষা ব'লতে শিখেছে। ওরে শালা, আমি যোগ-সাধন ক'চ্চি, কি আমার চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি চট্‌কাচ্চি, তা তোর কি?—তুই এসে কেন আমার খেলা ভেঙ্গে দিলি বল্? এখন আমি সে খেলুড়ে পাই কোথায় বল্ দেখি? দেখ্, তোকে বেদম মাল্লেও আমার রাগ যায় না। হায় হায়, আমার কান্না পাচ্ছে।—মা, মা, কোথায় তুমি? একবার এস,—আমার খেলার সাথী হও! দোহাই তোমার, এস! মা, মা, মা!—"

মাতৃমন্ত্র-উপাসক, ভাব-সাধক, লোকশিক্ষক, জগদ্‌গুরু মা মা বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইলেন। অপ্রতিভ অপরাধী শিষ্য, অতি আবেগভরে, গুরুর কর্ণকুহরে, গম্ভীর মা মা ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। যেন আর সে মানুষ নয়,—একেবারে জল! অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "বাবা সিদু, তোর সাতখুন মাপ! আহা! কি প্রাণ খুলে মাকে ডেকেছিলি রে! ইচ্ছে হয়, আর একবার তোকে ঐ রকম ক'রে ধম্‌কাই, আর তুই প্রাণ ভোরে মাকে ঐ রকম ক'রে ডাক্।—এই শোন্ বাপ, একটা কথা ব'লে রাখি। শুধু আমায় ব'লে নয়,—যে কেউ যখন তন্ময় হ'য়ে একটা কিছু ভাব্‌বে বা কোর্‌বে, তখন লুকিয়ে চোরের মত, আড়াল থেকে তা দেখিস নে। ওতে অপরাধ হয়। সেও তা জান্‌তে পারে, তোরও অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না। হ্যাঁরে হ্যাঁ, কেমন যেন গায়ের গন্ধ গায়ে যায়,—বাতাসে যেন তার নাকের নিশ্বেস টেনে নিয়ে যায়,—তার মনের কথা ধরা পড়ে;—জানলি?—এখন কি বল্‌তে এয়েছিলি বল্।"

সিদ্ধেশ্বর।—বাবা, কাল সেই যে প্রবীণ বাবুটি এসে, অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে আপনার হাতে ঐ দুগাছা হীরের তাগা পরিয়ে দিয়ে গেলেন, সেই তিনি—আপনার চরণদর্শন ক'ত্তে এসেছেন।

রামপ্রসাদ।—ওঃ! কৃতার্থ হ'লেম আর কি!—চরণ দর্শন ক'ত্তে এয়েছেন, না, তাঁর ব্যবসা ফেলোয়া করবার মতলব আঁট্‌তে এয়েছেন?—বটে! এখনো তার অর্থের এত পিপাসা? এততেও আশ্ মিটলো না? ছাখ্ সিদু, শেষ দশ শালাতে মিলে দেখচি, আমায় একটা ভেল্কীওয়ালা ক'রে তুল্‌লে।—হাঁ হাঁ, একটা কথা মনে ক'রে দিয়েছিস্ বটে,—একেবারে ভুলেই মোরেছিলুম।—তোর ওপর ভারি খুসী হোলুম বাপ! যা এখন তুই সেই ব'খেটাকে ডেকে নিয়ে আয়।

সিদ্ধেশ্বর চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন,—"বামুনে-বুদ্ধি কিনা, কত আর ভাল হবে? কাঞ্চনে আসক্তি হবার ভয়ে; এই নদীর ধারে ব'সে, "টাকা মাটী, মাটী টাকা" ক'চ্ছি, আর এদিকে এই দু' হাতে দুই হীরের তাগা ঝল্‌মল্ ক'চ্ছে। দেখছ একবার আক্কেলটা? কেন, দামী জিনিষ ব'লে ফেল্‌তে মমতা হ'চ্ছে নাকি? মা, মা, আমার মূঢ় বুদ্ধির অবসান কর মা!—কোথাকার সে স্তুতিদাস বাবু? কিসের অনুরোধ? আমি না মত দিলে, ত সে আর জোর ক'রে আমার হাতে পরিয়ে দে যেতো না? হুঁ, একটু ইচ্ছে হ'য়েছিল বৈ কি?—হায় রে মায়া! দুটি মূর্ত্তি ধ'রে তোমার মজাবার এত প্রয়াস? কামিনি, তোমায় মা ব'লেচি,—মা ব'লে পায়ে প'ড়েছি;—আমায় আর মজিয়ো না। আর কাঞ্চন! তোমার ভয়ে লোকালয় ছেড়েছি, তোমায় ধুলো-মাটীর সমান ভাব্‌তে চেষ্টা ক'চ্চি,—আবার এ অত্যাচার কেন ধন? এ্যাঁ! আদর ক'রে তোমায় অঙ্গে তুলেছি? নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ক'রেছি?—বাবা আত্মারাম! এ তোমার কি বুজ্‌রুকী? ঠাকুর সাজ্‌বার সাধ নাকি? রও শালা মূঢ় মন, তোমার জব্দ

ক'চ্ছি।—এই যে, হাতের এই জায়গাটা বেঁকেও গিয়েছে দেখ্‌ছি। মা, ঠিক কোরেছ, এই বাঁকাই যেন থেকে যায়। একটা নিশানা থাক্। কিন্তু না, এ বালাই আর রাখা হবে না। উঁহুঁ, কেউটে সাপ নিয়ে খেলা ভাল নয়। আর উদ্দেশ্যও যা, তাও সিদ্ধ হ'য়েছে—মা'র কৃপায় মনের মধ্যে কামনার দাগ পড়েনি। আঃ! বাঁচলুম। এখন মা'র জিনিস, মাকে দিই।"

ধাঁ করিয়া হাত হইতে একগাছা তাগা খুলিয়া লইয়া, সাধকরূপী নরোত্তম, ভাগীরথী-গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। উল্লাসভরে বলিলেন, "আঃ! বাঁচ্‌লেম—এ বাঁধনটাও খ'সলো।—রত্নগর্ভা মা, তোর ধন তোতেই থাক্, আমি যেন খোলা-হাতেই থাকৃতে পাই।—এই নে মা, আর এক গাছা সোনার বেড়ী;—তুই ছ'ল্‌তে দিয়েছিলি,—আমারো সাধ মিটেছে,—আর ছোঁব না।"

খোলার কুচির মত, সেই বহু মূল্যবান্ দ্বিতীয় তাগা গাছটাও পূর্ব্ববৎ হাত হইতে খুলিয়া, জলে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় অদূর হইতে সেই প্রবীণ বাবুটি তাহা দেখিতে পাইয়া, বিশেষ ব্যগ্রভাবে তথায় ছুটিয়া আসিলেন এবং হাঁফাহতে হাঁফাইতে বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা, বাবা, এ করেন কি?—করেন কি?—দশহাজার টাকার দামের অমন জিনিসটা জলে ফেল্‌বেন না!"

"দূর্ তোর ঐ দশ হাজার টাকা!—তোর ঐ দশ হাজারও যা,—লাখ্‌ও তা, আর ক্রোরও তা।—ওরে মিন্‌সে, টাকা যে মাটী।"

প্রবীণ বাবুটি যেন তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। টাকার মায়ায় মুহ্যমান হইয়া, বিশেষ ঠাকুরের এক হাত খালি দেখিয়া, আরো ঔৎসুক্য সহকারে কহিয়া উঠিলেন,—"একি! আর একগাছা তাগা গেল কোথায়?"

"ঐ—ওখানে।"

মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে ঠাকুর সেই দ্বিতীয় তাগাগাছটিও অতল জলে ফেলিয়া দিলেন।

বিষয়ী প্রবীণ বাবুটি স্তম্ভিত হইলেন। তখন যেন তাঁহার হুঁস হইল,—কাহার সাম্‌নে তিনি দাঁড়াইয়াছেন।

বিস্মিতভাবে, দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, তিনি ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"মুখের পানে চেয়ে অমন দেখ কি?—মা'র জিনিস, মা'কে দিয়েচি।"

"তা—তা দিন, তবে—তবে—"

"না বাপু, এর আর তবে-টবে নেই। আমার সখ্‌ হ'য়েছিল, প'রেছিলেম,—সখ হ'লো, আবার জলে ফেলে দিলেম।' এ বেয়াড়া বামুনের ছেলের সঙ্গে তোমার ব'নবে না। অগাধ বিষয়সম্পত্তি করেছ, টাকার ম'খে হোয়ে ব'সেছ,—এখন কিছুদিন তারিয়ে-তারিয়ে ভোগ কর গে,—তারপর এখেনে এস।"

"প্রভু, আর বঞ্চনা ক'রবেন না, চরণে স্থান দিবেন,—আমায় মনে রাখবেন।"

মনে মনে কহিলেন,—"উঃ! কি অনাসক্তির ভাব!—একি মানুষ? না, নররূপী নারায়ণ!"

ঠাকুর বলিলেন, "বাপু, একটা কথা বলি, কিছু মনে ক'রো না। যে জন্যে তোমার এখানে আনাগোনা, তাতো মিটেছে? ব্যবসা খুব ফেলাও ক'রেছ,—ক্রোরপতি হ'য়েছ,—আর কেন? আরো মায়া?—শেষ আমাকেও একটা সিন্নী-থেকো ঠাকুর-মাকুর ক'রে ব'সবে? উঁ হুঁ, তোমার গায়ে এখনো আঁতুড়ে-গন্ধ আছে,—বয়েস হোলে কি হবে?"

এই মুখ-ছোপ্‌ পাইয়া, সেই আগন্তুক প্রবীণ ক্রোরপতি বাবু—একটু থতমত খাইলেন। শেষ সাম্‌লাইয়া বলিলেন,—"প্রভু! আপনি ঠাকুর

নন ত, ঠাকুর আর কে? আমার একটা মানসিক ছিল, পূর্ণ হ'য়েছে,—তাই পূজার-স্বরূপ আপনার হাতে তাগা দিয়েছিলেম। আমি পরিতৃপ্ত হ'য়েছি,—আমার বিশগুণ লাভ হ'য়েছে।"

"বাস্! যা ভেবেচি, তাই! দোহাই বাপু, রক্ষা কর,—শেষদশায় যেন আর ভোজবিস্তের গুরুগিরি কোর্‌তে না হয়। এরপর কেউ আস্‌বে,—বশীকরণ মন্তোর জান্‌তে; কেউ আস্‌বে,—মারণ শিখ্‌তে; কেউ আস্‌বে, মালি-মামলার ফন্দি আঁটতে; আর কেউ বা আস্‌বে,—তাঁবাকে সোনা করার প্রক্রিয়া বুঝ্‌তে!—এম্‌নি সব তুক-তাক চ'ল্‌তে থাক্‌বে ত? দেখ বাপু, মনে যা থাকে থাক্,—আমায় আর এসব বিষয় নিয়ে নাড়া-চাড়া, ক'রো না। এই অনুরোধটি রেখো।"

"প্রভু, ওরূপ আদেশ ক'রে এ কিঙ্করের অকল্যাণ ক'র্‌বেন না।"

"তবে বাপু, দিনটা কতকের জন্যে আমায় মাপ্ কর। হামেশা আর এখানে এসো'ও না।—যাই, আমার মন কেমন ক'চ্ছে। ডাক্ ছেড়ে একটু কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে,—আমি মা'র কাছে যাই। মা, মা!—"

বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঠাকুর দৌড়িলেন। হাম্বারব করিয়া নব-প্রসূতা গাভী যেমন শাবকের উদ্দেশ্যে দৌড়ে, সেই ভাবে দৌড়িলেন।—ক্রোরপতি সেই বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সিদ্ধেশ্বর।—দেখেন কি, ঠাকুর আজ মহাভাবে নিমগ্ন।

বৃদ্ধ। একরূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য।—ইহারি নাম কি যোগ?

সিদ্ধে। যোগ—মহাযোগ। যোগীশ্বর সদাশিব আজ ইঁহাতে আবির্ভূত। মায়ের মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মা মা বলিতে বলিতে, আজ পাষাণ দ্রবীভূত করিবেন।

বৃদ্ধ। কতক্ষণ এ ভাব থাকিবে?

সিদ্ধে। সারা দিন—সারা রাত'ও কাটিতে পারে। পূরা দুইদিন কাল'ও তন্ময় হইয়া, বাহ্য-জগৎ ভুলিয়া, মাতৃনাম জপ করিতে পারেন।

বৃদ্ধ। অদ্ভুত চরিত্র!—খান কি?

সিদ্ধে। তাহার কিছুই স্থিরতা নেই। মাত্র মায়ের চরণামৃত পান করিয়া দুই চারিদিনও উপবাসী থাকেন, আবার খেয়াল হইলে কোন দিন বা অতি প্রচুর পরিমাণে ভাল ভাল খাবার একাসনে বসিয়া খাইয়া ফেলেন। যখন যা সখ্ যায়, তাই করেন। বিশেষ আহার নিদ্রার কিছুই নিয়ম নাই।—আজ আর আপনার দেখা হবে না। কিছুদিন আপনি এখানে আসবেনও না।—বিশেষ, ভাবের নেশা না ভাঙ্গ্‌লে, ইনি কারো সঙ্গে দেখাও ক'র্‌বেন না, কথাও কবেন না।

বৃদ্ধ। যদি কেউ আসে?

সিদ্ধে। বেজার হবেন, গাল-মন্দ দিবেন। হয়ত উন্মত্তের ন্যায় এলো-মেলো ব'ক্‌বেন, নয়ত হাস্‌বেন—কাঁদ্‌বেন—ধেই-ধেই নৃত্য ক'র্‌বেন। আমাদের উপর হুকুম আছে,—সে কয়দিন এখানে কাউকে বড় একটা আস্‌তে দিই না।

বৃদ্ধ। এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ কোর্‌তে হ'লে কি গৃহাশ্রম ত্যাগ ক'র্‌তে হয়?

সিদ্ধে। ঠাকুরের মত্ তা নয়। অধিকারী ভেদে ইনি ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ দেন। যে তা না করে, তাকে আমল দেন না।

বৃদ্ধ। মন্ত্র-শিষ্য এঁর কতগুলি আছেন?

সিদ্ধে। শিষ্যের এঁর সংখ্যা নাই। নানা শ্রেণী—নানা ধর্ম্মীর লোক এখানে যাতায়াত করেন। কিন্তু মন্ত্র-শিষ্য কেউ যে আছেন, তা ত মনে হয় না। মন্ত্রের মধ্যে—ওঁর ঐ মধুমাখা মা নাম উচ্চারণ, আর দরবিগলিত ধারে অশ্রু বরিষণ। যার প্রতি বড় কৃপা করেন, তার মাথায় একবার হাত্ দেন, বলেন,—"তোর সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্।" কাউকে পায়ে হাত দিতে বা পায়ে মাথা ঠেকাতে দেন না। বলেন,—"বাপ্‌রে, শিবের মাথায় পা।"

বৃদ্ধ। এমনি মহামনা মহাভাগবতই বটেন !—সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান।

সিদ্ধে। ভাগ্যে থাকে ত, এমন অনেক মহিমা জান্‌তে পার্‌বেন।

বৃদ্ধ। আশীর্ব্বাদ করুন, সেই দিনই যেন হয়।

সিদ্ধে। দয়াল ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ আপনি পেয়েছেন,—এ গণ্ড-মূর্খের ভূয়ো আশীর্ব্বাদে আপনার কিছু যাবে-আস্‌বে না। কিন্তু বোধ হয়, আপনার কিছু ভোগ আছে; একটা বিশেষ রকম কিছু পরীক্ষা আছে। অনুমানে বোল্‌ছি মাত্র। তা এখন তবে আপনি আসুন,—আমারও টনকে টান প'ড়েছে;—ঠাকুর আমায় স্মরণ কোরেছেন।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"টাকা, টাকা, টাকা!—কিসে টাকা হয়, আমায় সেই পরামর্শ দাও।"

"এত টাকার আকাঙ্ক্ষা কেন হে?—টাকা লইয়া কি হইবে?

"কি বলিলে, টাকা লইয়া কি হইবে? বরং বল, টাকাহীন নিষ্ফল জীবন লইয়া কি হইবে? টাকা লইয়া কি হইবে?—টাকা ভোগে আসিবে। বিলাসে, ব্যসনে, পানে, ভোজনে, আমোদে, উৎসবে,—টাকা বিনা গতি কি? প্রভুত্ব, দশের ও দেশের উপর আধিপত্য, দপ্‌দপা, যশ, মান,—এক টাকাতেই সব। যার টাকা নাই, তার বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা।"

"তাই কি?— টাকাই কি একমাত্র সার?"

"সার—সারাৎসার! টাকা বিনা মনুষ্যজন্মই বৃথা।"

"শাস্ত্রকারেরা কিন্তু অর্থকেই অনর্থ ব'লে গেছেন।"

"সে তোমার মত বোকা আহাম্মুখ লোকের জন্য। টাকাই মানুষকে বলিষ্ঠ, গরিষ্ঠ করে;—হাস্‌লে যে?"

"তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধির গভীরতা দেখিয়া।"

দুই বন্ধুতে মিলিয়া এমন অনেক কথা হইল;—অনেক কথা-কাটা-কাটিও চলিল।

স্থান—কলিকাতা সহরের একটী পল্লী, এবং, সেই পল্লীস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তাহা হইলে তুমি অদৃষ্ট ও পরকাল মান না?"

প্রথম ব্যক্তি।—অদৃষ্ট? পরকাল?—উহা ত পাগলের প্রলাপ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—সত্যই কি তোমার এই মত্?

"সত্য।"

"ধর্ম্ম?"

"দুর্ব্বলের অবলম্বন।"

"পাপ পুণ্য?"

"বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা।"

"বটে, এত দূর?—ভাল জগদীশ্বর?"

"তোমার মত লেখাপড়া-জানা পণ্ডিত-মূর্খের সান্ত্বনা!"

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি একটু ক্ষুব্ধ, একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কি বলিলে প্রতুল,—ঈশ্বর নাই?—ধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, অদৃষ্ট, পরকাল,—এ সব কিছুই নাই? দুর্ব্বল ও মূর্খের ইহা একটা সান্ত্বনা মাত্র?—এই মত্ লইয়া তুমি সংসারে জয়লাভ করিবে?"

"জয় পরাজয় সঙ্গের সাথী। কিন্তু তা বলিয়া কাপুরুষ অদৃষ্টবাদীর ন্যায় অন্ধ ও জড়নীতির অনুসরণ করিব না। ইহাতে আমাকে Atheist বলিতে হয় বল।"

সদ্যঃ কলেজ হইতে বহির্গত নব্য যুবকের ভাষা; সুতরাং পাঠককে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু ইংরেজী বুক্নির উপদ্রব সহিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তা হলে তুমি eat, drink, be merryর দল।—মিল্, স্পেন্সার প'ড়ে খুব জ্ঞান অর্জ্জিলে যা হোক।

প্রথম ব্যক্তি। তা নিশ্চিত। যদি পড়িতে হয়, শিখিতে হয়, ত ঐ সব স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মত্। ঋষি ত ওঁরাই। তোমার মনু পরাশর আর রামায়ণ মহাভারতে কেবল প্যান্‌প্যানানি ঘ্যানঘ্যানানিই আছে। ডারুইনের theory টা ত একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলে না ?"

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি একটু রঙ্গ করিল; বলিল, "কি, বানর মানুষের পূর্ব্বপুরুষ ?"

"পল্লবগ্রাহী পাঠকদের মত কি রসিকতাই শিখেছ!"

"তবে কি,—Survival of the fittest ?"

"অত হেলায়-শ্রদ্ধায়, কথাটা বলিতেছ কেন ?—যোগ্যতম যে, এ সংসারে তারই কি জয় নয় ?"

"হাঁ, জোর যার মুল্লুক তার!"

"অজ্ পাড়াগাঁয়ে রহস্যটা আয়ত্ত ক'রেছে ভাল। আর তাই বা নয়, কে বলিল ?—Might is right—ঠিকই ত বটে।"

"না বন্ধুবর, তা নয়, কথাটা উল্‌টাইয়া ফেলিতেছ ;—বল, "Right is Might."

"বলিতে হয়, তোমার মত হবিষ্যিওয়ালারা বলুক,—আমার ও-মত্ নয়।"

দ্বিতীয় বন্ধু দেখিলেন,—আর বৃথা বাদ প্রতিবাদ,—রোগ মজ্জাগত হইয়াছে, ইহার ঔষধ নাই।

একটু ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "দেখ প্রতুল, একটা কথা বলি, কিছু মনে করিও না। তোমার এই মত্ যদি আন্তরিক হয়,—এই বিষম বিশ্বাস যদি সত্য সত্যই তুমি হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাক, তবে তোমার পরিণাম বড় ভয়ানক—স্মরণেও হৃৎকম্প হয়!"

"অন্ধ-বিশ্বাসী বলিয়াই অমন হইতেছে। নারীর হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছ, নারীজনোচিত ভয় ও বিভীষিকা লইয়াই যাইবে।"

"তা যাই, কিন্তু তোমার পরিণাম কি হইবে, তাই ভাবিয়া আমি চিন্তিত হইতেছি।"

প্রথম ব্যক্তি হাসিয়া কহিল, "চিন্তা টিন্তা কিছু বুঝিনারে ভাই!—যদি প্রাণ ভরিয়া, আশ মিটিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি।—এখন বল, কিসে টাকা হয়!"

"তোমার আর টাকার ভাবনা কি? কিছু ত মাননা?—দাঁও বুঝিয়া যে কাজে হাত দিবে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে।"

"আঃ! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।—হাঁ দেখ, তোমার দলের একটা 'সাধু'ও একবার আমায় এই কথা বোলেছিল বটে;—তা ফলে কৈ? এদিকে চাকরি বাকরিও কিছু নোব না ঠিক কোরেছি;—গোণা-টাকায় কি হবে?"

"কিন্তু শেষরক্ষা তোমার নাই।"

"টাকা হইলে সব দিক্ রক্ষা হইবে, সে জন্য চিন্তা নাই। অমন বলকারক ঔষধ পৃথিবীতে আর কি আছে বল? বিদ্যা বল, মান বল, খ্যাতি বল, চরিত্র বল,—টাকা না থাকিলে সকলই বৃথা। আমি সেই টাকা চাই। টাকার বলেই আমি তোমার ঐ ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ইহকাল পরকাল, সমাজ সংসার,—সকলই মানাইয়া লইতে পারিব। তুমি যাকে পাপ বল, টাকা আসিলে তাহাই পুণ্য হইবে। অমন উৎকৃষ্ট পালিস, ঘায়ের অমন অব্যর্থ মালিস আর কোথায় আছে? আমি কি, না ভাবিয়াই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, মনে কর? রূপ, যৌবন, ভোগ, বিলাস, বুদ্ধি, বল,—সবই টাকায়। আমি সেই টাকা চাই। নির্ধনের আবার অস্তিত্ব কি? পরের গলগ্রহ, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি—সমাজের জঞ্জালমাত্র। তাই আমি জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছি,—"টাকা টাকা, টাকা!"

"এই টাকা তুমি একদিন পাইবে, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু অনুতাপ, আত্ম-গ্লানি ও বিবেক-বুদ্ধি এক দিন তোমায় দগ্ধ করিবে,—ইহাও সুনিশ্চিত।"

"বিবেক-বুদ্ধি!—বিবেক আমার টাকার থলি!—সেই থলি যেন পূরাইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ করিও।"

"বুঝিলাম, তুমি পুরা নাস্তিক। তোমার অসাধ্য কর্ম্মই নাই। সত্যই টাকা তুমি পাইবে। কেননা, এ বিষয়ে তোমার যেরূপ তন্ময়তা, তাহাতে উহা লাভের যোগাযোগ তোমার এক দিন হইবেই হইবে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, সে টাকা তোমার ভোগে আসিবে না।"

"প্রাকৃতিক নিয়ম যদি তাই-ই হয়, তাতে আমি দুঃখিত নই। কেননা লোক-সমাজে আমি প্রকৃত পুরুষকার দেখাইয়া যাইতে পারিব।"

"ইহারই নাম পুরুষকার? বিকারের লক্ষণ বটে। যা হোক্ ভাই, আর কথা-কাটাকাটিতে কাজ নাই,—যে যার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি এস। এক সঙ্গে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি, পরস্পরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি থাকিলেই সুখের হইত।"

"তুমি এরি মধ্যে অসুখী হও কেন হে? আগে টাকা রোজ্‌কার করি,—বড়লোক হই, তার পর সুখদুঃখের কথা।"

"বড়লোক!—টাকার অনুপাতে বড় ছোট!—হায় রে উচ্চ-শিক্ষা!"—মনে মনে এই কথা বলিয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"ভগবান্ করুন্, তোমার সে অধঃপতনের দৃশ্য যেন আমায় দেখিতে না হয়।"

"অধঃপতন! টাকা হইলে আবার পতন হয়?—ভবদেব, তুমি যে দেখিতেছি, একটি 'গোপাল' বিশেষ! বুদ্ধি-শুদ্ধিও গোপালেরই মত।—'যা পাও, তাই খাও; যা পাও, তাই পরো'!"

"ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা নয় প্রতুল। principleটা আগে ঠিক করিয়া কাজে নামিতে হয়।"

"বলিয়াছি ত, আমার একমাত্র principle,—টাকা উপার্জ্জন।" তা যেরূপেই হোক্, আর যেমন করিয়াই হোক। হাঁ, ঐ ঘোষেদের চেয়েও উঁচিয়ে

চোল্‌তে হবে। দপ্‌দপানিতে সকলকে একেবারে কাবু কোর্‌তে হবে। সাঙ্গাৎরা বড় নাক উঁচু কোরে চলেন।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—“বুঝিলাম, তোমার আমার বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়, ইহা ভগবানের ইচ্ছা নয়। কেননা, দৈববাদী নির্ভরশীল আমি ;—দীনতাই আমার সম্বল,—দীনতাই আমার ঈশ্বরপূজা।”

কিছুক্ষণ দুই জনে নীরব। অন্তরে অন্তরে যেন কি আঘাত পাইয়া একটু পৃথক হইয়া গেল। পরস্পরেই বুঝিল, এ পার্থক্য আর ঘুচিবার নহে।

প্রতুল বলিল, “কি ভাবিতেছ ?

ভবদেব উত্তর দিল,—“Divine Justice.”

প্রতুল। আর সত্য বলিব,—আমি—ভাবিতেছি,—টাকা। কেননা—

“Money, money, money,

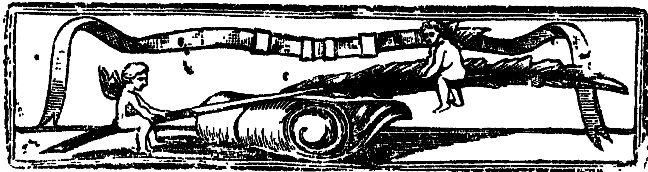
Brighter than sun-shine, sweeter than honey.”

“বটে ?”

“হঁা। কেন, ছেলেবেলার এমন রসালো কবিতাটি কি তোমার মনে নাই ? আর অভিজ্ঞেরাও বলিয়া থাকেন,—Silver is the best tonic in the world. এ টনিক কি আমার মিলিবে না ?—টাকা কি আমি পাইব না ?”

কিন্তু, “টাকা মাটী”—সহসা কে এই কথা বলিয়া সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু বাপু, টাকা মাটী।"

প্রতুল একটু বিরক্ত হইয়া কিছু কড়া রকমের উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ, জনৈক প্রবীণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন, "টাকা যে মাটী, এ আমার কথা নয়,—তত্বজ্ঞানী এক সাধু মহাপুরুষের মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছি।"

এবার সেই অসংযত উদ্ধত যুবক রাগিয়া বলিয়া উঠিল,—"অমন তত্বজ্ঞানী সাধুর আমি কান মোলে দিই।"

"রাম, রাম!"

কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, একটু জিব্ কাটিয়া, সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিলেন, "রাম রাম! অমন কথা বলিবেন না, ওকথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। সত্যই তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি কখন মিথ্যা বলেন না।"

প্রতুল। 'যদি আপনার এমন বিশ্বাস,—ক্ষমা করিবেন, একটা কথা বলি,—আপনার সমস্ত ধনদৌলৎ দান-খয়রাৎ করিয়া ফেলুন না?—হীরা-জহরতের কারবারে ত শুনিতে পাই, একেবারে ক্রোরপতি হইয়া বসিয়াছেন।—আমাদেরই না হয় কিছু দিন না?

আগন্তুক। কাহাকে কিছু দেওয়া, সে সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। যাহোক, যে জন্য আপনার এখানে আসিয়াছি, তাহা পরে বলিতেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব আমার পরমহিতৈষী বন্ধু ছিলেন। এক হিসাবে তিনিই আমাকে মানুষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঋণ আমার অপরিশোধনীয়।

আগন্তুক প্রবীণ ব্যক্তি অনেক পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন। কি করিয়া তিনি সামান্য মূলধন লইয়া একমাত্র সাধুতা ও অধ্যবসায়বলে অত বড় কারবারের অধিপতি হইয়াছেন,—প্রতুলের পিতা সে সময় তাঁহাকে কত উপদেশও সৎপরামর্শাদি দিয়াছিলেন,—একবার তাঁহাকে এক প্রবঞ্চকের শঠতা-জাল হইতে কিরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—একে একে বিবৃত করিতে লাগিলেন। প্রতুল,—দুষ্ট দুরাকাঙ্ক্ষ যুবা, একাগ্রমনে, তাহা শুনিল, শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ দুরাশার ছবি, তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, "যদি এ স্থানকালপাত্র সংযোজন হয়, তবে জীবনের সকল সাধ মিটাইতে পারিব। মন, স্থির হও।"

আগন্তুক, নাম তাঁর মাধবচন্দ্র বসু,—বসুজ মহাশয় পূর্ব্বকাহিনী সমাপ্ত করিয়া কহিলেন,—"এখন যে জন্য আমার, আপনার সহিত সাক্ষাৎ, তাহা বলি। মনে করিতেছি, এখন একটু পরকালের কাজ করিব। সে পক্ষে আপনার বাবুজী, একটু সহায়তা করিতে হইবে।"

প্রতুল যেন একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। অতি উৎসাহ-ভরে বলিল, "আমার সহায়তা? কি অনুমতি করুন,—সাধ্যসত্বে এতটুকুও ত্রুটি হইবে না। একটি অনুরোধ,—আমাকে আর 'আপনি' 'মহাশয়' সম্বোধন করিবেন না। আপনি আমার পিতৃবন্ধু, আমি আপনার পুত্রস্থানীয়; আমাকে পুত্রবৎ স্নেহসম্বোধন করিলেই সুখী হইব।"

সরলপ্রাণ বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বৎস, ভাল, এইরূপ বিনীতভাবই তোমাদের মুখে দেখিতে চাই। কেননা, তোমরা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছ। কিন্তু——"

প্র! কি বলিতেছিলেন, বলুন!

মা। কিন্তু সত্য বলিতে কি, ইংরেজী মেজাজ দেখিলে আমাদের কেমন ভয় হয়। নাতিটিকে তাই বেশী ইংরেজী পড়াশুনা করিতে দিব কিনা, ইতস্ততঃ করিতেছি।

প্রখরবুদ্ধি প্রতুল যেন নিমেষে বৃদ্ধের সবটা মনোভাব বুঝিয়া লইল,—সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত আকাঙ্ক্ষার উচ্চশিখরে উঠিয়া, লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাই স্বাভাবিক অভিমান ও দাম্ভিকতার বেগ একটু প্রশমিত করিয়া, ধীরভাবে বলিল,—

"দুই বন্ধুতে তর্কের খাতিরে, ও একটা কথার-কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না;—এক হিসাবে টাকা মাটীই বটে। তা ইংরেজী শিখিলেই যে মেজাজ বিগ্‌ড়াইবে, এমন কোন কথা নাই। আমার নিজের সম্বন্ধে যাই হোক্, আমার এই বন্ধুটির সহিত আলাপ করিলে আপনার এ ধারণা থাকিবে না। ইনি একজন বি, এ; ইংরেজী অনারকোর্সে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন; কিন্তু ইনি এত বিনীত যে——"

মা। তা এঁর মধুর মূর্ত্তিতেই প্রকাশ। বাবুজীর দু একটি কথাও আমার কানে গিয়াছে।—কি নাম?

ভবদেব মাথাটি হেঁট করিয়া,—প্রকৃতই অতি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে, আমার নাম ভবদেব শর্ম্মা—উপাধি রায়।"

মা। ব্রাহ্মণ? প্রণাম। অপরাধ লইবেন না,—পরিচয় পাই নাই।

বৃদ্ধ ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

প্র। বাসুদেবপুরের রায় ফ্যামিলি এঁড়া,—সম্ভ্রান্ত বংশ।

মা। বড় সুখী হইলাম।—বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

প্র। সবে এই কলেজ থেকে বেরিয়েছেন,—এখনো কোন কাজে বসেন নি। তবে শিক্ষকতার কর্ম্মেই ইহাঁর ঝোঁক।

মা। আর বাবাজী কি করিবে, স্থির করিয়াছ?

প্র। দেখুন, চাকরী বাকরীতে আমার বড় একটা আস্থা নেই। কিছু মূলধন পাইলে একটা স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করি।

আশার উত্তেজনায় প্রতুলের বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কি উত্তর দেয়, শুনিবার জন্য, সে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। তাহার চোখ, মুখ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ দেখিলেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি এখানে আসিয়াছেন, তাহা একরূপ বিনা চেষ্টাতেই সফল হয়। বাড়ার ভাগ, পৌত্রটির শিক্ষার ভার যোগ্যতম পাত্রে অর্পিত হইতে পারে।

প্রকাশ্যে প্রতুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তা দেখ বাবাজী, তুমি আমার কারবারটি দেখ শুন, তোমার বিষয় আমি বিবেচনা করিব। লভ্যাংশে একটা নির্দ্দিষ্ট কমিশন চাও, তাও দিতে পারি, কিংবা বখরা হিসাবে কিছু চাও, তাহাও পাইতে পার। এ ছাড়া আমার উইলেও তোমার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যাইব মনন করিয়াছি,—আমার অবর্ত্তমানে তুমি তাহা পাইবে।—হায়, আজ যদি গিরিশ থাকিত!"

বৃদ্ধের চক্ষু দুটি আর্দ্র হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বরও একটু রুদ্ধ হইল।

দুরাশায় ও দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রাণ পূর্ণ করিয়া, উৎফুল্লচিত্তে, প্রতুল সময়োচিত শিষ্টাচার দেখাইয়া বলিল, "আর সে কথা তুলিবেন না। আপনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী, আপনাকে কোন কথা বলাই আমার ধৃষ্টতা। জগতের গতিই এই,—কি করিবেন বলুন।"

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "যাই হোক্, গিরিশ নাই, তুমি আমার আছ। তোমাকে যেন গিরিশের মতই দেখিয়া যাইতে পাই। তোমার পিতার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের ঋণ, যেন তোমাকে গিরিশের মত ভালবাসিয়া, বিশ্বাস করিয়া, কিয়দংশও পরিশোধ করিতে পারি। এ জীবনে এ কৃতজ্ঞ বৃদ্ধের এই শেষ আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্য আজ তোমার বাড়ী বহিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

প্রা। আমার সুপ্রভাত। এ পুরীও পবিত্র। তা এজন্য আপনার কষ্ট করিয়া আসিবার প্রয়োজন ছিল না,—আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেই হইত।

মা। তাও কি হয়? আমার কর্ত্তব্য, আমার কাছে। বাড়ার ভাগে আর একটি লাভ হইল। এ লাভ আমার পরম লাভ। (ভবদেবকে লক্ষ্য করিয়া) রায় মহাশয় এখন কৃপা করিয়া সম্মতিদান করিলে হয়।

ভবদেব স্বাভাবিক বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

মা। আপনি যদি আমার পৌত্রটির শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। স্কুল বা কলেজে আপনি যে বেতন গ্রহণ করিবেন, আমার নিকট তাহার ন্যূন হইবে না।—আপাততঃ আমি আপনাকে মাসিক দুইশত টাকা প্রণামী দিব।

ভ। যথেষ্ট। চাকরির বাজার এখন যেরূপ, তাহাতে অত টাকা দিয়া আমায় কেহ রাখিবে না। বিশেষ আমি সবে মাত্র পাশ করিয়াছি। পূরা একশত হইলেও আমি ভাগ্য বলিয়া মানিতাম। কিন্তু——

মা। তবে আর কিন্তু কি? দয়া করিয়া আমার প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন। দেখুন, আমার আর নাই।—বংশের এখন ঐ একমাত্র শিবরাত্রির সলিতা;—পিতৃমাতৃহীন। উটি নিবিলে, বা নিবিবার সামিল হইয়া থাকিলে, সে ক্ষোভ আমার চিতানলে গেলেও যাইবে না। ছেলের ভাগ্যে সৎশিক্ষক লাভ, একটা পুণ্যের কথা। বাবাজীর মুখে যাহা শুনিলাম, আর চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়া যতটুকু বুঝিলাম, তাহাতে মনে হয়, আপনি আমার গিরিশের পুত্রটিকে মানুষ করিয়া দিলে, তাহার আর অমানুষ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। শিশুটির ভার আপনিই গ্রহণ করুন,—প্রতুল বাবাজী আমার কারবারটি লইয়া থাকুন।

ভবদেব একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"দেখিতেছি, আপনি অতি

সজ্জন ও সরলচিত্ত। আপনার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তির নিকট একটা কথা দিয়া না রাখিতে পারিলে বড় ক্ষোভের হইবে। তাই আমি দুইদিন সময় লইলাম; যথাকালে আপনাকে সংবাদ দিব।"

মা। এখনি উহা শুনিতে পাইলেই যেন সমধিক সুখী হইতাম।

ভ। ক্ষমা করিবেন, আজ আমি উত্তরদানে অক্ষম হইলাম।

প্রতুল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, অথবা দুরাকাঙ্ক্ষার অতল সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে, মনে মনে অনেক ভাঙ্গাগড়ার কল্পনা করিতেছিল। এখন ভবদেবের এই অনিচ্ছাপ্রকাশে, এবং বৃদ্ধের সহিত এই অসন্তোষকর বাদ প্রতিবাদে কিছু বিরক্ত হইল। অথবা একবার মনে করিল, "পাপ রাজী না হয়, সেই ভাল; আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন ঘটাইবে।" আর বার অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ভাবিল,—"না, ভবদেবের কর্ম্মগ্রহণে আমার লাভ আছে, উহার সচ্চরিত্রতা ও সাধুতার উপর সময়ান্তরে অনেক কাজ বাগাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে।"—তাই সেই ঘোর মতলবী ফন্দিবাজ—বি-এ উপাধিধারী জীব, কৌশল করিয়া বৃদ্ধকে বুঝাইল,—শিক্ষকতার কাজটা নাকি বড় দায়িত্বপূর্ণ, বিশেষ তাঁহার ঐ একমাত্র বংশের দুলাল, তাই তাঁহার প্রিয়বন্ধু— অতিমাত্র লাজুক ভবদেব—তাঁহাকে কথা দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। কি জানি, যদি কথাটা না রাখিতে পারেন, কিংবা ছেলে মানুষ না হয়।

যাই হউক, বৃদ্ধও আর অধিক পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় প্রতুলকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার লোকজন আমলা মুহুরী সব থাকিবে,—প্রতুল কেবলমাত্র সকলের প্রভুস্বরূপ হইয়া তাঁহার গদিটি অধিকার করিয়া রহিবেন মাত্র। কেননা, হিসাব নিকাসটা ঠিক রাখবার একান্ত প্রয়োজন। এ অতি বড় বিশ্বস্ততার কাজ, তাই ইহা তিনি যার তার হাতে সঁপিয়া দিতে পারেন না। তাই পুত্রপ্রতিম

কৃতবিদ্য শ্রীমান্ প্রতুলকৃষ্ণ মিত্রের সহায়তা প্রয়োজন।—তাঁহাকে প্রায় ক্রোর টাকার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে।

এ প্রতুল সেই অতুলের বন্ধু; ঠাকুর শ্রীরামপ্রসাদের নিকট একদিন মনের প্রশ্ন গণাইতে গিয়াছিলেন;—আশা করি, পাঠক ইহাঁকে এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই অসম্ভাবিত আকস্মিক প্রস্তাব, প্রতুলের পক্ষে যেন স্বর্গসুখকর বোধ হইল। বোধ হইল, যেন সহসা কোন দেবদূত আসিয়া, অলকার রত্নভাণ্ডার তাঁহার হস্তে সমর্পণের সংবাদ দিয়া গেল। মনে মনে নাস্তিক হইলেও, উপস্থিত মুহূর্ত্তে যেন তাঁহার অন্তরে একটু আস্তিকতার ভাব আসিল। ভাবিলেন, "তবে কি ভবদেবের ঐ আতপ-চাল কাঁচকলা খাওয়া মতই ঠিক্?—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী?'—বিচিত্র সংঘটন!—আমি এ কোথায়? সয়তানের ছলনা নয় ত?"

ভবদেব—প্রখর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শান্ত ও শুদ্ধপ্রকৃতি সরল ব্রাহ্মণ যুবক, প্রতুলের আপাদমস্তক একবার লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার মুখে চোখে যে আনন্দ-চাঞ্চল্যের বিদ্যুৎ খেলিতেছিল, তাহাও নিরীক্ষণ করিলেন। পরিণাম যে কি ভীষণ ও ভয়াবহ হইবে, তাহাও বুঝি আংশিক বুঝিতে পারিয়া একটু ভীত ও সংশয়চিত্ত হইলেন।—নরকের প্রেতের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া মনে মনে একবার তিনি শিহরিলেন।

প্রতুলও তাহা বুঝিল। বুঝিল, ভবদেব তাহার মনের ছবি ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাই সে ছবির রং বদ্‌লাইবার উদ্দেশ্যে বলিল, "কি বন্ধুবর! আমার মুখের পানে চাহিয়া, ও দেখিতেছ কি? সত্যই, কি আমায় নাস্তিক

মনে করিলে? তর্কে দেখিতেছিলাম, তুমি কতদূর যাও,—আর আমার প্রতি তোমার কি ধারণা থাকে? আরে রাম! কিসে আর কিসে? চরিত্রের সহিত টাকার তুলনা?—নিউটন, আর নীরোর? না, টাকা খোলার কুচি, চরিত্র অমূল্য।—"The crown of glory of a man is his character."

ভবদেব আর বেশী কিছু না বলিয়া, অবান্তর পাঁচ কথা পাড়িলেন। ভাবিলেন,—"আর এ সংসর্গে থাকা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্তর্নিহিত পাপ একটা ব্যাধি। মনের ব্যাধিও সংক্রামক।—এরি মধ্যে প্রতুল আমাকে বোকা বানাইবার মত্‌লবে আছে। উঃ! কি ভয়ানক! ভগবান্, রক্ষা কর। আমার দু-শ টাকার চাকরি মাথায় থাক্;—দশ টাকায় শাকান্ন খাইয়াও যেন আমি নির্ম্মল প্রশান্তচিত্তে দিনযাপন করিতে পারি। হায়, বৃদ্ধেরও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল, আর প্রতুলেরও ঐকান্তিক উৎকট কামনা!—স্থানকালপাত্রের কি অদ্ভুত সমন্বয় হইয়া গেল লীলাময়, তোমার লীলা কে বুঝিবে?"

ভবদেবকে একটু স্তব্ধ ও উন্মনা থাকিতে দেখিয়া, প্রতুল পুনরায় বলিল, "কিহে ভায়া, কথাও কহিতেছ না যে? আমার এ সুখ-সৌভাগ্যে কি তুমি আনন্দিত নও? ইহারই নাম অদৃষ্ট,—কি বল?

প্র। অদৃষ্টও বটে, নবকর্ম্মের সূচনাও বটে।—তোমার সুখে আমি সুখী নই, এমন মনে করিলে কেন? সুখী সত্য সত্যই হইব,—যদি তুমি ঈশ্বরের বিধান ও ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চল।

প্র। নচেৎ?

ভ। সে কথা আর এখন কি বলিব?—বুঝিব, লটারিতে একেবারে লাখ্ লাখ্ টাকা তোমার নামে উঠিয়াছে,—কিন্তু তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিলে না।

প্র। আগে টাকা হাতেই আসুক?

ভ। সম্পদ্ ও বিভূতি হস্তগত হইবার অগ্রে, মনকে পবিত্র ও সংযত করিতে হয়। নচেৎ সে শক্তির অপব্যবহার হইয়া থাকে।

প্র। তুমিই আমার সহকারী স্বরূপ থাকিবে,—আমাকে সৎপথে চালাইয়া লইবে।

ভ। আমার শক্তি অতি সামান্য,—নিজেকেই আমি পরিচালিত করিতে পারি না।

প্র। সে কি? তবে কি তুমি বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত নহ? দুইশত টাকার চাকরি,—একটি মাত্র ছোট্ট ছেলে পড়ানো—তুমি ত্যাগ করিবে?

ভ। দুইশ ছাড়িয়া পাঁচশত টাকা হইলেও আমি ও চাকরি লইব না।

প্র। কেন,—শুনিতে পাই কি?

ভ। সে কথার উত্তর তোমায় আজ দিব না, আবশ্যক হয়ত আর একদিন দিব। অথবা তাহার উত্তর তুমি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছ, কিংবা একদিন বুঝিবে।

প্রতুল একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অন্য কেহ হইলে হয়ত মনে করিত, তুমি আমায় হিংসা করিতেছ,—আমার এই আকস্মিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া কাতর হইতেছ।"

ভবদেব এবার একটু পাইয়া বসিলেন। দুর্জ্জনের হাত এড়াইবার একটা উপায় হইয়াছে ভাবিয়া, স্মিতমুখে কহিলেন, "তাই বা নয় মনে করিতেছ কেন? আমিও ত মানুষ?—দ্বেষহিংসার হাত এড়াই, এমন সাধ্য কি? ভাবিয়া দেখ, এক সহযাত্রী—সহপাঠী আমরা, আমি সামান্য একজন বেতনভোগী মাষ্টার, আর তুমি হইবে বিপুলবিত্তের অধিকারী,—অত বড় একটা জুয়েলারী কারবারের একজন অংশীদার। বুড়া যদি ন্যূনকল্পে দুই আনা অংশও তোমায় লিখিয়া দেয়, তাহা হইলেও তুমি দশ বারো লক্ষ টাকার মালিক হইবে।—অবস্থার এতটা পার্থক্য, কি রক্তমাংসের শরীরে সওয়া যায়?—একটু হিংসা হয় বৈ কি?"

প্র। ভবদেব, আর কাউকে হইলে, হয়ত সহজে তুমি একথা বুঝাইতে পারিতে। কিন্তু আমি যে তোমায় চিনি? বুঝিলাম, তুমি কোন দূরলক্ষ্য স্মরণ করিয়া, এ কাজ গ্রহণ করিতেছ না।

ভ। পাগল আর কি? দূরলক্ষ্য আবার কি? আমাদের বামনে কপাল,—অত মোটা মাহিনা সহিবে কেন?

প্র। উঁহু,—কথাটা আমায় গোপন করিতেছ। ভাল, তাই হোক্।

মনে মনে বলিল, "থাক্, অত পীড়াপীড়িরও প্রয়োজন দেখি না। ছেলে, বড় জোর সেকেণ্ড-বুক কি থার্ডবুক পড়ে, পঞ্চাশ টাকা বেতনের একজন এফ. এ. পাশ কি বি. এ. ফেল মাষ্টার রাখিলেই চলিবে।—লোকটা আমার নিজের হাতের হওয়াও ভাল।"

ভ। কি ভাবিতেছ? দেখ, এই মাত্র টাকা টাকা করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতেছিলে,—বিনা আয়াসে এক্কেবারে কি সৌভাগ্যযোগেরই সূচনা হইয়া গেল!—ঠাকুর মন বুঝিয়া ধন জুটাইয়া দিলেন।

প্র। বল—"যাদৃশী ভাবনাযস্ত—"

ভ। তা নয় কি?—তোমার এখনো অবিশ্বাস?

প্র। না, আর অবিশ্বাস নাই, দেখিতেছি, তুমি কি বল।

ভ। বলিব আর কি? দুদিন পরে ত তুমি একেবারে রাজা হবে হে? তখন কি আর আমাদের কথা তোমার মনে থাকিবে?

প্র। এরি মধ্যে ঠাট্টা আরম্ভ করিয়া দিলে যে!

ভ। ঠাট্টা কি? আজ কালের বাজারে দশবারো লাখ্ টাকা ত অনেক রাজারও নেই।

প্র। সে সব ফিরু রাজা!

ভ। যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে, তুমি ক্রোরপতি—ধনী রাজাও হইতে পারিবে।—তোমার এখন একাদশে বৃহস্পতি!

প্র। অমনি পাঁজী-পুঁথির বচন আওড়াইতে আরম্ভ করিলে ?

ভ। ও, তার মধ্যে যে তুমি জ্যোতিষাদি কিছু মান না। —দশা-বল তুমি বুঝিবে না বটে !

প্র। মানি বৈ কি। এই যে একটু আগে বলিলাম, কেবল তর্কের খাতিরে তোমার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছিলাম। যত হোক রে ভাই, হিঁদুর ছেলে,—আকরের টান্ যাবে কোথায় ? ও তোমার শাস্ত্রও মানি, বেদপুরাণও মানি ; অদৃষ্টও মানি, পরকালও মানি ; লোক-লৌকতাও মানি, হাঁচি-টিকৃটিকিও মানি।—মানি না কেবল ভণ্ডামী, ভাণ, আর প্রতারণা। তাই মুখে মিল্ স্পেন্সার আওড়াই।

ভবদেব দেখিলেন, চতুর প্রতুল এরি মধ্যে ভোল ফিরাইতেছে। আবশ্যক হয় ত, বুড়ার মনোরঞ্জনের জন্য, সে, টিকি অবধিও রাখিতে পারে!—তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

সত্য। প্রতুলও তাহাই ভাবিতেছিল,—"এখন হইতে কিছুদিনের জন্য আমার মনের ধারণা মনে রাখিয়া নূতন মানুষ হইতে হইবে। কিছু-তেই কেউ ধরিয়া-ছুঁইয়া না পায়, এমন ভাবে চলিতে হইবে। এমন কি, ভবদেবের মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও হারি মানাইতে হইবে। নচেৎ বুড়া ভিজিবে না, গলিবে না, আমার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসস্থাপন করিবে না। বিশেষ একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলা অবধি কেমন যেন অপরাধী হইয়া আছি। অতএব ধর্ম্মকথায় তাহাকে আর্দ্র করিতে হইবে। নাটকীয়ভাবে ধর্ম্মের অভিনয় ভিন্ন, বুড়াকে, সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারিব না।—অভিনয় ? হাঁ অভিনয়। আসল অপেক্ষা ঝুটার জলুসই যে অধিক ! দক্ষতার সহিত ধর্ম্মের অভিনয় ভিন্ন বুড়াকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যাইবে না।

"কিন্তু হায়, এ অভিনয় আমায় শিখায় কে ? হিন্দুশাস্ত্রের যে কিছুই জানি না ?—সেই জন্যই ত ভবদেবটাকে হাতে রাখিতে চাহিতেছিলাম ?

(একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, এক পথ আছে। শুনেছি, ইংরেজীতে থিওসফির অনেক বই বাহির হয়েছে। তাতে নাকি হিন্দুধর্ম্মের অনেক ভাল ভাল কথা আছে। তোতাপাখীর মত সেই সব রোচক কথাগুলি কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। গীতারও দুই দশটা শ্লোক শিখিতে হইবে। নহিলে আজকালের ধর্ম্মের বাজারে পসার জমিবে না, কেউ আমল দিবে না, বুড়ারও মন পাইব না। প্রতারণা, কপটতা ও ভাণ,—ইহাই এখন উন্নতির সোপান। তুখোড় খেলুড়ের ন্যায়, সর্ব্বাগ্রে এগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর বুড়োর উইল, জুয়েলারি কারবার, নাতি,—হুঁ, আমার যে মূলমন্ত্র, তাহা অবশ্যই পূরণ করিয়া লইব। ছপ্পর ফুঁড়িয়া আমার টাকা আসা চাই। আসিবেও নিশ্চিত। বুড়া নিজে আসিয়া জালে পড়িয়াছে। বাবার বন্ধু, বাবার নিকট উপকৃত; কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ আমাকে দিয়া সে ঋণশোধ করিতে চায়! আমিও মনের সাধে সে ঋণের শোধ লইব। এখন, বুদ্ধির দোষে না সব উলট পালট হইয়া যায়।"





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অসাধারণ চতুরতা ও দুষ্টবুদ্ধির প্রভাবে, প্রতুল অতি অল্পদিন মধ্যে পসার জমাইয়া বসিল। বৃদ্ধ মাধবচন্দ্রের জুয়েলারী কার্‌বার ভাল-রকমই চলিতে লাগিল। প্রতুলের তত্ত্বাবধানগুণে কারবারের অনেক পাওনা টাকা আদায় হইয়া আসিল। প্রতুল বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অনেক মরা-কাগজ উদ্ধার করিল,—খাতাপত্র রীতিমত দুরস্ত করিয়া ফেলিল। সাহেব য়িহুদী মহলেও খরিদ্দার জুটাইল। জলে জল বাঁধিয়া গেল,—দেখিতে দেখিতে কারবারের আয় আরও বৃদ্ধি পাইল। দেখিয়া শুনিয়া মাধবচন্দ্র বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রতুলের নামে দুই আনা অংশই লিখিয়া দিলেন। এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে এককালে দুইলক্ষ টাকা প্রতুল পাইবে,—উইলে ইহাও লিপিবদ্ধ করিলেন। ইহা ব্যতীত প্রতুলের য্যবতীয় ব্যয়—মায় গাড়ী ঘোড়ার খরচ, দেড়শত টাকার একটা বড় বাড়ীর ভাড়া, খাই খরচ, আসবাব-পোষাক, চাকর বাকরের মাহিনা, এইরূপ সর্ব্ববিধ ব্যয় তিনি সমাধা করিতে লাগিলেন।

প্রথম কিছু দিন প্রতুল সন্তুষ্ট চিত্তেই কাজ করিতে লাগিলেন। বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সত্য সত্যই প্রভুর হিত ও কারবারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি পসার বিলক্ষণ বাড়িয়া গেল।

অধিক কি, শ্রীমান্ প্রতুলকৃষ্ণ মিত্র, বি-এ—একজন উৎকৃষ্ট জুয়েলার বলিয়া সর্ব্বত্র গণ্য হইলেন। দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ মাধবচন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না। সত্যই প্রতুলকে পাইয়া, বৃদ্ধ যেন পুত্রের অভাব ভুলিলেন। প্রতুলের বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিণী শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রতুল নহিলে তাঁহার একদণ্ডও চলে না,—ক্রমে এমনই হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি দারুণ মোহে, ঠাকুর রামপ্রসাদের কথাও তিনি একরকম ভুলিয়া গেলেন। ক্বচিৎ এক আধবার তাঁহার ওখানে যাইবার কথা উঠিলে, প্রতুল এমন মধুর মোহন ধর্ম্মের অভিনয় করিত যে, বৃদ্ধ তাহাতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। ভাবিতেন,—"ঘরে এমন অমূল্য মাণিক থাকিতে, কোথায় আর মরিতে যাইব? প্রাণোপম এই যুবকই আমার ধর্ম্মজীবনের সহায়। ঠাকুর?—তা কৃপাময় তিনি; তাঁকে অন্তরে ধ্যান করিলেই চলিবে।"

প্রকৃতই বাহ্য ব্যবহারে প্রতুলকে আর চিনিবার যো নাই যে, অন্তরে তিনি কি চীজ্। অন্তর তাঁর সমভাবেই আছে, বরং এখন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া, তিনি তাহা উগ্র হলাহল পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। সময় ও সুযোগ আসিলেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইবে।

বৃদ্ধের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতুল প্রথমে মাছ-মাংস ত্যাগ করিলেন। 'জীবহিংসা মহাপাপ' বলিয়া, নিরামিষ ভোজী হইলেন। শেষ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেন কিনা, সেই বিষয়ে মাধবচন্দ্রের সহিত তাঁহার এক দিন কথাবার্ত্তা হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভের ইচ্ছা থাকিলে, হবিষ্যান্নই প্রশস্ত বটে। কিন্তু বাবা, তোমার এই, অল্প বয়স, নবীন উদ্যম,—এত শীঘ্র তোমায় আমি একাহারী হইতে পরামর্শ দিই না।"

প্রতুল উত্তর দিলেন,—"পিতা, আপনি আমার গুরু, আপনি আমার আদর্শ;—আপনি যে পথের পথিক হইয়াছেন, এ অধম সন্তানও তাহার

অনুসরণ করিবে। তবে আপনি যখন নিষেধ করিতেছেন, তখন ইচ্ছা হইলেও আমি তাহা করিব না। আপাততঃ হবিষ্যান্ন গ্রহণ, আমার কল্পনার রহিল।"

মা। হাঁ, সেই ভাল। ও কচি-ধাতে, একেবারে অতটা সহিবে কেন বাবা? বিশেষ তোমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয়, মাথা ঘামাইতে হয়, —আমিষ ত্যাগ করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট।

প্র। ত্যাগেই ত সুখ? সেদিন আপনি এই উপদেশ দিতেছিলেন না?

মা। আমি আর কি উপদেশ দিব? কি জানি যে, এ সব কথা বলিব বাবা? তবে ইহা মহাজন-বাক্য বটে।

প্র। বড় সুন্দর উপদেশ!—ভোগ দুঃখ, ত্যাগ সুখ।

মা। সুখ ঠিক্ নয়,—সুখেরও যে উচ্চ স্তর, তাই;—ত্যাগ শান্তি।

প্র। হাঁ, ঠিক্ বলিয়াছেন,—শান্তি,—ত্যাগ শান্তি। শান্তি, তৃপ্তি—এক পর্য্যায়ভুক্ত বটে। সুখ, ইহাপেক্ষা ছোট জিনিস। সেই জন্যই বোধ হয়, ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য——"

মা। সে এ মর্ম্মের কথা নয়।

"হাঁ, হাঁ, বটে বটে,—তাহার মর্ম্ম অন্যরূপ।"—ধাঁ করিয়া এই কথা বলিয়া ফেলিয়া যেন ভ্রম সংশোধনচ্ছলে গুণধর আবৃত্তি করিলেন,—"Self-sacrifice is the manifestation of humanity—অর্থাৎ কিনা ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।"

মনে মনে বলিল,—"মূর্খের অশেষ দোষ,—এক কথায় আর উত্তর। —ধরা পড়িয়াছিলাম আর কি!"

প্রথমটা চেলাগিরি করিয়া বিনয়ের অভিনয় দেখাইল, এইবার কৌশলে একটু গুরুগিরি ফলানো দরকার ভাবিয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—

"আর্য্য ঋষিগণের কি গভীর দূরদৃষ্টি! ভোগ যে কিছু নয়, পদে পদে

তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, তপ—এ বিষয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ। চিত্তশুদ্ধির এমন প্রশস্ত পথ আর নাই।—পাশ্চাত্য জাতিরা কিন্তু এ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে।"

মা। সে কিরূপ?

প্র। তাহারা দেহকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে। ইহকালই তাহাদের সর্ব্বস্ব। পোনের আনা লোকেই জন্মান্তর স্বীকার করে না। কাজেই ভোগে তাহাদের সমধিক আসক্তি।

মা। বটে?

প্র। আজ্ঞা হাঁ। সেই জন্য দেখিতে পান না,—উহাদের মধ্যে অত যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, খেয়োখেয়ি ভাব?

মা। ঠিক্ বলিয়াছ।—দেখাদেখি ক্রমে ও বিষ এ ভারতেও আসিতেছে।

প্র। আপনাদের পুণ্যফলে অতদূর গড়াইবে না;—তবে আশঙ্কার কথা বটে।

এইরূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া, ক্রমে প্রবৃত্তিমার্গ, নিবৃত্তিমার্গ, যোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি বহুকথার আলোচনা হইল। বৃদ্ধের মনোরঞ্জনার্থ, চতুর যুবা, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া, ভাবে গদগদ হইয়া বলিল, "তা যতই হোক, এ ভারত কর্ম্মভূমি, আর ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ড ভোগভূমি।—ভোগ কিছুতেই কর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

মা। সার কথা,—ভোগ কিছুতেই কর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

প্র। বিশেষ নিষ্কাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যে জাতির "হাড়ে হাড়ে—মজ্জায়-মজ্জায়" প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে জাতির পতন হইতে এখনো বহু বিলম্ব আছে।

মা। বৎস, সার্থক তোমার বিদ্যাশিক্ষা, সার্থক তোমার শাস্ত্রজ্ঞান। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

প্র। মা পিতা, কিছুই জানি না,—কিছুই শিখি নাই,—এইটুকু সার বুঝিয়াছি।

মা। তা বলিবে বটে। অগাধ ইংরেজী পড়িয়াও যে, হিন্দুধর্ম্মে তোমার এরূপ মতিগতি আছে, ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সুখী আছি, তা বলিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হইয়া থাক। আর তোমার মত মতিগতি আমার সুশীলেরও হোক্।—হাঁ, সুশীলের পড়াশুনা তুমি মধ্যে মধ্যে দেখ ত? মাষ্টারটি কেমন?

প্র। মন্দ নয়। কিন্তু পড়াশুনা ছাড়াও যে জিনিসটির আগে দরকার, আমি সেইটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি জানিবেন।—আমি সুশীলের চরিত্রগঠনে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছি। এই বালককালই তাহার প্রকৃত সময়।

মা। বটে বটে, আগে চরিত্রটা গঠন করাই দরকার বটে। চরিত্রহীন বিদ্বান্, সমাজের কণ্টকস্বরূপ। দেখো বাবা, অন্ধের যষ্টিটি তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি। আমার গিরিশ নাই, তুমি আছ। এখন তুমিই ঐ বালকের মা বাপ মনে করিও।

প্র। আপনাকে আর অধিক বলিতে হইবে না, আমার মনে রাতদিন উহা জাগরূক আছে। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমার কর্ত্তব্য আমি বজায় রাখিতে পারি।

প্রতুল ভক্তিভরে বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিল।—ভক্তিভরে, না শঠতা সহকারে?—হায় অর্থ!

শঠতা ও প্রতারণা স্বভাবতই বড় ভয়ানক জিনিস। তাহা যদি আবার শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণে অভিনীত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাব তখন আরও ভয়ানক হইয়া থাকে। প্রতুলরূপী এই 'সভ্য' ও 'শিক্ষিত' জীবটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পাপিষ্ঠ মনে মনে বলিল, "হায় বৃদ্ধ! ডাকিয়া আনিয়া কালসর্পকে আশ্রয় দিয়াছ, তাহার ফল তোমায় ভুগিতেই হইবে। কালপূর্ণ হইলে আমার চণ্ডালমূর্ত্তি তুমি দেখিবে,-- তখন শিহরিও না। আমার টাকা চাই। ও দু' আনা বখ্‌রায় কিছু হইবে না,—পূরাপূরি ঐ ক্রোর টাকাই চাই। ইহার বেশী থাকে ত, তাহাও চাই। তাতে তুমি থাক আর যাও, তোমার বংশধর মরুক আর বাঁচুক,—তোমার লোহার সিন্ধুক, উইল, হীরা-জহরৎ-জুয়েলারী কারবার চুলোয় যাক্ আর থাক্,—আমি দেখিব না। আমার ইষ্টমন্ত্র—টাকা চাই! ও গোণা-গাঁতি দু'দশ লাখে আমার হইবে না,—ছপ্পর ফুঁড়িয়া পাবার মত—ঐ সব টাকাই আমার চাই। চাই বলিয়াই ত, এ যোগাযোগ হইয়াছে? নইলে এতদিন ধরিয়া, এমন মন-মরা হইয়া নটের অভিনয় করি? পরের বাপকে ধাপ বলিয়া ডাকি? এমন বান্দা আমায় মনে করিও না।—লাখ্ খানেক ত এরি মধ্যে হাত কোরেছি; কিন্তু সময়, সুযোগ ও স্থান—যখন তিন একত্র হইবে, তখন আমি সেই প্রাণঘাতী অভিনয় করিব।—মন, একটু ধীরে, একটু ধীরে!"





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোগ্য পতির যোগ্য পত্নীও জুটিয়াছে। যেমন দেব, তেম্‌নি দেবী। যেমন গুরু, তেম্‌নি শিষ্যা। যেমন নায়ক, তেম্‌নি নায়িকা। সোনায় সোহাগা আর কি! অথবা দোষ তাহার নাই,—দোষ ঐ গুণধর পুরুষ-পুঙ্গবের। যেমন দেখাইয়াছে, তেমনি শিখিয়াছে।

সুন্দরী রঙ্গমতী বা রঙ্গিণী,—নামেও যা, কাজেও তাই। নামটিও যেমন বিলাসমাখান, কাজগুলিও তাঁর সেইরূপ কলুষপূর্ণ। সে পাপের ছবি, কর্ত্তব্যানুরোধেও কিছু অঙ্কিত করিতে হইবে। নহিলে এ চিত্র সম্পূর্ণ হইবে না।

সন্ধ্যা ও হয়, আর রঙ্গমতী বা রঙ্গিণী ঠাক্‌রূণ—যেন পটের বিবিটি সাজিয়া, ঘরের গাড়ী চড়িয়া, গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে বাহির হন। কোন দিন একক, কোন দিন বা স্বামী সমভিব্যাহারে। তখন স্বামীরত্ন শ্রীমান্ প্রতুলকৃষ্ণ—সাহেবী পোষাকে আবৃত। হ্যাট-কোট-নেক্‌টাই-কলারে, তখন সে শ্রীঅঙ্গ অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে। চোখে চস্‌মা, মুখে সিগার, হাতে ষ্টিক্,—কে বলিবে যে, এ সেই হবিষ্যান্ন-ভোজী, টিকিধারী, পরম হিন্দু যুবা প্রতুলকৃষ্ণ মিত্র। তখন তাঁহার ঢং-ঢাং-রং, চলন-ফিরন-ভড়ং সব বদ্‌লাইয়া যায়,—কার সাধ্য চিনে যে, ইনি সেই তিনি! বিশেষ

কথাবার্ত্তা ও কণ্ঠস্বরে এত পার্থক্য হয় যে, খুব পরিচিত লোকও ইহাঁকে ফিরিঙ্গি-সাহেব বলিয়া মনে করে। আর কলিকাতা সহর,—কে কার খবর রাখে যে, সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগলমূর্ত্তি ছদ্মবেশে বিরাজ করিতেছেন!

ঁও এইরূপ। তিনিও স্বামীর নিকট হইতে মেমসাহেবের ঢং-ঢাং শিখিয়াছেন, একটু আধটু ইংরেজী ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছেন, আর ইংরেজী চালচলন ও আচার-ব্যবহার—সে ত নিত্যকর্ম্মেরই মধ্যে।

সহর ছাড়াইয়া, ইঁহাদের একটি প্রমোদ-উদ্যান আছে। সেই নিভৃত নিলয়ে, প্রাণ পূরিয়া অনাচারী নাস্তিক দম্পতির আমোদআহ্লাদ হয়। নাস্তিক দম্পতি বলিলাম এই জন্য যে, সে আমোদআহ্লাদের সময় তাঁহাদের কোন আব্রু, কি স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধই থাকে না। কোন বিষয়ে বাধে না, কিছুতে আট্‌কায়ও না।—হিন্দু পাঠকের চক্ষে তাহা এক বীভৎস ব্যাপার।

সেই প্রমোদ-উদ্যানে গিয়া গাড়ীখানি থামে। তারপর যুগলমূর্ত্তি, কি কোন দিনই বা শ্রীমতী বিবি রঙ্গমতী একাই—হেলিতে দুলিতে গিয়া একখানি ইজি চেয়ারে বসেন, কিংবা অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় হাত পা ছড়াইয়া দেন। মিহি-সুরে ডাকেন,—"বিয়ারা।"

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, সেলাম করিতে করিতে, বেহারা গিয়া হাজির হয়। মেম সাহেব তখন হুকুম করেন,—"বরফপানি লিয়া আও।"

ভৃত্য গিয়া ঝটিতি সে হুকুম তামিল করে।

গৃহটি ফিট্‌-ফাট্‌, সাহেবী-ফ্যাসানে সজ্জিত। কোচ্‌, সোফা, চেয়ার —যথাস্থানে রক্ষিত। দেওয়াল-জোড়া দুইপার্শ্বে দুইখানি অমল ধবল উজ্জ্বল দর্পণ শোভিত। সেই দর্পণে মুখ দেখিয়া, মুখে একটু মধুর হাসি হাসিয়া, উজ্জ্বল দীপালোকে পাউডার একটু ঘোরালো করিয়া মাখিয়া, বিবি রঙ্গমতী অধিকতর দীপ্তিশালিনী—মনোমোহিনী হইয়া, 'পিয়ানো

বাজাইতেন, গান গাহিতেন, কখন বা গেলাসে ঢালিয়া লালরঙ্গের কি ঔষধ খাইতেন। তারপর সাহেব শ্রীমান্ প্রতুলকৃষ্ণ মিত্র, ওরফে পি, মিটার আসিয়া, অতি আবেগভরে—"Hallo! My Darling! কতক্ষণ? আজ আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, কিছু মনে করিও না ভাই!"—বলিয়া তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিতেন।

স্থিরযৌবনা, ঢুলু-ঢুলু নয়না, সৌন্দর্য্যশালিনী রঙ্গিণী—আদরে স্বামীর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বলিতেন,—"কিছু মনে করি আর না করি,—কিন্তু কতদিন আর এরূপ বহুরূপীর সাজে কাটিবে? আর যে পারি না। নিজের ঘরে নিজেকে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিতে হয়,—এর চেয়ে আর দুঃখ কি বল দেখি?"

প্র। প্রিয়তমে, ঠিক বলিয়াছ,—নিজের ঘরে নিজেকে যেন চোরের মত থাকিতে হইয়াছে! তোমারও ত একটু স্বস্তি আছে,—আমাকে সব রকমে সদাই শঙ্কিত থাকিতে হয়,—কখন্ ধরা পড়ি। সত্যই কি এ সাহেবী পোষাক ভাল লাগে, না ভাল দেখায়?

র। আমার কিন্তু বিবির পোষাক মন্দ লাগে না।

প্র। তার কারণ আছে। তুমি পর—সখ্ ক'রে, বিলাসভরে,—আর আমি পরি—প্রাণের ভয়ে, মানের দায়ে।—হঠাৎ কেউ দেখে—চিনে ফেলে, যদি বুড়োর কাছে গিয়ে লাগায় ভাঙ্গায়!

র। আচ্ছা, সেখানে কি তুমি পুরো হিঁদুয়ানী ফলাও?

প্র। আরে বাপরে! হিঁদুয়ানী ব'লে হিঁদুয়ানী?—গোঁড়া বৈষ্ণব-ভিখিরিও তাক্ লাগে!

র। এতটা বাড়াবাড়ি কর কেন?

প্র। আরে পাগ্‌লী,—তা না ক'র্‌লে কি বুড়োর মন পাই,—না, সে ব্যক্তি এতটা বিশ্বাস করে? বিশ্বাস এতটা জমিয়েছি যে, কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কথাও বুড়োর আর মনে ধরে না।

র। কিন্তু আমার হাসি পায়,—তোমার এই টিকিটি দেখিয়া!

বলিয়া সোহাগিনী পত্নী হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথার হ্যাট খুলিয়া টিকিটি ধরিয়া একটু টান্ দিলেন।

প্র। আরে, থাক্ থাক্,—টিকিতে অমন ক'রে হাত দিও না,—ছিঁড়ে যাবে।

র। তাতে ভয় কি?

প্র। উঁ-হুঁ-হুঁ, বোঝ' না, বোঝ' না,—ওটি চাকরির অঙ্গ!

র। আরে কি বলে মিন্‌সে?—টিকির সঙ্গে চাকরির কি সম্বন্ধ?

প্র। প্রেয়সী হে, টাকার লোভে যে কতরকম বেল্‌কমী ক'র্‌তে হয়, তা আর তোমায় কি ব'ল্‌বো? বুড়ো বেটার টিকি আছে, তপ জপ করে,—আর আমি তার এত বড় একটা পার্টনার বা নিমকের চাকর হ'য়ে, টিকি রাখ্‌ব না? শুধু এই টিকি?—বেদ, পুরাণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, থিওসফি, গীতা—সকল রকমই একটু আধটু কপ্‌চাইতে হয়, তবে বুড়ো ভেজে।

র। সে সময় তুমি কি কর?

প্র। কখন ভাবে গদগদ হই, কখন একেবারে কাঁদিয়া ফেলি।

র। সেখানে তা হ'লে তুমি একজন মস্ত সাধুপুরুষ!

প্র। আরে ক্ষেপি, আমার দেখাদেখি, কারবারের যত না ভালমানুষের ছেলে, সবাই মাছমাংস ত্যাগ ক'রেছে।

র। এমন নাকি?

প্র। তা হবে না? চাকরির ভয়,—বিশেষ আমার মন-রাখা।

র। এত কোরেও যদি উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হয়? আমি বলি, বখ্‌রায় যা পেয়েছ, তাই নিয়েই স'রে পড়।—দশ বারো লাখ্ টাকাও ত বড় সোজা কথা নয়?

প্র। কি ব'ল্লে? আমার স্ত্রী হ'য়ে এমন কথা মুখে আন্‌লে?

র। কি জানি, যদি ফ'স্কে যায়,—শেষ আসলে হা-ভাত হবে ?

প্র। আমার শিষ্যা—বানেয়া সঙ্গিনী হ'য়ে, তুমি এমন ভয় খাও ? ফস্কাবে যদি, তা হ'লে এত ফিকির-ফন্দি ক'রে চারিদিকের আট-ঘাট বাঁধি ? সময় এই হ'য়ে এলো ব'লে।

র। কিন্তু—

প্র। ওর আর কিন্তু-টিন্তু নেই। বুড়ো বেটাকে যখন বাপ ব'লে ডেকেছি, তখন ওর যথাসর্ব্বস্ব হাত না ক'রে বেরুবো না। তার জোগাড়ও হ'য়ে আস্‌ছে।

এই বলিয়া কাণে কাণে কি পরামর্শ করিল। খুব উল্লাসে ও আমোদে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠিল,—"এখন ডাক্তারটা না ভড়্‌কায় ?"

র। তাকে আমি মুটোর ভিতর রাখ্‌বো! (স্বগত) ছোঁড়াটার মুখখানা কিন্তু মন্দ নয়।

প্র। দেখো ভাই, যেন বেইমানি ক'রো না।

র। কেন, ভয় হয় নাকি ?

প্র। না, ঠিক ভয় নয়,—তবে যতই হোক, পর-পুরুষ।

র। কেন, ও সব ত তুমি মান না ?

প্র। মানি না, সে একশ বার। বিশেষ পরের বেলা। তবে ঘরের কথা একটু স্বতন্ত্র।

র। ভয় নেই গুণমণি, তোমার চোখে ধূলো দেব না। তবে জিজ্ঞাসা করি, সতীত্ব ব'লে জিনিসটার, সত্যই কি কোন মূল্য নেই ?

প্র। যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তখন সত্যই বলিব,—আমি ও সব কিছু মানি না। পাপপুণ্য, পরকাল, ঈশ্বর,—আমার কাছে এ সবও যেমন, সতীত্ব নামে দ্রব্যটিও তেমনি একটি অশ্বডিম্ব বিশেষ। আগেকার লোকে সমাজশাসনের জন্যে ঐ রকম এক একটা নিয়ম ক'রে গেছে মাত্র। খাও,

দাও, মজা লোটো,—আমার কাছে এই। তবে ভাই আবার অনুরোধ করি, তুমি যেন ঐ শেষ মজাটি লুটিও না।—আমার দিব্য!

হাসিতে হাসিতে চটুলা রঙ্গিণী বলিল, "আরে ছিঃ! আমাকে অবিশ্বাস কর? তোমার এই রূপ, এই যৌবন, এত অর্থ,—তোমার মায়া কাটাইয়া, তোমার চাকরের সামিল যে, তার—"

প্র। না, আমি সে কথা বল্‌চি না, তবে তাকে নিয়ে আমায় শেষ অবধি খেল্‌তে হবে। তাই তোমায়ও তার সঙ্গে মৌখিক ভাব রাখ্‌তে হবে।

র। তা না হোলে আর তার সঙ্গে নির্লজ্জা হ'য়ে কথা কই?

প্র। কথা কওয়া ছাড়া আরো কিছু কোত্তে হবে,—তা পরে ব'ল্‌বো।—সে অষুধটি খেয়েছ?

র। কি করি, তোমার খাতিরে সবই যখন খুইয়েছি, তখন আর উটী বাকী থাকে কেন?

প্র। হাঁ, ও এক নেটা। বছর দু' বছর অন্তর এক একটা জীব সৃষ্টি কর;—তার পর সেটা মূর্খ হোক্, চোর হোক্—

র। তা আমি ত তোমার কথা রেখেছি ভাই!

প্র। তুমি আমার কথা রাখ্‌বে না মতি? তোমায় পছন্দ ক'রে বিয়ে ক'রেছি!—তোমার এই গোল-গাল গড়ন, এই কোঁক্‌ড়ান ঘন চুল, কাঁচা সোনার মত এই রং দেখে, দশহাজারী সম্বন্ধও আমি ফাঁসিয়ে দেছিলেম!—আর এতে তোমার শরীরও বেশ তাজা থাক্‌বে।

বলিয়া সেই সাক্ষাৎ পাপপুরুষ—অনুরাগভরে প্রেয়সীর মুখচুম্বন করিল। পাপিনী—পাপসঙ্গিনী পত্নীও—তাহার যোগ্য ব্যবহার দেখাইল।

প্রতুল বলিল, "এখন খাওয়া-দাওয়ার কতদূর বল দেখি?—বাবুর্চ্চী, খানা রেখে গেছে?"

র। জিজ্ঞাসা করি;—বিয়ারা?

বেহারা দ্রুতগতি হাজির হইল। জিজ্ঞাসায় বলিল, খানাপিনা সকলই প্রস্তুত; হুকুম করিলেই আনিয়া দেয়।

তাহাই হইল। পার্শ্বের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে টেবিলের উপর নানাবিধ প্রচুর খাদ্য শোভা পাইতে লাগিল। তখন পতিপত্নী যুগলমূর্ত্তি সে কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই খাদ্যরাশি ধ্বংসের উদ্‌যোগ করিল।

সাহেবী খানা। মাংসেরই সব। কালিয়া-কোপ্তা-কোর্ম্মা-কারি-কাট্‌লেট,—ককারেরই প্রায় সব। উইলসন্ হোটেলের পাঁউরুটী-বিস্কুটও দু'চারখানা ছিল। পিত্তিরক্ষার মত দুটি ভাত, একটু চাটনি, এক আধখানা মাছ, দু' একখানা মিষ্ট কেক্—যার পর যেটি থাকিতে হয়,—সাজানো ছিল। অনাচারী দম্পতী আসিয়া, চেয়ারে বসিয়া, কাঁটা-চামচ লইয়া, আধা সাহেবীফ্যাসানে—তাহা ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

পাপিনী পত্নী প্রথমে গেলাসে একটু সুরা ঢালিল। স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "আগে একটু খাও।"

প্র। বিলক্ষণ! লেডীর সম্মান অগ্রে।

র। তোমার আস্‌বার আগে, একবার আমার হ'য়েছে।

প্র। তা আর একটু খাও।

র। না ভাই, আর নয়, নেশা হবে।

প্র। ভয় কি,—antidote আছে।

র। না, থাক্, নূতন অভ্যাস,—এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

প্র। স্বামীর সঙ্গে বৈ, এতো আর পর-পুরুষের সঙ্গে নয়?

র। আচ্ছা না হয় শোবার সময় অল্পমাত্রায় হবে অখন।

অগত্যা গুণধর স্বামী সেটুকু একাই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন।

তারপর উভয়ের ভোজন চলিল। সেই সব অখাদ্য কুখাদ্য অস্পৃশ্য—মুসলমান বাবুর্চ্চী দ্বারা প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন—সুধাবোধে উভয়ে খাইতে লাগিল। খুঁটানাটী করিয়া এ সকল কথা বর্ণনা করিতেও কষ্ট হয়।

হায়! লজ্জা নাই, সরম নাই, ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই—অবাধে পতিপত্নী একাসনে বসিয়া মগুমাংসের পানভোজনে প্রবৃত্ত;—ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে এ চিত্র কেহ কল্পনায়ও আনিয়াছেন কি? বেশ্যারও বুঝি একটা আবরু আছে,—পরন্তু প্রতুল জাতীয় 'শিক্ষিত' নামধারী নাস্তিক পাষণ্ড ভণ্ড,—বুঝি তাহা হইতেও স্ত্রীকে অধিকতর পাপাচারিণী—পাপের সহকারিণী করিতে চায়! বেশ্যার উপর বুঝি এতটা বিশ্বাস হয় না বলিয়াই, ধর্ম্মপত্নী গৃহলক্ষ্মীকে কুলটার কুটিল বৃত্তি শিখাইতে থাকে। কল্পনা নয়, অতিরঞ্জিত নয়, কবির চিত্র নয়,—ইহা বাস্তব জীয়ন্ত সত্য। এই 'কলির সহর'—কলিকাতার বুকের উপরেই এ ছবি প্রত্যক্ষীভূত হয়। যদি চোক্ থাকে, দেখিবার সামর্থ্য থাকে,—সেকাল ও একালের পার্থক্য বুঝিয়া ধর্ম্মশীল গৃহী হইবার প্রবৃত্তি থাকে, তবে এ ছবি দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। পিশাচের তাণ্ডবনৃত্যে সমাজ কম্পমান্, অগ্রে তাহার প্রতিকার কর। সমাজে কি বিষ প্রবেশ করিয়াছে, আগে দেখ। দেখিতে পাইবে,—শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের নাম লইয়া, প্রচ্ছন্নভাবে—সভ্যতার আবরণে কি পাপই না সংঘটিত হইতেছে! মূল ঐ অর্থ—অথবা অর্থের ফল—ঐহিক ভোগবিলাস। ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হওয়ায়, সংযমের অভাবেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাই জগৎ জুড়িয়া রব উঠিয়াছে,—'টাকা, টাকা, টাকা!'

কিন্তু, হায়! মোহান্ধ যুবা! মনে করিও না যে, ফাঁকি দিবে। নিজে মজিয়াছ, স্ত্রীকেও বেশ্যার অধিক বানাইতেছ,—ইহার ফল তোমাকে ভুগিতেই হইবে। স্বহস্তে তুমি বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছ,—এই বৃক্ষই তোমায় নাশ করিবে। বিধাতার রাজ্যে ফল কখন ব্যর্থ হয় না।

আহার করিতে করিতে পাপিষ্ঠা পত্নী বলিল, "দেখিতেছি, আজ তুমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ। এ কথা আগে বলিতে হয়?"

প্র। আরে ভাই, ক্ষুধা হয় কি সাধে? প্রাতে বুড়ার বাড়ীতে সে নিরামিশ ভোজ—লোক দেখানো—পিত্তিরক্ষা মাত্র। বাসায়ও যে তুমি পঞ্চব্যঞ্জন—মাছমাংস রাঁধাইয়া রাখিবে,—তাহারও যো নাই,—চাকর বামুন সব জান্‌তে পার্‌বে,—হয়ত কোন দিন বা বুড়ো বেটার বাড়ী হইতে কোন লোক আসিয়া দেখিয়াও ফেলিবে। তাইতে ত ভাই, এই সং সেজে, চোরের মত এসে এই বাগান-বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ করা।—নইলে কি এ দুনিয়াতে আমি ভয় করি কাউকে?

র। তাই বুঝি এ বাগান-বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছ ডাক্তারের নামে?

প্র। তাই—না নিয়ে কি করি বল? নিজের নামে নিলে যে, বৃদ্ধ সন্দেহ করিবে?

র। তা হইলে ডাক্তারটির সঙ্গে রীতিমত ভাব রাখিতে হইবে বল?

প্র। হাঁ, উপস্থিত বটে। কাজের দায়ে এইরূপ করিতে হইতেছে। কাজ ফুরাইলে, বেটাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।

র। যদি বেইমানি করে,—গোয়েন্দাগিরি কোরে সব ফাঁসিয়ে দেয়?

প্র। এখন ত নয়?—প্রায় হাজার দুই টাকা ওর অর্থে খরচ করিয়াছি। ওর গাড়ী ঘোড়া, ঘড়ি চেইন করিয়া দিয়াছি; মাড়োয়ারী মহলে আমার দোহাই দিয়া, দু'পয়সা করিয়াও খাইতেছে; বুড়ার বাড়ী ফ্যামিলি ডাক্তার হইবারও আশা রাখে;—এখন আমাকে গুরুর মত ভক্তি করে। তবে বেটা এর পর যে নিমকহারাম হবে, তা জানি। আমি তার আগেই কাজ হাসিল ক'রে নেবো জেনো। আর যেটুকু ছুট-ফাঁক্ রইল,—তুমি আমার চতুরা মনোমোহিনী রঙ্গিণী আছ,—হাসি-হাসিমুখে দুটা মন-মাতানো কথা বলিয়া তাহার মুণ্ড ঘুরাইয়া রাখিতে পারিবে।

র। সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম, ডাক্তারের জন্য ভাবনা নাই;—

সে আমার মুঠোর ভিতর। তুমি ভয় খাইতেছ,—পাছে আমিই তোমার চোখে ধূলা দিই।—কেমন, না?

প্র। না প্রাণেশ্বরি, তা কি ভাবিতে পারি? ও একটা কথার কথা বলিয়াছি জানিও। তুমি যদি অবিশ্বাসিনী হও, তাহা হইলে আমার নিজের উপরই বা আমার বিশ্বাস কি? আমার জীবন মরণ—সবই তোমারই হাতে। এই যে টাকা টাকা করিয়া এমন উন্মত্ত হইয়াছি, সে তো তোমারই জন্যে?—তুমি আমার বুকে ছুরি দিবে, এ আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না।

হতভাগ্য, আত্মবঞ্চক! বিশ্বাসও করিস, একটু আধটু ভয়ও করিস্। তাই এই এত ঘোর ঘটা করিয়া, কথার কৌশলে, পরিণীতা বনিতার ভালবাসা—না, ঠিক ভালবাসা নয়,—দয়া ও কৃপা ভিক্ষা করিতেছিস্!

খাইতে খাইতে প্রতুল বলিল, "কৈ, তুমি যে আর খাইতেছ না?"

র। আমার খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তুমি খাও, আমি দেখি।

প্র। হাঁ, আমার একরূপ নিরম্বু উপবাসের পর আহার।

পাপিনী পত্নী হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল,—"তা হইতেছে ভাল। সেই নিরামিশ অন্নব্যঞ্জন,—এখন মগু ও কুক্কুট-মাংসে পরিপাক হইতে চলিল।—তোমার টিকিটির বাহার এ সময় খুলিয়াছে ভাল।"

প্র। আ-হা-হা, কর কি, কর কি,—টিকিটি দেখিতেছি, তোমার উৎপাতে কোন্ দিন ছিঁড়িয়া যাইবে। দোহাই প্রিয়তমে, আর কয়টা দিন দেরি কর,—আমি কার্য্যশেষ করিয়া সমূলে উহার উচ্ছেদ করিতেছি। এখন উটি আমার লক্ষ্মী,—ও নিয়ে রং-তামাসা করিও না। ধর্ম্মকথা আলোচনার সময়, উটি নাড়িয়া বৃদ্ধের নিকট বিলক্ষণ পসার জমাইয়া ফেলি।

র। বুড়াকে বোকা বানায়েছ ভাল!

প্র। ওরে ভাই রে, সে যে কি কষ্ট, তা যারা সংসারে ধর্ম্মের অভিনয় ক'রে কাজ হাসিল করে, তারা ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না।

আহার শেষ করিয়া উভয়ে হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিশ্রামকক্ষে প্রবিষ্ট হইল। ভৃত্য আল্‌বোলাতে তামাকু দিয়া গেল। নানারূপ বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে, সোফায় শুইয়া, প্রতুল সেই সদ্‌গন্ধপূর্ণ সুমিষ্ট তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল। ভামিনী পত্নীটি তামাকুর সেই ঘ্রাণ লইয়াই তৃপ্ত হইলেন,—তাহার আস্বাদনটা আর লইলেন না।—মদ্যমাংসের ন্যায় তামাকুর আস্বাদন লইতে তাঁহার স্বামী মহাশয় তাঁহাকে শিখান নাই। শরীর 'তাজা রাখার' পক্ষে ইহা কোন সহায়তা করিতে পারিবে না ভাবিয়াই,—বোধ হয় শিখান নাই।

এই সময় ফটক-দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া থামিল।

দ্বারবান্ আসিয়া সংবাদ দিল,—ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।

প্র। বহুৎ আচ্ছা, উপরমে তোয়াজ কোঁরিয়ে লে আনে।

"যো হুকুম মহারাজ"—জোড়া সেলাম করিতে করিতে দ্বারবান্ চলিয়া গেল।

প্র। ওঃ! এক দম্ ভুলিয়া গিয়াছি;—আজ থিয়েটার দেখিবার engagement আছে,—তাই ডাক্তার আসিয়াছে।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার নীলকৃষ্ণ রায় ওরফে এন, রায়, এল্, এম্ এস্,—সাহেবী-পোষাক-পরা,—হাতে ষ্টিক্,—উৎসাহভরে উপরে আসিতে লাগিলেন। দ্বারেই ঢুলু-ঢুলু-নয়না প্রসন্নবদনা শ্রীমতী রঙ্গমতী স্বয়ং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "আঃ! আজ সুপ্রভাত—কার মুখ দেখিয়া আজ উঠিয়াছিলাম।"

প্রকাশ্যে, "Good evening Madam" বলিয়া—মাননীয়া লেডীকে সংবর্দ্ধন করিলেন। সুহাসিনী লেডীও উদার প্রশস্ত হৃদয়ে, হাসি হাসিমুখে আগন্তুক 'জেণ্টেল্‌ম্যানের' কর—উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া উত্তর দিলেন,—"Good evening Sir—সব কুশল ত?"

"আপনাদের কৃপায় সমস্তই কুশল।—আমার পরম হিতৈষী, পালন-কর্ত্তা, উদার উন্নতমনা—বাবু কোথায়?"

"এস নীলকৃষ্ণ বাবু, আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি;—তোমার থিয়েটার দেখার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি।"

"আজ কি তবে যাবেন না?"

প্র। আর একদিন গেলে হয় না? আজ শরীরটায় যেন তেমন জুৎ নেই।—ওদের ত daily performance?

নীল। আজ্ঞা হাঁ। তা থাক্, আর একদিনই যাওয়া যাবে। তবে আজকের subjectটা ছিল ভাল,—'হ্যাম্লেট।"

রঙ্গমতী কি ভাবিয়া বলিল, "তা আর একদিন কেন,—আশা করিয়া আসিয়াছেন, আজই দেখিয়া যান না?"

নীল। বাবুর শরীরটা——

প্র। না, তেমন কিছু নয়,—আহারটা একটু অধিক হ'য়েছে, এই মাত্র। তা চল, আজই যাওয়া যাক্।—কটা বেজেছে?

ডাক্তার বুক পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "স-আটটা।"

প্র। ওঃ, তবে ঢের সময় আছে।—বেহারা?

বেহারা আসিয়া সেলাম দিল। বাবু বলিলেন, "গাড়ী জুতিতে বল।"

"যো হুকুম মহারাজ" বলিয়া বেহারা চলিয়া গেল।

সোহাগিনী রঙ্গমতী স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কিগো মশাই, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবে নাকি?"

প্র। তুমি যাবে?—সে ত পরম আহ্লাদের কথা। কিন্তু সে ইংলিস থিয়েটার,—আমরাই তার অর্দ্ধেক বুঝ্‌তে পার্‌বো না।"

র। না বুঝি, তাদের ধরণ-ধারণটা দেখিয়া আসিব। প্লটটা তুমি বুঝাইয়া দিলেই হইবে।

প্র। তবে নীলকৃষ্ণ বাবু, তোমার গাড়ী প্রস্তুত, তুমি একটু আগে গিয়া একটা 'বক্স' ঠিক্ করিয়া রাখ,—আমরা সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছি।

নী। যে আজ্ঞা।

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "এক সঙ্গে—এক গাড়ীতে যাওয়ার সুখটা হইল না, দেখিতেছি। তা থাক্, ভাগ্যে থাকে, আর একদিন হবে।—হয়ত এমন কত কিই বা হইবে।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "জেনানা বক্স কি একটা সতন্ত্র লইব ?"

প্রতুল পত্নীর মুখের দিকে চাহিল, রঙ্গিণী রঙ্গমতী টিপি টিপি হাসিয়া ইঙ্গিতে তাহার কি উত্তর দিল ; প্রতুল বুঝিল, তাহাই ঠিক্ ; ডাক্তারকে বলিল, "দরকার কি, একত্রেই বসা যাইবে।"

ডাক্তার আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া প্রস্থান করিল। ভাবিল. "আঃ! অনেকক্ষণ একত্রে—একরূপ একাসনে বসিতে পারা যাইবে। কিন্তু রঙ্গমতী ভিতর ভিতর ত কোন মতলব আঁটিতেছে না ? না, মত্‌লব আর কি আঁটিবে,—পরপুরুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশার যা ফল—তাই। চেহারাখানাও ত আমার মন্দ নয় ?"

'অপেরা হাউস' নাচঘর ভাড়া লইয়া এক দল খাস বিলাতী ড্রামাটিক পার্টি এই অভিনয় করিতেছিল। সেদিন অভিনয়ের বিষয় ছিল—'হ্যাম্‌লেট'। তাই দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডাক্তার নীলকৃষ্ণ অনেক কষ্টে একটি 'বক্সের আসন' সংগ্রহ করিলেন। প্রতুলও অল্পক্ষণ পরে রঙ্গমতীকে লইয়া সেখানে আসিলেন। তিন জনে একত্রে বসিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতুল প্রমদা পত্নাকে হ্যামলেটের গল্পটা মোটামুটী বুঝাইয়া দিলেন।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির ও নিস্তব্ধভাবে দর্শকমণ্ডলী অভিনয় দেখিতে লাগিল। অভিনয় দেখিতে দেখিতে প্রতুলের মনে এক ভীষণ সঙ্কল্প জাগিল। অথবা পূর্ব্ব হইতেই তাহা জাগিয়াই ছিল, এখন তাহার প্রক্রিয়াটি সুসিদ্ধ করিতে, স্থান ও কালের সুযোগ ঘটিল।

প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইয়া যখন ড্রপ পড়িয়া কন্‌সার্ট বাজিল, তখন প্রতুল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল; "আচ্ছা নীলকৃষ্ণ বাবু, তোমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে বিষ কত রকম আছে, এবং তাহার প্রক্রিয়াও কত রকমে হয়,—আমায় বলিতে পার ?"

ডাক্তার নীলকৃষ্ণ চমকিলেন,—হঠাৎ তাঁহাকে এ প্রশ্ন কেন ? ক্লডিয়স্

ও গারট্রুডের অবৈধ প্রণয়ই কি ইহার কারণ?—রঙ্গমতীর প্রতি তাঁহার গুপ্ত আসক্তি কি প্রতুল জানিতে পারিয়াছেন?—তাই কি তাঁহার মনের ভাব মুখে ফুটিল?

প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার পুঙ্গবের মুখ একটু শুকাইল, প্রতুল ও রঙ্গমতী উভয়েই তাহা লক্ষ্য করিলেন। প্রতুল মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন,—"একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম মাত্র। জানিতাম, দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য লোকে কৌশলে বিষ খাওয়াইয়া থাকে,—এ যে নিদ্রিত ব্যক্তির কানের ভিতরও বিষ পূরিয়া মারা যায়, তা জানিতাম না।"

ডাক্তারের বুকের ভিতরের ঢুপ্-ঢুপোনিটা একটু কমিল, মনে মনে যেন হাঁফ ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, ঝটিতি কার্য্যোদ্ধারের জন্য লোকে এইরূপ --আরো অনেকরূপ তীব্র বিষ শরীরের নানাস্থানে প্রয়োগ করিয়া থাকে।"

প্র। এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনও হইয়াছিল। কেন না, মৃত রাজা হ্যামলেটের সিংহাসন ও মহিষী,— দুই-ই ক্লডিয়সের লক্ষ্য ছিল। বিশেষ অবৈধ প্রণয়ে মানুষ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়।

রঙ্গমতী দেখিলেন, স্বামী ও ডাক্তারে বিষের বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ভিতরের কথা একটু বুঝিতে পারিলেও, তিনি এ বিষয়ে এখন কিছু ধরা-ছোঁয়া দিলেন না,—কেবল নাটকের সমালোচনা ব্যপদেশে বলিলেন, "রাণী গারট্রুড নিজেই এ বিষয়ের সহকারিণী ছিল বলিয়া এতটা ঘটিতে পারিয়াছিল।—কিন্তু যুবরাজ হ্যামলেটের কি দুর্ভাগ্য!"

নী। দুর্ভাগ্যের এখন হইয়াছে কি? অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত দেখুন,—কি ভীষণ দুঃখ ও মনস্তাপ হ্যামলেটকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল!

র। সূচনাতেই তাহার প্রকাশ বটে।

প্র। (ডাক্তারের প্রতি) তা এইরূপ উগ্রবিষের প্রতিক্রিয়া যেমন উগ্রভাবে হয়, মৃদুবিষেও তেমনি তাহার ক্রিয়া মৃদুভাবেই হইয়া থাকে?

নী। আজ্ঞা হাঁ। ইংরেজীতে সে মৃদুবিষকে বলে—Slow poison। এক হিসাবে slow poison আরও ভয়ঙ্কর।

প্র। সে কি রকম?

নী। slow poison-এর গতি, সহজে কেহ ধরিতে পারে না। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণেরও অনেক সময় তাহা বুদ্ধির অতীত।

প্র। বল কি?

নী। আজ্ঞা হাঁ। এই ধরুন—আর্সেনিক।—প্রত্যহ যদি এক আধ গ্রেণ করিয়া গুঁড়া আর্সেনিক কাহাকে খাওয়ানো যায়, আর সেই ব্যক্তি যদি তাহা না জানিতে পারে, ত পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই সে মারা পড়ে। ঠিক যেন স্বাভাবিক নিয়মে এই মৃত্যু হয়। ধরিয়া-ছুঁইয়া—কাউকেই পাওয়া যায় না।

প্র। ওঃ, ভয়ানক ব্যাপার ত?

নী। আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু কোব্‌রা, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, বা সাইনাইড্ অফ্ পটাস্—তড়ি-ঘড়ি কাজ করে। কোন কঠিন পীড়ায় রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে, অবস্থাবিশেষে, চিকিৎসক এই সকল বিষের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোথাও বা অ্যাল্‌কোহল্ প্রভৃতি উগ্র মদ্যেরও ব্যবস্থা করেন—

প্র। হাঁ, তাহাতে রোগীর সতেজ হইবার কথা।

নী। কিন্তু slow poison বা মৃদু-বিষের ব্যবস্থা অন্যরূপ। এক, চিকিৎসকের জ্ঞাতসারে যদি তাহা রোগীকে দেওয়া হয়, তাহার ফল একরূপ হইয়া থাকে; আর যদি অন্য কাহারও দ্বারা কু অভিপ্রায়ে, সকলের অজ্ঞাতে উহা কাহাকেও খাওয়ান যায়, ত তাহার ফল ভীষণ ও ভয়াবহ হয়,—রোগী একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই মারা গিয়া থাকে। কারণ, চিকিৎসকও তাহা ধরিতে পারে না, এবং রোগীও তাহা বলিতে পারে না।—ক্ষয়রোগীর মত অল্পে অল্পে তাহা মানুষকে নাশ করে।

এই অবধি বলিয়া ফেলিয়াই সেই হাঁদারাম—ডাক্তাররূপী জীবটি—একবার মধ্যস্থলবর্ত্তিনী বিলাসিনী রঙ্গমতীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন।—দেখিলেন, তিনি একবার চকিতচঞ্চলহরিণনয়নে, তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, মৃদু-মধুর মন-মাতান হাসি হাসিতেছেন!

ডাক্তারের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মুণ্ড ঘুরিয়া গেল,—কল্পনা-রথে চড়িয়া তিনি নিমেষে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। কেন না, তিনি ও রঙ্গমতী সম-বয়সী,—প্রতুলকৃষ্ণ তাঁহাদের অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড়,—ত্রিশ বত্রিশ হইবে।

কিন্তু তখনি কন্‌সার্ট থামিল, ড্রপ উঠিল, আবার নূতন অঙ্কের অভিনয় চলিল। সুতরাং, আপাততঃ এই সজীব অভিনয়ের ইতি করিয়া, কিংবা তাহা মনের মধ্যে চাপা দিয়া, তাঁহারা নাটক হ্যামলেটের অভিনয় দেখিতে লাগিলেন।

গুণধরী ও গুণধরদ্বয় অভিনয় দেখিতেছেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া আছে,—যাঁর যা উদ্দেশ্য সাধনে।

উদ্দেশ্যসাধনও ঠিক নয়,—উদ্দেশ্য সাধনের কল্পনায় তাহা মিশিয়া যাইতেছে মাত্র। পরন্তু সময় হইলে, তাহার দুই একটা ঘটনাও যে না ঘটিতে পারে, এমনও নহে।

এইরূপে একাগ্রচিত্তে তাঁহারা অভিনীত পাত্র পাত্রী ও ঘটনা পারম্পর্য্যের সহিত আপন আপন মনের অবস্থা মিলাইয়া যাইতে লাগিলেন। 'এই করিলে এই হয়' কিংবা 'এইরূপ করিলে এইরূপ হইত বা হইতে পারিত'—এরূপও না ভাবিতেছেন, এমন নহে। রঙ্গমতী মনে মনে কখন 'ওফেলিয়া' হইতেছেন, কখন 'গারট্রুড' সাজিতেছেন, কখন বা সেই অতিসতর্ক বৃদ্ধ 'পলোনিয়াস্'-নীতি অবলম্বন করিতেছেন। এইরূপ, সেই, গুণধর ডাক্তারটিও, কখন আংশিক 'পলোনিয়াস' নীতি, কখন বা, ক্লডিয়স-প্রকৃতি হইতেছেন। আর স্বয়ং

প্রতুলকৃষ্ণ,—যিনি ডাক্তার-মুখনিঃসৃত বিষ-প্রক্রিয়ারূপ ইষ্টমন্ত্রজপে নিয়োজিত,—তিনি কখন হ্যামলেট হইতেছেন, কখন প্রতিহিংসাপরায়ণ 'লেয়ার্টিস' সাজিতেছেন,—কখন বা ক্লডিয়স ও গার্ট্রুড সম্মিলনে যে চিত্র—মনে মনে সেই ছবি অঙ্কিত করিয়া এবং তাহার উপর কল্পনার রং আরো একটু চড়াইয়া,—অর্থাৎ সে সম্মিলনের পরিণামটা সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাখিয়া,—'কেহ কিছুতে জানিবে না, বুঝিবে না, কিংবা ধরিতে পারিবে না,'—এইরূপ ভাবিয়া, উল্লসিত, স্ফীত ও দৃঢ়চিত্ত হইয়া উঠিতেছেন। অঙ্কের পর অঙ্ক অভিনীত হইতে লাগিল,—শ্রোতৃত্রয় মনের ছবি মনেই আঁকিয়া লইতে লাগিলেন। পঞ্চম অঙ্কে আবার যখন গুপ্ত বিষয়ে ছড়াছড়ি,—পাপ ক্লডিয়সের চক্রান্তে পানীয়ে বিষ এবং কৌশলে অস্ত্রেও বিষ মিশ্রিত হইল, তখন সেই ঘোর অর্থগৃধ্নু ও অতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি খল ও অবিশ্বাসী নাস্তিক—প্রতুলরূপী সয়তান,—একমাত্র বিষের আশ্রয়ে, তাহার পথ পরিষ্কার করিবে, স্থিরসঙ্কল্প করিল। সহায়—তাহার এই নব্য ডাক্তার;—কিন্তু মূল সহায় তাহার সেই পাপাচারিণী—পাপ পথের চিরসঙ্গিনী—আপন হাতে গড়া অস্ত্র—তাহার সেই ভোগলালসানিমগ্না স্ত্রী,—বেশ্যা হইতেও ভীষণা, বিলাসপঙ্কে নিমজ্জমানা—রঙ্গিণী রঙ্গমতী। কিন্তু উপরে ভগবান্, নিম্নে তাঁহার জলন্ত বিভূতি ধর্ম্ম,—সেই ধর্ম্মের সহস্র চক্ষু,—তাহা হইতে কি সেই মহাপাপী অব্যাহতি পাইবে?

অসম্ভব। হতভাগ্য আপন অস্ত্রেই আপনি বিনষ্ট হইবে, ইহাই বিধির বিধান!

দ্রুতগতি মনের ক্রিয়া মনে চলিতে লাগিল। প্রতিক্রিয়া না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার অবসান নাই,—তাই পর্ব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর ন্যায় তাহার গতি অপ্রতিহত হইল।

অভিনয় সমাপ্ত হইল। সাধারণ দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ প্রাণভরা বিষাদ ও রুদ্ধ অশ্রুজল লইয়া গৃহে ফিরিল। কেবল প্রতুল, ডাক্তার ও 'রঙ্গমতী-

প্রকৃতি স্ত্রীপুরুষ,—ভিন্ন ভাবে মনের ছবি মনে অঙ্কিত করিয়া, তাহার ক্রিয়া সমাধানার্থ, উদ্‌গ্রীবচিত্তে—স্থান, কাল ও সুযোগ প্রতীক্ষায় নিরত রহিল।

ডাক্তার তাহার নিজের গাড়ীতে উঠিয়া আপন বাটীতে যাইতে চাহিল। কিন্তু প্রতুল ও রঙ্গমতীর ইচ্ছা যেন তা নয়। ইচ্ছা যে, তাঁহাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিয়াই তাঁহাদের বাগানবাটীতে গিয়াই রাত্রি যাপন করে। এ প্রস্তাবে ডাক্তার বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেল। এক গাড়ীতে উঠিয়া মনোমোহিনীর পার্শ্বে বা সম্মুখে বসিয়া অনেকক্ষণ যাইতে পারিবে, এই চিন্তায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া একবার সম্মতিভাব প্রকাশ করিল. আর বার পিতার শাসন ও স্ত্রীর অনুযোগ স্মরণ করিয়া একটু ভীত হইয়া বলিল,—"না থাক্, বাটিতে বলিয়া আসি নাই,—সকলে চিন্তিত হইবে।"

রঙ্গমতী ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, "ওগো ডাক্তারমশাই, আপনার এই প্রস্থানে আমাদেরও কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিবে যে? একত্রে গল্প-গাছা করিয়া আর ঘণ্টাকত রাত কাটাইলে হইত না?"

তখন ডাক্তার নীলকৃষ্ণ একবার ঢোক গিলিয়া বলিল,—"তা—তা যদি অনুমতি করেন, ত না হয় গাড়ী ফিরাইয়া দিই।"

প্রতুল কি ভাবিয়া উত্তর দিলেন, "না, তার আর দরকার নেই,—ঘরের ছেলে আজ ঘরেই যাও। কাল কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাও। ঐ বাগান বাড়ীতে, অমনি সময়—বুঝ্‌লে কি না? বিশেষ একটা পরামর্শ আছে। ঐখানেই খাওয়া দাওয়া রাত্রিবাস,—বুঝিলে ত?"

নী। যে আজ্ঞা।

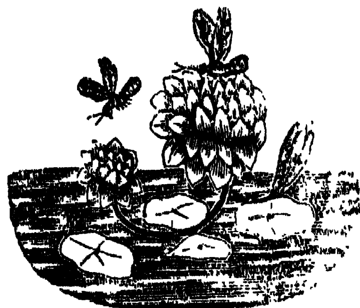
র। ভুলিবেন না,—Callএ পড়িয়া যেন engagement break করিবেন না। কি জানি, আপনারা ডাক্তার মানুষ;—Now good bye.

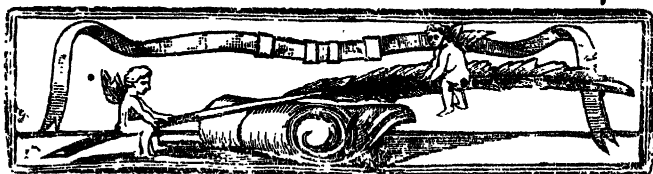
বিদায়কালীন 'সেক-হ্যাণ্ড' ক্রিয়াটি রঙ্গমতী বেশ কায়দার সহিত সম্পন্ন

করিলেন, দেখিয়া প্রতুলকৃষ্ণ মনে মনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন,—"ডাক্তার ছোঁড়াটার পরকাল এইবার ঝ'র-ঝ'রে হইল। হতভাগা আর যে কোথাও দু'পয়সা করিয়া খাইবে, সে সম্ভাবনা আর রহিল না। হুঁ, এ এমন নেশা নয়। কিন্তু শেষ সামলানটা আমারো দরকার।—না, রঙ্গমতী অতটা অবিশ্বাসিনী হইবে না। যতই হোক্, আমার স্ত্রী।"

ডাক্তার নীলকৃষ্ণ কম্পিতবক্ষে, অবনত মস্তকে, সেই করমর্দ্দন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া প্রভুস্থানীয় প্রতুলকৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক, আপন গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন,—"ওঃ! দরিদ্রের রত্নসিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা!"

পরক্ষণে ভাবিলেন, "না, তাহারই বা অসম্ভাবনা কি? হৃদয় আশ্বস্ত হও। ধীরে, মন! একটু ধীরে।"





অষ্টম পরিচ্ছেদ

মন ধীরেই চলুক, আর দ্রুতগতিই চলুক,—ডাক্তার সাহেবের ভাগ্যচক্র লোভের ও মোহের মজ্জা ভেদ করিয়া চলিয়াছে, সুতরাং সে বেচারা পুঁটি-মাছের প্রাণ,—সে চক্রের হাত এড়াইবে কিরূপে?

গরীবের ছেলে, বাপ ছাঁ-পোষা গৃহস্থ মাত্র। অতি কষ্টে সপরিবারে শাকান্ন খাইয়া, শেষ বসত্ বাটিখানিও বন্ধক রাখিয়া, পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে—কোনও রকমে ডাক্তারী পাসটাও করাইয়াছে,—এ হেন পুত্রের জান্ ও মান কতটা হইতে পারে, সমজদার পাঠক বুঝিয়া লইবেন। জাতিতে বৈদ্য। স্ত্রীও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। তবে নীলকৃষ্ণদের অপেক্ষা তাহার পিতৃকুলের অবস্থা একটু ভাল বটে। তাই এল্-এম্-এস পাস-করা নীলকৃষ্ণ, বিবাহের সময় যে দাঁও মারিয়াছিল, তাহাতে পিতার বাজার ঋণ এবং বন্ধকী বাটির অর্দ্ধেক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছিল। এখনো কিন্তু সেই বন্ধকী খতের অর্দ্ধ ঋণ,—লম্বিত খাঁড়ার ন্যায়, শযোপরি মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঝুলিতেছে। সুতরাং সে অবস্থায়, সেই নব্য চিকিৎসক নীলকৃষ্ণের টাকার কিরূপ দরকার, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। না ভাবিয়া, ভুক্তভোগী হইয়াও, সম্যক্ অনুধাবন করা যাইতে পারে।

ফলে, নীলকৃষ্ণও এই টাকার জন্য না করিয়াছে, এমন কাজই নাই। ইস্তক 'বড়লোকের ছেলেদের মো-সাহেবী হইতে, খবরের কাগজওয়ালাদের ফাই-ফরমাস খাটা পর্য্যন্ত, যখন যে দরকার পড়িয়াছে,—লজ্জা-মান-ভয় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, নিঃসঙ্কোচে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। বড় মানুষের মো-সাহেবী,—কিন্তু ঐ কাদা-মাখাই সার। কুকুরের মত, প্রিয় পার্ষদের ন্যায় জুড়ী-গাড়ীতে বেড়াইয়া,—কখন বা কথার বে-কায়দা বা তত্তুল্য কোন ধৃষ্টতার জন্য নাক-মলা কান-মলা এমন কি চাবুক পর্য্যন্ত খাইয়া,—সারাদিন গরুড় পক্ষীর ন্যায় সম্মুখে জোড়হাতে বসিয়া—রাত্রে বাবুর প্রমোদ-উদ্যানে এঁটো কাঁটা ডিস্‌টা চাটাই সার! বড় জোর, বাবুর ছেঁড়া জামাটা আস্‌টা, শীতের কাপড়খানা চোপড়খানা, আর বোতাম সেটটা কি গলাবন্ধটাই—উপরিলাভ! বাবুর নিজ পরিবার মধ্যে সে ফিবুরু ডাক্তারের প্রবেশ নিষেধ; তবে চাকর বাখর সহিস ক্যোচম্যান প্রভৃতির অসুখ-বিসুখ হইলে ইহাঁর ডাক্‌ পড়ে, আর সে জন্য সংবৎসর পরে, পূজা পার্ব্বণের দান-খয়রাতের সামিলে, এহেন ভিষক্‌কুলধ্বজের কপালে, নগদ শতাবধি টাকা ও একজোড়া 'দেনো' শাল বা দোশালা লাভ হয়!

আর খবরের কাগজওয়ালা মশাইদের নিজেদেরই কষ্টে এক মুষ্টি হয়,—সুতরাং তাঁহারা ঐ ফাঁকা এক আধটা প্যারা লিখিয়া, কিংবা ডাক্তার সাহেবের নিজেরই প্রদত্ত একটি 'প্রাপ্ত পত্র' ছাপিয়া দিয়া, তঁহোর হাত-যশের জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া দেন। কোন চতুর পত্র-সম্পাদক বা—ডাক্তারের সনির্ব্বন্ধ কাতর প্রার্থনায় এবং তাঁহাকে হাতে রাখিবার মতলবে, রাতারাতি তাঁহার পসার জমাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে, এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়া এই মর্ম্মে লিখিয়া দিলেন,—

"সহরে বিষম গুণ্ডার ভয়! সাধু সাবধান! কলিকাতার 'উদীয়মান্‌' নবীন ডাক্তার শ্রীযুত নীলকৃষ্ণ রায়, এল্‌-এম্‌-এস্‌ মহাশয়ের হাত-যশঃ ও প্রতিপত্তি-পসার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমরা যার-পর-নাই

সন্তোষলাভ করিয়াছি। গুণের পুরস্কার ও সজ্জনের সম্মান হইলে, কে না আনন্দলাভ করে? নীলকৃষ্ণ বাবু বয়সে নবীন বটে, কিন্তু অনেক প্রবীণ চিকিৎসক অপেক্ষাও তাঁহার রোগনির্ণয় ক্ষমতা অধিক। তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার আকৃতি যেরূপ মধুর, প্রকৃতি বুঝি তদপেক্ষাও মধুর। তাই এই অল্পদিন মধ্যে, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে, তাঁহার প্রতি লোকে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ কাঙ্গাল-গরীবের তিনি মা বাপ। যেখানে দীন-দরিদ্র অনাথ আতুর, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নীলকৃষ্ণ বাবু সেইখানে। তাই সেদিন রাত্রে, মাথাঘসা গলির কোন দুর্ব্বৃত্ত আপন নাম ঠিকানা ভাঁড়াইয়া, অনেক কান্নাকাটি করিয়া, ষোলটাকা ভিজিটে, নীলকৃষ্ণ বাবুকে লইয়া যায়। রোগ—কলেরা। নীলকৃষ্ণ বাবু বলেন, 'টাকা তুচ্ছ! অগ্রে আমি ঐ রোগীর জীবন দান করি, পরে টাকা লইতে হয় লইব। উপস্থিত আত্মপ্রসাদই আমার একমাত্র পুরস্কার বা ভিজিট।'—কিন্তু অহো! বলিতে বুক বিদীর্ণ হয়, এহেন নর-দেবতারও এমন দুর্দ্দৈব!—সেই ছদ্মবেশী নরপাষণ্ড,—যে কলেরার কল্ লইয়া নীলকৃষ্ণ বাবুর নিকট আসিয়াছিল,—সেই নর-পশু,—একটা অন্ধকারময় সরু গলির ভিতর নীলকৃষ্ণ বাবুকে লইয়া গিয়া, হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক, তাঁহার প্রায় পাঁচশত টাকা মূল্যের ঘড়ি-চেইন-আংটি ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়াছে!—তিনি কর্দ্দমে পড়িয়া 'পুলিস পুলিস' করিয়া ডাকিতে-না-ডাকিতে, পাপিষ্ঠ কোথায় উধাও হইয়া গেল। আর তাঁহার গাড়ী একটু দূরে—গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল;—কোচম্যান তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া দৌড়িয়া যায়, এবং তাঁহাকে প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় গাড়ীতে তুলিয়া গৃহে আনে।—যাহা হউক, সহরের বুকের উপর এরূপ গুণ্ডার উৎপাত বড়ই বিস্ময়াবহ।' সাধু গৃহস্থগণ, সতর্ক হউন। নিরীহ পথিককুলও সাবধান! আর, নীলকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় সমব্যবসায়ী—প্রথম

শ্রেণীর চিকিৎসকগণও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক এরূপ অজ্ঞাত কুলশীল লোকের সহিত রাত্রে 'কলে' গমন করিবেন না। আমাদের আশা আছে,—সুযোগ্য পুলিস কমিশনর সাহেব, এই গুণ্ডার ভয় হইতে সহর ও সহরবাসিগণকে রক্ষা করিবেন। উপসংহারে আমরা নীলকৃষ্ণ বাবুর দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং জীমূতমন্দ্রে তাঁহার জয়ঘোষণা করি। অলমতি বিস্তরেণ।"

কিন্তু হায় রে নিয়তির লিখন! এত যোগাড়-যন্ত্র ফিকির-ফন্দিতেও তোমার এক-বর্ণও মুছিবার নয়!—নীলকৃষ্ণের সেই যে বড়মানুষের মো-সাহেবী ও খবরের কাগজওয়ালাদের খোসামুদী, তা আর ঘুচিল না! বাড়ার ভাগে দিন কতক ধরিয়া বন্ধুবান্ধব মহলে ও সমব্যবসায়ীদের মধ্যে একটু কান-ফোস্‌লা-ফোস্‌লি, একটু গা-টেপাটিপি চলিল;—স্থানবিশেষে একটু হেনেস্তার হাসিও উঠিল;—অভাগা নীলকৃষ্ণ তখন লজ্জায় ও মরমে মরিয়া গেল;—সরমে ও অপমানে মাথা হেঁট করিল;—বুঝি মনে মনে বলিল, "মা মেদিনি, তুমি দু-ফাঁক হও!"

কিন্তু কখন কখন, একটা দিলে আর একটা মিলে। একটা বড় জিনিস খোয়াইলে, আর একটা ছোট জিনিস লাভ হয়। নীলকৃষ্ণের ভাগ্যেও তাহাই হইল।

নীলকৃষ্ণ—ধর্ম্ম, চরিত্র, মান যশঃ—সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জিনিস অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, কাল পূর্ণ হওয়ায়, সে জিনিস কিছু মিলিল। তাহারি যোগ্য,—না, তাহারও অধিক,—অতি অধিক,—গুরুর গুরু—শ্রীমান্ প্রতুলকৃষ্ণ মিত্র, বি-এ তাহার মুরুব্বি হইল। একটুখানি বিষ—একটা বিষের কুণ্ডে গিয়া মিশিল। একটি ক্ষুদ্র বৃশ্চিক, প্রকাণ্ড ভীষণ এক অজগর কালসর্পের পশ্চাতে থাকিয়া, তাহারি ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় পরিচালিত হইতে লাগিল।

'সবলোট' প্রতুল, একদিন ঐরূপ একটা সংবাদ, 'একখানা খবরের

কাগজে পড়িয়া বুঝিল, এই হতভাগ্য জীব—সহায়-সম্পত্তিহীন এই নূতন ডাক্তারটি নিশ্চয়ই উদরান্নে লালায়িত; নচেৎ কলিকাতা সহরের এত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ভাল ভাল ডাক্তার থাকিতে, খবরের কাগজে, হঠাৎ এই অজ্ঞাত-কুলশীল চিকিৎসকের এত নামডাক বাজে কেন? নিশ্চয়ই এ শূন্য কলসী,—ভিতরে কোন গলদ আছে! ঐ পাঁচশ টাকা দামের ঘড়ি চেইন ও আংটি চুরী যাওয়ার সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা,—এটি সম্পাদক-প্রবরের একটি ওস্তাদী চাল,—এক ঢিলে তিনি পাখীর ঝাঁক্‌কে ঝাঁক্ উড়াইবেন মনে করিয়াছেন!

ফলে, হইলও তাই। প্রতুল অল্প চেষ্টাতেই জানিতে পারিলেন, ডাক্তার নীলকৃষ্ণটি, একটি 'অগ্নভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' বিশেষ।—তিনিও ঘোর মতলবী পুরুষ,—তাই ভবিষ্যতের দূরলক্ষ্য স্মরণ করিয়া, ডাক্তারটিকে সম্পূর্ণ হাত করিলেন, এবং মাস দু'য়ের মধ্যে, তাহার অর্থে প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ করিয়া, তাহাকে একেবারে গোলামের গোলাম করিয়া ফেলিলেন। তাহার গাড়ী ঘোড়া, ঘড়ী-চেইন-আংটি প্রভৃতির সংস্থান করিয়া দিয়া, তাহার ভাগ্যের দোকান খুলিয়া দিলেন। বাপ্ বাপ্ বলিয়া,—মনে মনে ধরম বাপ স্বীকার করিয়া, নীলকৃষ্ণ প্রতুলের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিল। শেষ প্রতুলেরই যত্নে, তাহার অল্প স্বল্প পসারও হইল। সে সব কথা, ইতঃপূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া আসিয়াছি।

তারপর চতুর প্রতুল, সেই ডিপ্লোমাধারী ভিষক্-বন্ধুকে, আর এক চালে ফেলিয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ মাৎ করিয়া রাখিলেন। কাঙ্গালের ঘোড়া-রোগ যেরূপ একটা প্রবাদবাক্য,—পরনিন্দকের নিন্দা করা স্বভাব যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ,—হাজার দুধ-কলা খাওয়াইয়া পোষ মানাইলেও কাল-ভুজঙ্গের সুযোগদংশন যেরূপ অনিবার্য্য, সেইরূপ—কি তাহারো অধিক—মোহময় আকর্ষণ-জালে, তিনি সেই নায়িকা-রসজ্ঞ নব্যযুবাকে

আটকাইয়া রাখিলেন।—রঙ্গরসচটুলা, একটু কলা-কুশলা, সাক্ষাৎ বিলাস-ভোগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি—রঙ্গিণী রঙ্গমতীর সেই অভিনব প্রেম-বাগুরা ছিন্ন করে, ডাক্তারের সাধ্য কি? তাই কাঁটা দিয়া প্রতুল কাঁটা তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। এই ঘৃণ্য, লোভী, অধমাত্মা ডাক্তারকে দিয়া, তিনি তাঁহার আজন্ম তপস্যার ফললাভ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইলেন।

তাঁহার তপস্যার ফল কি?—সেই টাকা, টাকা, টাকা!

দুই দশ সহস্র নয়, দুই দশ লক্ষও নয়,—ছপ্পর ফুঁড়িয়া পাবার মত একেবারে লাখ্ লাখ্—অগণিত টাকা!—অন্ততঃ ক্রোরের কম না হয়!

ভাগ্যবশে সেই ক্রোর ত এখন মিলিয়াছে? একটুখানি চতুরালি ও এক-রত্তি কূট-কৌশল দেখাইতে পারিলেই ত তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হয়? অতএব, এমন সুযোগ কি তিনি ত্যাগ করিতে পারেন?

না।

পারেন না বলিয়াই ত, এতদিন ধরিয়া এমন খেলা খেলিয়া আসিতেছেন? পরের বাপকে বাপ বলিয়াছেন,—নিজে ভণ্ড কপট চোরেরও অধিক হইয়াছেন,—আপন বিবাহিতা বনিতাকে বারাঙ্গনারও অধিক নির্লজ্জা করিয়া,—প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতা প্রভৃতি মহাপাপ শিখাইয়া আসিতেছেন। আর এই কোথাকার এই চেংড়া ছোঁড়া—একটা ফিব্রু ডাক্তার—কেবল তার 'এল্, এম্, এস্'—এই ডিপ্লোমাটার খাতিরে, তাকে একরূপ মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন।——এতটা ত্যাগ-স্বীকার, এতটা ধৈর্য্যধারণ যে জন্য, তা কি তিনি 'নয়' করিতে পারেন?

না।

এতদিন সুযোগ খুঁজিয়া আসিতেছিলেন, এইবার সুযোগ মিলিয়াছে। এতদিন শীকারের ফাঁদের চেষ্টা দেখিতেছিলেন, এই বার সেই ফাঁদের সন্ধান পাইয়াছেন। এতদিন আকাশপাতাল ভাবিয়া যে অব্যর্থ অস্ত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই অস্ত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে।—প্রাণ খুলিয়া

তিনি হাসিলেন। নরঘাতী চণ্ডাল—নিঃসহায় পথিককে দেখিয়া, তাহাকে প্রাণে মারিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারিবে ভাবিয়া, যে ভাবে হাসে, সেই ভাবে হাসিলেন।

সে হাসিতে নরকের আগুন জ্বলিল; সে নরকের আগুনে বিজলী খেলিল। সেই বিজলীতে আবার বজ্রাঘাত হইল।

পত্নী পতির সহায়। পুণ্যেও যেমন, পাপে ওযদি তেমনি হয়, তাহা হইলে কিন্তু বড় ভয়ানক। এক্ষেত্রে পাপে হইয়াছে, তাই বড় ভীষণ ও ভয়াবহ হইয়াছে। আদ্যন্ত স্মরণ করিয়া বলিতে হয়,—"ওঃ! নরকে এমন প্রেত কে আছে যে, এ হেন ভীষণা স্ত্রী হইতে ভয়ঙ্কর!"—সে ছবি কল্পনা করিলেও হৃদ্‌কম্প হয়!

কিন্তু হৃদ্‌কম্প হইলেও উপায় নাই। যাহা ঘটিয়াছে, সত্যের অনুরোধে তাহাই আমাকে আঁকিতে হইবে। নহিলে এ চিত্র সম্পূর্ণ হইবে না। হায় অর্থ!—হায় ভোগবিলাস!





নবম পরিচ্ছেদ।

"আজ যে তুমি এত সকাল সকাল চলিয়া আসিলে ?"

"শিরঃপীড়ার অছিলা করিয়া আসিয়াছি।"

"কৈ, বালকটিকে সঙ্গে আনিলে না ?"

"আজ ত আনিবার কথা নয় ? আজ যে হাড়ি-কাঠ পোতা হইবে। বলিদানের দিননির্ণয়,—পাঁজা-পুঁথি—সুযোগে সন্ধান দেখিয়া।

"হাঁ হাঁ, বটে বটে। আজ ডাক্তারকে দিয়া উদ্বোধন-মন্ত্র জপ করাইতে হইবে। তার পর পূজা ও বলি।—কিন্তু একটা কথা বলিব ?"

"কি ?"

"এতটা কঠিন হইয়া স্থির থাকিতে পারিবে কি ?"

"তুমি কি মনে কর ?"

"শেষ অবধি পারিবে ?"

"তবে দেখিতেছি, তুমিই পারিবে না !"

রঙ্গমতী কি ভাবিল, বলিল, "ঠিক তা নয়। তবে বলিতে পারি না, স্বভাবের নিয়মবশে ভাঙ্গিয়া না পড়ি,—আর তোমারও যেন তেমন অবস্থা না হয়।"

প্রতুল হাসিয়া উড়াইয়া দিল,—"আরে না-না-না! যারা অন্তরে দুর্ব্বল, মনে কাপুরুষ,—তাহারাই ঐরূপ হয় বটে। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়াই এ কাজে নামিতেছি। পরিণাম অবধি নখদর্পণে দেখিয়া, তবে খাঁড়া তুলিয়াছি। না, এ খাঁড়া আর পড়িবে না। তবে——

র। কি বলিতেছিলে, বল।

প্র। তবে তোমার জন্য একটু ভয়।

র। ভয় এই জন্য যে, ঐ ভীষণ ছবি ঢাকিতে, কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়।

প্র। ঔষধের মাত্রা আর একটু বাড়াইয়া দিও, তাহা হইলে চলিবে।

র। কি, মদ?

প্র। দুর্ব্বল মস্তিষ্কে উহা বিশেষ কার্য্য করে।

রঙ্গমতী দেখিল, স্বামীর লালসা পুর্ণমাত্রায় বাড়িয়াছে, এখন আর তাহাকে তাহা হইতে নিরস্ত করা একরূপ অসম্ভব। অগত্যা দুরাকাঙ্ক্ষার দাবানলে উভয়ে ঝাঁপ দিল।

ক্ষণেকের জন্য রঙ্গমতীর মনে যে একটু ইতস্ততঃতা, একটু দুর্ব্বলতা আসিতেছিল, তাহা স্ত্রীপ্রকৃতি বলিয়া,—স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ একটু ভীরুতা বলিয়া। তা নহিলে এই পাপদম্পতি—পাপে তুল্য মূল্য।

রঙ্গমতী বলিল, "তারপর, এখন কি করিতে হইবে বল?"

প্র। ওকি, সব ভুলিয়া গেলে নাকি? না, এরি মধ্যে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল?

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া প্রতুলের মনে ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথের শোচনীয় পরিণাম জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি আবার মনকে প্রবোধ দিল,—"না কবির কল্পনা মাত্র! কল্পনা ও বাস্তব কখন এক হয় না।"

রঙ্গমতী উপেক্ষাভরে বলিল "fie! মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিতে যাইবে কেন? আমি ভাবিতেছিলাম, ডাক্তারকে লইয়া আজ কিরূপ খেলাইব?"

"ওঃ বটে!—আমারই প্রেয়সীর যোগ্য কথা বটে।"

র। আচ্ছা, হিষ্টিরিয়ার অভিনয় করিলে হয় না?

পাপিষ্ঠ স্বামী যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল, "বড় সুন্দর ফন্দি ঠাওরিয়েছ!—O three cheers for my beloved wife."

সোহাগে, অনুরাগে, পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠার মুখচুম্বন করিল। মনে মনে কহিল, "হাঁ হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা রঙ্গমতীর শুশ্রূষায়, সে বেটা হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে। বেটা এই রকম ফন্দি-ফিকিরে কিছুদিন বেড়াইতেছেও বটে! তা এই রকমে তার মুণ্ড ঘুরাইয়া দিবার পর, আসল মত্‌লব বলা যাইবে। তখন আর সে অমত করে, সাধ্য কি? কিন্তু বেটা শেষে ত আমারই কপাল পোড়াইবে না? না, সে ভয় আমার মনের ভ্রান্তি মাত্র। রঙ্গমতী এ সব বলিয়া-কহিয়াই করিতেছে।"

প্রকাশ্যে বলিল, "তা চল, এই বারে বাগানে রওনা হওয়া যাক? সেখানে আবার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।"

র। হাঁ, সোহাগের নিমন্ত্রণে কিছু ঘটা করা চাই বটে।—আচ্ছা, একটা কাজ করিলে হয় না? ও-ছোঁড়ারই বা এত উপাসনা কেন? তোমার ঐ slow poison, ঐ আর্সেনিক—না কি,—মোড়াখানেক. ঐ ডাক্তারটার দিয়ে সংগ্রহ ক'রে, নিজেরাই এ কাজ সম্পন্ন করিল হয় না? বুড়োর নাতিটিকে বাড়ী নিমন্ত্রণ ক'রে এনে, দুধের সঙ্গে কি খাবারের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলেই ত সব লেটা মিটিয়া যায়?

প্র। ইহা যে না ভাবিয়াছিলাম, তা নয়। কিন্তু এতে একটু দোষ আছে। ভবিষ্যতে লোকে কাণাঘুসি করিয়াও আমাকে একটু 'সোবে' করিতে পারে। কিন্তু কোন চিন্তা, কোন আশঙ্কা, কোন ভয় স্বপ্নেও না আসে, তাহারই অব্যর্থ বিধানের জন্য, ডাক্তারের হাত দিয়া, আমি এ কাজ করিতে চাই। তাই ঐ হাত্‌-হাবাতে ছোঁড়ার জন্য হাজার দুই টাকা আমার জলে গিয়াছে জেনো। আর তোমাকে দিয়া——

র। আমি যাহা করিতেছি, এতো পুত্‌লোর নাচ,—একটা সং দেওয়া মাত্র। সে জন্যে কিছু ভেবোনা। তবে ঐ থোক্ দু দু-হাজার টাকা, একটা কথা বটে।

মুখের কথা এই, কিন্তু পাপিষ্ঠা মনে মনে বলিল, "ডাক্তারের হাসিটুকু কিন্তু বড় মিষ্টি,—চোখ দুটিও পটল-চেরা।"

প্র। এমন একটা বড় কাজে দু-চার হাজার ব্যয় না করিলে হয় না। বিশেষ ও-ছোঁড়ার একটা ডিপ্লোমা আছে,—ও চাপরাসের জোর নেহাৎ কম ভেবো না।

র। তা বটে।—তবে আর দেরী ক'রে কাজ কি, চল আজ এই বাঙ্গালী পোষাকেতেই যাওয়া যাক্।

প্র। হাঁ, আজ গাড়ীর দোর বন্ধ ক'রে যেতে হবে। আমি এই সাদাধুতি পরিয়া আছি, এমন একটা পিরিহান গায়ে দিব মাত্র।

র। পূরা নিরামিশী নাকি?

প্র। হাঁ, আজ এই বেশই ভাল।

র। আর আমি?

প্র। তুমি তোমার গহনা-গাঁটী সব পরো,—যেমন সাধ যায়, সেজে যাও। কেন না, তোমায় সাজ্ দেখাইতে হইবে;—হিষ্টিরিয়ার বাহার খুলিতে হইবে! কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, ও রূপে আর সাজিতে হয় না।—আলো-করা ও রূপ!

স্ত্রীর সম্মুখে স্ত্রীর রূপের ব্যাখ্যা স্বামীই করিলে স্ত্রীর মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা আর আমি বলিব না,—সুন্দরী পাঠিকাই তাহার উত্তর দিবেন।

মুহূর্ত্তের জন্য রঙ্গমতী আবার কেমন হইয়া গেল। স্বামীর মুখখানি অকারণে আঁচলে মুছাইয়া কহিল, "কিছু খাও।"

প্র। থাক্, সেইখানে গিয়াই হইবে।

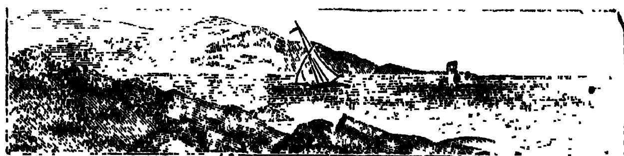
রঙ্গমতী ভাবিল, "থাক্ সেইখানে গিয়া, ডাক্তারের মুণ্ডপাত করিয়া, আবার এ সোনার স্বপ্ন গৃহে ফিরিয়া আনিব।"

কিন্তু, তা কি আর হয়? সাগর ছেঁচিয়া, হারা-নিধি কি আর মিলে? হায়! সোনা হারাইয়া আঁচলে গেরো কেন দিয়াছিলে, অজ্ঞান রমণি!

অথবা, দোষ তোমার নয়,—দোষ তোমার স্বামীর,—দোষ তোমার ভাগ্যের। তোমার স্বামিভাগ্য মন্দ বলিয়াই, তোমার ভাগ্যও মন্দ হইয়াছে।—তুমিও সজ্ঞানে নরক-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছ।

পরন্তু পুণ্যে এইরূপে স্বামীর সহায় হইলে,—স্বামীকে সৎপথে আনিতে পারিলে, বড় গলা করিয়া বলিতে পারিতাম,—"সংসারে এমন কে ত্যাগী ও সংযমী আছে যে,—হে রমণি! তোমা অপেক্ষা গরীয়ান্!"





দশম পরিচ্ছেদ

কথিত প্রমোদ-উদ্যানে সকলে সম্মিলিত হইলে, পাপের লীলা-খেলা আরম্ভ হইল।

রঙ্গমতী হাসি-হাসি মুখে কহিল, "ডাক্তার বাবু, এতটা আত্মীয়তা আপনার সঙ্গে আমাদের, কৈ, এক দিনও ত আপনার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিলেন না? আমাদের এখনো আপনি তাহইলে পর ভাবেন?"

ডাক্তার। সে কি, আপনাদের পর ভাবিব? তাহা হইলে এ জগতে আর আমার আপনার কে, বলুন? আপনাদের কৃপাতেই আমার অস্তিত্ব জানিবেন। আমার স্ত্রী অত্যন্ত সেকালঘেঁসা, বড় লাজুক; আপনার এ উন্নত শিক্ষা ও সংস্কারের সম্মুখে, সে দাঁড়াইতেই পারে না।—পুতুলের গায়ে রাংতা জড়ানো—সে একটা জন্তুবিশেষ।

র।—ও একটা কথার কথা। আজ কালের মেয়ে নাকি আবার অত ন্যাকা-বোকা হয়? আসল কথা, আপনি female emancipation-এর পক্ষপাতী নন। কেমন কিনা, বলুন?

ডাক্তার একটু ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞে ঠিক্ তা নয়, তা নয়; তবে কি না, মাথার উপর বাবা আছেন, তিনি একজন পূরো সেকেলে লোক;—তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও আমি এ সব করিতে পারি না।"

মনে মনে বলিল,—"না বাবা, এ সব কাজ পরস্মৈ পদে করাই ভাল। তুমিই এর চূড়ান্ত নজীর। কি চীজ্ ব'নেছ, তা আমিই চিনেছি।"

মতলবী প্রতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "তা এ বিষয়, যার যেমন মত, তার সেই মতেই চলা ভাল। এ সব কাজে আমি কারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে তোমার সাধ হয়, একদিন তাঁকে বাটীতে আনিয়া আহারাদি করাইও।—কি বল ডাক্তার?"

ডাক্তার নীলকৃষ্ণ বড় খুসী হইয়া বলিল, "যে আজ্ঞা, সেই কথাই ভাল। আর আপনাদের খাইয়াই ত মানুষ।—তা শুধু আমার স্ত্রী কেন,—যে দিন অনুমতি করিবেন,—আমার স্ত্রী, মা, বোন্—সকলেই আপনার বাটিতে গিয়া গৌরবান্বিত হইবে।"

প্র। তা সে কথা এখন থাক্। তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে। অগ্রে আহারাদি হোক্, পশ্চাৎ সে কথা বলিতেছি।

ডা। কি অনুমতি করুন, আপনার আদেশ, ঈশ্বরের অনুজ্ঞা ভাবিয়া, আমি সদাই পালন করিতে প্রস্তুত।—ও কি ও?

সচকিতে ডাক্তার ফিরিয়া দেখিলেন, সহসা গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া,—অতি দ্রুতগতি হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে,—স্বয়ং শ্রীমতী রঙ্গমতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে দাঁতে দাঁত পড়িয়া গেল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল,—ঘন কৃষ্ণ সুবাসিত কেশরাশি কবরীভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কটির বসন শ্লথ, বক্ষের বসন ঈষৎ স্থানভ্রষ্ট,—যেন রূপের প্রতিমা—সোনার কমলিনী—সহসা কি জানি কেন—ভূতলে লুণ্ঠিতা! সে এক নূতন ভাব,—নূতন দৃশ্য!

ডাক্তার নীলকৃষ্ণ ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়াইয়া, দুরুদুরু বক্ষে, প্রতুলকৃষ্ণের পানে চাহিলেন। স্বামী প্রতুলকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"দেখিতেছ কি?—'হিষ্টিরিয়া'।"

ডা। ও, তাই বলুন,—আমি ভীত হইয়াছিলাম।

প্র। কেন, হিষ্টিরিয়া রোগী তুমি দেখ নাই নাকি?

ডা। আজ্ঞা হাঁ, আমার বাড়ীতেই, ও বিশেষ ভোগা আছে,—এর তুক্-তাক্ আমি সব জানি।

প্র। তবে আর দাঁড়াইয়া দেখিতেছ কি? রোগীকে প্রকৃতিস্থ কর।

ডা। আ-জ্ঞে,—আ-মি?——

প্র। হাঁ হে,—এ সময় কি আর ও সব বাদ-বিচার করিতে আছে?—বিশেষ তুমি চিকিৎসক।

ডা। তবে আপনি এঁর বুকটা একটু চাপিয়া ধরুন,—আমি একটু ব্লটিং পেপার সংগ্রহ করি।

প্র। ব্লটিং পেপারে কি হইবে?

ডা। তাহার ধোঁয়া নাকে দিলেই রোগী উঠিয়া বসিবে।

প্র। বটে? তা তুমি রোগীকে ধর, আমিই পার্শ্বের ঘর হইতে ব্লটিং খুঁজিয়া আনিতেছি।

পাপিষ্ঠ স্বামী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ব্লটিং আনিতে,—আপনার শ্রাদ্ধ করিতে, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।—

না, আর পারিলাম না,—এ পাপ-চিত্রের এইখানেই পরিসমাপ্তি হউক।—হায়! একি স্বামী, না মূর্ত্তিমান পিশাচ?

মুহূর্ত্তকাল পরে আসিয়া পাপিষ্ঠ দেখিল, ব্লটিংয়ের আর প্রয়োজন হয় নাই,—রোগী আপনা হইতেই উঠিয়া বসিয়াছে।—ডাক্তার তাহাকে আল্‌গোছে ধরিয়া আছে মাত্র। তখনো কিন্তু সেই এলায়িত কুন্তলা, অনিমেষ নয়না—পূর্ব্বভাব পুনর্লাভে সচেষ্টা;—সেও এক অপূর্ব্ব শোভা!

ডাক্তার বলিল, "ঈশ্বরেচ্ছায় অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই,—আপনিই উঠিয়া বসিয়াছেন। মুখে চোখে একটু জল দিন।"

নিকটেই টেবিলের উপর একটা ফ্লোরিডাওয়াটার ছিল, গুণধর

স্বামী—তাহাই গুণধরী স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। সুগন্ধে চারিদিক ভরপূর হইল।

রঙ্গিণী রঙ্গমতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লজ্জাবতীর যেন এতক্ষণে লজ্জা আসিল। মাথার কাপড় একটুখানি টানিয়া দিয়া, ঈষৎ জিব্ কাটিয়া, গজেন্দ্রগমনে, তিনি পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল,—"কত দিনের রোগ?"

প্র। মাস দুই হইবে।

ডা। কৈ, আমি ত কিছুই শুনি নাই?

প্র। কচিৎ হয়,—বাজার থেকে একটা smelling salt আনাইয়া রাখিয়াছি।

ডা। হাঁ, তাহাতেও উপকার হয় বটে। তবে ব্লটিংয়ের ধোঁয়া আশু উপকারক।

প্র। জানা রহিল।

ডা। সুখের বিষয়, তত serious typeএর নয়।

প্র। (স্বগত) তোমার মাথা নয়। (প্রকাশ্যে ঈষৎ হাসিয়া) এতেই রক্ষা নেই, আবার serious type!

ডা। আজ্ঞা না, তাই বলিতেছি—বড় বিট্‌কেল রোগ।

পার্শ্বের ঘর হইতে অমনি মিহি-সুরে আওয়াজ হইল,—"ডাক্তার বাবুকে বড় কষ্ট দিয়াছি বুঝি?"

বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সস্মিতবদনা, মোহিনী-প্রতিমার আবির্ভাব!

ডাক্তারের মাথা ত ঘুরিয়াই আছে,—আজিকার এই ব্যাপারে তাহার দেহ মন বুদ্ধিশুদ্ধি—সব ঘুরিয়া গেল,—সমস্তই যেন উলট-পালট হইল। এখন আবার কিনা, সেই মনোমোহিনী আসিয়া, বীণাধ্বনিবৎ মধুরকণ্ঠে সুধাইতেছেন,—"ডাক্তার বাবুর বড় কষ্ট দিয়াছি বুঝি?"——হরি, হরি! ভিষকপ্রবর তখন যেন স্বর্গসুধা পান করিয়া মনে মনে বলিতেছেন,—"এই

কষ্ট? মনুষ্য-জীবনে তবে আর সুখ কি? এই কষ্ট যেন আমার জন্ম-জন্ম থাকে,—আর প্রেমময়ি! বলিতে কি, তোমার ঐ হিষ্টিরিয়ারূপ মধুর রোগের চিকিৎসাও যেন আমি চিরদিন করিতে পাই। কি অমৃতশীতল—নবনীতকোমল ঐ দেহলতা! কিন্তু হায়, এত সুখ এ অভাগার অদৃষ্টে সহিবে কি?

ডাক্তারকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় সেই সুহাসিনী বলিলেন, "ডাক্তার বাবু আজ কার মুখ দেখিয়া বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন?—কেবল কষ্ট দিলাম মাত্র।"

চিকিৎসক প্রবরের এতক্ষণে যেন হুঁস হইল,—অপ্রতিভভাবে বলিলেন "সে কি! আপনার পীড়া অপেক্ষা—আমার কষ্ট? আর কৈ, আমাকে ত কিছুই করিতে হয় নাই? আপনি স্বাভাবিক নিয়মবশেই উঠিয়া বসিয়াছিলেন।"

পাপিষ্ঠা মনে মনে হাসিয়া বলিল, "উঠিয়া বসিয়াছিলাম কি সাধে? সহজ শরীরে নাকে মুখে চোখে ব্লটিংয়ের ধোঁয়া দিয়া, হয়ত সত্য সত্যই একটা রোগ জন্মাইয়া দিতে।"

প্রকাশ্যে কহিল, "যা হোক্, তবু খানিকটা উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হইয়াছে ত?"

কূটচিন্তানিরত প্রতুল দেখিল, ছেঁদো কথা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভাবিল, "আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। ছোঁড়াকে হাত করা ত বেশী কথা,—ওর মরণ-বাঁচন এখন আমার হাতেই রহিল। না, আর নয়। স্ত্রীকে দিয়া আর এ পৈশাচিক অভিনয় যুক্তিসঙ্গত নয়। শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইয়াছে। শেষ না সত্য সত্যই—থাক্, এইবার আসল কথা পাড়ি?"

প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ দেখ, নীলকৃষ্ণ বাবু, কাল যে সেই slow poisonএর কথা বলিতেছিলে, তাহা পাওয়া যায় কোথায়?—আমাকে এক শিশি আনাইয়া দিতে পার?"

নীল। যে আজ্ঞা, তার আর ভাবনা কি? কাল প্রাতেই আপনার বাসায় দিয়া আসিব।

মনে মনে বলিল, "হঠাৎ এ slow poisonএর কি প্রয়োজন হইল? অবশ্য কোন মতলব আছে। হায়, কোন্ অভাগার আয়ু ফুরাইয়াছে? আমি ত লক্ষ্যের মধ্যে নেই? কি জানি অদৃষ্টে কি আছে?"

প্রকাশ্যে কহিল, "আর্সেনিক-ই আনিব কি?"

প্র। হাঁ, ঐ গুঁড়া আর্সেনিক।—আর্সেনিক-ই ত তোমার সেঁকো?

নী। আজ্ঞা হাঁ।

প্র। তাই-ই আনিও। তবে যেন উহা fresh—টাট্‌কা হয়। বেনের দোকানের বা কোন দেশী ডাক্তারখানার—পুরাণো পচা-ধ্বসা মাল না হয়।

নী। যে আজ্ঞে, বাথ্‌গেটের বাড়ী থেকেই আনাইয়া দিব।

প্র। হাঁ, সেই ভাল। সাহেবের দোকানে দাম কিছু বেশী নেয় বটে, কিন্তু ওরা খাঁটি জিনিস দেয়। তবে তুমি নিজে যেয়ো। কারণটা কি, বলি শুন।

হিষ্টিরিয়ার অভিনায়িকা রঙ্গমতী—গুণধর স্বামীর গুণধরী সহধর্ম্মিণী,—এ সময় খাবার-দাবারের তদ্বিরেই ব্যস্ত। তিনি যেন এ বিষয়ের কিছু খবর রাখেন না;—উপস্থিত এ ব্যাপারে তিনি যেন সম্পূর্ণ 'সতী,'—এমনই ভাবে তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছেন।

চতুর প্রতুল, ডাক্তারকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে, তাহার স্কন্ধে অনুগ্রহসূচক প্রীতির হাত রাখিয়া, বহুক্ষণ ফিস্‌ফিস্ গিস্‌গিস্ করিয়া কি বলিল; তারপর হাসি-হাসি মুখে কহিল,—

"দেখ, তুমি আমার চির স্নেহাস্পদ প্রীতির পাত্র। আমার কনিষ্ঠ সহোদর নাই; থাকিলে, তোমা অপেক্ষা সে আমার অধিকতর অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইত কি না, জানি না। সত্যই তোমাকে আমি প্রাণের সমান ভালবাসি ও বিশ্বাস করি জানিও। তাই এ গুরুতর বিষয়, একমাত্র

তোমার পরামর্শ ও সাহায্য লইয়াই করিতে চাই। বাজে লোক জড়াইতে সাহস হয় না। আশা করি, তুমিই আমার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়া, নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিবে।

আদ্যন্ত শুনিয়া ও মনে মনে সবিশেষ ভাবিয়া, ডাক্তার কিন্তু শিহরিয়া উঠিল। একটু ভয়জড়িতস্বরে, একটু কাম্পিত বক্ষে কহিল, "কিন্তু—"

প্রতুল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"না, এর আর কিন্তু টিন্তু নেই। ভয় কি,—আমি তোমার আছি।"

ডাক্তার। শেষ পর্য্যন্ত——

প্র। কি আশ্চর্য্য! তুমি বিপদে পড়িবে জানিয়া, আমি নিশ্চিন্ত থাকিব?

ডা। আজ্ঞে——

প্র। কোন চিন্তা নাই, দৃঢ় হও,—বুকের ছাতি দৃঢ় কর।

ডা। যদি ধরা পড়ি?

প্র। অসম্ভব।

ডা। ঘটনাস্রোত যদি বিপরীত দিকে যায়?

প্র। সন্দেহশীল দুর্ব্বলচেতার মত মন্দের দিক্‌টা আগে ভাব কেন? জয়,—উদ্‌যোগী পুরুষের সর্ব্বকার্য্যেই জয়। আমি জান্ দিয়া, প্রাণ দিয়া, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া তোমায় রক্ষা করিব।—টাকায় কিনা হয়?

ডা। আমার ডিপ্লোমা কাড়িয়া লইবে।

প্র। ছার ডিপ্লোমা!—তার দশগুণ অর্থে আমি তোমায় চির-স্বাধীন করিয়া দিব। তোমায় আর এ উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে না।

ডা। জেল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অবধিও ঘটিতে পারে।

পাপপথযাত্রী, পাপের চরম সঙ্কল্পকারী নর-পিশাচ,—দ্রাক্ষার মদিরা পানে সদাই উত্তেজিত ও উন্মত্ত; তার উপর নররক্তমাংস

আস্বাদনপ্রাপ্ত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায়, বিপুল টাকার স্বাদও সে পাইয়াছে ;—এমত অবস্থায় কার্য্যসিদ্ধির পথে এ কল্পিত বাধা, সে তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিল ;—অতি দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষাভরে কহিল,—

"নীলকৃষ্ণ! তুমি না আমার শিষ্য ও সহচর? এতদিন আমার পশ্চাতে থাকিয়া, এই শিখিলে? বুঝিলাম, তোমার সময় ও আয়ু,—বৃথায় ক্ষয় হইয়াছে! আপনার উন্নতি ও হিতের মঙ্গলমুহূর্ত্ত, তুমি এইরূপ ভীরুতা ও কাপুরুষতায় পদদলিত করিতে চাও? কিছু মনে করিও না,—চিরদিন কি এইরূপ পরমুখাপেক্ষী—পরপ্রত্যাশী হইয়া বাঁচিয়া থাকা গৌরবকর মনে কর? তাহাতে কি লাভ,—জগতের কোন্ ইষ্টসিদ্ধি? না, তা হইবে না। আমি যাহাকে ভালবাসি এবং প্রকৃতই যাহার মঙ্গল-কামনা করি, তাহার উন্নতি দেখিতে চাই। অর্থহীন জীবন অতি দুর্ব্বহ। আমি তোমার সেই দুর্ব্বহ জীবন সুখের করিয়া দিব। প্রকৃত পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তায়, তোমাকে সজীব করিয়া তুলিব। কিন্তু সকলের মূল—অর্থ। আমি তোমায় সেই অর্থবলে বলীয়ান্ করিতে চাই। সাহসী হও, উৎসাহী হও,—প্রকৃত পুরুষকার অবলম্বন কর। কিসের জেল? কোথাকার দ্বীপান্তর? না, অমূলক সন্দেহ, অমূলক আশঙ্কা, স্ত্রীজনোচিত দুর্ব্বলতা উহা ;—সমূলে উহার বিনাশ কর। নিকৃষ্ট কল্পনায় জীবনের উচ্চবৃত্তি মলিন করিও না।—দশ সহস্র টাকা তোমার পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট রহিল।"

ডাক্তার আর কিছু বলিতে-না-বলিতে, প্রতুল ঝটিতি বুকপকেট হইতে শতমুদ্রার দশখানি নম্বরী নোট বাহির করিল। ক্ষিপ্রহস্তে তাহা ডাক্তারের বুকের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আপাতত এই হাজার টাকা লইয়া গিয়া সিন্দুকে তোল ;—তোমার সকল ভার আমি লইলাম। মনে রাখিও,—বিশ্বাস করিও, তোমার জীবনমরণে আমিও তোমার সাথী।"

কাঙ্গালের পুত্র—অন্তঃকরণ আবার কাঙ্গালেরও অধিক,—চরিত্র ও

ধর্ম্মবলবর্জ্জিত,—এ হেন অর্থলোলুপ জীব, কি এই অনায়াসলভ্য, অভাবনীয় সংঘটন—নগদ হাজার হাজার টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারে? কার্য্যসমাধানান্তে আবার দশ দশ হাজার টাকার পারিতোষিক!—ডিপ্লোমা গলায় বাঁধিয়া সারাজীবন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলেও এককালে কেহই তাহাকে এত টাকা দিবে না,—ইহা সেই ভিষক্‌প্রবর ভালরকমই বুঝিল। লোভে, মোহে, দুরাকাঙ্ক্ষায় তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

মাথা ঘুরিয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে একটু দূর হইতে রঙ্গমতীর বিলোল-কটাক্ষ,—প্রাণমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কটাক্ষ, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীরব মধুর মনমাতানো হাসি!—হায়!—একি স্বপ্ন, না

চকিতচঞ্চল হরিণনয়নে বিদ্যুৎপ্রভা খেলাইয়া, রঙ্গমতী একবার সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। পরিধেয় বসনাঞ্চল যেন একবার অসাবধানে ডাক্তারের অঙ্গে স্পর্শ করিয়া মধুরতম কণ্ঠে কহিল, "ডাক্তার বাবু, আপনাদের খাবার দিয়া যাইতে বলিব কি?"

ডাক্তার কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল,—"বাবুও ত এখন খাইবেন?"

প্র। হাঁ, একত্রে বসিয়াই আহার হইবে। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি ঠাঁই করিয়া দাও গে।

রঙ্গমতী চলিয়া গেল। বুঝিল, শীকার জালে পড়িয়াছে।

দূর হইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া—যেন স্বামী না দেখিতে পায়—এমনি ভাবে ডাক্তারের পানে চাহিয়া, আবার একটু হাসিল। সে নীরব হাসি, ডাক্তারের মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। তাহার সব যেন কেমন, গোলমাল হইয়া গেল। অন্তরের অন্তরে তপ্তশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, ডাক্তার অনেক কষ্টে সে ভাবও সাম্‌লাইল।

'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।'—এক নগদ হাজার, পরে

দশ হাজারের লোভ,—তার উপর আবার এই সুরসিকা, সুহাসিনী—সাক্ষাৎ উর্ব্বশীর আকর্ষণ!—সে উর্ব্বশী আবার পরকীয়া, উপযাচিকা, এবং প্রচ্ছন্না রঙ্গিণী!—হয়ত আবার এখনি তাঁর সেই মধুর হিষ্টিরিয়াও হইতে পারে।—'আহা! আর একবার সে স্বর্গীয় রোগ হয় না?'—ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার বেচারার প্রাণ-পাখী যেন খাঁচায় পড়িয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল।

লোকচরিত্রজ্ঞ, চতুর প্রতুল এ রহস্য বুঝিল,—"থাক্, আর বেশী বাড়াবাড়িতে হয়ত লোকটা পাগল হইয়া যাইবে।" তাই চিন্তাটা অন্য-দিকে ফিরাইবার জন্য বলিল,—"কিন্তু সাবধান, একটা কথা বলিয়া রাখি, এ কথা তুমি জীবনে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না। স্ত্রী হউন, মাতা হউন, পিতা হউন,—কোন বন্ধুবান্ধব হউন,—যদি এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তোমায় রক্ষা করা দূরের কথা,—আমিই তোমার শত্রু হইব।"

ডা। আজ্ঞা না, আমি এতটা আহম্মুক হইব না। আপনার খাইয়া মানুষ, আপনি যখন নিষেধ করিলেন, তখন কেহ গলায় ছুরি দিলেও প্রকাশ করিব না, জানিবেন।

প্র। হাঁ, তাই যেন হয়। এইটি যেন তোমার ইষ্টমন্ত্রস্বরূপ হৃদয়ে জাগরূক থাকে। পূর্ব্ব হইতে তাই তোমায় বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিলাম।

এবার ডাক্তার কি ভাবিল। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, দীনকৃতজ্ঞনেত্রে প্রতুলের মুখপানে চাহিয়া, যেন কি বলি বলি করিল। প্রতুল একটু কটমট করিয়া চাহিয়া, গম্ভীরভাবে ইঙ্গিতে জানাইল,—"কি?"

ডাক্তার অতি বিনীতভাবে, জোড়হস্তে, রঙ্গমতীকে উদ্দেশ করিয়া, যেন একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, "কিন্তু আমার প্রভু-পত্নী—আপনার সহধর্ম্মিণী যদি জিজ্ঞাসা করেন?—"

প্রতুল একটু স্তব্ধ ও গম্ভীর থাকিয়া, কি ভাবিয়া বলিল, "বলিও;—কিন্তু উপস্থিত নয়, এবং সবটাও নয়।"

এবার শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি হইল। ডাক্তার যে অল্পেই এই গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয় একটু বুঝিতে পারিয়াছে, ইহা ভাবিয়া একটু রুষ্টও হইল, একটু তুষ্টও হইল। এমনি হয়, এমনি হইয়া থাকে, এমনি হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু শক্তিমন্ত ও প্রভুস্থানীয় প্রবল যে, সে, ভাব ভঙ্গিতে, বাক্যে ও ব্যবহারে, দুর্ব্বল অধীনকে, দাবাইয়া শাসাইয়া,—একটু বোকা বানাইয়া রাখিতে চায়।

কেন বল দেখি?

ঐ টুকুই তাহার প্রভুত্ব ও অহমিকাত্ব!—'কি, চাতুর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তায় আমাকে উঁচাইয়া যায়? আমার সমতুল্য হয়? আমার মনের ভিতর-কার ছিদ্র, আমার ভৃত্য হইয়া ধরিবার স্পর্দ্ধা রাখে?—না, ওটি হইবে না।"

এইখানেই ভাবের ঘরে গোল বাধিয়া যায়। তদ্বির-চেষ্টা করিয়া, ভয়-মৈত্রী দেখাইয়া, হুন্‌কি ছাড়িয়া, এ গোল নিবৃত্তি করা যায় না। তাই, পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে,—মনে মনে পরস্পরের শত্রু হয়।

প্রভুর ইচ্ছা,—ভৃত্য এমন স্থানে একটু বোকা-হাবা হউক, একটু ভোঁতা হইয়া থাকুক; অন্ততঃ তাঁহার ক্ষুরধার তুল্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া মনে মনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব না রাখে।—ইহারই নাম খাঁটী প্রভুত্বপ্রিয়তা, অথবা শক্তির একাধিপত্যের প্রবল ইচ্ছা।

যাই হউক, ডাক্তার নীলকৃষ্ণের এখন নাকি টাকার বড় দরকার, তাই বিনা তর্কে, বিনা বাদ-বিচারে, সেই টাকাও লইল,—আবার পরিণামে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইবার আশাও রাখিল;—তার উপর

উপরিলাভ হইল,—প্রভু বা মুরুব্বিপত্নীর গুপ্তপ্রণয়! এমত অবস্থায় তাহার ন্যাকা-বোকা ছাড়া যদি আরও কিছু হইয়া থাকিতে হত, সে তাহাতেও প্রস্তুত। কেন না, সে ভেড়ে এখন অবস্থা ও দশাচক্রে পড়িয়া; ভেড়ের ভেড়ে বনিয়া গিয়াছে। গোলামেরও যে অস্তিত্ব, এখন তাহাও তাহার নাই। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম'—এখন সে এই মন্ত্র সার করিয়া, একটি যন্ত্রপুত্তলীবিশেষ হইয়া রহিল। মানমর্য্যাদা অভিমান—সব গুলিয়া খাইল।

প্রতুল বলিল,—"বাকী কথা সব আহার অন্তে ধীরে সুস্থে হইবে। তোমার বউদিদি আজ যত্ন করিয়া তোমায় খাওয়াইতেছেন। আজ আর বাটি যেয়ো না। এইখানেই থেকো;—কি বল?"

ডাক্তার। আজ্ঞে, যেরূপ অনুমতি করেন। (স্বগতঃ) ওঃ, আপনা হইতে বউদিদি সম্পর্কও পাতানো হইয়া গেল! যেদিন লাভের বরাত হয়, এমনই হয়।

তারপর মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"রাত্রে এখানে থাকায় লাভ আছে—রঙ্গমতীর হাসিটুকু, স্নেহটুকু, 'পবিত্র প্রণয়'-টুকু, সুন্দররূপে উপভোগ করা যাইবে;—চাই কি মনোমোহিনীর সেই মধুরতম হিষ্টিরিয়াও এক আধবার আসিতে পারে;—আমি ডাক্তার উপস্থিত, সুতরাং আমার সাহায্যগ্রহণের আবশ্যক হইবেই হইবে;—এমত অবস্থায় কোন্ মূর্খ এই নন্দনকানন-বাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করে? কিন্তু পকেটে যে বাবা দৈবধনের ন্যায় হাজার টাকার নোট! নোটের মালিকও যে মূর্ত্তিমান্ যমের মত সম্মুখে বসিয়া? হঠাৎ পান থেকে কি চূণ খসিয়া পড়িবে, আর নোট গর্দ্দানা দুই-ই যাইবে। না বাবা, হাজার টাকার নোট পকেটে করিয়া, আমার মত প্রাণীর গুপ্তপ্রেমের আস্বাদ লওয়াটা কিছু নয়। গুপ্তপ্রেমের আস্বাদ, গোপনে মনে মনে হইতে পারিবে,—কিন্তু এই ঝন্ ঝন্ টাকার শব্দটা, কেবল মনে মনে কল্পনা করিয়া, পাওনাদার বেটার নির্ম্মম কঠিন

হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না! না, অগ্রে এই হাজার টাকা দিয়া বাড়ীখানি উদ্ধার করি, তারপর এ প্রেম-সম্ভোগ। ঠিক এই হাজার টাকার অভাবেই বাড়ীখানি আজিও সম্পূর্ণ খালাস হয় নাই; বাবা এজন্য কত দুঃখ করেন;—আজ যেন ভগবান্ সদয় হইয়া প্রতুল বাবুর হাত দিয়া সেই টাকাটা আমাদের পাঠাইয়া দিলেন। না, এখনি আমার বাড়ী যাওয়া দরকার। কিন্তু হায়! ওদিকে যে আবার প্রেমময়ী রঙ্গমতী আমাদের আহারের জন্য স্বয়ং স্বহস্তে ঠাঁই করিতেছেন!—কি করি?"

হঠাৎ ডাক্তারকে এইরূপ গভীর চিন্তামগ্ন দেখিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতুল বুঝিল,—"দেখিতেছি, বেচারা বড় বিপদে পড়িয়াছে। আজ রাত্রে এখানে থাকিলে, পাছে কোনও রকমে টাকাটা হাত-ছাড়া হয়, এই ভয়ে গরীবের মুখ শুকাইয়াছে। সঙ্গে প্রেমচিন্তাও একটু না আছে, এমন নয়। কিন্তু টাকার ভাবটাই যেন বেশী। অতএব আজ একে ছেড়ে দেই। না, আর সন্দেহ নাই,—জালে সম্পূর্ণ জড়াইয়াছে,—এর দ্বারাই আমার কার্য্যসিদ্ধি।"

প্রকাশ্যে বলিল, "তা নীলকৃষ্ণ, আহারাদির পর, তুমি আজ বাড়ীতেই যাও। কাল দেখা কোরো,—ও সম্বন্ধে অনেক কথা রহিল।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ডাক্তার যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল, ধড়ে প্রাণ পাইল।

ঠিক্ সময় বুঝিয়া—চতুরা, সঙ্কেতশিক্ষা-সুনিপুণা, রঙ্গমতী আসিয়া, ডাক্তারকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তবে আসুন আপনারা, বামুনঠাকুর সব খাবারদাবার সাজাইয়া দিয়া গিয়াছেন।"

প্র। (স্ত্রীর প্রতি) দেখ, নীলকৃষ্ণ আমার ভ্রাতৃস্থানীয়; তুমি ইহাঁকে ঠাকুরপো বলিয়া ডাকিও।

নীলকৃষ্ণের বুক দশহাত!—রঙ্গমতীও একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিল।

পাপিষ্ঠ স্বামী "এস নীলকৃষ্ণ" বলিয়া, জামাই-আদরে ডাক্তারকে খাবার-ঘরে লইয়া গেল।

বিরাট্ ভোজ, বিরাট্ আয়োজন,—দুইজনের সজ্জিত খাদ্যসামগ্রী, সেই ক্ষুদ্র কক্ষ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। অন্ন ব্যঞ্জন, পায়স পিষ্টক, মোণ্ডা মিঠাই—পঞ্চাশ্ রকমেরও অধিক। আজ যেন ঠিক্ হিন্দুমতে আহার!

ডাক্তার নীলকৃষ্ণ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে বাপরে! দশজনের খাবার এক এক পাতে দেওয়াইয়াছেন!"

রঙ্গমতী মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"দশজনের কেন,—বিশ জনের বলুন! জন্মে একদিন পাত পাড়াইয়াছি,—এ আমাদের ভাগ্য নয়?"

ডা। অমন কথা বলিবেন না,—আপনাদের খাইয়াই আমরা মানুষ।

র। সে সব কথা বাবুতে আর আপ্নাতে বোঝা-পড়া করুন,—আমিত জলখাবার ছাড়া, এমন কোরে একদিনও আপনাকে খাওয়াই নি?

ডা। তা বটে। কিন্তু আমাদের মত গৃহস্থের, এতে দশদিনের সংস্থান হয়। পাতে যখন এই, তখন না হয় হাতেও কিছু দিবেন,—লইয়া যাইব।

প্রতুল বলিল, "তাই-ই হবে। (স্ত্রীর প্রতি) বড়বাজার থেকে না একজন মাড়োয়ারী দালাল এক তিজেল লেডিগেনি দিয়ে গিয়েছিল?

র। হাঁ, সে তিজেল শুদ্ধই বাগানে এয়েছে, তোমাদের পাতে এই দুইচারিটা বাদে আর সবই মজুত আছে।

প্র। তা বেশ হ'য়েছে, সেই তিজেলটা তবে নীলকৃষ্ণের গাড়ীতে তুলে দিতে বোলো। (ডাক্তারের প্রতি) এখন ব'সো, খাও।

ডা। যে আজ্ঞা। (স্বগত) লাভটা দেখিতেছি, আজ সকল রকমেই।—দেনে-ওয়ালার মর্জ্জি!

প্রতুল ও ডাক্তার দুইজনে দুইখানি আসন জুড়িয়া আহারে বসিলেন। রঙ্গমতী স্বতন্ত্র একখানি আসনে বসিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন পায়সপিষ্টক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ভাবিল,

"এই চর্ব্বচূষ্যলেহ্যপেয়রূপ উপাদেয় আহারের সঙ্গে এই অযাচিত সহস্র মুদ্রা লাভ, রঙ্গমতীর এই যত্ন-আদর ভাব-ভালবাসা এবং আরো কিছু,—আর স্বয়ং প্রতুল বাবুর এতটা আস্থা ও অনুগ্রহ,—এত সুখ অদৃষ্টে সহিবে ত? জানি না, আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। কিন্তু পরিণাম?—না, এমন আনন্দময় মধুর মুহূর্ত্তে, সে ভীষণ দুশ্চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও পাপ। প্রতুল বাবুর কথাই ঠিক,—'টাকায় কি না হয়?—কোন্ বিপদ না এড়ানো যায়?' আমার সেই টাকা আসিল, নগদ হাজার,—আর পুরস্কার তোলা রহিল—দশহাজার! বড় সোজা কথা নয়।—ডিপ্লোমা লইয়া কি ধুইয়া খাইব? জেল?—দ্বীপান্তর? না, প্রতুল বাবুই ঠিক বলিয়াছেন,—'ও সব ভীরু কাপুরুষের কল্পনা মাত্র।' বিশেষ প্রতুল বাবু নিজে ইহাতে জড়িত রহিলেন।"

রঙ্গমতী বলিল, "ডাক্তার বাবু, খান—সবই যে পাতে পড়িয়া রহিল?"

ডাক্তার মুখে বেশ সপ্রতিভাবে কহিল, "আজ্ঞা, কেন, আমি ত বেশ্ই খাইতেছি?"

র। খাইতে খাইতে, ও ভাবিতেছেন কি?

ডা। (ঈষৎ হাসিয়া) কৈ, কিছু না।

প্রতুল মনে মনে বলিল, "ভাবিতেছেন, নগদ হাজার টাকা, আর তোমার মুখখানি!"





একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পথ উন্মুক্ত, পাপের সহযাত্রী নিঃসংশয়রূপে হস্তগত ;—এইবার পৈশাচিক অভিনয়ের চরম আয়োজন। মহাপাপ প্রতুল বিশেষ নিপুণতার সহিত সে অভিনয়ে প্রস্তুত হইল।

মাধবচন্দ্রের দুর্ব্বল হৃদয়ের উপর তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য ; প্রতুলের উপর বৃদ্ধের অগাধ বিশ্বাস। প্রতুল আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য সেই বিশ্বাসের ব্যভিচার করিল ;—বৃদ্ধকে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া, নীলকৃষ্ণকে 'ফ্যামিলি ডাক্তার' নিযুক্ত করিল। যোগাযোগটা যে ভাবে হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

একদিন একথা সেকথার পর, প্রতুল মাধবচন্দ্রকে বলিল, "সুশীল বাবাজীর শরীরটা বড় রুগ্ন ; একটা-না-একটা অসুখ লাগিয়াই আছে। এমত অবস্থায় সর্ব্বদা তাহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্য বাড়ীতেই একজন ডাক্তার রাখার প্রয়োজন হইয়াছে।"

মাধব। হাঁ, অমৃত বাবু খুব বিচক্ষণ ও বহুদর্শী হইলেও, ইদানী তাঁকে প্রায়ই পাওয়া যায় না,—অগাধ পসার, বিস্তর 'কল্'।

প্রতুল। তা তিনি যেমন আছেন থাকুন, তাঁর মাসিক বৃত্তিও আমি লোপ করিতে বলি না ;—তবে আপনার মত্ হইলে নূতন ডাক্তারটিকে

আমি বাড়ীতে রাখিতে ইচ্ছা করি। মাষ্টারটি যেমন Private tutor ও Guardian-রূপে বাড়ীতে আছেন, এই নূতন ডাক্তারটিকেও আমি সেই ভাবে রাখিতে ইচ্ছা করি। তাঁকে আর অন্য জায়গায় Practice করিতে দিবনা। দু'শ আড়াই শয়েই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে।

ক্রোরপতি বৃদ্ধ, এদিকে দৃষ্টি-কৃপণ; দানধ্যান বা অতিথি-অভ্যাগত-সেবা, দেশহিতকর কোন কার্য্য,—এসব তাঁহার কোষ্ঠীতে বড় একটা নাই। নিজের ভোগবিলাস বা সখ্, এ সব্‌ও কিছুই নাই। কিন্তু প্রাণোপম পৌত্রের কল্যাণকামনায় ও কারবারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি মুক্তহস্ত;—তখন টাকাকে টাকা বলিয়া তিনি জ্ঞান করেন না। প্রতুলের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—

"সে আর বেশী কথা কি?—তাই ক'রো। অমৃতবাবু বলেন কিনা, সুশীলকে কিছুদিনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়া দিন; আব্-হাওয়াটা বদ্‌লাইয়া আসিলেই ওর শরীর ভাল হইবে। কিন্তু তা বাবা আমি করি কিরূপে? মায়াই বল আর মোহই বল,—অদৃষ্টে কি আছে জানি না,—কিন্তু বাছাকে এক দণ্ড চোখের আড়্ ক'রে আমি থাকিতে পারিব না। তবে এক উপায় আছে, তোমার উপর কারবার সঁপে দিয়ে, ওকে নিয়ে পশ্চিমে বাস করা——"

প্রতুল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"না-না-না, আমি সে পরামর্শ দিই না। যতই হোক, আপনি মালিক, আপনারই সর্ব্বস্ব;—আমি যতই বিশ্বাসী বা ওয়াকিভাল্ হই না কেন, আপনার মাথা লইয়াই কাজ করি। আপনাকে দেখিলে, পর্ব্বতের আড়ালে আছি বলিয়া মনে হয়। এমত অবস্থায় আপনি এখান থেকে গেলে মনে করিব, আপনার লক্ষ্মী আপনার সঙ্গেই গেলেন! না, তা হইবে না,—সে ঝুঁকি আমি লইতে পারিব না,—ক্ষমা করিবেন।"

মা। তবেই ত!

প্র। তাই আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই একটি নূতন ডাক্তার রাখিতে পরামর্শ দিতেছি।

মা। তা এমন ডাক্তার তোমার হাতে আছে? সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী——

প্র। আজ্ঞে, তা না হইলে আর কি হইল? যাহার হাতে জীবন-মরণ, তাহাকে ভাল রকম না জানিয়া, আশ্রয় দেওয়া ত ঘোর মূর্খতা!

প্রতুল নীলকৃষ্ণের সবিশেষ পরিচয় দিল।

মা। এদিকে বিদ্যে-সাধ্যি কেমন?

প্র। মন্দ নয়,—চলন-সই।

চতুর প্রতুল এ অংশে সত্যই বলিল,—"বিদ্যে সাধ্যি বা তেমন ধার-ভার থাকিলে বাঁধা চাকরি লইবে কেন? ঐ অমৃত বাবুও ত এল্, এম্, এস্, কিন্তু তিনি বোধ হয় ন্যূনকল্পে মাসে পাঁচ সাত হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। আর মফঃস্বলে, এক একটা জমিদারের বাড়ী গিয়া মধ্যে মধ্যে যে দাঁও মারেন, তা এই নূতন ডাক্তার বোধ হয় জীবন-ভোর খাটিয়াও পাইবে না। আমার কথা এই, আসল ব্যায়রাম পীড়ার সময়, ত অমৃত বাবু রহিলেন-ই,—সুশীলের সঙ্গে-সাথে থাকিতে, তার খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করিতে, নূতন ডাক্তারটি থাকিবেন।"

মা। তা ব'লেছ মিছে নয়,—আজ কাল ভেজাল ঘি দুধ তেল নুন খেয়েই যত অসুখ। নূতন ডাক্তার বাবুটি, এগুলি যতটুকু সম্ভব দেখিয়া-শুনিয়া লইতে পারিবেন।—বাবুটির সহিত কত দিনের জানা-শুনা?

প্র। বছরাবধি। আমার বাসার চাকর বাথর সকলকেই তিনি দেখেন। উপস্থিত আমাদের নিজেদেরও ইনি দেখিয়া থাকেন। অল্প পয়সায়—মন্দ কি? বিশেষ, অমৃত বাবুকে ত ইদানী পাওয়াই যায় না।

মা। তা বেশ, তুমি যখন পছন্দ ক'রেছ, তখন আর কথা কি?—কি নাম বলিলে?

প্র। নীলকৃষ্ণ রায়; বৈদ্য।—এই সহরেই বাড়ী।

মা। তা ভালই হ'য়েছে। আজ দিন ভাল,—আজকেই তবে নিয়োগ-পত্র দাও।

প্র। আপনি একবার লোকটিকে চোখে দেখুন। আকার-প্রকারেও কতকটা বুঝিতে পারিবেন। আমি তাঁকে সংবাদ দেই।

প্রতুল এক লোকমারফৎ নীলকৃষ্ণের নামে একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেন,—বিশেষ প্রয়োজন ব্যাপদেশে সত্বর তাঁহাকে একবার জুয়েলার মাধবচন্দ্র বসুর গদিতে দেখা করিতে বলিলেন। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে সব গড়া-পেটা ছিল।

চিঠি পাইয়া নীলকৃষ্ণ বিশেষ উৎসাহ সহকারে দেখা করিতে আসিলেন। প্রতুল নীলকৃষ্ণকে মাধবচন্দ্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দিলেন। মাধবচন্দ্র দেখিলেন, ডাক্তার বাবুটি প্রিয়দর্শন, বয়সও অল্প। কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন, মিষ্টভাষীও বটে। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। আদর আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "তা ভালই হইল, আজ হইতে আপনিই আমার গৃহ-চিকিৎসকরূপে থাকুন। বিশেষ (প্রতুলকে লক্ষ্য করিয়া) বাবাজী যখন আপনাকে মনোনীত করিয়াছেন, তখন আর আমার কোন নূতন কথা থাকিতে পারে না। কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, আমার অন্ধের নড়ীটিকে আপনি সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখ্‌বেন। সে কি খায়, কি না খায়, কোন্ জিনিস তার ধাতে সয়,—কোন্ জিনিস বদ্-হজম হয়,—এইগুলি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।"

নীল। যে আজ্ঞা, প্রধানতঃ যখন এইজন্যই আমাকে নিয়োজিত করিতেছেন, তখন আপনার এই অনুজ্ঞা, আমি সাধ্যানুসারে পালন করিব।

প্রতুল বলিলেন, "প্রধানতঃ আর বলিতেছেন কেন,—উহাই আপনার একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিবেন। ফলকথা, বালকের স্বাস্থ্য ও দৈহিক

উন্নতির সহিত, আপনারও আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিবে জানিবেন। (মাধবচন্দ্রের পানে চাহিয়া) হাঁ, পূর্ব্ব হইতে এ বিষয়ে সব খোলাখুলি বলিয়া রাখা ভাল।"

'খোলাখুলি' !—ধূর্ত্ত, ধড়িবাজের কথার বাঁধ্‌নিটা একবার দেখ!

তাহাই হইল,—ডাক্তারের বেতন, বাসস্থানাদির সকল কথা খোলাখুলিই ঠিক্‌-ঠাক্‌ হইয়া গেল।

নীলকৃষ্ণ বলিলেন, "বালকটিকে একবার দেখিতে পাই না ?"

"হাঁ, দেখিবেন বৈ কি ? তার সব ভার আপনার উপর—আপনি দেখিবেন না ?—ওরে কে আছিস, সুশীলকে একবার ডাক্তার বাবুর কাছে ডেকে নিয়ে আয়ত ?"

"যো হুকুম মহারাজ" বলিয়া—বেহারা সেলাম দিতে না দিতে, সুশীল নিজেই শিক্ষকসহ সেইখানে উপস্থিত হইল। এক বই শেষ করিয়া—আর এক নূতন বই ধরিবে,—এই আনন্দসংবাদ দিয়া স্নেহপ্রাণ পিতামহের আশীর্ব্বাদলাভের জন্য, সে নিজেই শিক্ষকসহ আসিল। সুলক্ষণাক্রান্ত, মাধুর্য্যমণ্ডিত সে রূপ। তবে কিছু কৃশ ও একটু বিষাদপূর্ণও বটে।

দূর হইতে বৃদ্ধ সেই প্রাণোপম পৌত্ররত্নকে দেখিয়া—আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে আমার বংশের দুলাল্‌—নাম করিতে করিতেই উপস্থিত। ব'সো দাদা, ব'সো ; চিরজীবী হইয়া থাক।"

মনে মনে বলিলেন, "নাম করিতেই উপস্থিত,—দীর্ঘজীবীই হইবে।—ভগবান্‌, তাই ক'রো।"

সুশীল পিতামহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল,—"দাদা মশাই, আমার রয়েল রিডার নম্বর থার্ড শেষ হইয়াছে, আজ রয়েল রিডার ফোর্থ ধরিব।"

মা। বাঁচিয়া থাক দাদা, বড় সুখী হইলাম,—তুমিই যেন বোস-বংশের নাম রাখ।

পরে শিক্ষককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মাষ্টার মশাই, বড় খুসী ক'রেছেন, এই মাস থেকে আপনার দশটাকা বেতন বৃদ্ধি হইল।"

মাষ্টার। আমার কর্ত্তব্যই আমি ক'রেছি, যা দিলেন—যথেষ্ট।

মা। সুশীল, তোমার কাকা বাবুকে নমস্কার কর।

সুশীল যথারীতি প্রতুলের পদধূলি গ্রহণ ও নমস্কার করিল।

প্রতুল। থাক্ থাক্, আরো উন্নতি হোক্,—আরো স্ফূর্ত্তির সহিত পাঠ লও। কিন্তু বাবা, তোমার চেহারা দেখিয়াই আমার ভয়।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, আমিও সেই কথা বলিতে যাইতেছিলাম;—শরীর যেরূপ দুর্ব্বল, তাহাতে অধিক পরিশ্রম করিতে দিতে ভয় হয়।

প্র। তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। হাঁ সুশীল, তুমি কি বলিতেছিলে? কি বই তোমার শেষ হইয়াছে?

সু। আজ্ঞা, রয়েল রিডার নম্বর থার্ড।

প্র। (মাষ্টারের প্রতি) এই রকম সব চলিত-ভুলগুলির প্রতি এখন হইতে দৃষ্টি রাখিবেন। (সুশীলের প্রতি) Royal Reader No. Third নয়,—Three। নম্বর থার্ড হয় না,—থ্রি। আর Third No. Royal Reader ও বলিতে পার।

মাষ্টার। (অপ্রতিভ ভাবে) যে আজ্ঞা, ঠিক ধরিয়াছেন,—অভ্যাসের ফল এমনি বটে। কাণে শুনিয়া শুনিয়া, ঐ ভুলও এখন ভুল বলিয়া বোধ হয় না।—এ আমারই দোষ। এখন হইতে সতর্ক হইলাম।

প্র। না, বলিয়া রাখিলাম মাত্র।—ঐ সঙ্গে গ্রামার রাখিতেছেন কার?

মাষ্টার। কার অনুমতি করেন?

প্র। 'লেনি'স্ মন্দ নয়,—তবে এখন হইতে 'হাইলি'স্ও একটু একটু অভ্যাস করাইয়া রাখা ভাল। আর translation-এর প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা,—Translation & Retranslation এখন হইতে আমি দুই-ই দিব।

প্র। Original Composition-এর দিকেও একটু লক্ষ্য রাখিবেন।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা।

প্র। কিন্তু সকলের মূলে—ঐ চরিত্র। হঁা, স্বভাবটি যেন আমি খাঁটী সোনা দেখিতে চাই। আপনার আদর্শ ও উপদেশেই, ও জিনিষটি মিলিবে,—কেতাবের বুলি—ও আবৃত্তি মাত্র।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা, আপনার এ উপদেশ আমার মনে সর্ব্বদা জাগরূক আছে। কেবল এক আশঙ্কা,—বালকের স্বাস্থ্য।

প্র। হাঁ, তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে। এই ডাক্তার বাবু আজ হইতে নিযুক্ত হইলেন। সুশীলের কি রোগ, কেন এমন দুর্ব্বল,—সর্ব্বদা সেই তত্বাবধান করিতেই এঁকে রাখা হইল। আপনি যেমন, ইনিও সেইরূপ—সর্ব্বদা বালকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। দেখুন দেখি ডাক্তার বাবু, বালকটির কি পীড়া? (সুশীলের প্রতি) এস ত বাবা, একটু আগিয়ে ব'সো ত?

সুশীল ডাক্তারের সম্মুখীন হইল। ডাক্তার যন্ত্রসাহায্যে বালকের বুক, পিঠ, পেট, দৈহিক উত্তাপাদি সমস্তই পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, "না, রোগ বিশেষ কিছু নাই,—পিত্তঘটিত ধাতু, তার উপর ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার একটু ব্যতিক্রম হয়,—তাই constitution স্বাভাবিক এমনি weak। তা এজন্য চিন্তা নাই,—আমি দুমাসের মধ্যে বালকের sound health করিয়া দিব।—দিব্ব মোটা-সোটা হৃষ্ট-পুষ্ট হবে।"

বৃদ্ধ মাধবচন্দ্র উৎসাহভরে কহিলেন, "তাই-ই আমি চাই,—তাই-ই করিয়া দিবেন। আপনাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব।"

মনে মনে বলিলেন, "মাষ্টারটি, ডাক্তারটি—দুই-ই দেখিতেছি ভাল, এখন আমার বরাত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণতা—প্রতুল বাবাজীর।—

হুঁ, মাষ্টারের ভুলটিও ফাঁক যাইবার যো নাই। শুভক্ষণে আমি যুবককে পাইয়াছি। আমার কার্‌বারের উন্নতি হইয়াছে,—বালকটিও এঁরই কল্যাণে মানুষ হইবে মনে হইতেছে। আমায় আর কোন বিষয়ে দেখিতে শুনিতে হয় না, কোনরূপ জটিল ভাবনায়ও মনকে অবসন্ন করিতে হয় না। শ্রীহরির কৃপায় সকলই নিরাপদে চলিয়া যাইতেছে। এখন বাকী কটা দিন, এই ভাবে কাটিলেই হয়।—হরি হে, সে তোমারই ইচ্ছা!”

কিন্তু হায়, মোহাচ্ছন্ন বৃদ্ধ! জীবনের বৈতরণী তীরে দাঁড়াইয়া তোমার এত মায়া কেন? কে এ পৌত্র? কার জন্য এমন আঁকু-পাঁকু করিয়া মরিতেছ? কার জন্য এ য'খের ধন মুনিয়া বসিয়া আছ? হায়! যে সরল বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নির্ভরতায় তুমি প্রতুলরূপী পিশাচের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, এমনি ভাবে যদি সত্য সত্যই সেই নিখিলনির্ভরে শরণ লইতে? তাহা হইলে এই—“হরি হে, সে তোমারই ইচ্ছা!”—বলা শোভা পাইত। তুমি মুখে শ্রীহরির ইচ্ছায় ভর দিতেছ, কিন্তু অন্তরের অন্তরে হিসাব-নিকাশ করিয়া নির্ভর করিতেছ,—প্রতুলরূপী সয়তানের উপর! হায়, মানবীয় দুর্ব্বলতা!

আর প্রতুল, তোমায় আর কি বলিব,—তুমি আপনাকে শিয়ানের শিরোমণি ঠাওরিয়া,—শঠতার পর শঠতা, ধূর্ত্ততার পর ধূর্ত্ততা সাধিয়া যাইতেছ; মনে ভাবিতেছ, ইহাই জয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়,—ইহাই খাঁটী পরাজয়। পরীক্ষার কাল কাটিয়া যাক্‌, দশা-ফল ফলুক,—তারপর বুঝিবে, তোমার অলক্ষ্যে, একজন চতুর চিত্রকর, দর্পণে প্রতিবিম্ব গ্রহণের ন্যায়, তন্ন তন্ন করিয়া তোমার মনের ছবি আঁকিয়া লইয়াছেন! কালও পূর্ণ হইবে, আর সে ছবিও তখন তিনি দেখাইবেন,—দেখিয়া তুমি নিজেই শিহরিয়া উঠিবে!

আপাততঃ একটা কথা বলিয়া রাখি, অত ধূর্ত্ত হইও না,—অত ধূর্ত্ত

হওয়া ভাল নয়। বরং একটু বোকা হও, তাহাতে লাভ আছে। ভক্তের ভাষায় বলি,—'কপিলা বাছুর বড় বোকা; নাচিতেছে, কুঁদিতেছে, লাফাইয়া বেড়াইতেছে,—আহারান্বেষণের চেষ্টামাত্রও নাই; কিন্তু তার খাদ্য কি?—না, অনায়াসলভ্য, অমৃতরসতুল্য মাতৃস্তনদুগ্ধ। আর কাক বড় ধূর্ত্ত,—কত ফিকির-ফন্দি ঠাওরাইতেছে, কত শ্রম করিতেছে, আহারান্বেষণে সারাদিন ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে,—কিন্তু দেখ, ভগবানের এমনি মার্ যে, সেই কাকের আহার—বিষ্ঠা।'

তাই বলিতেছি, হে বি-এ উপাধিধারী,—বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন-কারী,—ঈশ্বর-অবিশ্বাসী জীব! এত ধূর্ত্ততা অবলম্বন না করিয়া একটু বোকা হও,—তাহাতে লাভ আছে! কিন্তু বৃথা এ উপদেশ! লূতাতন্তুর ন্যায় তোমার কালরূপী কর্ম্মজাল; সেই কর্ম্মজালে তুমি আপনি জড়াইতেছ,—কার সাধ্য, তোমায় উদ্ধার করে?

বলা বাহুল্য, ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কাজ চলিল। ডাক্তার প্রতুলরূপী পিশাচ-গুরুর ইঙ্গিত-উপদেশে, প্রথম দিনকতক, সত্যসত্যই বৃদ্ধের নয়নপুত্তলী সুশীলের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিল। বিশেষ যত্নের সহিত স্বহস্তে একটি বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে, তাহা সুশীলকে খাইতে দিল। ঔষধ ও পথ্যের গুণে, বালক নীরোগ, বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বলকান্তিযুক্ত হইল। বৃদ্ধের আর আনন্দ ধরে না। প্রতিশ্রুতি মত, তিনি ডাক্তারকে নগদ পাঁচশত টাকা ও তৎসঙ্গে একজোড়া দামী শাল পুরস্কার দিলেন। অতি সরল বিশ্বাসে, দুধ-কলা দিয়া, কাল-সাপ গৃহে পুষিলেন। এদিকে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, ষড়যন্ত্র-নায়ক প্রতুলের প্ররোচনায়, সেই অকলঙ্ক সোনার শিশুকে, পাপিষ্ঠ—বিষ খাওয়াইল। সেই মৃদুবিষ—স্বাদগন্ধহীন গুঁড়া সেঁকো বা সেই আর্সেনিক,—প্রতিদিন একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে লাগিল। দুগ্ধে, পানীয়ে, ঔষধে, সরবতে—যেদিন যাহাতে সুবিধা, কৌশলে

খাওয়াইতে লাগিল। বর্ণহীন, স্বাদগন্ধহীন সে বিষ, সুতরাং কোন দ্রব্যে তাহার সংমিশ্রণে কোন বালাই নাই, কিংবা তাহা খাওয়ানের পক্ষেও কোন অসুবিধা নাই ;—নিরাপদে কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল। কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না,—মৃদুবিষ কিরূপ ধিকি ধিকি ধরিতে লাগিল !

সোনার শিশু দিনে দিনে ক্ষয় হইতে লাগিল। শারদীয়া পূর্ণিমার চাঁদ যেমন দিনে দিনে একটু একটু ক্ষয়িয়া যায়, সেইরূপ ক্ষয় হইতে লাগিল। মহাপাপ প্রতুল দিন গণিতে বসিল। পিশাচ ডাক্তার রঙ্গমতীর মোহে অধিকতর আকৃষ্ট হইল। আর বৃদ্ধ ভগবানের নাম ভুলিয়া,—দয়াল ঠাকুর শ্রীরামপ্রসাদকে বিস্মৃত হইয়া, প্রিয়তম পৌত্রের নাম জপমালা করিল। পাপ ডাক্তার তাঁহাকে বুঝাইল,—'ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া হইয়াছে,—ঔষধের গুণে বালক আবার সবল ও সুস্থকায় হইবে।'





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"লাগ্ ভেল্কী লাগ্, লাগ্ ভেল্কী লাগ্,—আত্মারাম সরকারের দিব্যি লাগ্!—ওরে সিদে, বেদের বাজী দেখেছিস্? না কেবল বোকা হাঁদারাম হ'য়ে এত বড্ডা হ'য়েছিস্?"

"প্রভু, কি অনুমতি ক'চ্ছেন?"

"বলি, কামিনী-কাঞ্চনের আটাকাটির মজাটা দেখ্‌বি? তোকে দেখাব অখন। শিবুর আর তর্ সইল না, তাই ছদ্মবেশে মোহন্ত সেজে—জটাকৌপীন প'রে, ঐ মজা দেখ্‌তে বেরুল। কত দেশ ঘু'রে বেড়াচ্ছে! হতভাগাটা না শেষে পুলিসের হাতে পড়ে।"

"হাঁ বাবা, অনেক দিন হ'য়ে গেল, তাঁর কোন উদ্দেশ নাই।"

"সময় হ'য়েছে,—এই এল ব'লে। যাক্, আসল কাজটা কোরে আস্‌বেই আস্‌বে।—সিদে, ঐ ত্থাখ্, ত্থাখ্, মা'র আমার লীলে-খেলাটা একবার ত্থাখ্!—আ মরি,—এত ভঙ্গিও জানো!"

প্রশান্ত সস্মিতবদনে, অপূর্ব্ব ভক্তিতে ঠাকুর দাঁড়াইলেন। চক্ষে—ভক্তি-প্রেমপূর্ণ অশ্রু, গদগদ ভাব, রোমাঞ্চিত দেহ।

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর কিছু বুঝিতে না পারিয়া, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া, গুরুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ঠাকুর আপন মনে আবার বলিলেন, "আ মরি! এত ভাবেও প্রকট আছ মা!"

এবার সিদ্ধেশ্বর করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"অমন করিয়া একদৃষ্টে, ও কি দেখিতেছেন দেব ?"

দিব্য এক-গাল হাসি হাসিয়া,—হাসিতে সৃষ্টি-রহস্যের একটা মহান্-ভাব উপলব্ধি করিয়া, ঠাকুর বলিলেন,—"একটা বানর!—ত্থাখ্, ত্থাখ্, কেমন ঐ ডালে বোসে হাতমুখ নাড়্চে, মাথা চুল্‌কুচ্চে, পোকা মাকড় ধ'রে খাচ্চে ত্থাখ্!—উঁহুঁ, কাছে যাস্‌নি, এখনি রেগে কাঁই হ'য়ে, ঠাস্ ক'রে এসে গালে চড় মার্‌বে! ওরে, কারো অভিমানে আঘাত দিতে নেই রে,—অভিমানে আঘাত দিতে নেই!"

"প্রভু, বানরেরও তা হ'লে মান অভিমান আছে ?"

"আছে না? অভিমান, জীবমাত্রেরই আছে। আর জীবটাই বা কেরে?—ও ওতো সেই মা! বেদের বেটী বেদিনী—ভেল্কী লাগিয়ে আমাদের চোখ্ কাণা ক'রে রেখেছে,—তাই চিন্‌তে না পেরে, বানরে আর বরাঙ্গনায় প্রভেদ করি।"

"তা হ'লে মা'রও অভিমান আছে ?"

"ওরে বাপ্‌রে! মা'র আবার অভিমান নেই? অমন অভিমানিনী আর দুটি আছে? মানের দায়ে দক্ষালয়ে আত্মপ্রাণ আহুতি দিলেন; প্রজালোকে পরীক্ষা দিতে হবে ব'লে সশরীরে পাতালে প্রবেশ কোর্‌লেন; আর ব্রজলীলার সে পায়ে-ধরাধরি, কুলোকুলি, ঢলাঢলি,—সকলি ত ঐ অভিমানের খেলা!—মা'র আবার অভিমান নেই? মূলে না থাক্‌লে, তুই পাস্ কোথায়, আমি পাই কোথায়, ঐ বানর পায় কোথায়,—এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড পায় কোথায়? আকরেই সব থাকেরে!—ও তোর সু-ও থাকে, কু-ও থাকে,—পাপও থাকে, পুণ্যও থাকে,—অমৃতও থাকে, বিষও থাকে।—উঁহুঁ, তুই বিষ খাস্‌নি,—হজম কোর্‌তে পার্‌বি নি। মা দিতে এলেও খাস্‌নি,—পালিয়ে যাস্!"

সিদ্ধেশ্বর অবাক্ হইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, ঠাকুর

বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু সকলের আগে—মন। মনটা সাফ্ ক'রে রাখিস্, তা হলে কেউ কিছু কোর্‌তে পার্‌বে না। মা নিজে এলেও পালিয়ে যাবে। সেখানে আর পরখ চোল্‌বে না।"

"মনের কল-কাটী ত মা-ই ঘুরিয়ে দেন?"

"দেন।—সেই জন্যেই ত ভজন-সাধনের দরকার। মা'র কাছে কান্নাকাটী ক'রে জানাতে হয়,—'আমায় দেখো, আমায় রেখো, আমায় কোলে নিও। আমি তোমা বৈ আর কিছু জানি না মা,—তুমিই আমার সব।'—শুধু মুখের কথায় নয়,—মনেরও যে মন, সেই মনের মধ্যে এই ভাবটি এঁকে নিতে হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় থাকে না। কোন পরখে প'ড়লেও উত্‌রে উঠা যায়। সেই জন্যেই তো সবাইকে বলি, 'বাপ সকলেরা, আগে মনের ময়লা ধো, মন সাফ্ কর্,—ঐ মনের গুণে ধন মিল্‌বে।' এতে পয়সা-কড়ি খরচ নেই, গতর খাটাতে হয় না, পরের খোসামুদি ক'রেও বেড়াতে হয় না,—দিব্যি সোজাসুজি সব মিলে যায়।—আর তাতে আমোদই বা কত!—কিন্তু কে-ই বা কার কথা শোনে, আর কে কার কড়ি ধারে!"

"কামিনী-কাঞ্চনের যে আসক্তি, তাহাও কি এই মনের গুণে?"

"নিশ্চয়।—সে বিষয়ে কি এখনো তোর সন্দেহ আছে? মনের ছাঁচ যে আধারে পড়ে, সে আধারটি যেন উপে যায়,—সে আধারও তখন যেন সেই মনময় হয়। কাঁচপোকার আরসুলো ধরা দেখেছিস্? আরসুলো বেচারা, ভয়ে—প্রাণের দায়ে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে কাঁচপোকাই হয়।—বুঝ্‌লি কিছু? তোর ঐ লোটাটা হারালে, খোঁজবার সময়, তুই ঐ লোটার মত হোস না? সত্যি হোস্; খ্যাল্ করিস্ না, তাই বুঝিস না।"

"তা বাবা, যেমন আধার, তেমনিও ত আধেয় হবে?"

"হবে না?—নিশ্চয়ই হবে। যেমন স্ফটিকে স্পর্শমণির ছাপ পড়ে,—কাচে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। তা ব'লে কি কাদায় তা উঠে, না

যেমন তেমন পাথরে তা পড়ে? যেমন হাঁড়ী, তার তেমনি সরা জুটে যায়। কোত্থেকে জোটে, আর কে জোটায়, ঐ টুকুই তাজ্জব।"

"ব'লেছেন বটে, ঐ টুকুই তাজ্জব।"

"এই তার সাক্ষী ত্থাখ্ না, আমি একটা বাম্‌নের বলদ,—বিদ্যেসাধ্যি কিছুই নেই, তবু লোকে আমায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত ঠাওরায়।—কেন বল্ দেখি?"

"বাবা, আপনি বাম্‌নের বলদ? তা বোল্‌বেন বটে! যা হোক, তাও মা'র কৃপায়। মা'র কথা কইতে কইতে, মা'র ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে, স্বয়ং সরস্বতী আপনার কণ্ঠে বিরাজ করেন। বেদ বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন——"

"থাক্, আর ব'ল্‌তে হবে না,—আত্মকথায় এখনি তিড়িং ক'রে অহঙ্কার চেগে উঠ্‌বে। তাঁ আমি যদি নীরেট মূর্খ হ'য়ে তোদের কাছে এতদূর সম্মান পাই, তো সত্যিকার পোড়োপণ্ডিত যে, তার কতদূর সম্মান হ'তে পারে, ভ্যাব্ দেখি? তাই বলি, মন পবিত্র ক'রে, মনের ময়লা ধুতে পার্‌লে, তার আর মার্ নেই।"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর মনে মনে বলিলেন, "প'ড়ো-পণ্ডিত জন্ম-জন্ম পাঁজী-পুঁথি প'ড়েও এ তত্ত্ব পাবে না।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "কিন্তু প্রভু, সংস্কার ও প্রাক্তন ত সঙ্গে সঙ্গে আছে?"

"ঐটিই ত গোলক-ধাঁধাঁ! সংসারে যে সং দেওয়া, সেও তো ঐ জন্যে? কিন্তু ঐ সং দিতে দিতেও যে, মাকে চিন্‌তে পারে,—মা'র পাদ-পদ্ম মনের মধ্যে আঁকড়ে ধোর্‌তে পারে, মা তার প্রতি সদয় হন,—জন্মান্তরেও সে ঐ গোলক-ধাঁধাঁ থেকে অব্যাহতি পায়।"

"আর যার তা না হয়?"

"তার ঐ যাওয়া আর আসা,—আসা আর যাওয়াই সার;—কাঙ্গাল-বৃত্তি তার আর ঘোচে না।"

"জীবমাত্রেই তা হ'লে কাঙ্গাল ?"

"তা আর একবার বোল্‌তে ? কিন্তু ভক্তির কাঙ্গাল যে, সে-ই কেবল তোরে যায়। একদিনে বা একজন্মে না যাক্, যাবেই যাবে।"

"যার সে বিশ্বাস নেই ?"

"সেই মরে।"

"আর যে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয় ?"

"সংসার আর সমাজই তার সাক্ষী।"

"প্রভু ক্ষমা কর্‌বেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—কামিনী ও কাঞ্চন কি বিষবৎ পরিত্যজ্য ? তা হ'লে সৃষ্টি থাক্‌বে কেমন কোরে ?—আপনার কি এই মত্ ?"

"আমি ত ভারি বুঝি, তা আমার মত্! মা যা বুঝিয়েছেন, তাই তোদের বলি। কামিনী ও কাঞ্চন—দুই-ই চাই বটে, কিন্তু তার একটু প্রকার ভেদ।"

"সে কিরূপ, কৃপা ক'রে ব'ল্‌বেন কি ?"

"শোনার চেয়ে দেখা ভাল নয় ?"

"আপনার যেরূপ অনুমতি।"

"হাঁ, দেখিস্, একটু আক্কেল হবে। সেই যে তোর মনে নেই,—সেই ও-বছরে দুটি নধর নবীন যুবা, মনে মনে এক একটা মতলব এঁটে এই আশ্রমে এসেছিল ? তাদের দুজনকে দিয়ে এই পরীক্ষা হবে।"

"সেই অতুল ও প্রতুল ?"

"হাঁ, এক বোঁটায় দুটি ফুল। শিবুর সঙ্গে একজনের একটু সম্বন্ধ আছে; সময়ে তা বুঝ্‌বি। আর একজন, সেই ক্রোরপতি কার্‌বারি বুড়োর সঙ্গে মিশেছে! সেই যে রে,—যে আমার হাতে হীরের বালা পরিয়ে দিছিল,—সেই বুড়োর সঙ্গে তার খুব মাথামাথি হ'য়েছে;—তার পরিণামটাও দেখ্‌বি। দেখে তখন বলিস্, তোর কি মত্!"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর তখন করজোড়ে বলিল,—"প্রভু, আমাদের আর মতামত কি,—যেমন চালাইবেন, সেই মত চলিব।"

"না, না, তোর এখনো একটু সন্দেহ আছে,—আম্ড়ার আঁটীটা একবার চেকে দেখা ভাল।"

"দোহাই প্রভু, রক্ষা করুন,—আর আমায় সংসারে পাঠাইবেন না,—আমার সং দেওয়া শেষ হইয়াছে।"

"সং দেওয়া কি কারো শেষ হয়রে হতভাগা? চিতায় না উঠলে শেষ হয় না। শেষ হয়নি,—সং দেওয়া আরম্ভ হ'য়েছে মাত্র। তা ভয় নি, তোকে আর মরণ-পোড়্ খেতে হবে না।"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর কিন্তু একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়া, ঠাকুরের চরণযুগল ধারণ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, আমায় ক্ষমা করুন,—আমি অতিবড় মূর্খ ও আহাম্মখ, তাই, আপনার সহিত সমানে উত্তর করিতেছিলাম।—ওঃ! যে দাগা পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি, তাহা মনে করিলেও হৃৎকম্প হয়। না প্রভু, আর আমি সংসারে যাইব না। জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় সে চিত্র আমার বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—মোহবশে মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

"তা যাক্, তোকে আর কোথাও যেতে হবে না,—আমার কাছে থেকে তুই সব দেখ্তে পাবি। একটা কথা তোকে ব'লে রাখি শোন্। ঐ মায়ার খেলা দেখ্তে গিয়ে, আমায়ও খুব একটা টাল্ খেতে হবে।—হুঁ, সে এমন বান্দা নয়!—সে সময় তুই খুব হুঁসিয়ার থাকিস্, বুঝ্লি? ওরে বাপ্রে, সে তো এমন ঘুর্পাক নয়,—বোঁ বোঁ চর্কির পাকও কোথায় লাগে!"

"প্রভু, যদি পূর্ব্বেই তা বুঝেছেন, তো তার বিহিত ব্যবস্থা করুন না?"

"আমি ত মস্তলোক, ত তার ব্যবস্থা কর্বো! যা কর্বার হয়, মা বেটাই কোর্বে,—আমার ব'য়ে গেছে। তুই ততক্ষণ এই মন্ত্র জপ কর,—'কামিনী—জননী', 'কাঞ্চন—বন্ধন'।

"কামিনী—জননী', 'কাঞ্চন—বন্ধন।"

"আবার বল্, 'কামিনী—জননী', 'কাঞ্চন—বন্ধন'।"

"কামিনী—জননী, কাঞ্চন—বন্ধন!"

"ফের্ বল।"

সিদ্ধেশ্বর পুনরায় গম্ভীরস্বরে. রোমাঞ্চিত কলেবরে উচ্চারিত করিলেন, —"কামিনী—জননী, কাঞ্চন—বন্ধন।"

ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই তোর প্রশ্নের উত্তর হলো। কামিনীকে জননী ভেবে, আর কাঞ্চনকে বন্ধন স্বরূপ জ্ঞান কোরে, সংসারে থাকিস্.—তোকে আর.যোগী বা সন্ন্যাসীর সং দিতে হবে না।"

সিদ্ধেশ্বর। দেব, সংসার-আশ্রমই তা হ'লে সকলের শ্রেষ্ঠ?

ঠাকুর। নিশ্চয়ই।—রাজর্ষি জনকের চেয়ে কোন্ সন্ন্যাসী বড়? তাঁরও কি কামিনী-কাঞ্চন ছিল না। তিনিও কি সৃষ্টিরক্ষার বিরোধী ছিলেন?

সিদ্ধে। আজ্ঞা না। (স্বগত) অর্ব্বাচীনের মত কি প্রশ্নই ক'রেছিলাম!

ঠা। কামিনী-কাঞ্চন তা হ'লে বিষবৎ বর্জ্জনীয় নয়,—তাহার আবশ্যকতাও আছে?

সি। প্রভু, আর আমায় লজ্জা. দিবেন না,—সুনিশ্চিতই আছে। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে চালিতে পারে, সেই ধন্য।

ঠা। ধন্য, মহান্,—মায়ের সুসন্তান। তিনি আমার নমস্য। আমার সে ক্ষমতা নেই ব'লে, এই সং সেজে বেড়াচ্চি। কিন্তু আমি এ শ্রেণীর মহাত্মার কথা বোল্‌চি না। যারা কামিনী-কাঞ্চনে মাখামাখি হয়. ঐ দুটি জিনিস জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে করে,—কোন বিষয়েও একটু বাদ-বিচার করে না, আমি সেই শ্রেণীর লোকের কথা তোকে বল্‌চি। তারা যেন সাধারণতঃ 'কামিনী—জননী', আর 'কাঞ্চন—বন্ধন' এই ভাবটি মনে এঁকে রাখে।—তাহ'লে আর নরকের প্রেত এসে, মাঝে মাঝে তাদের মনের মধ্যে

উঁকিঝুঁকি মার্‌বে না;—শোকতাপময় সংসারের অর্দ্ধেক আগুনও তা হ'লে নিবে যাবে।

সি। কলির জীবের কি এ শুভদিন হবে?

ঠা। হওয়া না হওয়া, মায়ের ইচ্ছা। মা মনে কোর্‌লে সবই হয়, আবার মনে না কর্‌লে কিছুই হয় না। যাহোক্, শীঘ্রই তোর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। তুই এক অভিনব প্রহেলিকা দেখ্‌বি। কিন্তু দেখিস্, খুব হুঁসিয়ার!—আমায়ও টাল্ খাওয়াবে।

সি। সে হতভাগাদের বুকের পাটা কি এত বড়?—এমনি দুঃসাহস?

ঠা। হোঃ! আমি ত আমি,—স্বয়ং বিধাতাপুরুষকেও বাগে পেলে তারা ছোব্‌লায়। সুখের বিষয়, শিবুর কল্যাণে একজন ঢিট্ হ'য়েছে, কিন্তু আর একজন এখনো দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব কোর্‌চে,—তাকেই এখন বেশী ভয়। হতভাগা সর্ব্বনাশ কোর্‌বে রে, সর্ব্বনাশ কোর্‌বে,—একটা সংসার একেবারে ছারেখারে দেবে।—উঁহুঁ, তা হবে না; সেটি হ'চ্ছে না। হাতাহাতি তার সেই মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত দেখে নিতে হবে।—ঐ যে, ফার্সী বয়েদে আছে, "বোদায় মারে জোদা; আর জোদায় মারে খোদা!"—সেই খোদার মার্‌টা একবার দেখিস!

সি। প্রভু, এদের গতি কিছু হয় না?

ঠা। কৈ, মা'র ইচ্ছা হয় কৈ?

সি। তবে?

ঠা। অমঙ্গলের ভিতর দিয়েও একটু মঙ্গল আস্‌বে, এই যা সান্ত্বনা।—দূর হোক্, ও সব বাজে কথা ছেড়ে, এখন তুই একটু হরিনাম কর্।

সি। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

ঠাকুর সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"যশোদা নাচাত কোলে, ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা, (ওমা) করালবদনি, শ্যামা!"



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথিত সেই পাপ প্রমোদ-উদ্যান। সেই উদ্যানে বসিয়া, উদ্যান-স্বামী প্রতুল, পত্নী রঙ্গমতী ও পাপ-সহচর ডাক্তার—তিনে মিলিয়া সলা-পরামর্শ চলিতেছিল। রাত্রি তখন বড় জোর আটটা হইয়াছে। একটু টিপ্ টিপ্ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। দুই একটা শিয়াল মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে। লোকজনের বড় একটা সাড়া-শব্দ নাই। আকাশে মেঘ, নায়ক-নায়িকার মনের মধ্যেও কু-অভিসন্ধির ঘন কালো মেঘ। সেই মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া বিদ্যুৎ চকিতেছে। বিদ্যুতে বজ্রাঘাত হইবার সূচনা হইতেছে। সেই বজ্রাঘাতে কোন্ অভাগার আয়ুঃশেষের ভীষণ চক্রান্ত চলিতেছে। গো-ভাগাড়ে গো পড়িবে ভাবিয়া, শকুনি-গৃধিনী যেমন উদ্গ্রীব ও উৎসুক হয়, এই তিনের মন সেইভাবে পূর্ণ হইয়াছে। অথচ তিনের মধ্যেও আবার একটু লুকোচুরি চলিতেছে।

প্রতুল পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া, যেন একটু ন্যাকা সাজিয়া বলিল, "আর তোমাকে লুকাইয়া ছাপাইয়া কোন ফল নাই। খোলাখুলিই বলি,—বিষ দেওয়া হইয়াছে। বিষের ক্রিয়াও একটু একটু ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন বুড়ো বেটাকে কি করা যায়, সেই ভাবনা।"

রঙ্গমতী স্বামীর অলক্ষ্যে একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া, ডাক্তারের প্রতি একবার কটাক্ষ করিল। তখনই আবার সে ভাব বদ্‌লাইয়া, যেন একটু চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা, বিষ!—বিষ! সর্ব্বনাশ!"

প্রতুল। (ঈষৎ হাসিয়া) সর্ব্বনাশ কার?—তোমার না আমার? না, আমার প্রাণোপম নীলকৃষ্ণ ভায়ার?—স্ত্রীলোক কিনা, তাই একটুতেই ভয়।

ডাক্তারটা ওকালতি করিয়া কহিল, "না, ঠিক্ ভয় নয়,—নূতন শুনিলেন কিনা, তাই চমকিত হইয়াছেন।"

র। চমকিত হই আর না হই,—কৈ, ডাক্তার বাবু, আপনিও ত আমায় এসব কিছু ভাঙ্গিয়া বলেন নাই?—ছিঃ! আপনাদের সব লুকিয়ে-লুকিয়ে রাহাজানি!—এখন আমি যদি গোয়েন্দা হই?

আবার ইসারায় সেইরূপ হাস্য ও কটাক্ষ।

ডাক্তার যেন লজ্জায় একটু মাথা হেঁট করিল, কিন্তু সেই হেঁটমুণ্ডের মধ্যেও চকিতে একবার সেই পরকীয়া নায়িকার প্রতি প্রেম-দৃষ্টি করিয়া লইল।

প্রতুল হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি গোয়েন্দা হও, ত শ্রীঘরবাস আমাদের নিশ্চিত। তবে তুমিও যে পার্ পাইবে, এমন মনে করিও না।"

র। কেন,—আমার অপরাধ?

প্র। অপরাধ—তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, আর তোমার দেবর নীলকৃষ্ণকে তুমি 'আপনি' 'মশাই' বল।

র। তামাসা রাখ,—আমাকে এ সব তুমি কেন বল নাই বল ত?

প্র। তুমি আমার স্ত্রী না হইয়া স্বামী হও নাই কেন,—কহ ত?

র। আমি স্বামী হইলে কখনই তোমাকে এমন কাজ করিতে দিতাম না।

প্র। আর আমি স্ত্রী হইলে কখনই তোমাকে গোয়েন্দার ভয় দেখাইতাম না।

র। শুধু গোয়েন্দা?—গোয়েন্দা, থানা-পুলিস, লালপাগ্‌ড়ী—সব।

প্রা। বাকী আর রাখিলে কেন? বল—শ্রীঘর, পুলিপোলাও, শূল, ফাঁস—বেবাক্!

র। মজা মনে কোরো না,—টের্‌টা পাবে।

প্র। টের পাবার আগেই, লোহার সিন্ধুক, বামাল ঘরে এসে উঠ্‌বে! সেই অগণিত গোল গোল চক্রাকার—সোনা, রূপা, আর হীরা-জহরত হস্তগত হ'লেই, ও সব বেমালুম চাপা পড়িবে।

র। দেখো, যেন কালনিমের লঙ্কাভাগ করাই সার না হয়!

প্র। বান্দা, সে সব না ভাবিয়া-চিন্তিয়া এ কাজে নামে নাই জেনো।

পাপিষ্ঠা রঙ্গমতী তখন ডাক্তারকে নির্দ্দেশ করিয়া স্বামীকে কহিল, "তা তুমি এই সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তিকে ইহাতে জড়াইলে কেন বল দেখি?—আহা, অতি ভদ্রলোক! পবিত্র স্বভাব।

প্র। (স্বগত) ইস্! আস্‌নাইটা বড় জমিয়াছে দেখিতেছি।—বড় দরদ!

এবার আর ডাক্তার কথা না কহিয়া পারিল না, প্রতুলের উত্তর দিবার আগেই বলিয়া উঠিল,—"আপনি যতটা serious মনে করিতেছেন, ততটা নয়। বড় জোর বুড়ো 'সোবে' করিতে পারে। সোবেয় কিছু হয় না,—প্রমাণ সাক্ষী-সাবুদ—এ সব কিছু নাই।"

মনে মনে বলিল, "আহা, কি সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহময় হৃদয়খানি! আমার কল্পিত বিপদেও প্রেমময়ী কাতরা!—বিবাহিত পতি অপেক্ষাও আমাকে ভালবাসেন!"

এবার ডাক্তারের অলক্ষ্যে, পতি-পত্নীতে কি ইঙ্গিত হইল। উভয়ের সেই ইঙ্গিতে, উভয়ে অনুমোদন করিল।

প্রতুল বলিল, "তা নীলকৃষ্ণের প্রতি কি এখন তোমার শ্রদ্ধার হ্রাস হইল? 'সচ্চরিত্র' 'পবিত্রস্বভাব' বলিয়া কি ইহাঁকে আর সম্মান করিবে

না? দেখ, পৃথিবীতে যদি কেহ আমাদের চিরহিতৈষী ও প্রকৃত বন্ধু থাকে, ত এই নীলকৃষ্ণ! আমার সুখে দুঃখে যদি কেহ চির-সহায় হয়, তা সেও আমার এই সোদর-প্রতিম অনুজ।—আমি কি সাধে তোমায়, নীলকৃষ্ণকে দেবররূপে দেখিতে ও সেইভাবে আলাপাদি করিতে উপদেশ দিয়াছি?"

নী। (হেঁটমুণ্ডে) আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি মাত্র,—আপনি নিজগুণে আমার মান বাড়াইতেছেন।

"আর আমি কি ভাই তোমার——"

এই অবধি বলিয়াই যেন কালামুখীর হুঁস হইল,—পরপুরুষকে একেবারে 'ভাই' 'তোমার' সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছে!—অমনি যেন ভ্রমসংশোধনার্থ লজ্জিতভাবে মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া, এক-গাল জিব্ কাটিয়া, একটুখানি সরিয়া বসিল। মুখখানি যেন লজ্জারাগরঞ্জিত,—চোখ দুটি ভূমিপানে নত;—যেন লজ্জাবতী লতা! অথচ সেই লজ্জার মাঝেও মুখে চোখে হাসি ফুটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তারের হৃদয়মাঝে, কে যেন চাঁদের হাসি নিঙড়িয়া দিল। আহা, স্নেহময়ী প্রেম-প্রতিমা, তাঁহাকে মধুমাখা 'ভাই' সম্বোধন করিয়াছেন! অতি আদরে ও সোহাগে 'তোমার' অবধি বলিয়া ফেলিয়া,—হায়রে! কথাটা ও-বিধুমুখে আট্‌কাইয়া গেল!—উঃ, স্বর্গ! তুমি আর কোথায়? সুধা, তুমি আর কিসে?

ডাক্তারপুঙ্গব ত এমনি ভাবে হাবুডুবু খাইতে থাকুন, আর মত্‌লবী প্রতুলও সেই অবসরে আসল কাজটা ভালরকমে বাগাইয়া লইবার জন্য স্ত্রীকে একটু তিরস্কারচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, "তা আর হ'য়েছে কি? নীলকৃষ্ণ যখন আমার স্নেহের ভাই, তখন তোমারও নয় কি? ঠিক্ সম্বোধনই ত হইয়াছে? এমন না-করিলে যে 'পর-পর' ঠেকে? 'ভাই' বল, 'তুমি' বল,—দেবরের মত আদর-যত্ন কর, ভাল ক'রে খাওয়াও

দাওয়াও, তবে ত আপনার জন বলিয়া মানাইবে ?—বেশ হ'য়েছে, এই যে লজ্জা ভেঙ্গেছে, ইহাতে আমি ভারী খুসী।"

মনে মনে বলিল, "রও বেটা ডাক্তার, তোমার প্রেমের ফাঁদে আমি নুড়ো জেলে দিচ্চি! আর রঙ্গমতি, বলিতে পারি না,—তোমারও যদি একটু নেক্-নজর পড়িয়া থাকে, ত সে নজরেও আমি পর্দা দিচ্চি।—আর দিনটা কত।"

এবার প্রতুল বিশেষ একটু ব্যগ্রতাসূচকস্বরে, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"নীলকৃষ্ণ, আর বিলম্ব কত বল দেখি ? ছোঁড়াটার যে মার্কণ্ডের পরমায়ু দেখ্‌চি !"

নী। আজ্ঞে না, দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। উদরাময়ের সূচনা হইয়াছে। মুখে চোখে অতি অল্প নীলের আভাও দেখা দিয়াছে। এক আধবার রক্তভেদ, রক্তসংযুক্ত বমনও হইতেছে।—আর বড় জোর দশ পনেরো দিন। বড় সাবধানে কাজ ক'র্ত্তে হ'চ্ছে কিনা, তাই একটু বিলম্ব হ'চ্ছে। এমন কি, বুড়োও আসল কথা কিছুই জান্‌তে পারে নি।

প্র। হাঁ দেখো, খুব হুঁসিয়ার ! ঘুণাক্ষরেও কেউ না কোনরূপ সন্দেহ করে। রোগীর ঘরে কাউকে যেতে দিও না, রোগীকে দেখ্‌তে দিও না।—যেন তীরে এসে ভরা না ডোবে !

নী। আজ্ঞে না, সে ভয় নি,—বুড়োকে বুঝিয়েছি যে, এ পেটের অসুখ মাত্র। আগে বড় দুর্ব্বল ছিল, ঔষধ ও পথ্যগুণে সবল হয়, তারপর আবার কাহিল হ'য়ে প'ড়েছে। এইরূপ ভেঙ্গে-গ'ড়ে শরীরটা বেঁধে যাবে,—তার পর আর ভাঙ্গ্‌বে না। বুড়োকে আরও বুঝিয়েছি, এত অল্পবয়সে বেশী পড়া-শোনাটা কিছু নয়। ছেলেমানুষ, এর মধ্যে এত বই প'ড়ে ফেলেছে,—মানসিক শ্রমটা কিছুদিন এক-দম্ বন্ধ কোর্‌তে হবে।

প্র। বেশ ব'লেছ, উত্তম বুঝিয়েছ,—মাষ্টারটা না ত্রিসীমানায় ঘেঁসে।

নী। ঘেঁসা দূরের কথা, ঘরে ঢুক্‌তেই দিই না,—চাকর বাথর এক-

আধজন আসে মাত্র।—একটা ভয়, অমৃত বাবুকে, কি কোন সাহেব-ডাক্তারকে বুড়ো আনে।

প্র। সে ভয় তুমি কোরো না। আমি বুঝিয়েছি, case পাঁচ হাতে দেওয়াটা কিছু নয়। বিশেষ রোগীর জ্বর-জাড়া কিছু নেই, পোরের ভাত ও মাগুর মাছের ঝোল—অতি সুপথ্যই খাচ্ছে,—একটু কাহিল হ'য়ে গেছে মাত্র। তা দু'মাসের মধ্যে যে অমন চিররুগ্ন দুর্ব্বল ছেলেকে বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে পারিয়াছে, সে কি অবুঝ না আনাড়ী? বিশেষ তুমি দিনরাত সঙ্গে-সাথে থাকিয়া তাহার ধাত যেমন বুঝিয়াছ, অমৃত বাবুই হোন্, কি আর কোন সাহেব ডাক্তারই হোন্, তেমনটি কেহ বুঝিতে পারিবে না।—বুড়ো এ কথা শতবার স্বীকার করিয়াছে। আর একান্তই যদি তেমন-তেমন বুঝি, ত বুড়োর মনোরঞ্জনের জন্যে, একটা Bogus M. D. ধ'রে আন্‌লেই হবে।

নী। শাদা চাম্‌ড়া হ'লে যেন আরো ভাল হয়।

প্র। (একটু ভাবিয়া) তাহাই হইবে। একটা হতচ্ছাড়া ফিরিঙ্গিকে হাত করিলেই হইবে। বুড়ো ত কাউকে চেনে না, তার আসল নাম ভাঁড়াইয়া—একজন বড় সাহেব-ডাক্তারের পরিচয় দিলেই চলিবে।—ভবঘুরে হাতুড়ের ত অভাব নেই?

নী। বেশ বুদ্ধি কো'রেছেন। (স্বগত) ওঃ বাবা! এ ধড়িবাজ্ ফন্দিবাজের হাত থেকে দশহাজার বেরুবে? তা টাকা না পাই, রঙ্গমতীকে নিশ্চিত পাব। হুঁ, ম'জেছে।—ঐ যে স্বামীর অগোচরে আমার পানে মধুর কটাক্ষ করিলেন!—ওগো ভাগ্য, প্রসন্ন থেকো!

পাপীয়সী হাসিতে হাসিতে বল্লিল, "সব ত হইল, এখন বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?—মড়া ববে কে? সেখেনে যদি ধরা পড়ো?—হ্যাঁ, তাদের সাফ্ চোখ! আমি একবার গঙ্গায় নাইতে গিয়ে দেখেছি;—সেও এই বিষ-খাওয়ানো মড়া।"

প্রতুল চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "বলো কি ? তবে তো তাদেরও হাত ক'ত্তে হবে ? ভাল মনে ক'রে দিয়েছ যা হোক্।—প্রিয়তমে, তোমায় মতির মালা দিয়ে সাজিয়েছি, এইবার হীরের ঝালর দিয়ে ঐ চারু-কুন্তল সাজাইব।"

পাপিষ্ঠ স্বামী—সোহাগে, আহ্লাদে, পাপিষ্ঠা পত্নীর খোপায় একবার হাত দিল।

র। গহনার লোভ আমায় দেখিয়ো না,—আমি গহনা ভালবাসি না।

প্র। তা আমি জানি ;—তুমি আমার সুশিক্ষিতা উচ্চভাবপ্রাপ্তা সহধর্ম্মিণী। সখী, শিষ্যা, বন্ধু, জীবন-সঙ্গিনী,—সবই তুমি আমার!

র। থাক্ থাক্, আর বক্তৃতার বাহার দেখাইতে হইবে না। ডাক্তার বাবু এখন খুব হুঁসিয়ার থাকুন, চার-চোখ করুন,—যেন শেষ ফাঁসিয়া না যায়।

ড। দেখুন, আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

প্র। আমাদের আশীর্ব্বাদ যত হোক না হোক, তোমার হাতযশ। এখন তুমি খাইয়া দাইয়া শীঘ্র যাও,—রোগী একা আছে।

ডা। সে ব্যবস্থা আমি করিয়া আসিয়াছি, রোগীকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছি। ঔষধের সঙ্গে একটু মর্‌ফিয়া দিয়াছি।

র। আবার ঔষধ যে ?

ডা। বুড়াকে ভুলাইবার জন্য মাঝে মাঝে একটু নরম গরম করিতে হয়।

প্র। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন গুলো ত সব ঠিক্ করিয়া রাখিতেছ ?

ডা। আজ্ঞা হাঁ, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে হয়। কি জানি, যদি অন্য কেউ আসিয়া দেখে।

র। কি ব্যায়রামের চিকিৎসা করিতেছেন ?

ডা। চিকিৎসা মাথামুণ্ড,—একটু রং করিয়া চিরেতা বা কুইনাইনের জল দিই। আসল ঔষধ নরদামায় গড়াগড়ি যায়।

র। সে কি ঔষধ?

ডা। তার ভাল,—কলেরাঘটিত ডায়েরিয়ার।

প্র। (স্ত্রীর প্রতি) তেমন তেমন হয়, বুড়াকে বলা যাইবে, ছেলের ওলাউঠা হইয়াছিল, তিনি ভয় পাইয়া কান্নাকাটি করিবেন বলিয়া, আসল রোগের কথা বলা হয় নাই।

ডা। হাঁ, আপনার উপর অটল আস্থা,—প্রকৃতই আপনাকে সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করেন।

প্র। নূতন নূতন Firm হইতে ঔষধ আনিতেছ ত?

ডা। আজ্ঞা হাঁ, নিজেই যখন বাহক, তখন প্রতিদিন এক জায়গা থেকে আনিলে যে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। ঔষধ কিনিবার সময় কোথাও পরিচয় দিই না।

প্র। হাঁ, খুব হুঁসিয়ার! সকলেরই জীবন-মরণ তোমার হাতে।

ড। আমার সর্ব্বাগ্রে ত বটেই। তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন;—আপনার এ অধম শিষ্যের পা পিছ্‌লাইবে না।—এখন তবে আসি।

প্র। কিছু খাইয়া যাও।

ডা। আজ্ঞে, তার আর সময় নেই,—অনেকদূর থেকে ঔষধ আনিতে হইবে।

প্র। আজ কোথেকে ঔষধ আন্‌বে, ঠিক্ কোরেছ?

ডা। স্কট টমসনের বাড়ী।

র। কোন বাঙ্গালীর দোকান থেকে নিলে হয় না?

ডা। আজ্ঞে, এক আধজন চেনা-শোনা লোক, দেখা হোলে একটু মুস্কিল হয়।—'কেন, কি বৃত্তান্ত'—সাত শত পরিচয় দাও।

প্র। মিছে নয়, সাহেব জাতির ওসব বালাই নাই।—তা কিছু খেয়ে গেলে হ'তো না?

ডা। আজ্ঞে——

চকিতে স্বামী স্ত্রীতে কি একটু ইঙ্গিত হইয়া গেল।

সঙ্কেত-শিক্ষাসুনিপুণা কাল-ভুজঙ্গিনী, অমনি অতিমাত্র সৌজন্য-সোহাগ দেখাইয়া, ডাক্তারের হাত ধরিয়া, স্নিগ্ধমধুরকণ্ঠে বলিল, "বিলক্ষণ! একটু মিষ্টি-মুখ না করিয়া কি যাইতে আছে? বিশেষ আজ আমি আপন হাতে গোলাপী বর্‌ফী তৈয়ের ক'রেছি;—একটু চাকিয়াও যান!"

বেদিনীর হাতে সাপের যে দশা, রঙ্গিণী রঙ্গমতীর হাতে ডাক্তার সাহেবেরও সেই দশা হইবে। একে সেই কোমলা—কমলিনীসদৃশা বরাঙ্গনার মধুরতর হাত-ধরা, তায় আবার সেই পদ্মহস্তে-প্রস্তুত মধুরতম গোলাপী বর্‌ফীর আস্বাদনে সেই বাঞ্ছিতা পরকীয়া কামিনীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ;—সাপ কেঁচো হইয়া গেল! মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গুড়্ গুড়্ সুড়্ সুড়্ করিয়া তিনি পার্শ্বের কক্ষে বর্‌ফীর আস্বাদন করিতে গেলেন! বর্‌ফী খাইতে খাইতে মনে মনে বলিলেন, "আজ আমার জীবন সার্থক!—রঙ্গমতী আমার হাত ধরিয়া জল খাওয়াইতে আনিয়াছেন!"

জল খাইয়া রুমালে হাত মুছিবার জন্য পকেটে হাত দিতে-না-দিতে চতুরা চঞ্চলা, ধাঁ করিয়া আপন বসনাঞ্চল দিয়া ডাক্তারের মুখ মুছাইয়া দিল। মনে মনে বলিল, "যত্ন দেখাইলাম, ত ভালরকমই দেখাই।"

দেখাও পাপিষ্ঠা,—মারিতে বসিয়াছ ত, ভাল করিয়াই মরো!

নব্য ডাক্তার ছোড়া ত একেবারে অবশ, অসাড়। তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল;—মাথার ভিতর রি রি করিতে লাগিল।—তাল সাম্‌লাইবার জন্য, ঝটিতি "Good Night" বলিয়া, ও প্রতুলকে একটা নমস্কার করিয়া, সে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। কোচ্‌ম্যান্‌কে বলিল,—জোরসে হাঁকাও।—চৌরঙ্গি পাশমে যাও।"

"যো হুকুম মহারাজ" বলিয়া, কোচ্‌ম্যান্‌ও বেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

প্রতুল মনে মনে বলিল, "বাঁচিলাম, পাপ গেল,—আর এই গোণা কটা দিন!"

রঙ্গমতী ভাবিল, "অভ্যাসেই আসক্তি। তা আমি কি করিব? আমার স্বামী যেমন শিখাইয়াছে, আমি তাহাই শিখিয়াছি;—আমার দোষ কি?"

সত্য। তোমায় অধিক দোষী করিতে পারি না। ঘৃত অগ্নির যে সম্বন্ধ, প্রাকৃতিক নিয়মের যে ফল, তাহার কিছু-না-কিছু ফলিতেই হইবে।

ভক্ত ও ভাবুকের ভাষায় বলি,—

"কাজলকী ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে
থোড়া বুঁদ্ লাগে পর লাগে।
যুবতী কী সাতমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে
থোড়া কাম জাগে পর জাগে!"





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজ শেষদিন। পিশাচের পৈশাচিক অভিনয়ের আজ শেষদিন। মোহাচ্ছন্ন মাধবচন্দ্রের মোহ অবসানের আজ শেষদিন। সোনার চাদ অকলঙ্ক শশী—বালক সুশীলের আয়ু-রবি অস্তমিত হইবার আজ শেষদিন। হায়! এই সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নারকী নায়কের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত হয় না?

হরি, হরি! এই কি মানব-চরিত্র? শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণে, মানুষ এতদূর ভীষণ হইতে পারে? দানব কি ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ?

মানব যদি, তবে তার প্রকৃতিদত্ত কোমল অংশটুকু কোথায়? স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া কি তার এককালে লোপ পায়?

পায়;—যদি সে সত্য সত্যই ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী নাস্তিক হয়।—যদি সে ধর্ম্ম, নীতি ও বিবেককে দুরাকাঙ্ক্ষার দাবানলে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করে!

অর্থের কামনায় যে আজন্ম উন্মত্ত; এই মদিরাপানে যে দিনরাত বিভোর; আপন বিবাহিতা বনিতাকে, যে এজন্য বেশ্যারও অধিক রঙ্গরসচটুলা করিতে পারে,—তাহার আবার হিতাহিত জ্ঞান কোথায়? সময় ও সুযোগ পাইলে, সে সকলই করিতে পারে,—সকলই করিয়া

থাকে। পেটের দায়ে বা তত্তুল্য কোন গুরুতর কারণে, যে চোর বা দস্যু হয়, তাহাকেও তুমি বিশ্বাস করিও; তথাপি এ শ্রেণীর জীবকে মনের কোণেও ঠাঁই দিও না।

যাহার ধর্ম্ম নাই, তাহার আবার চরিত্র কি! যাহার চরিত্র নাই, তাহার আবার ঈশ্বর বা আদর্শ কোথায়? বিশেষ, সে যদি অর্থগৃধ্নু ও প্রভুত্বপ্রিয় হয়,—কর্ত্তৃত্বাভিমান তার প্রবল থাকে, ত তার দ্বারা, এমন মহাপাপ নাই যে, সংসাধিত হইতে না পারে। টাকাই তার জীবনের মূলমন্ত্র। তাই আব্রহ্মস্তম্ব ভেদ করিয়া, সর্ব্ববস্তুর ভিতর দিয়া, নিয়তই তার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়,—'টাকা, টাকা, টাকা!' কখন জীমূতমন্দ্রে, কখন সুগম্ভীর নাদস্বরে। ধ্বনি কিন্তু ঐ একই,—'টাকা, টাকা, টাকা!"

এই টাকার উপাসক—কাঞ্চনের শ্রেষ্ঠতম পূজক—শূন্যবাদী—অতি ভীষণ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি প্রতুল; আজ অতি অল্পায়াসে, সেই অগণিত—রাশি রাশি টাকা পাইতেছে,—তাহার জীবনে স্নেহ, মমতা, বা দয়া-মায়ার ঘাত-প্রতিঘাত হইবে কেন?

ঘাত-প্রতিঘাত দূরের কথা, সে এতটুকু চঞ্চল বা চিন্তাচ্ছন্নও হয় নাই। দুশ্চিন্তা, ভয় বা নৈরাশ্য,—তাহার কোষ্ঠীতে নাই।

সে ভাব বরং হইয়াছিল একটু,—সেই ডাক্তার হতভাগার। সে হতভাগা, এক একবার মুখখানা একটু কেঁচু মেচু করে, আর পিশাচ-গুরু অমনি সকলের অলক্ষ্যে, তাহাকে এক একবার হুমকি দেয়,—কখন বা তাহার প্রতি একটু কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া থাকে।

বৃদ্ধ মাধবচন্দ্র আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, রোগীর শিয়রে সমুপস্থিত। তাঁহার সেই নির্নিমেষ নয়ন, মর্ম্মচ্ছেদকর তপ্তশ্বাস, অস্থিপঞ্জরভেদী সুগভীর মনস্তাপ,—রোগীকেও আকুল করিয়া তুলিল। সোনার সুশীলা অন্তিম-শয্যায় শুইয়া, অন্তিম-নিশ্বাস টানিতে টানিতে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

"দাদা মশাই, কাঁদ' কেন? আমার যে বড় তৃষ্ণা!—একটু জল দাও। উঃ! আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেল;—জল দিয়া আমায় বাঁচাও!"

বৃদ্ধ এবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণোপম পৌত্ররত্নের মুখে জল দিলেন। হায়! মুখে নীলিমা পড়িয়াছে, কচি ঠোঁট দুখানি শুকাইয়া বিশুষ্ক কঠিন খড়ির তুল্য হইয়াছে;—স্ফুট অস্ফুটস্বরে কেবল সেই ক্ষীণতম কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছে,—'জল, জল, জল!'

এই প্রাণঘাতিনী পিপাসার সহিত বালকের শয্যাকণ্টকী হইল। অন্তিমশয্যায় শুইয়া বালক ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার ভিতর বাহির সমানে পুড়িতেছে,—গুপ্ত ও সঞ্চিত কালকূট অস্থি-মজ্জা ভেদ করিয়াছে,—এ সময় মৃতসঞ্জীবন সুধা, তাহাকে হায়! কে দিবে?

বৃদ্ধ আর সে দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া, বক্ষেঃ করাঘাত করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবান্, এ কি করিলে? কোন্ পাপে, কার অভিশাপে, হায়! আমার এ জীয়ন্তে নরকভোগ হইতেছে?—পতিতপাবন, গুরুদেব, দয়াল ঠাকুর! এ সময় কোথায় তুমি? হায়! তোমায় ভুলিয়া, তোমার শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, বিষয়-মোহে আমার এ সর্ব্বনাশ হইল! অনেক দিন তোমায় দেখি নাই,—নিজগুণে এ সময় একবার দেখা দাও প্রভু!—ওঃ, ওঃ, ওঃ!"—বলিতে বলিতে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায়, বৃদ্ধ এবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শয্যার এক পার্শ্বে এই শোচনীয় দৃশ্য, অন্য পার্শ্বে মুমূর্ষু শিশু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় অবস্থিত;—রক্তমাংসের শরীর লইয়া, নরকের কীট সেই নারকীয় ডাক্তার এই দৃশ্য দেখিল। অর্থলোভী, অধমাত্মা ও সর্ব্বপ্রকারে ঘৃণ্য হইলেও তাহার হৃদয় কিন্তু, পিশাচ প্রতুলের ন্যায় একেবারে চরমরূপে নির্ম্মম, কঠিন ও পাষাণ নয়,—তাই এ মর্ম্মভেদী দৃশ্যে সহসা সে কেমন হইয়া গেল। মনে মনে কি ভাবিল।

তাহার মনের কলকাঠী কে নাড়িয়া দিল। সে উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে গেল। একটা কি ঔষধের শিশি আনিল। চারিদিকে চাহিয়া, ভয়ে ভয়ে একটা পাত্রে সেই ঔষধ একটু ঢালিল। তাহাতে একটু জল মিশাইল। তারপর আবার সভয়ে এদিক ওদিক একটু চাহিয়া, একখানি ক্ষুদ্র চামচ দিয়া, কম্পিত বক্ষেঃ, সেই ঔষধটুকু মুমূর্ষু বালককে খাওয়াইল। মনে মনে বলিল,—

"যা থাকে কপালে, এই antidote দিলাম, আয়ু থাকে ত, ইহাতেই বিষ নামিয়া যাইবে।—ভগবান্, প্রতুলের হাত থেকে আমায় রক্ষা ক'রো। না, রক্তমাংসের শরীর লইয়া এ দৃশ্য আমি আর দেখিতে পারিলাম না। আমার ক্ষমতার অতীত। দশ হাজারের পুরস্কার আমার মাথায় থাক্।—লাইকার ফেরীডায়েলিসেটাস্,—শুনেছি, আর্সেনিকের অব্যর্থ প্রতিষেধক। ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে ইহার ফল ফলিবেই ফলিবে। এখন এই দুই ঘণ্টা ভালয় ভালয় কাটিলে হয়। মূল কিন্তু বালকের অদৃষ্ট।—ঔষধের শিশিটা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলি। কি জানি, যদি প্রতুল আসিয়া দেখিতে পায়?—ওঃ! আমায় গুলি করিয়া মারিবে!"

ডাক্তার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হতভাগ্য সব দিক্ ভাবিয়া, গোপনে এমনি দুই একটা ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল;—অবশ্য প্রতুল বা রঙ্গমতী তাহার বিন্দুবাষ্প জানিত না।

কিন্তু মুমূর্ষুর কাতরতা ও কষ্ট দেখিয়া, তাহার সে কম্পন থামিল। হায়! দুর্ভাগ্য বালকের বাপ নাই, মা নাই,—আছে কেবল এই পিতৃ-মাতৃস্থানীয় বা ততোধিক স্নেহশীল এই বৃদ্ধ পিতামহ, আর অগণিত ও অপরিযাপ্ত ধন-দৌলৎ। বিধির বিধানে এই ধন-দৌলৎই তাহার কাল হইল।

মুমূর্ষু বালক কখন চক্ষু বুজাইতেছে, কখন চক্ষু মেলিতেছে, কখন মুখব্যাদান করিতেছে,—কখন বা নিদারুণ গাত্রদাহে কাটা-ছাগলের ন্যায়

সেই অন্তিম-শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কখন বা প্রলাপ বকিতেছে,—"কেও, বাবা?—ওকে?—মা? এস মা, আমায় কোলে লও!"—তখন মুখে, ক্ষীণ হাস্য, চোখে সকরুণ রুদ্ধ-অশ্রু, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ।

ডাক্তার ঘন ঘন পথপানে চাহিয়া দেখিতেছে,—কতক্ষণে তাহার যম—প্রতুল আসিয়া উপস্থিত হয়। আসিয়া আবারই বা কি চাল্ চালে।

এদিকে স্বভাবের নিয়মবশে, বৃদ্ধের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি আপনা হইতেই উঠিয়া বসিলেন। মর্ম্মচ্ছেদকর একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারকে কহিলেন, "আর বিলম্ব কত? সব কি ফুরাইয়াছে?"

ডা। আপনি নিরাশ হইবেন না। আপনার পুণ্যফলে হয়ত বালক এ যাত্রা রক্ষা পাইবে।—ঐ দেখুন, রোগী ঘুমাইতেছে।

মা। শেষনিদ্রা নয় ত? হাঁ, লক্ষণাদি যে সেইরূপ।—জগদীশ্বর, এ কি করিলে? কেন আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলে?

ডা। (স্বগত) তাইত? নিদানে antidote ভাসিয়া গেল। হায়! কোন ফল হইল না। দেখিতেছি, এ নাভিশ্বাস—ওঃ!

ডাক্তার ম্রিয়মাণ হইল। নিজের পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণ আদ্যন্ত স্মরণ করিয়া শিহরিল। একটু ভয়ও পাইল।

বৃদ্ধ মাধবের অবস্থা এ সময় অতি শোচনীয়। উন্মাদের লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। উন্মত্তভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"বাবা গিরিশ, এসেছ? বউ মা, তুমিও এসেছ?—হায় হায়! তোমাদের গচ্ছিত ধন আমি রাখিতে পারিলাম না!—ওহো-হো! চোরে সে ধন চুরি করিল!—চোরে চুরি করিল!"

না, আর পারিলাম না,—সহৃদয় পাঠক, নিজেই এ চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন!

ঠিক্ এমনি সময়, সেই ষড়যন্ত্র-নায়ক, সয়তান-শিষ্য,—না, স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ সয়তান, কোন বিষয় অপূর্ণ রাখিবে না বলিয়া, আপন কূটবুদ্ধির

প্ররোচনায়, এক হ্যাটকোটধারী সাহেব ডাক্তারকে লইয়া, সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সয়তানকে সম্মুখে দেখিয়া, বৃদ্ধ মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। এবং সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে, শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া পিশাচের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। হায়! বৃদ্ধের তখনও ধারণা,—প্রতুল তাঁর ব্যথার ব্যথী,—পুত্রপ্রতিম আত্মীয়!

পিশাচ একটু বিব্রত, একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কোনরকমে বৃদ্ধকে উঠাইয়া বলিল, "বাবা, একটু শান্ত হউন, একটু স্থির হইয়া বসুন;—এই আপনার সাহেব-ডাক্তার আনিয়াছি।"

"আর সাহেব-ডাক্তার। সোনার দীপ বুঝি নিবিয়াছে, আর জ্বলিবে না!"—বৃদ্ধ পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

প্রতুল কোনরকমে বৃদ্ধকে একটু থামাইয়া রাখিল। তারপর পিশাচ সেই সাহেবকে দিয়া, তার শেষ অভিসন্ধিটাও সিদ্ধ করিয়া লইল।

ডাক্তারবেশী সেই সাহেব, দুএকটা যন্ত্র-পাঁতি দিয়া, রোগীর অঙ্গাদি একটু পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"O, the case is very serious. There is no hope."

পিশাচ প্রতুল জনান্তিকে সেই সাহেবকে কি শিখাইল। সে অমনি একটু চমকিতভাবে বলিয়া উঠিল,—"O, ho, it is the symptom of death! I think the patient was attacked with Choleric Diarrhœa."

এইবার সেই সয়তান-অনুচর ডাক্তার নীলকৃষ্ণ পূর্ব্ব-শিক্ষামত বলিল,—"Yes Sir."

প্রতুল বুঝাইয়া দিল, ইনি একজন এল, এম, এস উপাধিধারী ডাক্তার;—ইনিই রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

সাহেব। Let me see your prescriptions, please.

ডাক্তার ঝটিতি একটা ফাইল হইতে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনগুলি খুলিয়া

দেখাইল। সাহেব মাথামুণ্ড কি দেখিয়া বাঁকা-বাঁকা বাঙ্গালায় বলিল,—"ঔষট্ টো ঠিক ডেওয়া হইয়াছে? টবে এমন হইল কেনে?"

পরে বৃদ্ধ মাধবচন্দ্রকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিল,—"হে বুড্‌ঢ লোক, টুমি কাঁডে কেনে? কেঁডে টো কোন ফল নাহি আছে। টোম্ লোকটো কপাল মানে,—এ সবকোই কপালকে লিখন!—O God! O ho, ho, ho!"

সাহেব এইরূপ একটু কিড়ির-মিড়ির করিয়া, "Good bye" বলিয়া চলিয়া গেল। অবশ্য তার ভিজিট বা ফুরণের টাকা, বা আর কিছু, পূর্ব্বেই সে পিশাচ প্রতুলের নিকট হইতে বুঝিয়া-পড়িয়া লইয়াছিল।

শোকাতুর বৃদ্ধ শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "হায় ডাক্তার! কেন তুমি আমায় সব খুলিয়া বল নাই? আমি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া, সহরের সকল ডাক্তার এক করিতাম!"

ডা। প্রভু, আপনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী; আপনাকে আর আমি কি বুঝাইব,—সমগ্র ডাক্তার ছাড়িয়া স্বয়ং ধন্বন্তরী আসিলেও, আয়ুহীনের আয়ু দিতে পারে না!"

মা। তবু মনটাকে একটু সান্ত্বনাও দিতে পারিতাম;—আসল রোগটা কি, তাহাও নির্ণয় হইত।

ডা। রোগ,—উদরাময় ঘটিত চোরা-কলেরা। দেখিলেন ত, সাহেব-ডাক্তারও আমার ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া তাহাই বলিয়া গেলেন।

মা। হায়, আগে বল নাই কেন? সামান্য পেটের অসুখ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে কেন?

এবার মহাখল প্রতুল, ডাক্তারের উত্তর নিজে দিল। বলিল, "বলিলে "আপনি আকুলি-ব্যাকুলি করিতেন, অস্থির হইতেন,—হয়ত আদৌ চিকিৎসা করিতেই দিতেন না।—ডাক্তারের দোষ নাই,—আমিই ডাক্তারকে, আপনাকে ইহা জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম?

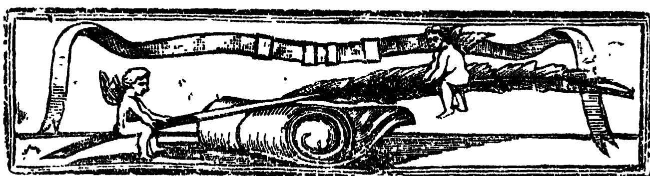
"ভাল কর নাই বাবা ?"—মর্ম্মান্তিক দুঃখে, বৃদ্ধ এই কথা বলিলেন।

ক্রমে বিষ-প্রয়োগের শেষলক্ষণ দেখা দিল। ডাক্তারের সেই গুপ্ত antidote—সেই প্রতিষেধকের ফল কিছুই ফলিল না। শেষ একবার রক্ত-ভেদ ও ঈষৎ রক্ত বমন হইল। বমন যত হউক আর না হউক, হিক্কাটা অতিরিক্ত মাত্রায় হইতে লাগিল। অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল মৃতকল্প রোগীর,—সে হিক্কা আর সহিল না। মুখ দিয়া সফেন রক্তাভ গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল। এবং সেই গাঁজাভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে,—হায়! দুই চক্ষু কপালে উঠিল! সর্ব্বনাশ হইল,—সব ফুরাইল!

যে মুহূর্ত্তে এই সর্ব্বনাশ হইল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তের সেই ক্ষণে, পার্শ্বের বাড়ী হইতে তুমুল রবে বিবাহের বাদ্য-ভাণ্ড বাজিয়া উঠিল।

মর্ম্মাহত বৃদ্ধ মাধবচন্দ্র বুঝিলেন,—এ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক যিনি, তাঁহার রাজত্ব ঠিকই চলিতেছে। সুর ঠিক্ সমানে বাঁধা আছে। হায় রে! মানবে মানবে এমনই সহানুভূতি,—এমনই প্রেম!—মনশ্চক্ষু তাঁহার যেন একটু ফুটিল, বুঝিলেন, ইহারই নাম সংসার!—সত্যই সংসার একটি বিরাট্ নাট্যশালা!





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পিশাচের পৈশাচিক অভিনয়ের যবনিকা, পড়িয়াও পড়িতেছে না,—আবার নূতন অঙ্ক, নূতন দৃশ্যের অভিনয় চলিতে লাগিল।

প্রতুল বৃদ্ধকে শুনাইয়া বলিল, "আমার বুকের হাড়,—শব আমি নিজে লইয়া যাইব। বাজে লোক কাউকেও শ্মশানঘাটে যাইতে হইবে না।"

মাধব। না, আমিই নিজে যাইব।

প্র। সে কি!—আপনি?

মা। হাঁ, আমি। যা হইবার, তা ত হইয়াছে,—এখন হিন্দুর শেষকাজ করি।

আশ্চর্য্য! এখন যেন আর সে বৃদ্ধ নয়, তাঁহার চোখে একফোঁটা জলও নাই,—যেন সম্পূর্ণ নূতন লোক।

লোকজন দ্বারা তিনি খাট আদি সব আনাইলেন। শ্মশানযাত্রার সব আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া প্রতুল কিছু চমকিত হইল। আবার ভাবিল,—"না, এ উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ। তা বেশ ত, শ্মশানে যায় যাক্;—শোকের উত্তেজনায় চাই কি চিতানলেও পড়িতে পারে,—কিংবা গঙ্গায়ও ঝাঁপ দিতে পারে। ক্রোর মুদ্রা সহজেই তখন আমার হবে।"

অনুচর ডাক্তারকে লইয়া, সয়তান সেই কক্ষের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সয়তান-শিষ্য ডাক্তার, চুপি চুপি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্মশানঘাটে কোনরূপ গোলযোগ হইবে না, আশা করি।"

প্র। সে কাজ আমি আগে সারিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। মুদ্দফরাস-দের হাত করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় নি। আর তোমার death-certificate ত সঙ্গেই রহিল।

ডা। সাহেব ডাক্তারটার জন্য বড় কষ্ট পাইয়াছেন বোধ হয়?

পিশাচ-গুরু একটু হাসিল।

ডাক্তার সে হাসির অর্থ একটু বুঝিলেও, সবটা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কোথায় ওকে সংগ্রহ করিলেন?"

প্রতুল পুনরায় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকে?"

ডা। ঐ সাহেবকে?

প্র। ওর কোন পুরুষে সাহেব নয়।

ডা। তা সাহেব না হোক, টঁ্যাস ফিরিঙ্গিও ত বটে? চেহারাখানা কিন্তু বেশ;—দিব্য সুশ্রী, ধপ্‌ধ'পে রং, অল্প বয়স,—আসল ইংরেজ-যুবক বলিয়া বোধ হয়।

প্র। তাত হবেই হে!

ডা। এখন বলুন, লোকটা চুণোগলির কোন ভূত?—না, কপালি-টোলার কোন জাহাজের খালাসী?

প্র। (হাসিয়া) তাও নয়।

ডা। তাও নয়?—তবে ও মূর্ত্তিকে পেলেন কোথায়?

প্র। ঘরেই পেয়েছি।

ডা। ঘরেই পেয়েছেন? তবে উনি কি কোন বাঙ্গালী?

প্র। বাঙ্গালী।

ডা। সাহেবী পোষাকে দিব্য মানাইয়াছিল ত? ঢং ঢাং কথাবার্ত্তা-সবই সাহেবী ধরণের।

প্র। তা হইলে বাঙ্গালী বলিয়া তোমার মনে একবারও সন্দেহ হয় নাই?

ডা। আজ্ঞা না।

প্র। তা তোমার চক্ষে যখন ধাঁধাঁ লেগেছে, তখন বৃদ্ধও উহাকে সত্যিকার সাহেব ব'লে জেনেছে;—কেমন?

ডা। নিশ্চয়। বিশেষ, সেই বিষম সময়।

প্রতুল মনে মনে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল,—একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'লেম।"

ডাক্তার পুনরায় বলিল, "তা যে রকম তিনি ধপ্ ধ'পে সুন্দর, ও বাঙ্গালা কথাগুলি তাঁর যে রকম বাঁকা-বাঁকা, তাতে অনেক সাহেবই, তাঁকে হঠাৎ বাঙ্গালী ব'লে ধোর্‌তে পারে না।—যা হোক, যুবকটী সুপুরুষ বটে।

প্র। যুবক না হ'য়ে যদি যুবতী হয়?

ডাক্তার যেন সবিস্ময়ে—সচকিতে বলিয়া উঠিল,—"এঁ্যা! যুবতী? স্ত্রীলোক?"

প্র। আবার সেই স্ত্রীলোক যদি তোমার পরিচিতা হয়?

ডাক্তার একেবারে চমৎকৃত হইয়া বলিল,—"আপনি, এ কি বলিতেছেন?"

প্র। উনি যদি তোমার ভ্রাতৃজায়া—এই অধমের পত্নী শ্রীমতী রঙ্গমতী হন?

এবার ডাক্তার একেবারে বিস্ময়ে, কৌতূহলে, আহ্লাদে—কেমন এক রকম্ হইয়া বলিয়া উঠিল,—"বলেন কি? সত্য নাকি? এ যে অঘটন ঘটন—বিচিত্র ব্যাপার!"

প্র। দেখ, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমি এ দুঃসাহসের কাজ করিয়াছি। এ সব অতি গুরুতর কাজ, সাহেবই হোক আর বাঙ্গালীই হোক্, কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বিশেষ, দশটাকা যার মূল্য নাই, দাঁও পাইয়া হয়ত সে দশ হাজারের দাবী করিয়া বসিবে। তাই অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখিলাম, পরকে জড়াইব না। দুঃখ পাইতে হয়, ত তুমি আমি রঙ্গমতী পাইব,—সুখভোগ করিতে হয় ত, তিনজনে সমানে ভোগ করিব।

ডা। আপনার বুদ্ধিমত্তা ও অদ্ভুত সাহস আপনারই যোগ্য,—আমরা আপনার পদরেণুরও যোগ্য নহি। (স্বগত—রঙ্গমতীর উদ্দেশে) বাবা, মেয়েমানুষ বটে! পুরুষের জান্‌ও হার্ মানে!

প্র। যা হোক্, সাহেবের পোষাকে তোমার বউদিদিকে মানিয়েছিল কেমন বল?

ডা। অতি চমৎকার—হু-বহু! (স্বগত) আহা-হা! ঐ অপরূপ রূপের ছবি বুকে রাখিয়া, কবে এ সফল করিব!

প্রতুল বলিল, "এখনকার কাজ—শ্মশানযাত্রা। চল, শবকে লইয়া শ্মশানে যাই। ি সঙ্গে থাক।"

ডা। যে আজ্ঞা। (স্বগত) আচ্ছা, antidote কি আদৌ গলাধঃকরণ হয় নাই? তাহার কোনও ফল ত দেখিলাম না? বুঝিলাম, বালকের আয়ু শেষ হইয়াছিল;—তাই সে ঔষধ—সেই আর্সেনিকের অ্যান্টিডোট্‌টা ভাসিয়া গেল। এদিকে আবার আমার স্বাক্ষরিত death certificate,—বুড়োও সঙ্গে চলিল;—জানিনা, অদৃষ্টে কি আছে!

'হরিবোল হরি' বলিয়া, শবদেহ লইয়া, সকলে শ্মশানে চলিল। বৃদ্ধের আশ্রিত ও অনুগত কায়স্থ কর্ম্মচারীবৃন্দই শব বহন করিল।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নিমতলার শ্মশান-ঘাট। সুতরাং শ্মশানের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও প্রাকৃতিক ঔদার্য্য বড় একটা নাই। থাকিবার মধ্যে—মা-গঙ্গা শ্মশানের পাদদেশ বিধৌত করিয়া তর-তর বেগে প্রবাহিতা হইতেছেন, আর চিতার আগুন প্রায় অষ্টপ্রহর দাউ দাউ জ্বলিতেছে। কিন্তু, যে লোকজনের কলরব, ও চারিদিকে যে কৃত্রিমতার দৃশ্য, তাহাতে কোন স্থায়ী উচ্চভাব জন্মিবার যো নাই।—সহরের দশাই এই।

যে কারণেই হোক্, আজ কিন্তু ভিড় কম। শবদাহের স্থানে কেহ নাই বলিলেই হয়। চিতাগুলি প্রায় সমস্তই নির্ব্বাপিত। কেবল একটি চিতা একধারে মিট্ মিট্ করিয়া একটু একটু জ্বলিতেছে, তাহাও নিভ-নিভ।

সেই চিতার পার্শ্বে ঠাকুর রামপ্রসাদ বসিয়া আছেন, আর তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার দুই চারিটি ভক্তশিষ্য ও সমাগত দু'একটি শববাহক, তাঁহার সরসমধুর উপদেশাবলী শুনিতেছেন। এই দলের মধ্যে প্রতুলের সেই সহপাঠী বন্ধু সেই ভবদেবও আছেন। তিনি তাঁহার এক নিকট-আত্মীয়ার শব বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।

ঠাকুর এক শিষ্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওরে কেশব, তোর মা'র তো সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হ'লো,—শ্রাদ্ধশান্তি ক'র্‌বি তো?"

"আপনি যেরূপ অনুমতি করেন।"

"হাঁ, করিস্,—হিঁদুর ছেলে,—অন্ততঃ তিলকাঞ্চন কোরেও সারিস।"

"যে আজ্ঞা।—আপনাকে কিন্তু সেদিনও একবার পা'য়-ধূলা দিতে হবে।"

"দোহাই বাপু, রক্ষা কর্। সহুরে লোক তোরা,—তোদের এখেনে এলেই আমার কেমন কোটা-কোটা গন্ধ নাকে যায়;—গা ঘিন্ ঘিন্ করে। আমি সেই ফর্দ্দা বাগানে—খোলা-মাঠে বড় আরামে থাকি রে।"

"অন্তিমে আপনার চরণরেণু স্পর্শে, মা আমার বৈকুণ্ঠবাসিনী হ'য়েছেন,—আপনি গুরু,—তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে আপনি থাকিবেন না?"

"দূর বেটা, কথার বাঁধনটা আগে শেখ্;—ঠোঁট্‌টা ঠিক্ কর্।—আমি তো পা'য়-ধূলো সহজে কাউকে দিই-ই না,—তা আবার আমার 'চরণরেণুস্পর্শে।'—এই রকম কোরে, ডাহা মিছে কথা কোয়ে, কি গুরুভক্তি দেখাতে হয়রে হতভাগা? মা-ই তোর মহাগুরু;—আমি কে? সেই মা সজ্ঞানে, ইষ্টমন্ত্র জপ কোর্‌তে কোর্‌তে—গঙ্গার গর্ভে শুয়ে, তারকব্রহ্ম নাম শুন্‌তে শুন্‌তে, কালের মুখে ডঙ্কা মেরে চ'লে গেল,—আর তুই অম্লানবদনে ব'ল্‌চিস্,—আমার 'চরণরেণু স্পর্শে'? দ্যাখ্, তোর মা বড় পুণ্যবতী ছিল ব'লে তোকে একটু ভালবাসি; ফের্ যদি অমন কোরে আমার নেঙ্গুড় মোটা কোর্‌তে যাস্, তো, আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।—ওরে সিদে, একখানা নৌক ডেকে নি—আয়,—চল্ পালাই। এ শালারা গুরু গুরু কোরে আমায় পাগল কোরে তুল্‌বে দেখ্‌ছি। গুরু কে কার রে? সেই বিশে পাগ্‌লা বোল্‌ত বেশ,——

"গুরু গুরু কোরে মরে যত সব গরু।
যে যারে ঠকাতে পারে সেই তার গুরু॥"

—বলিয়াই, হো হো হাসিয়া উঠিলেন। শিষ্যগণও যেন অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিলেন।

ঠাকুর। বাপ সিদু, যাও, দেখ্‌চ কি? এ পাগলের মেলা;—আজ শ্মশানঘাটেই মেলা ব'সেছে।

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর "যে আজ্ঞা" বলিয়া, নৌকার সন্ধানে গেলেন।

ঠাকুর। ওরে নুটু,—ততক্ষণ একটা গানটান গা,—মনটা কেমন খাঁ খাঁ কোচ্চে। আহা, শিবুটার গলা বড় মিঠে ছিল;— না? হতভাগাটা কোথায় মোত্তে গেল,—ফের্‌বার আর বার্ হয় না।

একজন শিষ্য বলিলেন, "বোধ হয়, কোথাও ধর্ম্মের বক্তৃতাদি দিয়ে বেড়াচ্ছেন!"

ঠাকুর। বক্তৃতাও দেয় নাকি? আরে মোলো!—আমি তো শালাকে কম-বক্তাই বোলে জান্‌তুম।

শিষ্য। আজ্ঞে, তিনি বক্তৃতা দেন, আর লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হোয়ে শোনে।

"তোর লোকের শোনারও মুখে আগুন, আর তার বলারও মুখে আগুন!—খুব বুঝি 'দ্দূয়ো' খায়?"

"আজ্ঞে——"

"ঐ তোদের হাততালি। আমরা ত জান্‌তুম, কাউকে খেলো কর্‌বার সময় লোকে 'দ্দূয়ো' বোলে হাততালি দেয়, এখন তোদের আমলে সব উল্‌টো—দ্দূয়োই এখন বাহাদুরী। তা উচ্ছিন্নে দেবার অমন বাঁধা-রাস্তা আর নেই।—আরে, আগে সে হতভাগা নিজেই চাপ্‌রাস পাক, তারপর লোককে দু'কথা শুনুবে।"

"আজ্ঞে, চাপরাস——"

"চাপরাস কি জানিস নে? এই যেমন কোম্পানীর লোকে চাপরাস দেখিয়ে রাজার হুকুম তামিল করে।—ধর্ম্ম-বক্তৃতা যে দেবে, তারো তেমনি খোদার চাপরাস সংগ্রহ করা দরকার। নইলে তার কথাও কেউ শুন্‌বে না, সেইমত কাজও কেউ কোর্‌বে না। ঐ যে দেখিস, অতলোক হাঁ ক'রে জড় হ'য়ে থাকে, তা সে তার উপদেশের গুণে নয়,—বক্তৃতার বাহারের

গুণে। নইলে ধর্ম্ম উপদেশ শুনে, ঘরে যেতে-না-যেতেই লোকগুলো আপনা-আপনি খেয়োখেয়ি ক'রে মরে কন? আর দরকার হোলে, সেই শ্মশ্রুধারী উপদেষ্টাই বা কেন, আপনার গণ্ডা পাবার জন্যে আদালত অবধি ছুটোছুটি করে?—ও সব কিছু নয় রে, কিছু নয়। যাত্রা-থিয়েটারে রাম-রাবণের কথা-কাটাকাটি শুনিস নে?—এও তাই। রাম বক্তৃতা করিল, 'সাধু সাধু' ব'লে যারা হাততালি দিল,—রাবণের বেলাও তারাই আবার তেম্নি 'সাধু সাধু' ব'লে চট্-পট্ শব্দ ক'রে উঠ্‌লো। রামের সুনীতি বা রাবণের দুর্নীতির জন্যে কারো মাথাব্যথা করে না,—কেবল যার বক্তৃতা কানে মিষ্টি লাগে, তার উপর অমনি চটাপট হাততালি বৃষ্টি হয়। তা শিবু যদি এই হাততালির স্বাদ পেয়ে থাকে, তো বুঝ্‌লেম, তার পরকাল ঝ'র্‌ঝ'রে হ'য়ে গেছে।"

"আজ্ঞে না, আমার অনুমান।"

"দূর হোক্, পরচর্চ্চাতেই জীবনটা গেল। মা, আমায় পার্ করো,—দোহাই তোমার, মুক্তি দাও মা,—আমি আর পারি না!—নুটু, তোর সেই গানটি গাতো? গানটি কার রচনা রে? আহা, দিব্যি গান!—গা, গা——

(সুর করিয়া) "যে ভাল কোরেছ কালী,—"

শিষ্য নুটবিহারী গায়িতে লাগিলেন,—

"যে ভাল ক'রেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই।

এখন ভালয় ভালয় বিদায় দাও মা,

আলোয় আলোয় চ'লে যাই॥"

এই অবধি শুনিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে, সেই বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বমাতার উপাসক, পরম সাধক,—সেই শ্মশানক্ষেত্রেই সমাধিস্থ হইলেন।

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, গুরুকে ক্রোড়ে উঠাইয়া

লইলেন। উঠাইয়া লইয়াই, তিনিও প্রাণ ভরিয়া মা মা করিতে লাগিলেন।

ঠিক্ এমনি সময়, অদূরে সুগম্ভীর স্বরে, 'বল হরি—হরিবোল' রব উত্থিত হইল। সেই মহাস্বর কর্ণে ধ্বনিত হইবা মাত্র, ঠাকুর আপনা হইতে উঠিয়া বসিলেন। তারপর ভাবাবেশে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে, সেই শ্মশানক্ষেত্রের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব্ব সে নৃত্যভঙ্গি। শিষ্যগণও গুরুর অলৌকিক আকর্ষণে, গভীর অনুরাগে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন। লোকের পর লোক জমিয়া গেল, বহু দর্শক আসিল,—নিমতলার শ্মশানঘাট যে লোক-কোলাহলময়, সেই লোক-কোলাহলময় হইয়া পড়িল। সে দৃশ্য দেখিয়া কেহ ভক্তিভরে প্রণাম করিল, কেহ রোমাঞ্চিত-কলেবর হইল, আর কেহ বা রঙ্গ দেখিয়া গেল। একজন 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিলেন, "ও জানা আছে,—জানা আছে,—ও সেই রেমো পাগ্‌লার বুজরুকি!" তাঁর জুড়িদারটিও অমনি সেই সুরে সুর দিলেন,—"ওঃ! সেই 'পরমহাঁস'—তাই বলো!"

ইতিমধ্যে শববাহকগণ শব লইয়া তথায় আসিল। লোকের ভিড় একটু কমিল, ঠাকুরও প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিলেন। বেলা তখন দুপুর একটা।

অকস্মাৎ বৃদ্ধ মাধবচন্দ্রকে সেই শববাহকদলে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—"একি, তুমি যে হে? বহুকাল যে দেখা-সাক্ষাৎ নেই? কেমন আছ? কার্‌বার চোল্‌চে কেমন?"

"আর বাবা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—আমার বুকের হাড় ভাঙ্গিয়াছে,—আজ হইতে আমার বংশলোপ হইল!"

"সে কি, তোমার বংশলোপ? (প্রতুলকে দেখিয়া)—একি, তুমিও যে হে? অনেক কাল পরে দেখা শুনা—কেমন, চিন্‌তে পার কি?

এ সেই ন্যালাখ্যালা বামুনটা।——কেমন, যা গোণাতে গিয়েছিলে, মিলেছে ত? ছপ্পর ফুঁড়ে পাবার মত টাকা পেয়েছ ত ধন?"

প্রতুল চমকিত হইল,—মনের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল।

ঠাকুর আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"বাঃ বাঃ, বাঃ! যোগাযোগটা কেমন হোয়ে গেছে দেখ! বলিহারী মা তোকে! কার ঘাড়ে কখন কি ভাবে চাপো!"

সহসা প্রতুলের মুখখানা একটু শুকাইয়া গেল।

শোকাতুর বৃদ্ধ মাধবচন্দ্র কিছু না বুঝিয়া, অথবা মনের মধ্যে যেন কি একটু বুঝিয়া, বলিলেন—"দেব, ঠিকই হইয়াছে। অন্তর্য্যামী ঈশ্বরতুল্য আপনি,—আপনাকে ভুলিয়া এতদিন যে মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম, সেই মোহই আমাকে নাশ করিল। হায়, পতিতপাবন! আপনার কৃপা পাইয়াও আপনাকে চিনিতে পারি নাই,—তাই আমার সর্ব্বনাশ হইল।"

ঠা। ও সব বক্তৃতা ছাড়, বয়স ঢের হ'য়েছে—আর মনের ভিতর গোঁজামিল দি'ও না। কি হোয়েছে, সব খুলে বলো। (প্রতুলকে দেখাইয়া) এ চীজ্‌টিকে পেলে কোথায়?

মা। আজ্ঞে—

ঠা। ওঃ, এটি তোমার মন্ত্রী, না? (ডাক্তারকে দেখিয়া) আর ইনি?—কি গো বাবুজী, এ ক্ষেপাটাকে দেখে, মুখ অমন কেঁচু-মেচু কোচ্ছ কেন? বলি, তুমি তো ওঁর চেলা?

সকলে অবাক্ হইল। যেন কি একটা হইয়াছে বা হইবে, এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। বৃদ্ধ আর কিছু না বলিয়া, কেবল একটি মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিলেন। ডাক্তার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল। আর প্রতুল, অতি-বুদ্ধিমান্ কি না? ভাবিল,—"বোধ হয় গোয়েন্দা,—সব সন্ধান পাইয়াছে। তা দেখি, শেষ কি হয়।"

এবার ঠাকুর মাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তা এখন আর অমন কোল্লে কি হবে বাপু? তুমি ত সব এক রকম জেনেশুনেই কোরেছ?' (প্রতুলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ইনিই না বোলেছিলেন,—"যে সাধু টাকা মাটী বলে, আমি সে সাধুর কান-মোলে দিই?"

প্রতুল অতিমাত্র চমকিত হইল, মনে মনে বলিল, "একি, সত্যই এ কোন thought-reader?—না, কথাটা কেউ এর কানে তুলেছিল?"

বৃদ্ধ মাধব শিহরিয়া উঠিলেন,—"একি! সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামী ভগবান্, না ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ? কৈ, সেই অবধি ত ঠাকুরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই! তবে এ কথা ইনি কিরূপে জানিলেন? হায়! এ মহাপাপের কথা কানে শুনিয়াও আমি উপেক্ষা করিয়াছিলাম?—বুঝিলাম, সেই পাপেই আমার এ সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—ওঃ!"

আর ভবদেব—সেই শান্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণ-যুবক সকল দেখিয়া শুনিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন,—"এতদিন ধরিয়া যাহা খুঁজিতেছিলাম, দৈবের কৃপায় আজ তাহার সন্ধান পাইলাম। এই ত নরোত্তম মহাপুরুষ! আহা-হা! কি অপরূপ মুখচ্ছবি! একাধারে ভক্তি-প্রেম-জ্ঞানের চরমস্ফূর্ত্তি!—হাঁ, ইহাঁরই চরণে আত্মসমর্পণ করিব। দেখি, প্রতুলের পরিণাম কি হয়? উঃ! এতদূর?"

ঠাকুর আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"তা ঠিকই হোয়েছে। যে কার্য্যের যে ফল, উত্তমরূপেই ফোলেছে। (বৃদ্ধের প্রতি) এখন কি হোয়েছে, বোল্‌বে?—মোরেছে, এ কে?"

বৃদ্ধ একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"আমার একমাত্র বংশধর—পৌত্র।"

ঠা। ওঃ, তাই বলো,—নাতি। নাতি—তোমার স্বর্গে দেবে বাতি, না তুমিই দিলে বাতি!—হাঁ, চোট্‌টা লেগেছে বটে। আসল চেয়ে সুদের দরদ যে বেশী!

শববাহকদলের একটি লোক, যেন কিছু বিরক্ত হইয়া, ঠাকুরের প্রতি একবার চাহিল।

ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বাপু, তুমি কটু-মটিয়ে চাও, আর মনে মনে শাপ-গালই দাও,—আমার স্বভাবই এই রকম রুক্ষি। কথাগুলোও তাই চুয়াড়ে চুয়াড়ে। এমন সময় কোথায় একটু 'আহা' 'উহু' কোরবো,—না কাঠ-খোট্টা ভাব! তা কি কোর্‌বো বাপু:—আমার কুষ্টিতে ও নেই!"

ডাক্তার মনে মনে বলিল,—"এ লোক সাধারণ নয়! সব জানে, সব বুঝে;—সবই প্রকাশ কোর্‌বে দেখ্‌ছি। সত্যের জ্বলন্ত ভাস্কর,—তাই বাহ্যদৃষ্টিতে কঠোর, রূঢ়ভাষী। আমরা মিথ্যার আবরণে আবৃত, তাই মিষ্ট-কথায় লোকের মন ভুলাই।—কিন্তু জিজ্ঞাসা কোর্‌লে কি বোল্‌বো?—যা থাকে কপালে, অপরাধ স্বীকার কোর্‌বো।—এমনেও তো মোরেছি, সত্য কোয়ে দেখি, কি হয়।"

ঠাকুর। (ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া) কি গো সাক্‌রেদজী! সত্য-প্রকাশে মোর্‌বে ভাবছ? না, তাতে মোর্‌বে না,—মোর্‌বে তোমার মনের পাপে। মনের ভিতর যে বিষম লোভ পুষে রেখেছ!—নোলা লগ্‌বগ্ কোর্‌চে,—না?

ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, আতঙ্কে, সে যেন কেমন হইয়া গেল।

প্রতুল দেখিল, বুঝি সকলই প্রকাশ পায়। তবুও কিন্তু সে একেবারে দমিল না। ভিতরে বাহিরে নাকি সে সমান মরীয়া,—তাই সাহসে ভর করিয়া বলিল, "তা ঠাকুর, এখন অনুমতি হয়ত, আমরা শব দাহ করিয়া যাই। সময়ান্তরে আপনার আশ্রমে গিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

এবার ঠাকুরও যেন একটু চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আরে, বাঃ, বাঃ, বাঃ! তাক্ লাগিয়েছে! বেদের বাজী কোথায় লাগে? চের

ঢের মুরদ্ দেখলুম বাপ্, তোমার জোড়া, চোখে তুটি ঠেকে নি! বলিহারি বুকের পাটা!—বেঁচে থাকো ধন!"

তার পর আবার সহজ ভাবে বলিলেন, "হাঁ, যখন মড়া বোয়ে এনেচ, তখন পুড়িয়ে যাবে বৈকি? তা চিতের আয়োজন করো,—কাঠ-কুটো আনিয়ে সব সাজাও।

মনে মনে ঠাকুরের মুণ্ডপাত করিতে করিতে, প্রতুল সেখান হইতে উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ঠাকুরও অমনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন,—"একটু থেকে যাও ধন, তোমাকে নিয়ে আমার একটু কাজ আছে।"

পরে জনান্তিকে পাপিষ্ঠকে জানাইলেন,—"ভয় নেই, আমি পুলিশ আনাবো না।"

পাপিষ্ঠের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মনে অকাট্য ধারণা জন্মিল,—"নিশ্চয়ই এ গোয়েন্দা। হয় ডাক্তার—নয় আর কেউ—বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিংবা আর কোন সূত্রে—কোন গুপ্তবিদ্যার জোরেও হয়ত এ ক্ষেপাটা জেনেছে। তা যাই হোক্, নিজের মুখে কিছুতেই কবুল করা হইবে না;—উঁহুঁ।"

ঠাকুর প্রতুলকে বলিলেন, "দেখি বাবু, একবার শবের মুখখানা?"

প্রতুল একটু ইতস্ততঃ করিল। বৃদ্ধ মাধব বিরক্ত হইয়া পার্শ্বস্থ একজন শববাহককে ইঙ্গিত করিলেন,—সে শবের মুখাচ্ছাদনটি একটু উন্মুক্ত করিল।

ঠাকুর নিবিষ্টচিত্তে মৃতের মুখ দেখিলেন। মুহূর্ত্তকাল নির্নিমেষ নয়নে দেখিলেন। মনে কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগিল। "মা—মা" বলিয়া, শবের সর্ব্বাঙ্গে পদ্মহস্তটি একবার বুলাইলেন। ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে কহিলেন,—"কি ব্যায়রামে বালকটি মারা পোড়েছে?"

সকলে নিস্তব্ধ। ঠাকুর পুনরায় বলিলেন,—"আহা! এমন কচি ছেলে, চাঁদপানা মুখ,—হোয়েছিল কি?"

মাধব। কেমন গো ডাক্তার বাবু, বলুন না,—কি ব্যায়রাম?

ডাক্তারের বুকের ভিতর তোলাপাড় হইতেছিল,—কথা কহিবার সামর্থ্য প্রকৃতই তাহার ছিল না।

ঠাকুর। ইনি ডাক্তার? আরে, এতক্ষণ বোল্‌তে হয়? তা ডাক্তার লোক—মড়ার সঙ্গে শ্মশানে কেন?

এবার ডাক্তারের হইয়া প্রতুল উত্তর দিল। ভূমিপানে দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিল,—"ইনি ফ্যামিলি-ডাক্তার। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া, সঙ্গে আসিয়াছেন।"

ঠা। ওঁর উত্তরটা ত তুমিই দিলে দেখ্‌চি।—তা, কি ব্যায়রাম হোয়েছিল?"

প্র। উদরাময়;—পরে কলেরা।

ঠা। আমার মুখের পানে চেয়ে উত্তর দাও;—কি ব্যামো হোয়েছিল?

প্র। বলিলাম ত?—কলেরা।

ঠা। আমার দিকে চেয়ে বলো।

অত বড় ওস্তাদ—ধড়িবাজ হইলেও কিন্তু, ঠাকুরের মুখপানে চাহিবার সামর্থ্য, পাপিষ্ঠের হইল না।

ঠাকুর বলিলেন,—"হুঁ, বুঝেছি।—বটে, এতদূর!"

ঠাকুর মাধবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ওহে বাপু, তোমার সঙ্গে আমার গোটা দুই কথা আছে। একটু আগিয়ে এস।"

বৃদ্ধ ঠাকুরের খুব কাছে গেলেন। ঠাকুর তাঁহাকে জনান্তিকে, অন্যের অগোচরে বলিলেন,—"তুমি আমার কাছে একটি বিষয়ে প্রতিশ্রুত হও;—প্রতিহিংসা লইবে না বল?"

মা। আপনি কি অনুমতি করিতেছেন?

ঠা। যাই অনুমতি করি,—বল, প্রতিহিংসা লইবে না?—প্রতিশোধের চিন্তাও মনে আনিবে না? হাতেনাতে ধরিতে পারিলেও ক্ষমা করিবে?

বৃদ্ধ মাধব যেন এইবার সব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর এলাইয়া পড়িল। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন,—শেষ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ঠা। কাঁদিলে চলিবে না। বল, স্বীকার করো,—সত্যবদ্ধ হও।

বৃদ্ধ অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া একটি মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিলেন।

ঠা। কি, চুপ করিয়া রহিলে যে?

এবার মাধব উত্তর দিলেন,—"সত্যবদ্ধ হইলাম।"

ঠা। এই স্থান, এই সময়, মা ভাগীরথী সম্মুখে!—হিন্দুসন্তান তুমি,—দেখো, সত্যভঙ্গে নীরয়গামী হইও না।

মা। আপনার চরণে প্রতিশ্রুত হইলাম।

ঠা। ঠিক্?

বৃদ্ধ আকার-ইঙ্গিতে, ঠাকুরের নিকট সত্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ঠাকুর যেন তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বৃদ্ধ, দুঃখিত হইও না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সরল মনে বলো,—তুমি ভগবান্‌কে মানো?"

মা। প্রভু, কি অনুমতি করিতেছেন?

ঠা। তিনি আছেন,—সত্য সত্যই আছেন,—বিশ্বাস করো?

বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"তাঁহাকে ভুলিয়াই এই সর্ব্বনাশ,—আবার তাঁহার বিধান অবিশ্বাস করিব?"

ঠা। যদি তাই হয়, ত দেখিতে পাইবে, কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্তে পাপিষ্ঠেরা জ্বলিয়া মরে!—সে শাস্তির নিকট মানুষের শাস্তি, অতি তুচ্ছ।—মানুষের মুখের দিকে চাহিবে না, স্বীকার করিলে?—এখনো মনস্থির করিয়া অঙ্গীকার করো!

বৃদ্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া একবার ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সংসার ও সৃষ্টি-রহস্য বুঝাইতেছেন।—মনে প্রাণে এক হইয়া এবার বৃদ্ধ অতি

দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"প্রাণ যায়, তাও স্বীকার,—আপনার উপদেশই গ্রহণ করিব। ইহকালের ত আমার সবই ফুরাইয়াছে,—এখন আমার পরকাল অঙ্গীকার।"

ঠা। সাধু! সাধু! হাতাহাতিই এ প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাইবে।

পরে ডাক্তারের পানে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন,—"ডাক্তার, তুমি যে কিছু বোল্‌চ না? চিকিৎসা ত তুমিই কোরেছিলে?"

এবার ডাক্তার ও প্রতুল দুই জনেই নিরুত্তর। অগত্যা মাধবের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ধীরভাবে জানাইলেন,—"দেব, যে অনুমান করিয়াছেন সত্য,—এঁরাই দুজনে সব করিয়াছেন,—আর কাউকে ডাকিতেও দেন নাই।"

এবার প্রতুল যেন একটু থত-মত খাইয়া উত্তর দিল,—"কেন, কেন, সাহেব-ডাক্তার ত আনিয়াছিলাম?"

এই সময়ে বাহিরে কি একটা গোল উঠিল। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি লোক, একজন হ্যাটকোটধারী বাঙ্গালী-সাহেবকে ঘেরিয়া, তথায় উপস্থিত হইল। সঙ্গে একজন টিকটিকি পুলিস ও দুইজন কনষ্টেবল। সকলেই বাঙ্গালী।

টিকটিকি দারোগা সেখানে গিয়াই, সেই হ্যাটকোটধারী বাঙ্গালী-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আপনার স্বামী, দেখাইয়া দিন?"

হ্যাটকোটধারী, অতি ম্লান ও অবনত দৃষ্টিতে প্রতুলকে দেখাইয়া দিল।

শ্মশানঘাটস্থ যাবতীয় লোক বিস্ময় ও কৌতূহলে চমকিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল,—"হ্যাটকোটধারী এই সাহেব-লোক,—বাঙ্গালী বিবি?"

দারোগা প্রতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নাম প্রতুলকৃষ্ণ মিত্র?"

মহাপাপ প্রতুল যেন সব বুঝিয়া ফেলিল।—মরীয়া হইয়া বলিল,—"হাঁ।"

"আপনি গ্রাজুয়েট্?"

পাপিষ্ঠ ইঙ্গিতে জানাইল,—"হাঁ।"

"জুয়েলার মাধবচন্দ্র বোসের আপনি একজন অংশীদার?"

"হাঁ;—তিনিও এখানে উপস্থিত আছেন।"

প্রতুল মাধবচন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

দারোগা। আপনার নাম মাধব বাবু?

মা। আজ্ঞা হাঁ। (স্বগত) বুঝি পাপিষ্ঠদের সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়! ওঃ!—গুরু, গুরু, গুরু!

দারোগা পুনরায় প্রতুলকে লক্ষ্য করিয়া, সেই হ্যাটকোটধারী সাহেববেশী রমণীকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"ইনি আপনার স্ত্রী?"

এবার সেই অতি সাহসী পুরুষের মুখখানা যেন কেমন হইয়া গেল। একবার ভাবিল, 'অস্বীকার করি!' আবার মনে করিল, "যদি ফল উল্‌টা হয়?—রঙ্গমতী যদি সব প্রকাশ করিয়া ফেলে?" অগত্যা মৌনে সম্মতিভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল।

দারোগা—সেই পাপ—তবুও ছাড়ে না—বলিল, "স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

প্রতুল স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিল।

দা। বিবাহিতা?

এবার প্রতুল একটু বিরক্তিভাবে উত্তর দিল,—"আপনার এ সকল প্রশ্ন একটু আইন-বহির্ভূত হইতেছে।"

দারোগা। আজ্ঞা না মহাশয়!—আইন ছাড়িয়া আমি এক পা-ও যাই নাই। বরং সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক দেখিয়া, আপনার পরিচয় পাইয়া, একটু ক্ষমা-ঘৃণা করিয়াছি। আমরা ডিটেক্‌টিভ; সন্দেহ হইলে আমরা হাতে হাতকড়ি পর্য্যন্ত দিতে পারি।—বলুন, ইনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী কি না?

গুঁতা দেখিয়া গুণধর পুরুষ একটু চিট্ হইলেন। তাই এবারও স্পষ্টরূপে, গুণধরীকে বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

দা। বিবাহিতা পত্নী, অথচ এরূপ ছদ্মবেশে বেড়ান্!—আপনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?

এইবার সর্ব্বনাশ! পুরুষপুঙ্গব কি উত্তর দিবেন? তিনি ত কোন ধর্ম্মই মানেন না?

দারোগা পুনরায় বলিলেন, "মহাশয় ক্ষমা করিবেন, বাধ্য হইয়া আমায় এই সকল অপ্রিয় প্রশ্ন করিতে হইতেছে। সাহেবের পোষাক পরা, ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক, আবার পরিচয় দিলেন,—সাহেব-ডাক্তার বলিয়া।"

এইবার সকলে হো হো হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ মাধব, ঠাকুরকে জনান্তিকে জানাইলেন,—"এই সেই সাহেব ডাক্তার! আমার বংশের তিলককে—"

ঠাকুরও সেইরূপ চুপি চুপি উত্তর দিলেন,—"চুপ করো, প্রতিজ্ঞা স্মরণ করো;—সত্যভঙ্গে আরো সর্ব্বনাশ হইবে।"

দারোগা।—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত?

প্রতুল। আমি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। যা ভাল বুঝিয়াছি, সেই ভাবে থাকি। ক্ষমা করিবেন, এ সম্বন্ধে আর আপনি কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না।

দা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান,—কাউকে ত এমন ভাবে থাকিতে দেখি না? পরচুলা মাথায় দিয়া, প্রকাশ্য দিবালোকে, সদর রাস্তার বুকের উপর যে, কাহারো পরিণীতা পত্নী, সাহেব সাজিয়া বেড়ায়,—ইহা এই নূতন দেখিলাম। ভাগ্যে ঘোড়া ক্ষেপে গাড়ী থেকে সোয়ার ফেলে দিয়েছিল, তাই এ রহস্য প্রকাশ হইল! পরচুলা না উড়িয়া গেলে, কার সাধ্য ধরে,—ইনি স্ত্রীলোক!

প্র। Criminally কাহারও ত কোন অনিষ্ট ইনি করেন নাই ?

দা। তা না করুন, কিন্তু কোন কু-অভিসন্ধিতে যে ইনি এ বেশে বাহির হইয়াছিলেন,—সুবিধা পাইলে সে চেষ্টাও যে করিতেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তা ডায়েরীতে আমি আপনার নাম-ঠিকানা সব টুকিয়া লইলাম, বড় সাহেবের অনুমতি লইয়া, প্রয়োজন হয় ত, আমি আপনার স্ত্রীকে prosecute করিব ;—সাক্ষীস্বরূপে আপনাকেও সে সময় হাজির হইতে হইবে। আপাতত ইনি খালাস।

টিকটিকি পুলিস দলবল লইয়া চলিয়া গেল। অধোবদনা কালামুখী,—সর্ব্বরঙ্গের রঙ্গিণী,—স্বামীর মহাপাপের চিরসঙ্গিনী,—এতক্ষণে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কেন না আপাততঃ পুলিশের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।

কিন্তু কৌতূহলী লোকদলের হাত, এড়াইয়াও এড়াইতেছে না। হাসি, টিটকিরী, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ,—যত দূর হইতে হয়, হইল। অগত্যা, কোন রকমে মাথামুড় গুঁজিয়া,—যেন মূক ও বধির হইয়া, পাপিষ্ঠা তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দৈবক্রমে একখানি খালি ঠিকা-গাড়ী সম্মুখ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে, তাহাতে গিয়া উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ানকে ইঙ্গিতে জানাইল,—'সিধা যাও।' মনে মনে বলিল, "উঃ! কি বিষম বিভীষিকা! প্রাণ যায়-যায় হইয়াছিল আর কি! এখন ত কোন রকমে ঘরে গিয়া বাঁচি, তারপর যা মনে আছে, করিব।—কিন্তু স্বামিরত্ন, ভাল বুঝিলে না,—বুঝি অতিবুদ্ধির উল্‌টা ফল হয়!"

মহাপাপ প্রতুল ভাবিল,—"এ ধাক্কাও সাম্‌লাইলাম। দেখি, ঘটনা-স্রোত আর কোন্ দিকে যায়। হাঁ, আমার স্ত্রী, আমারই মত বুদ্ধি ধরিবে,—ঠিক্ গিয়া আপন স্থানে উঠিবে। কেমন হুঁসিয়ার!—এখানে একটি কথাও কয় নাই।"

ঠাকুর জনান্তিকে মাধবকে বলিলেন, "কেমন লাঞ্ছনা ? প্যাঁজ-পয়জার

ভুই হ'লো। জেল, গারদ কি এই সব দস্থিদের বেশী সাজা?—আর আসল সাজা, সে ত তোলাই রইল; তাও হয়ত কিছু কিছু দেখ্‌তে বা শুন্‌তে পাবে।"

শোকাতুর মাধব আর কিছু না বলিয়া, কেবল একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সেইরূপ, চুপি চুপি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কিসে এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে, কৃপা করিয়া বলিবেন কি?"

"কৌতুহল বাড়াইয়া ফল কি?—জ্বালার উপর জ্বালা বাড়িবে মাত্র।"

"দয়া করিয়া আপনি বলুন,—দোহাই আপনার!"—বৃদ্ধ অতি কাতরতার সহিত ঠাকুরের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিতে গেলেন।

ঠা। কিন্তু সাবধান, প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর,—প্রতিহিংসা লইতে পারিবে না।

বৃদ্ধ পুনরায় দৃঢ়তার সহিত তাহা স্বীকার করিলেন।

ঠাকুর চুপি চুপি বলিলেন, "বিষ, বিষ!—গুপ্ত-বিষে হতভাগারা এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

"ওঃ!"—বলিয়া বৃদ্ধ, ঠাকুরের চরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পদ্মহস্তস্পর্শে, নিমেষে বৃদ্ধের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দেখ দেখি, তোমার পৌত্র জীবিত আছে কি না?"

সকলে চমকিত হইল।—হায়! একি স্বপ্ন, না প্রহেলিকা?—না, ঠাকুরের সান্ত্বনা?

ঠাকুর পুনরায় বৃদ্ধকে কহিলেন,—"ওঠ, যাও, একবার দেখ!"

বুকে যেন কে অসীম বল দিল। অমনি 'জয় মা শক্তিস্বরূপিণি!'—বলিয়া, তড়িৎ-শক্তিতে বৃদ্ধ লাফাইয়া উঠিয়া, শবের নিকট গেলেন। গিয়া দেখিলেন,——

"হরি, হরি, হরিবোল! পতিতপাবন! দীননাথ!—এ কি দেখি?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ—হর্ষে, বিস্ময়ে, মোহে—পুনরায় ঠাকুরের চরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

স্পর্শমাত্রেই তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "যাও, ওঠ, মুমূর্ষু বালকের শুশ্রূষা কর।—মূর্চ্ছিতের মুখে চোখে একটু জল দাও।—জয় মা শ্মশানেশ্বরি!"—ঠাকুর হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন।

শতকণ্ঠে সেই হুঙ্কারের প্রতি-হুঙ্কার উঠিল,—"জয় মা শ্মশানেশ্বরী!"

একেবারে ঝাঁক বাঁধিয়া, চারিদিক হইতে লোকশ্রেণী, সেই মৃতের খাট ঘেরিয়া ফেলিল। সবিস্ময়ে দেখিল, মুমূর্ষু বালক ধীরে ধীরে চক্ষের স্পন্দন ফেলিতেছে।

অমনি গগনভেদী হরিধ্বনি উঠিয়া সেই শ্মশানক্ষেত্র মুখরিত করিয়া তুলিল। ঠিক্ সেই সময়ে একদল নগরকীর্ত্তন ঘোর ঘটা করিয়া সেই স্থান দিয়া নামগান করিয়া যাইতেছিল;—তাঁহারা ভাবে আকৃষ্ট হইয়া এই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিলেন। শ্মশান—স্বর্গে পরিণত হইল!

পাপ ডাক্তার ভাবিল,—"এ দেখিতেছি, আমার সেই আর্সোনিকের antidote—সেই লাইকার ফেরীডায়েলিসেটাসের অব্যর্থ ফল। হাঁ, ফল একটু বিলম্বে হইল। রোগী মরে নাই,—মূর্চ্ছিত হইয়াছিল;—আমরা ধরিতে পারি নাই।"

ঠাকুর মাধবকে বলিলেন, "ইহারই নাম—"রাখে কৃষ্ণ, মারে কে!"

মাধবও মনে মনে বলিলেন, "সত্য,—'রাখে কৃষ্ণ, মারে কে!' কিন্তু প্রভো, তুমিই আমার সেই কৃষ্ণ,—তুমিই আমার করুণাময় প্রত্যক্ষ ভগবান্!"

ঠাকুর পুনরায় বলিলেন, "বাকী কটা দিন সেই কৃষ্ণের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থেকো,—মানুষের মুখের দিকে আর চেয়ো না। হাঁ, ব-কলম দিয়ে কাজ সেরো। আমোক্তারনামা দেওয়া বড় ভাল গো!—মা, মা, নিস্তার কর মা! ওরে, কেশব, তোর মা'র গঙ্গাযাত্রায় না এসে, ভাল খেলাটাই দেখালি বাপ্! বুড়ী বড় পুণ্যবতী ছিল;—নিশ্চিত্ জানিস্, তাঁর বৈকুণ্ঠলাভ হোয়েছে। আহা-হা! মা আনন্দময়ি! এখন যাই, আমার ছুটী।—ও বাপ সিদ্ধু, নৌকো পেয়েছে?"

"আজ্ঞা হাঁ!"

"চল বাপ, যাই।"—শিষ্যগণসহ ঠাকুর উঠিলেন।

নূতন মানুষ, নূতন জীবন,—নূতন ভাবে ভাবময়;—মাধব যেন কেমন হইয়া গেলেন। আনন্দাশ্রু চোখে, গদগদ ভাষে, ভক্তির অনাবিল উচ্ছ্বাসে বলিলেন,—"পতিতপাবন, দয়াময়!—"

মুখে আর বাক্ ফুটিল না,—কৃতাঞ্জলিপুটে অতি দীনভাবে, ঠাকুরকে আগুলিয়া, অন্ততঃ আর কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন। ঠাকুর শুনিলেন না। অধিকন্তু যেন একটু দৃঢ়ভাবে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া দিলেন,—"সাবধান! মুখ ফুটিয়া জীবনে কাহারও নিকট তুমি কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না।"

তারপর বলিলেন, "নাতিটিকে দিনকত মা-গঙ্গার হাওয়া একটু খাওয়াও। মা'র এ মিঠে হাওয়ায় সব অসুখ-বিসুখ সেরে যাবে।"

ডাক্তারকে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন,—"তুমি লুকিয়ে যে অষুধ দিয়েছিলে, তারি ফলে রোগী বেঁচেছে।—ভিরমি গেছিল, কেউ ঠাওরাতে পারেনি।"

ডাক্তার কিন্তু সে গর্ব্ব আর মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারিল না। তার বিষ-দাঁত কে যেন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যে দিক্ চায়,—দেখে তার যম!

আর প্রতুল—সেই অতি বুদ্ধিমান্ গুণধর—আনুপূর্ব্বিক সকল ভাবিয়াও কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একবার ভাবিল, "প্রাকৃতিক নিয়মে কি মৃতের পুনঃ প্রাণসঞ্চার হইতে পারে? কৈ, কোন বৈজ্ঞানিক ত আজিও এ তত্ত্ব আবিষ্কার করে নাই। অথবা ডাক্তার হতভাগা,—না, এ সন্দেহও হইতে পারে না। বোধ হয় ঐ বিট্‌লে——"

মহাপাপ ও মহাখল, শেষ ঠাকুরের প্রতিই সবটা সংশয় আরোপ করিল। তাঁহাকে একজন তুখোড় বাজীকর, ভেল্‌কিওয়ালা, বা এই রকমের একটা কিছু স্থির-সাব্যস্থ করিল। অন্ততঃ এ জটিল রহস্যজাল

উদ্‌ঘাটন করিবার শক্তি, সামর্থ্য ও সৌভাগ্যের অভাবে, যতটা মনের ঝাল, তাঁহার উপর দিয়া ঝাড়িতে স্থিরনিশ্চয় করিল। মহাপাপ মনে মনে ঈর্ষার ভীষণ কালানল জ্বালিয়া রাখিল। তাহার মনে ধ্রুবসংস্কার হইল,—"এই-ই যত অনর্থের মূল।—ওঃ! অপমান, লাঞ্ছনা, মনস্তাপে, আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু না,—অগ্রে প্রতিহিংসা, পরে আর যা কিছু। এর চরম প্রতিহিংসা, না লইতে পারিলে, আমার মনের কালি মুছিবে না!"

এতক্ষণ পরে যেন সেই মহাখল কালসর্প একটু হাঁফ ছাড়িল। পরন্তু আপন বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইয়া, যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। আর কোন দিকে না চাহিয়া, কিছুতে লক্ষ্য না করিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিল।

পিশাচ ডাক্তারও এই অবসরে সরিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ মাধবের আর এ সময়ে এ সকল বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেও প্রবৃত্তি হইল না। তিনি অন্তরের অন্তরে ঠাকুরের সেই অভয়-পদারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ভক্ত ভবদেবের অবস্থাও তাই। তাঁর চোখ দিয়া ফোঁটাফোঁটা জল ঝরিতেছিল। বুঝিলেন, তাঁর সময় হইয়াছে, তাই এ শ্মশানে, প্রকৃত গুরু মিলিল। শ্মশানই তাঁহার বন্ধু হইল। প্রেতাত্মা প্রতুলকে, ইচ্ছা করিয়াই তিনি দেখা দিলেন না। অথবা সে মহাপাপ, তাঁহাকে দেখিয়াও যেন দেখে নাই,—এই ভাণ করিয়াছিল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত স্মরণ করিয়া, সেই শান্ত ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ-যুবক মনে মনে বলিলেন, "উঃ! অর্থের এই পরিণাম? বুঝিলাম, অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব আমার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া, আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন;—তাই প্রতুলের সঙ্গ লইতে আমার মন সরে নাই।"

ভাগ্যবান্ মাধব আজ প্রাণ ভরিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। অন্তরে বাহিরে সমান পবিত্র হইয়া, নানারূপ দান-ধ্যান করিয়া, মনে মনে আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, শ্মশানঘাট হইতে পুনঃপ্রাপ্ত প্রাণাধিক মৃত

পৌত্রকে জীবিত লইয়া, একখানি পান্‌সিতে গিয়া উঠিলেন। গঙ্গার দু'ধারি লোক দাঁড়াইয়া গেল। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সকলে মনের আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ঠাকুর রামপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও মহিমা, এক দিনেই সমগ্র সহর রাষ্ট্র হইল। বলা বাহুল্য, প্রকৃত বিশ্বাসী বা ভক্তের নিকট, প্রাকৃতিক নিয়ম বা কাহারও প্রদত্ত কোন গুপ্ত ঔষধের কথা, ভাসিয়া গেল।

বৃদ্ধ মাধব আত্মানন্দে বিভোর হইয়া, গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে গাহিতে গাহিতে চলিলেন,——

"চল, যাই তরী বেয়ে।
কল্পতরু, কাঙ্গাল-গুরু, প্রসাদের নাম নিয়ে॥
যেই কৃষ্ণ, সেই রাম, সেই আমার প্রসাদ,
নানারূপে অবতীর্ণ,—পূরান্ ভক্তের সাধ,—
এমন দয়াল ঠাকুর যেবা চেনে, তারে কেবা সাধে বাদ॥
মা মা বোল্‌তে কেঁদে সারা,
হরি বোল্‌তে আপন হারা,
যেন রে পাগলপারা, প্রেমে পূর্ণচাঁদ!—
মরা-ছেলে বাঁচিয়ে দিলে, বুলিয়ে গায়ে হাত!!"

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।





তৃতীয় খণ্ড।

কর্ম্মফল—তুষানল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈদিক যুগে তুষানল-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। পাপীকে তুষের আগুনে ধিকি ধিকি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করা হইত; অথবা পাপী নিজেই পরকালের পথ প্রশস্ত বা সুগম করিবার উদ্দেশ্যে, নিজেই তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের বিধানমত, আপনার সর্ব্বাঙ্গে গোময়-মৃত্তিকা লেপন করিয়া, তাহা আবার রৌদ্রে শুকাইয়া, তুষের আগুনে আহুতিস্বরূপ, আপনাকে ধিকি ধিকি করিয়া পোড়াইয়া ফেলিত।—যুগধর্ম্মে এখন সে ব্যবস্থার লোপ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থায়, পাপী অন্তরে অন্তরে চিরদিন সে মহাপ্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিয়া আসিতেছে। বাহিরের রূপ অঙ্গারমলিন বা বিদগ্ধ না হইলেও, অন্তরের সূক্ষ্মরূপ সুনিশ্চিতই ধিকি ধিকি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া যায়। সে চোখ আমাদের নাই, তাই আমরা তাহা দেখিতে পাই না। পরন্তু একটু চিন্তা করিলে, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

সুন্দরীর অবৈধ প্রণয়ে মুগ্ধ—সেই রূপোন্মত্ত অতুলকৃষ্ণের কথা মনে আছে ত? সেই স্বভাবদুর্ব্বল কিন্তু অন্তর কোমল—ঈশ্বরবিশ্বাসী যুবকের—আত্মসংগ্রামের চিত্র মনে হয় ত? পুণ্য-প্রতিমা সতীস্ত্রীর পুণ্যে ও ভক্তি-ভাবাপন্ন যুবকের স্বচ্ছসরল মনের গুণে, ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন,—তাহাকে নিবৃত্তির সুমঙ্গল পথ চিনাইয়া দিলেন। তাই তাঁহার প্রেরিত ও তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত সহসা একটি সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিয়া একরূপ দৈববলে যুবকের একমাত্র শিশুপুত্রের আরোগ্যশান্তি করিয়া, এবং স্বর্গীয় সঙ্গীতে তাহার অন্তর্নিহিত পাপের ছবি ও মনের চিত্র তাহার সম্মুখে ধরিয়া, তাহাকে জাগরিত করিয়া গেলেন। জাগরণ এবং সেই সঙ্গেই সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর আন্তরিক অনুরাগোৎপন্ন পুণ্য-আকর্ষণ,—তাহাকে মানুষ করিয়া দিল।—যুবক এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরেই, নরোত্তম মহাপুরুষদর্শনের প্রবল ইচ্ছায়—তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক অভিলাষে, গৃহত্যাগ করিলেন।

পথে সেই সন্ন্যাসীর সহিত ঘটনাক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনুতপ্ত—আত্মঅপরাধে মর্ম্মাহত যুবা, মনের পাপ তাঁহাকে সরলমনে জানাইলেন। অতঃপর তিনি সেই যোগিশ্রেষ্ঠ পরমহংস রামপ্রসাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমার মহাপাপ ক্ষালনের জন্য, অনন্যমনে সেই নর-দেবতার চরণ বন্দনা করিব। তিনি পরম দয়াল ও পতিতপাবন; তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া, তাঁহার শিষ্য ও সমাগত সাধুগণের পরিচর্য্যা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব মনন করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী। কিন্তু তাহা পারিবে কি? তোমার এই নবীন বয়স,—জীবনের এই নব অনুরাগ,—এ সবের হাত এড়াইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপালনে অধিকারী হইবে কি?

অতুল।—নিজের শক্তি কিছুমাত্র নাই, তাহা আমি জানি। কিন্তু

সেই পরম দয়ালের অসীম করুণাই আমার সহায় হইবে,—এই বিশ্বাসেই আমি এ দুঃসাধ্য কঠিন বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি। আপনিও ত সহজ লোক নন ?—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনস্কাম পূর্ণ হয়।

একে একে উভয়ের অনেক কথা হইল। স্থান—পথিমধ্যস্থ একটি পান্থশালা ; সময়—রাত্রি দ্বিপ্রহর। ট্রেণ ফেল হওয়ায়, নববৈরাগ্যপথাশ্রিত উদাসহৃদয় অতুলকৃষ্ণ হাঁটা-পথেই গন্তব্যস্থানে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাই ভ্রমণশীল সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল।

ক্রমে উভয়ের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা হইল। ধর্ম্ম ও মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে নানাকথার আলোচনা চলিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "সকলের মূলে—চিত্তশুদ্ধি। মন পবিত্র করিতে না পারিলে কিছুই হয় না। সংযম ও অভ্যাস দ্বারা সেই চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়।"

অতুল। সেইটিরই আমার একান্ত অভাব। তাই প্রবল ইন্দ্রিয়-তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কামনা-স্রোতে কুটার ন্যায় ভাসিতেছিলাম। এখন অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। অনুতাপ ও আত্মগ্লানি যেন আমাকে তুষানলে পোড়াইতেছে। বল দেব, আমার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

সন্ন্যাসী। আমি কিছুই বলিতে পারি না। আজিও কিছুই শিখি নাই। গুরু-কৃপা না হইলে আমারও উদ্ধার নাই।

অ। আপনার উদ্ধার নাই ?—এমন কথা বলিবেন না। সাধনমার্গে আপনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। আপনার অলৌকিক দৈবক্রিয়াই তাহার প্রমাণ,—আপনার সুধাকণ্ঠ-নিঃসৃত সাধনসঙ্গীতই তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ।

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন। বলিলেন,—

"বলিতে পারি না। কিন্তু যদি এরূপ কিছুমাত্র পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে, ত তাহা সেই শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক গুপ্ত বিভূতির কণাংশ। আমার নিজের কিছুই নাই, এইটুকু সার জানিও। আমিও

তোমার ন্যায় একজন দুর্ব্বল মনুষ্য। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ বেশ ধারণ করিয়াছি।"

অ। তবে কি আপনি সন্ন্যাসী নন?

স। না।

অ। গৃহী?

স। ঠিক তাও নই, কেননা গৃহীর কর্ত্তব্যও আমি পালন করিতে পারি নাই।

অতুল দেখিল, সন্ন্যাসী একটি মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া হৃদয়ের গুরুভার নামাইলেন।

সমানে সমানে সহানুভূতি হইল। অতুল হৃদয়ের কবাট খুলিয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "কে আপনার গুরু, কৃপা করিয়া বলিবেন কি?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বলিব, যদি তুমি তোমার মানসিক ব্যাধি আদ্যন্ত সরলমনে আমার নিকট প্রকাশ কর।—সঙ্কোচে বা তত্তুল্য কোন কারণে বিন্দুমাত্র গোপন না কর। কিন্তু——"

অ। কি বলিতেছেন?

স। কিন্তু ততটা মনের বল তোমার আছে কি? আমাকে অতটা বিশ্বাস করিতে সাহস হইবে কি?

"আমি জগতে কাহাকেও অবিশ্বাস করি না। অহঙ্কার নয়, স্পর্দ্ধা নয়, এটি স্বরূপ কথা জানিবেন।"—বড় দৃঢ়তার সহিত অতুল একথা বলিলেন।

সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা জানি। নইলে ঠাকুর তোমায় আকর্ষণ করিবেন কেন?—এত শীঘ্রই বা তোমার সময় হইল কেন?"

অ। ঠাকুর?—কোন্ দেবতার কথা আপনি উল্লেখ করিতেছেন?

স। তুমি যাঁর চরণ-তীর্থে উপনীত হইবার জন্য আকুলপ্রাণে ছুটিয়াছ ;—সেই পতিতপাবন দয়াময় আমার গুরু।

অ। ভক্তবৎসল পরমহংসদেব শ্রীরামপ্রসাদের আপনি মন্ত্রশিষ্য ?

স। মন্ত্রতন্ত্র তাঁর নাই,—করুণার কাঙ্গাল মানুষকে পাইলেই তিনি কোল দেন।

অ। আমিও কাঙ্গাল। অন্তরের অন্তরে পাপী, তাপী,—বড় দুঃখী। আমাকেও কি তিনি দয়া করিবেন না ?

স। নিশ্চয়। এরূপ সরল, অকপটবিশ্বাসী,—তাঁর প্রাণোপম প্রিয়। —'দয়া করিবেন কিনা' জিজ্ঞাসা করিতেছ কি ?—দয়া করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ তুমি ;—অল্প প্রায়শ্চিত্তে তোমার মুক্তি।

ক্ষণকাল দুইজনে নীরব ; অতুলের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল।

সন্ন্যাসী সহানুভূতিসূচক শীতল কণ্ঠে বলিলেন, "কেবল একটু আশঙ্কা ; —সৌভাগ্যের ক্রোড়ে আজন্ম প্রতিপালিত তুমি ;—একেবারে অতটা কষ্ট সহিবে কি ?"

অ। মহাত্মন্! মনের মধ্যে দিবারাত্রি যে তুষানল বহন করিতেছি, তাহার তুলনায় বাহিরের কষ্ট আমি কষ্ট বলিয়াই মনে করি না। আর কষ্টের মধ্যে ত একটু খাওয়া পরা—শোওয়া বসা ? তা সুখের মধ্যেও দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা অবসাদ ভোগ করিয়া আসিয়াছি,—মনে হয়, এখন এই পথ অবলম্বনে শান্তি পাইব।

স। আরও ভাল,—পথ সুগম হইল।—একটি অনুরোধ, আমাকে আর এরূপ উচ্চ সম্বোধন করিও না। বলিলাম ত, আমি সন্ন্যাসী বা সাধু নই ?—এ বেশ আমার ছদ্মবেশ মাত্র।

অ। তবুও আপনি আমার পরম পূজাস্পদ ; তুলনায় স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধান।

স। তা এখন মনের পাপ কি, প্রকাশ কর।

অ। করিতেছি। আপনিই আমার সাধনপথের সহায় হউন। আপনার সেই স্বর্গীয় স্বর-সঙ্গীত আমার জীবনে প্রথম পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

বলিতে বলিতে অতুলের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই রোমাঞ্চিত কলেবরে, ভক্তিভরে তিনি বলিলেন, "দেব. আবার গান, আবার শুনি;—নিশীথের সেই মোহনমন্ত্র। অন্তর্যামীরূপে আমার প্রকৃতি বুঝিয়া শুভক্ষণে সে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন। ঐ মধুর কণ্ঠে আবার সেই বীণাধ্বনি তুলুন—আমার মনের ছবি স্বরূপ চিত্রিত হইবে। বলুন—

"জনম বিফলে যায়।
হ'লোনা হ'লোনা মায়ের সাধনা,
মা বুঝি গো, ফাঁকি দেয়॥"

স। ঐটিই তা হইলে তোমার আত্মনিবেদন?

অ। আত্মনিবেদন, প্রার্থনা,—বিশ্বমাতার চরণে অনুতাপীর উষ্ণ অশ্রু!—হায়! আত্ম অপরাধে আমি আত্মনাশ করিয়াছি।

স। ঐ সঙ্গীতটিই তবে অন্তরের অন্তরে ধ্যান করিও।

অ। যথাসাধ্য তাহা করিতেছি। কিন্তু বলিতে পারেন, রূপের নেশা আমার কাটিয়াছে কি না?

স। ঠাকুরই তাহার পরীক্ষা লইবেন।—রূপ? কার এ রূপ?

অ। এক পরকীয়া কুলকামিনীর সৌন্দর্য্য-মোহ।

স। যদি আপত্তি না থাকে, ত সেই সুন্দরীর সবিশেষ পরিচয় দাও।

অ। সুন্দরীই তাঁর প্রকৃত নাম। নিরুদ্দিষ্ট শিবনাথ দেব তাঁর স্বামী। উপস্থিত তিনি আমার মাতৃরূপিণী জননী।

এইরূপে আরম্ভ করিয়া সুন্দরীঘটিত সকল বৃত্তান্ত যুবা নির্ব্বিকার চিত্তে বিবৃত করিলেন,—এক বর্ণও লুকাইলেন না।

স। তা হইলে বাহ্য ব্যবহারে তিনি বা তুমি পতিত নও?

অ। সেই বিষম দুর্দ্দিনে,—আমার মুমূর্ষু সন্তানের জীবনদান দিনে একবার বলিয়াছি, আজ আবার বলি,—আপনার সমক্ষে যদি একবর্ণও মিথ্যা বলি, ত আমার পৃথিবীর সার—সেই একমাত্র সন্তানের——

স। থাক্, এরূপ উৎকট শপথের প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে।—সুন্দরীর কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মনে কর ?

অ। হইয়াছে, তিনি উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে আমার স্ত্রীর সমক্ষে আসিয়া, মনের পাপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি একরূপ ব্রহ্মচারিণী, রাতদিন দেবালয়ে পড়িয়া থাকেন,—লোকালয়ে মুখ দেখান না। আমিও তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃসম্বোধন করিয়াছি।

স। তোমার পরিবর্ত্তন, প্রকৃতই বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু তার সেটা ভাণও ত হইতে পারে ?

অ। দেখিয়া ত তা মনে হয় না,—অন্ততঃ আমার বিশ্বাস তা নয়।

স। না হইলেই মঙ্গল।—যা হোক, তোমার জীবনে কে এই শুভসংযোগ ঘটাইয়া দিল ?

অ। ভগবান্‌ই মূলাধার বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে আপনারই প্রভাব দেখিতে পাই।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রভাব ?"

অ। আজ্ঞা হাঁ,—আপনারই প্রভাব। সেই স্বর্গীয় স্বরসঙ্গীত,—আমার শিশুপুত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় দৈবকৃপায় আরোগ্যশান্তি,—সেই হইতেই আমার চিত্ত পরিবর্ত্তন হয়। এ সকলই আপনারই মহিমা।

স। আমারই মহিমা ?—ভ্রমেও মনে স্থান দিও না। যাক্, এ ছাড়া আর কিছু বুঝিয়াছ ?—সত্য বল, আমায় সমধিক সুখী কর।

অ। আর আমার স্ত্রীর প্রভাবও একটু আছে।

সন্ন্যাসী যেন বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে, অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"একটু ?—না সম্পূর্ণ।—সেই সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মীর পুণ্যফলেই

এ অঘটন ঘটন হইয়াছে। যদি মহিমা প্রচার করিতে হয়, ত সেই পুণ্য-প্রতিমার মহিমা প্রচার কর। তাহাতে পুণ্য আছে।—আমি কে ?—উপলক্ষ্য মাত্র।"

ক্ষণকাল দুইজনে নীরব। সন্ন্যাসী সতি-মহিমা, সতি-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে, সেই আদ্যাশক্তি মহাসতীর কথা আনিয়া ফেলিলেন। অতুল রোমাঞ্চিত কলেবরে তাহা শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "কবে আমি এ মহাভাবে প্রাণ পূর্ণ করিয়া সমগ্র নারীজাতিকে মাতৃরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইব ?"

পরে বলিলেন, "এখন আপনার একটু পরিচয় পাই কি ?"

স। পরিচয় পাইলে সুখী হও ?

অ। আরো যেন একটু আপনার জন—ব্যথার ব্যথী হইয়া থাকিতে পারি।

স। আমিই সেই নিরুদ্দিষ্ট শিবনাথ দেব,—সুন্দরী বা কালামুখীর স্বামী।

সহসা অতুল অতিমাত্র চমকিত হইলেন। নিরাশ্রয় পথিক যেমন সহসা পথিপার্শ্বে কালসর্পের ফণা-বিস্তার দেখিয়া চমকিত হয়, সেইরূপ চমকিত হইলেন।

সন্ন্যাসীবেশী শিবনাথ সে ভাব লক্ষ্য করিলেন। একটু হাসিয়া, সহানুভূতিসূচক শীতলকণ্ঠে কহিলেন, "তা ভয় নাই, আমি সর্প নই, তোমায় দংশন করিব না। দোষ তোমারও নয়, তারও নয়,—সময় ও অবস্থার দোষেই এতদূর ঘটিয়াছিল। এক হিসাবে আমিই তোমাদের নিকট অপরাধী,—কেননা আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করি নাই।"

অতুল একেবারে চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "এমনই ত্যাগী ও ক্ষমাশীল যিনি,—না জানি তাঁহার গুরু কিরূপ মহাপ্রাণ—মহাপুরুষ হইবেন!"

"দেব, নরোত্তম! আমায় ক্ষমা করুন। অকপটে, সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষমা না পাইলে, আমি কখনই সেই পতিত-পাবনের পদাশ্রয় পাইব না।"—বলিতে বলিতে অতুল অতি আবেগে ও অধীরতায়, একেবারে শিবনাথের পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

সযত্নে তাঁহার হাত ধরিয়া শিবনাথ বলিলেন, "চল, কিছুদিন দেশভ্রমণ করি,—আরো কিছু পরীক্ষা বাকী আছে,—তারপর গুরুলাভ।"

"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

"আদেশ আমার নয়,—ভক্তবৎসল ঠাকুরেরই এই উপদেশ। কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তিরূপ মলা-মাটী থাকিতে, বৈরাগ্যের পথ প্রশস্ত নহে।"

"তবে?—হায়! আমার এ বন্ধন কি ঘুচিবে না?"

"ঘুচিবে। এক বৎসর পরে গুরুর পাদপদ্মে স্থান পাইবে। চল, এখন তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধিয়া বেড়াই।"

অতুল নীরব রহিলেন। শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমার এই প্রচ্ছন্ন বেশ—এই জটাজুট, দণ্ড ও কমণ্ডলু এখন আমি ত্যাগ করিব না;—যতদূর পারি, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া, বাক্যে কথনে, কার্য্যে, ব্যবহারে—জীবের কল্যাণসাধন করিব। তুমি আমার সমভিব্যাহারী হইতে প্রস্তুত আছ?"

অতুল সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাতে সম্মতি জানাইলেন। শিবনাথ পুনরায় কহিলেন, "তোমার ন্যায় আমার আরো দুইটি সঙ্গী আছেন, আজ হইতে তোমরা তিনটি হইলে।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অতুল রোমাঞ্চিত কলেবরে শুনিতে পাইলেন,—নিশীথের সেই দেবসঙ্গীত—সুধাস্রাবী কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। এই অংশটিই স্পষ্টরূপে তাঁহার কানে গেল,—

"এই হাসি কাঁদি বুকে বল বাঁধি,
আর পিছাব না ব'লে কত সাধি,

অমনি কে আসি, মুখে মৃদু হাসি,
পথ ভুলাইয়ে আমারে মজায়।—
জনম বিফলে যায়।"

শিবনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ঐ শুন, তুমি যাহা চাহিতেছিলে!"

অতুল চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"একি, অন্তর্য্যামী মহাপুরুষের ইঙ্গিত?"

সন্ন্যাসীবেশী শিবনাথের সেই সঙ্গীদ্বয় সেই গান গাহিতে গাহিতে, পূর্ব্বসঙ্কেত মত, শিবনাথের সহিত সেই পান্থশালায় আসিয়া মিলিত হইলেন। শিবনাথ অতুলকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা দুটি ছিলে, আজ হইতে আমার তিনটি প্রিয়তম সহচর হইলে। চল, এই প্রচ্ছন্নভাবে দেশে দেশে, নগরে নগরে ঘুরিয়া, কামিনী-কাঞ্চনের প্রভাব পরিলক্ষিত করি। যতটুকু পারি, লোকহিতে ব্রতী হইব।"

বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীবেশী এই শিবনাথই, চকিতের ন্যায় ভাবমগ্না সুন্দরীকে দেখা দিয়াছিলেন, এবং ইনিই সেই ছদ্মবেশে ভৈরবী সাজিয়া মেয়েদের খিড়কীর ঘাটের কাছ দিয়া গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, সুন্দরীর চরিত্রসম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়া।

যাই হোক, এই ঘটনার এক বৎসর পরে, তাঁহারা ঠাকুরের সেই আনন্দ-আশ্রমে সম্মিলিত হইলেন। তখন মধুর অপরাহ্ন। ঠাকুর দূর হইতে শিবনাথকে দেখিতে পাইয়া, আহ্লাদভরে বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে সিদু, দেখ্‌সে আয়, ছুটে আয়,—তোর শিবু-দাদা কেমন রং মেখে সং সেজে এসেছে!"

শিষ্য শিবনাথ ভক্তিভরে প্রণত হইয়া গুরুকে বন্দনা করিলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীসহ ঠাকুর রামপ্রসাদ সরস হাস্যপরিহাসচ্ছলে তত্ত্বকথার আলোচনা করিতেছিলেন। শিবনাথের সুদীর্ঘকালের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ! তুই দেখ্‌ছি, আধপয়সার পারের কড়ি বাঁচিয়ে এসেচিস্‌,—আর কিছু পারিস নে।"

পরে একটি নবাগত ভক্তের পানে চাহিয়া কহিলেন, "আধপয়সা পারের কড়ি বাঁচানো কি জানো গো বাপু?—এই শোন। ইস্কুলমাষ্টার তুমি,—অনেক ছেলেকে মানুষ কো'ত্তে হবে,—গল্পটি তোমার শুনে রাখা ভাল।—এই শোন।"

ঠাকুর গল্প বলিতে লাগিলেন। যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তিনি প্রতুলের সেই বাল্য-বন্ধু—ভক্ত ভবদেব। ভবদেবের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বুঝিয়া, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে একটু সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে, ঠাকুর গল্পটির অবতারণা করিলেন। শিবনাথ উপলক্ষ মাত্র।

ঠাকুর বলিলেন, "এই শোন। এক জনেরা দুই ভাই ছিল। বড়টি সংসার-ধর্ম্ম ফেলে, বৈরাগ্য নিয়ে কোথায় চ'লে গেল, ছোটটি অতি কষ্টে—নিজে না খেয়ে, তার অপোগণ্ড শিশু, পরিবার, বৃদ্ধ মা বাপকে নিয়ে কোন

রকমে দিন কাটিয়ে দিতে লাগ্‌লো। এমন দু' পাঁচ বৎসর চ'লে যাবার পর, হঠাৎ একদিন সেই বড় ভাই এসে হাজির। হাসি-কান্না সব হোয়ে যাবার পর, ছোটটি তার দাদাকে বোল্লে, "দাদা, আমি ত কোন রকমে এদের প্রাণে-প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছি,- তুমি ধর্ম্ম কোরে ঘরে কি নিয়ে এলে বলো ?—বুড়ো বাপ মা ত আর না খেয়ে বাঁচে না।" দাদা বল্লেন, "আমি যা এনেছি, তা মুখে বল্‌বার কথা নয়,—চোখে দেখ্‌বার জিনিস।—দেখে তাক্ লেগে যাবে।" "বটে এমন ?" "হুঁ, নদীর ধারে গিয়ে দেখ্‌তে হবে।" ছোটটির পারে যাবার একটু বরাত ছিল, ভাবিল, 'দেখা যাক্, দাদা কি বিদ্যে শিখে এয়েছে।' দু'ভায়ে নদীর ধারে গেল, খেয়াঘাটে পৌঁছিল। ছোটটি, নৌকার মাঝিকে আধ পয়সা পারের কড়ি দিয়ে, পারে পৌঁছে দিতে বোল্লে। বড়টি অমনি তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠে বোল্লেন,—"হুঁ-হুঁ-হুঁ! ঘরের পয়সা মাঝিকে খাওয়ান ? সাধুসঙ্গ নিলে আর এ অপব্যয়টি হ'তো না।" এই না বোলে ছোটভাইয়ের পৌঁছবার আগেই, তিনি জলের ওপর দে হেঁটে, কি আর কি কোরে, পার হোলেন। ছোট ভাই নৌকা থেকে নেমে বোল্লে, "তা দাদা, বেশ হোয়েছে,—ভেল্‌কী লাগিয়েছ বটে।—তা এখন চল, দু'-ভায়ে দু' বোঝা কাঠ নিয়ে ঘরে যাই। ও জঙ্গলে কাঠ, ওর আর দাম লাগ্‌বে না।" বড় ভাই না এই কথা শুনে, রেগে বোলে উঠ্‌লেন,—"কি মুখ্যু, তুই এত বড় একটা সাধুকে অমন মুটে-মজুরের কাজ কোত্তে বলিস ?" ছোটটি না তখন দাদার রকম-সকম দেখে একটু হেসে বোল্লে, "দাদা, এই তোমার সাধুগিরি ? চার-পাঁচ বছর গৃহবাস ছেড়ে আধপয়সা পারের কড়ি বাঁচাবার বিদ্যেটিমাত্র শিখে এয়েছ ;—আর কিছু নয় ? বুড়ো বাপ মা যে না খেয়ে মরে ?" "তা তুই মুখ্যু পুত্তুর,—সে ভার তো তোর !"

বলিয়া ঠাকুর হো-হো হাসিয়া উঠিলেন। শিষ্যগণও মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভবদেব বুঝিলেন, "অভিমান জিনিসটাই বিষ,—তা ধর্ম্মেরই

হোক্ আর পার্থিব বিত্তাবুদ্ধিরই হোক্। ঠাকুর বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই গল্পটি করিলেন। হাঁ, প্রতুলের পরিণাম স্মরণ করিয়া আমার একটু চরিত্রের গর্ব্ব মনে মনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বটে।—উঃ! কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! ভগবান্, রক্ষা কোরো!"

ঠাকুর আবার বলিলেন, "তাই বোল্‌চি বাপ শিবু, বছরাবধি ঘুরে, আধ-পয়সা মাত্র পারের কড়ি বাঁচিয়ে এয়েছ,—নিজের আখেরের কিছু করোনি দেখ্‌চি।—উঁ হুঁ! মুখে ঐ যে কেমন একটি অভিমানের ছাপ্ লেগে রোয়েছে। খুব বক্তৃতা দে বেড়িয়েছ বুঝি?"

"আজ্ঞে, তা একটু আধটু দিয়েছি।"

"ভাল করোনি—আগে নিজে তৈয়ের হও, তার পর পরকে তৈয়ের কোরো।—(অতুলকে লক্ষ্য করিয়া) সঙ্গে উটি কে? উটিকে যেন চেন-চেন কোচ্চি না?—বাপ সিহু. দেখ্ দেখি, ওটি সেই প্রথম আসামী কি না?—হাঁ, সেই-ই ত বটে? বাবুজীর নামটি না অতুলকৃষ্ণ?"

অতুল মহা অপরাধীর ন্যায়, ভয়ে জড়সড় হইয়া, অতি দীনভাবে কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

ঠাকুর। সেই প্রতুলকৃষ্ণের সাঙ্গাৎ না?

অতুল পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে ইঙ্গিতে জানাইল,—"হাঁ।"

ঠা। সেই সাঙ্গাৎটির খবরাখবর কিছু রাখো?

অ। আজ্ঞা না, বহুকাল আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নাই।

ঠা। ওরে বাপরে! এক কৃষ্ণে রক্ষা নেই,—একেবারে যুগলকৃষ্ণ।—অতুলকৃষ্ণ আর প্রতুলকৃষ্ণ! তা সাঙ্গাৎটি যা গোণাতে এয়েছিলেন, হৃদ্দমুদ্দ পেয়েছেন,—কিন্তু হজম কোত্তে পার্‌লেন না।—এখন তোমার খবর কি বলো?—তাল সাম্‌লাতে পেরেছ ত?—সে পোড়া-কপালীও ত ঠিক আছে? কেমন হে শিবু, মোজ্‌তে মোজ্‌তে র'য়ে গেছে না?

শিবনাথ। আজ্ঞা হাঁ,—সে আপনারই কৃপা।

ঠা। আমার কৃপা না হোক্,—মাকে ডাক্‌বার গুণে কপাল পোড়েনি বটে। যাক্, এখন সোনায় কতটুকু খাদ মিশেছে, পুড়িয়ে খাঁটী কোরে দেখ্‌তে হবে। তুমি চ'লে এলে কেন? গেলে যদি, চকিতে দেখা দিয়ে পালিয়ে আসা ভাল হয় নি।—তুমি আবার যাও। (অতুলের প্রতি) বাবুজী, ভয় নেই, তুমিও ঘরের ছেলে ঘরে যাও।—ঘরে আমার সতী সাবিত্রী মা রোয়েছেন;—তাকে ছেড়ে কি কোথাও থাক্‌তে আছে?

অ। বাবা, বাবা, আর আমায় পরীক্ষা কোর্‌বেন না,—আমার মাথায় ঐ পাদপদ্ম তুলে দিন। নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মোর্‌বো।—অতুল ঠাকুরের সম্মুখে আছাড় খাইয়া পাড়ল।

ঠাকুর যেন অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, স্বহস্তে তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া, তাহার অঙ্গে সেই পদ্মহস্ত বুলাইয়া, মাথায় হাত দিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ বাপ! মাথায় যে শিব রোয়েছেন;—ওখেনে কি পা দিতে আছে? ভয় নি, বাড়ী যাও, আর তোমাকে পোড় খেতে হবে না!"

তারপর ভক্তসন্তানকে একটু আড়ালে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সুন্দরীকে মুখে মা বোলেছিস্, মনে মনেও সত্যি সত্যি মা বলিস্। বুঝ্‌লি? তোর নিজের মা'র মুখ তো মনে আছে? সেই মা'র মুখ মনে কোরে মা বলিস,—তা হোলে আর কোন আপদ-বালাই জুটবে না।"

মনে মনে বলিলেন, "হুঁ, জগদম্বার ঐ অতবড় মুখখানা মনের মধ্যে আঁকড়ে ধরা ত সহজ কথা নয়,—এমত অবস্থায় আপনার আপনার মা'র মুখ মনে করাই ভাল। ছোঁড়াটা দেখ্‌চি, সত্যি সত্যিই চিটু হোয়েছে। উঃ! সাধুর পত্নীর ধর্ম্মনষ্ট? উঁ-হুঁ, তা হোলে যে ওর বংশ থাক্‌তো না। না, তা হবে কেন,—ঘরে যে ওর সতীলক্ষ্মী স্ত্রী র'য়েছে?—সেই সতীলক্ষ্মীর পুণ্যফল, আর—ওর মনও যে ভাল? তাই রক্ষা হ'লো,—নইলে ও আটাকাটিতে মোত্তই মোত্ত।—দোহাই মা, ছোঁড়াটাকে রক্ষা কোল্লো,—কামগন্ধে অন্ধ হোয়ে যেন আর না

মরে। বড় আশা কোরে মা তোমার ঠাঁই এয়েছে,—মুখ রেখো মা! ওর পাপ না হয় আমায় দিও,—দোহাই মা আনন্দময়ী!”

প্রকাশ্যে বলিলেন; “তা বাপ, ঘরে যাও, মাঝে মাঝে এখানে এসো; —তোমার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হ’লো। শিবু, বাপধন, তোমার উপরও আমার এই জুলুম। না, অবাধ্য হ’য়ো না, তাতে শ্রেয়ঃ নেই। দ্বাদশ-বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন কোরে আস্‌চ, মনও তৈয়ের হোয়েছে,—এখন তুমিই যোগ্য-গৃহস্থ হোতে পার্‌বে। বিশেষ ঘরে বুড়ো মা আছেন, যুবতী স্ত্রী বাপের বাড়ী পোড়ে রোয়েছে,—আর কি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানি ভাল?—হাঁ, ও সম্বন্ধে তুমি খাঁটী থেকো, কুলোকের কুৎসা রটনায় কান দিও না।' প্রয়োজন বুঝ, সেই মাতঙ্গী মাকে ভৈরবী মায়ের মত শান্ত-শীতলা-প্রসন্নবদনা কোরে নিও। সে শক্তি তোমার আছে। তিনি নিজেও তাঁর মহালা দিচ্ছেন। পূরা তিন বছর কাল অনন্যমনে দেবার্চ্চনা ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন কোল্লে মনের মলা-মাটী সব ধুয়ে-মুছে যাবে। আবার মা আমার—যে আগুন, সেই আগুন হবেন। এক গানের জোরেই তুমি এ আগুন জ্বালিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে।”

শিব। প্রভু, আপনার দর্শন——

ঠাকুর। হাঁ, আমার এখানে আস্‌বে বৈকি? এসে গান-টান শুনুবে, মার ডাক্‌বার পথে আমার সহায় হবে,—সিদু, হুটু, গোপাল,—এদের সব দেখে যাবে,—আস্‌বে বৈকি? আমিও একদিন তোমার বাড়ীতে গিয়ে, আমার সেই আনন্দময়ী মাকে দেখে আস্‌বো;—তুমি বাপ নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘরে যাও। একটি অনুরোধ, যার তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিও না, বক্তৃতাটাও একটু কম ক’রো। আর গীতা পড়্‌বার সময় গীতা,—ত্যাগী, তাগী, তাগী’—এই রকম কোরে দশবার মনে মনে জপ কোরো। ঐ ত্যাগী বোল্‌তে বোল্‌তে ‘ত্যাগ’ আস্‌বে। গীতার অর্থও তাই। ‘রাম’ নাম উচ্চারণের আগে, দস্যু রত্নাকরও ‘মরা—মরা’

এই রকম কোত্ত। শেষ সত্যি সত্যিই তারকব্রহ্ম রামরূপ দেখেছিল। (ভবদেবকে নির্দ্দেশ করিয়া) ইটিকে চেন' না বুঝি?—ইটি একটি বর্ণ-চোরা আঁব। আলাপ কোরো,—ভিতরটি বড় মিষ্টি। মাষ্টারী করেন, অল্পেই তুষ্ট। কিন্তু বাপু, তোমার সম্বন্ধেও আপাতত আমার এই ব্যবস্থা রইল। সংসার-ধর্ম্ম বজায় রেখে মনের ভিতর ডোর-কৌপীন নিও। তা তোমরা তিন জনেই তা ক্রমে ক্রমে পারবে;—মা সদয় আছেন।

বৃদ্ধ মাধবচন্দ্র একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া, জোড়হস্তে জানাইলেন,—"বাবা, আমার উপর কি হুকুম হয়?"

ঠা। হাঁ, একটা বিবেচনার কথা বটে। নাতিটীকে ত সেই খাতাঞ্জি বাবুর জিম্মায় রেখে দিয়েছ? হুঁ, লোকটি ভাল। তার জিম্মাতেই রেখো। কারবারটিও তাঁর হাতে সঁপে দিও। একটু বোকা মনে কোচ্চ?—কিন্তু ঐ বোকাই তোমার লক্ষ্মী।—শিয়ানকে এনে কি সর্ব্বনাশই কোরেছিলে ভাবো।—হাঁ, সে সে চীজ্‌টি গেল কোথায়? হ'লো কি?—তার কোন সন্ধান-সুলুক রাখ?

মা। আজ্ঞে না, ক্ষমা করিবেন,—আর যেন তা না রাখিতে হয়। আমি একেবারে তার সঙ্গে সব কাটান-ছিঁড়েন কোরে ফেলেছি। খাতাঞ্জির হাত দিয়ে রোক লাখ্ টাকা পাঠিয়ে বখরা বাতিল কোরে দিয়েছি,—সে তাতেই তুষ্ট।

ঠা। (স্বগত) তুষ্ট সে কোনকালেই নয়। বাগে পেলে আমাকেই হয়ত একদিন এসে ছোব্‌লাবে। হুঁ, আঁতে, আঁতে রাগটা বোসে গেছে।—মা আনন্দময়ি, তুমি দেখো!

প্রকাশ্যে বৃদ্ধকে বলিলেন, "তা একেবারে ছুটী নেবে মনে কোচ্চ? না বাপু, তা হবে না। তোমার দ্বারা অনেক লোক প্রতিপালন হোচ্চে, আরো অনেক লোক হবে,—তুমি ঘরে বোসেই দান-ধ্যান কোরো;—

কলিতে দানই পরম পুণ্য। খুব বড় একটা অন্নসত্র খুলে দাও। অনাথ, আতুর, কাঙ্গাল, গরীব সব এসে থাক্। মা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কোরে, তাঁর পূজা করো,—আপদ-বিপদ সব খ'ণ্ডে যাবে। আর এই মা আনন্দময়ীর বাড়ী একদিন ভোগ দাও। হাঁড়া হাঁড়া খিচুড়ি-ভোগ মাকে দিয়ে, সেই মহাপ্রসাদ দেশদেশান্তরের লোককে ডেকে নিয়ে এসে খাওয়াও। এক ফর্দ্দা মাঠে একেবারে হাজার হাজার লোক বোসে খাবে, আমি দেখ্‌ব।"

মাধব হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "যে আজ্ঞা,—আমার পরম সৌভাগ্য।—কোন দিন্ অনুমতি করুন।

ঠাকুর। (একটু ভাবিয়া) আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিন এই উৎসব কোরো। সহরে ঢ্যাটরা পিটিয়ে দি'ও,—কাঙ্গাল-গরীব যেন একদিন পেট পূরে পরিতৃপ্ত হোয়ে মা'র ভোগ খেয়ে যায়।

মা। যে আজ্ঞা। এই উৎসব আমি বছর বছর কোর্‌বো,—সকল ব্যয়ভার আমি একাই নেবো,—আপনি এই অনুমতি দিন।

ঠা। তা কোরো, ধনের সদ্ব্যয় এই রকমে কোরে যাও,—আর কোন আপদ-বিপদ থাকবে না।

মা। আপনি যখন প্রসন্ন হোয়েছেন, তখন আর আমার আপদ বিপদ কি? এখন সুমতি দিন, আর যেন না মহামোহে আচ্ছন্ন হই।

ঠা। জগদম্বাই তোমার মনের গতি ফিরিয়ে দেছেন,—তুমি তাঁর কৃপা পেয়েছ। মা, মা, মা! আমায় চিরদিন এই রকম কোলে নিয়ে থেকো;—তুমি বৈ যে আমার আর কেউ নেই মা!—ও বাপ শিবু, তোর সেই গানখানি একবার গা দেখি বাপ,—মাকে একটু ডাকি। (সুর করিয়া) "ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী যিনি সর্ব্বভূত একাকার"--গা গা, তোর মুখে শোনায় ভাল।

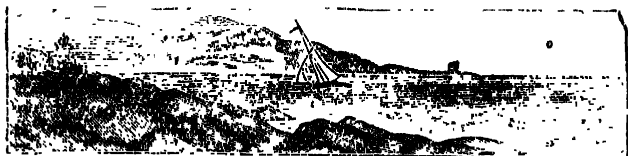
শিষ্য শিবনাথ সপ্তমে সুর চড়াইয়া, গম্ভীরা প্রকৃতিকে আরো গম্ভীর করিয়া, দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া, সম্মুখপ্রবাহিতা কুলুকুলুনাদিনী ভাগীরথী-সলিলে তাল রাখিয়া, মধুরতমকণ্ঠে গাহিলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী যিনি সর্ব্বভূত একাকার,
তাঁর পূজা,—আত্মপূজা, ভেদাভেদ নাহি আর।
কর জীব পরসেবা, তাহে হবে আত্মপূজা,
পূজার মহিমা কিবা, সেবকে তা জানে সার।—
পূজাহীনের লহ পূজা, ওমা গঙ্গে পূতধার॥" *

গান শুনিতে শুনিতে, গানের মধ্যে বিশ্বজননীর বিশ্বরূপ দেখিতে দেখিতে, সেই বিশ্বপ্রেমিক মহাযোগী, সিংহনাদে 'মা মা' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন। শিষ্য সিদ্ধেশ্বর অমনি ছুটিয়া আসিয়া গুরুকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক, তাঁহার কর্ণকুহরে অতি গম্ভীরস্বরে মাতৃনাম মহামৃত ঢালিয়া দিলেন। ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন, একটু কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন, "মা আনন্দময়ি! আজ আমি গোপাল হবো,—গোপাল হোয়ে তোমার কোলে উঠে মাই খাবো। আমায় মাই দিও মা!—দিও মা, দিও।—মা, মহাগুরু আমার! এই যে তুমি আমার মা? হরি, হরি, হরিবোল!



* বাগেশ্রী—আড়াঠেকা



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় ঠাকুরের আশ্রম-সন্নিহিত গঙ্গার উপর দিয়া একখানি পান্‌সী আসিতেছিল। পান্‌সীখানি বরাবর আশ্রমের ঘাটের দিকেই আসিতেছিল। আরোহী, একটি ফিট-ফাট বাবু;—কি ভাবিয়া মাঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ওহে বাপু, আরো একটু উত্তর দিকে বাহিয়া চল, রাত্রি অধিক হয়, ডবল ভাড়া পাইবে, তা ছাড়া বথ্‌সিসও কিছু পাইবে।" যে আজ্ঞা বলিয়া, মাঝি খুব একটা লম্বা সেলাম করিয়া, উৎসাহে ও পূর্ণ অনুরাগে পান্‌সী বাহিয়া চলিল।

পান্‌সীর ভিতরে দুটি স্ত্রীলোক। পূর্ণ যুবতী, সুবেশা, সালঙ্কারা, সুন্দরী দুটি স্ত্রীলোক। তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত হইয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গ দিয়া, পরিধেয় সূক্ষ্মবসন ভেদ করিয়া, ভর্‌ ভর্‌ সুগন্ধ বাহির হইতেছে; চঞ্চল-চকিত চাহনিতে কি-যেন-কি মাদকতা মিশানো রহিয়াছে;—যেন সাক্ষাৎ দুটি মেনকা-রম্ভা মর্ত্ত্যে নৌকাবিহার করিয়া বেড়াইতেছেন। যুবতী দুটি—বেশ্যা।

বেশ্যা,—সহরের সেরা বারাঙ্গনা। সেই বারাঙ্গনাদ্বয়কে আরোহী বাবুটি, ফিস্‌ফাস করিয়া কি শিখাইতেছিলেন। যুবতীদ্বয় হাসিতেছিল;—

পরস্পর পরস্পরের গা-টেপাটিপি করিতেছিল; এক একবার বা সোহাগে—এ উহার ঘাড়ে—সে তাহার ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। মধ্যে মধ্যে বাবুটিকেও সে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা না করিতেছিল, এমনও নয়।

বাবুটি কিন্তু সে ধাতের লোক নন। অন্য সহস্র দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু কামিনী কি কুলটার আকর্ষণ তাঁহাকে কিছু করিতে পারিত না।—এ ক্ষেত্রেও করিতে পারিল না। তিনি আপনার মতলবেই মজগুল্ হইয়া আছেন। সেই মতলব কিসে সিদ্ধ হয়,—কোন্ উপায়ে আসল কাজ হাসিল হইতে পারে, নানা ফিকির-ফন্দির সহিত মনে মনে তিনি সেই উপায়ই উদ্ভাবন করিতেছিলেন।

বেশ্যাদ্বয় তাহা বুঝিল। বুঝিল, এ নীরেট কঠিন কড়া ধাতে, সরস হাব ভাব, দুই একটা কটাক্ষ বা মধুর হাসি, কিংবা আরো কিছু, কিছুই করিতে পারিবে না,—আসল কাজ সিদ্ধি করিতে না পারিলে, তাঁহার নিকট পুরস্কার লাভের আশা করাও বিড়ম্বনা। তাই তাহারা তাহাদের সেই স্বাভাবিক বেহায়াপনা ছাড়িয়া দিয়া আসল কাজের কথাই আরম্ভ করিল।

প্রথম জন বলিল,—"তা বাবু, পান্‌সী আরো উত্তর-মুখে লইয়া যাইতে বলিলেন কেন?—এই না সেই বাগান?"

বাবু। হাঁ। কিন্তু একটু কারণ আছে। আরো একটু সন্ধ্যা হোক, বেশ মুখ-আঁধারে হোয়ে আসুক; তার পর এখানে নামা যাবে। কৃষ্ণপক্ষ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো বোলে।

দ্বিতীয়। অন্ধকারেই তা হোলে আমাদের শীকার কোর্‌তে হবে?

এবার বাবুটির সেই পোড়ার মুখে একটু হাসি ফুটিল। হাসিয়া বলিল,—"হাঁ, এ যে মানুষ শীকার! জল-জ্যান্ত মানুষটাকে মজাতে হবে—একটু ঢাগ-বাগ চাই বৈ কি?"

প্রথম। কিন্তু যদি বেশী বেগতিক হয়,—হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ বাধিয়ে দেয়?—থানা-পুলিশ হবে না তো?

বাবু। সে ভয় কেন কোচ্ছ? বার বার বোলে আস্‌চি, আবার বল্‌চি,—সে ভয় আদৌ হোতেই পারে না। এক ধরো সাধু,—স্বভাবতই ক্ষমাশীল, তার উপর লোক-লজ্জা মান-ভয় এ সবও আছে;—মোরে গেলেও পুলিসের নাম মুখে আন্‌বে না। চেলা-চুলোরাও যদি হাঙ্গাম বাধায়, উল্‌টো চাপে ফেল্‌বো—যে, ভণ্ডগুলো মিলে এই অবলাদের উপর অত্যাচার কোরেছে। আর সেই দু' এক বেটা চাল-কলা-খেকো কি আমাদের এই এতগুলো লোকের মহাড়া নেবে? এখানে ধরো,—এই আমি আছি, তোমাদের দরোয়ান দু'জন আছে, এই মাঝি-মাল্লা-দাঁড়ীও পাঁচ-সাত জন আছে,—এই এতগুলো লোককে ঘাল কোরে তবে ত তোমাদের উপর উপদ্রব কোর্‌বে?

দ্বিতীয়। না, সে ভয় করি নে,—ও রকম হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ আমাদের সওয়াও আছে। তবে সাধু সন্ন্যাসী লোক—

বাবু। বেশ ত? তাই ত আমি চাই? সত্যিকের সাধুসন্ন্যাসী হয় তো, কোন কথাই নেই,—বাপ বোলে গড় কোরে ধূলো-পায়ে আসা-যাওয়াই সার হবে। কোন হাঙ্গাম-হুজ্জুৎও হবে না, কারো মুখে 'রা'-ও ফুটবে না। আর যদি ভণ্ড, ধড়িবাজ, বদমায়েস হয়, ত নিশ্চয়ই তোমরা একটু হাব-ভাব দেখালেই ধরা দেবে। সেইটিই বুঝে নেওয়া আমার দরকার। আহা! পাপিষ্ঠেরা কত নিরীহ লোককে রাত দিন ঠকাচ্চে।

পাপিষ্ঠ মনে মনে বলিল,—"এই আঁধার রাতে, নির্জ্জন শোবার ঘরে, উপযাচিকা এই দুই রঙ্গিণী;—দেখি, কত বড় পরমহংস!"

বেশ্যাদ্বয় বাবুরূপী জীবটির আসল মতলব সবটা না বুঝিলেও এটুকু বেশ বুঝিল, কোন দাদ তুলিবার জন্যই তিনি এ ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তা তারা লোভাম্বে জাত,—টাকার জন্যে তারা সব করিতে

পারে ;—পূরা এক রাতও নয়,—ঘণ্টা দু'চারের মামলা, অথচ মজুরী হাজার হাজার টাকা ;—বেশ্যা-জীবনে বড় সোজা কথা নয়। তার উপর আবার প্রচুর বখসিসের লোভও আছে। কেননা, বাবুটি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ সাঁসালো রকমের ; বাঁ হাতের আঙ্গুলের একটা আংটীতে একখানা বড় হীরা দপ্‌ দপ্‌ জ্বলিতেছে ; বুকের ঘড়ি চেইনও হাজারের কম নয়। মজুরীর চুক্তির কথা হোতে-না-হোতে একেবারে দু'জনকে দুহাজার দিতে সম্মত হইলেন এবং তখনই এক কথায় দশটাকার পঞ্চাশ কেতা হিসাবে নোট এক একজনকে ফেলিয়া দিলেন ; বাকী অর্দ্ধেক কার্য্য সমাধানান্তে দিবেন বলিলেন। আর কাজটাই বা কি?—না, কোন রকমে সাধুর সাধুত্ব ভঙ্গ করা। বিশেষ, সত্যিকের সাধু হয় ত, তখনই খাড়া খাড়া চলিয়া আসা, আর ভণ্ড-সাধু হয়ত, কিছুক্ষণ রঙ্গ করা,—তাও আবার দু'জনে মিলিয়া। এমন লাভের গণ্ডা কি, সেই বাজারে বেশ্যা, সহজে ত্যাগ করিতে পারে? এক হাঙ্গাম হুজ্জুতে পাড়বার ভয়—কিংবা সেই বাবুরই যদি নিজেরই কোন রকম কু মতলব থাকে ;—তা সে জন্য তারা দস্তুরমত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। নিজেদের দুইজন বিশ্বস্ত দ্বারবান সঙ্গে লইয়াছে,—আর তাদেরই অনুগত একজন মাঝিকে ডাকাইয়া আনিয়া একখানি পান্‌সী ভাড়া করিয়াছে।—সুতরাং এ সকল ল্যাটা তাহারা এক রকম চুকাইয়াই আসিয়াছিল। এখন আসল কাজ।

দেখিতে দেখিতে পূরা সন্ধ্যা হইল, এবং সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আরোহী সেই বাবু, মাঝিকে পান্‌সীর মুখ ফিরাইতে বলিল।—আশ্রমের সেই ঘাটে পান্‌সী ভিড়াইতে আদেশ দিল। তাহারাও তাহাই করিল।

বাবুরূপী সেই জীব এবার বেশ্যাদ্বয়কে একটু আদর-আপ্যায়িত করিয়া বলিল, "এইবার তবে নামো, চল আমি নিজেই তোমাদের সেই ঘরে

তুলে দিয়ে আস্‌চি। এই মোটা চাদর তুখানা তুজনে গায়ে জড়াও ভাই! জুজু-বুড়ীটির মত একটু জড়-সড় হোয়ে চল।—কি জানি হঠাৎ যদি কেউ চিনে ফেলে।"

একজন বলিল,—"না, সে ভয় নেই। যে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোলের মানুষই চেনা যায় না।"

বাবু। তবু—কি জানো, সাবধানের মার্ নেই।—হাঁ, ঐ বেশ হোয়েছে।—এই নাও।

বুক-পকেট হইতে একটা মণিব্যাগ বাহির করিয়া, তাহা হইতে দশখানা গিনি লইয়া, তু'জনের হাতে পাঁচ পাঁচ খানি গণিয়া দিল।

"এ আবার কি?"—পুলকপূর্ণ হইয়া একজন এই কথা বলিয়া উঠিল।

পোড়ার-মুখ' বাবু বা বানর একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—"না, এটা ফাউ। বখ্‌সিস এরি যোগ্য জেনো। আর যুবণের অর্দ্ধেক ত পাওনাই আছে। এখন দেখ্‌বো কেমন গুণপনা!—ফাঁদে ফেল্‌তে পারো ত, বুঝ্‌বো সব সার্থক!—ঐ যে আলোটা দেখা যাচ্চে,—হাঁ, ঐ ঘর। চল, আমি হাত ধোরে নিয়ে যাচ্চি। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আমি এখানে বেড়িয়ে বেড়াব। তেমন কিছু হয়, 'বঁধু হে' বোলে একটা সঙ্কেত কোরো।"

কালামুখোর রসিকতা দেখিয়া, কালামুখীরা একটু হাসিল। মাঝিরা দেশলাই জ্বালিয়া তামাকু খাইতেছিল, সেই আলোকে বেশ্যাদ্বয় একবার ধাঁ করিয়া দেখিয়া লইল,—সেই গিনি কয়খানা আসল সোনার কি না। সোনার সাব্যস্ত হইলে, যে যার দরোয়ানের কাছে তাহা জিম্বা করিয়া রাখিল। তার পর উৎসাহে, লোভে,—আরো দাঁও মারিবার মতলবে, বাবুরূপী সেই বানরের হাত ধরিয়া, ধীরে ধীরে, সেই পুণ্যাশ্রমে পা ফেলিতে লাগিল।

চক্রীর চক্র, ভগবানের মহিমা,—কিসে কি হয়, কে বলিতে পারে?

ঠাকুর তখন আপন পালঙ্কে শুইয়া, প্রশান্ত গম্ভীর মনে মহামায়ার

বিচিত্র লীলা ধ্যান করিতেছিলেন। ধ্যানে মায়ের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া, তাঁহার সেই শান্তশীতলা বরাভয়দায়িনী আনন্দময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিতেছিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছিল। শিষ্য-সেবকগণ তখন আর একটু দূরে—অন্য এক ঘরে বসিয়া, জলযোগাদির উদ্যোগ করিতেছিলেন। ঠাকুরের সে গৃহে আর কেহ ছিল না। একটিমাত্র আলোক মিটি মিটি জ্বলিতেছিল।

এমনই সময়, প্রচ্ছন্নরূপী প্রেত, প্রচ্ছন্নরূপিণী সেই দুই প্রেতিনীকে লইয়া, সেই গৃহের সম্মুখীন হইল। দেখিল, গৃহদ্বার উন্মুক্ত। গবাক্ষ-পথ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ঠাকুর একাকী আপন মনে পালিঙ্কে শুইয়া আছেন।

উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, এই অবসরে কার্য্যসিদ্ধি অনিবার্য্য স্থির করিয়া, সেই নর-প্রেত একেবারে মরীয়া হইয়া উঠিল। বারাঙ্গনাদ্বয়কে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া, অতি ব্যগ্রতা-সহকারে চুপি চুপি বলিল,—"এই অবসর, অতি উৎকৃষ্ট সুযোগ!—ঘরে আর কেহ নাই। ঐ দেখ, শুইয়া আছে। যাও, এখনি গিয়া একেবারে বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ো।—আরো হাজার টাকা পারিতোষিক!"

লোভে, মোহে, দুরাকাঙ্ক্ষায় একজন একেবারে উন্মত্তা বাঘিনী হইয়া উঠিল। আর একজন কিন্তু কি ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু—"

পিশাচ উত্তর দিল,—"না, আর কিন্তু নয়।—এ সুযোগ হারাইলে আর পাইবে না।—যাও বিদ্যুদ্গতিতে গৃহে প্রবেশ কর। আমি চলিলাম,—নদীর তীরেই রহিলাম। কোন ভয় নাই।"

"না, বাপু, তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও,—আমার গা কেমন কাঁপ্‌চে।"

"আরে, ছিঃ ভাই! তাও কি হয়?"

নরপিশাচ এই কথা বলিয়া সেটিকে একরূপ ঠেলিয়া ঘরের ভিতর দিল। কিন্তু প্রথমা বাঘিনী প্রকৃত প্রমত্তা হইয়াই গৃহে প্রবেশ

করিল। প্রেত, তাহা দেখিয়াই, কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া, দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

যোগাত্মা যোগীবর তখন সেই মহাযোগের আবেশে বিভোর। মায়ের মোহিনী মূর্ত্তি তিনি অন্তরের অন্তরে অবলোকন করিতেছিলেন—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তন্ময়।

পাপিনীদ্বয়ের একজন ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়াই ছিল,—এখন একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আর একজন—সেই নরমাংসলোলুপা প্রমত্তা বাঘিনী, একেবারে ঠাকুরের গা ঘেঁসিয়া, তাঁহার খাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সহসা যেন কি একটা বাধা পাইয়া, সঙ্কল্পানুযায়ী ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিল না,—কম্পিত হস্তে তাঁহার পায়ে মাত্র হাত দিল। কিন্তু সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে, সহসা প্রেতিনীর সেই হাত অবশ হইয়া গেল।

হঠাৎ পায়ে কণ্টকবিদ্ধের যন্ত্রণার ন্যায়, উহু বলিয়া, ঠাকুর ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রথম দৃষ্টি,—কিন্তু সেই দণ্ডায়মানা, কম্পিত-কলেবরার প্রতি পড়িল।—"একি! তুমি?—মা আনন্দময়ী আমার—বেশ্যারূপে? মা, মা, সশরীরে এসেছ যদি, পিপাসিত সন্তানকে স্তন্যপান করায়ে যাও!"

"বাবা, বাবা," বলিতে বলিতে,—কম্পমানা সেই হতভাগিনী, সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

"একি মা, পোড়ে গেলে? ছেলের কাছে ভয় কি মা? এই দেখ মা, আমি নাড়ু-গোপাল হোয়ে তোমার মাই খাই!"

ঠাকুর সত্যসত্যই হামাগুড়ি দিতে দিতে, বাৎসল্য রূপধারী শ্রীগোপাল মূর্ত্তির ন্যায়, পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন! এবার কিন্তু সেই প্রমত্তা বাঘিনীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।—"তুই আবার কেরে? তুই বুঝি মা'র আমার দাসী? তাই আমার বিছানা 'ঝাড়্তে

এয়েছিলি? তা তোর হাতে ক্ষুর কেনরে? দেখ্ দেখি, আমার পাটা একেবারে রক্তারক্তি হোয়ে গেছে?"

আশ্চর্য্য!—পাপিষ্ঠার স্পর্শে, সত্যই ঠাকুরের পা দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সেই রক্ত দেখাইয়া পুনরায় তিনি বলিলেন, "অমন কোরে কিরে হতভাগী পায়ে হাত-বুলুতে হয়? যা, আমি তোর মাই খাবো না, আমার ঐ মা'র মাই খাবো।—মা, আনন্দময়ী আমার! স্তন-পান করাও!"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর, ঠাকুরের গলার সাড়া পাইয়া, একেবারে ছুটিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সহসা নারীমূর্ত্তি দেখিয়া, চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি!"

সন্তানতুল্য প্রিয়তম শিষ্যকে দেখিয়া, ঠাকুর আনন্দভরে বলিতে লাগিলেন,—"ও বাপ সিদ্ধ, এয়েছিস্? তা ত্থাখ্, ত্থাখ্, মা আনন্দময়ী আমার—আজ কেমন বেশ্যা সেজেছেন ত্থাখ্!"

"বাবা, বাবা, এ কি! এ কি দেখি? এ পুণ্যাশ্রমে বেশ্যার আগমন?"

"বেশ্যা কেরে বাপ?—সকলেই যে আমার মা! সেই ইচ্ছাময়ী মা-ই যে আজ এইরূপে এয়েছেন।—মা! বেশ্যারূপিণী পরমেশ্বরি! সন্তানকে স্তন্যদান কর।"

চমকিত সিদ্ধেশ্বর অতি ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন, "পতিতপাবন, ভাবরূপী জনার্দ্দন! এ কার স্তন্যপান করিবেন?—এ যে পিশাচী, রাক্ষসী,—নরকের সাক্ষাৎ প্রেতিনী!"

"তা হোক্‌রে বাপ, ওতেও আমার আনন্দময়ী মা আছেন! আমি সেই আনন্দময়ীর অমৃতধারা পান করি।"

সিদ্ধেশ্বর সেই ভূপতিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তা এতো দেখিতেছি, মূর্চ্ছিতা,—সংজ্ঞার চিহ্নমাত্র নাই।"

ঠাকুর। বটে? তবে আমি মা'র এই দাসীর মাই-ই খাই।—এ মাও আমার জগদম্বার অংশরূপিণী।

এই কথা না শুনিয়া, সেই রাক্ষসীর বড় ভয় হইল। সে 'কথা' শুনিয়াছিল,—সহসা তার 'পুতনা-বধের কথা' মনে পড়িয়া গেল। ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—

"দোহাই বাপ, রক্ষা করো। আমার ঘাট হোয়েছে, আর তোমার ত্রিসীমানায় আস্‌বো না।—'বাপ' বোলে এই নাকে খত্ দিয়ে বিদেয় হোলুম।—আমার হাতটা এখন সারিয়ে দাও বাপ।"

ঠা। ও আপনিই সেরে যাবে,—ভয় নি মা।

সিদ্ধেশ্বর একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমরা? কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলে?"

পিশাচী আপন মুখে সকল পাপ স্বীকার করিল। যে জন্যে আসা, যা'র প্ররোচনায় টাকা খাইয়া এই কাজ করা, একে একে সব বলিল। শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন।

ঠাকুর কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা আর হোয়েছে কি? বেশ কোরেছ মা। আমারও যে টুকু ভোগ ছিল, হোয়ে গেল।—টাকার জন্যে কোরেছিলে,—তা টাকা সব পেয়েছ?"

"আর সে কথা তুলিবেন না,—আমি মহাপাপিনী।"

"বিলক্ষণ! তুমি আমার উগ্রচণ্ডী মা।—আর উটি?"

"এক পথের সঙ্গিনী,—ভয়ে মূর্চ্ছিতা।"

"হুঁ, উনি আমার কমলা মা।—ওরে সিদে, মা'র আমার শান্তশীতলা কমলামূর্ত্তিটে ভাল কোরে দেখে নে!—ওঁকে চৈতন্য কর্।"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বর, মূর্চ্ছিতার চোখে মুখে একটু জল দিলেন, তাহাকে একটু ব্যজন করিলেন; সে হতভাগিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে, সজল-নয়নে, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

প্রেমময় ভগবান্ হাসি-হাসি মুখে কহিলেন, "মা, একবার একটি কথা কও।—সন্তানকে ছোল্‌তে এসেছিলে, ছলনা তো হোয়ে গেছে,—এবার

স্বরূপমূর্ত্তিতে প্রকট হও। মা আনন্দময়ি! মা, মা, মা!"—বলিতে বলিতে ঠাকুর গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। মুখখানি হাসি-মাখা, সে হাসিতে স্বর্গীয় প্রভা বিভাসিত।

রূপজীবিনী বেশ্যা, সে অপরূপ রূপচ্ছবি দেখিয়া, সমাধি-অবস্থায়ও সেই নরোত্তমের এই অলৌকিক ভাব-ভঙ্গি অবলোকন করিয়া, একেবারে মূক ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানিতে তাহারা ঝলসিয়া পুড়িয়া মরিবার প্রায় হইয়া রহিল।—এখন কোন রকমে সেখান হইতে পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে।

গম্ভীরনাদে 'মা মা' ধ্বনি করিয়া, ভক্ত শিষ্য গুরুর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী—সেই শিবনাথ, মাধব, অতুল, ভবদেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত হইলেন। আদ্যন্ত দেখিয়া ও শুনিয়া, সকলে একেবারে নির্ব্বাক্ ও চমকিত।

শেষ শিবনাথ বলিলেন, "কার এত সাহস,—কার এমন বুকের পাটা—, সত্য বলো।—কার প্ররোচনায় তোমরা এ কাজ করিলে?"

প্রথমা বেশ্যা সেই বাবুর পরিচয় দিল।

"কোথায় সে বাবু, একবার দেখাইতে পার?"

এবার সেই দ্বিতীয় বেশ্যা কথা কহিল, উৎসাহভরে বলিল, "হাঁ, চলুন না? বাবর ঐ নদীর ধারেই আছে। আমাদের নৌক কোরে এনেছে,—নৌকও ঐ কিনারায় আছে।"

"বটে, এমন? তা আমি দেখবো একবার সেই বাবুকে।—অমন ছাতি-দড় বীরপুরুষকে দেখ্‌বো না?"—স্বয়ং ঠাকুর্ কি ভাবিয়া এই কথা বলিয়া উঠিলেন।

শিষ্যগণও আলোকাদি লইয়া প্রস্তত্ হইলেন। ঠাকুর আবার বলিলেন, "চল মা, জগদম্বার অংশরূপিণি! তোমাদের নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি চল। আহা, বড় কষ্ট হোয়েছে দেখ্‌ছি।—সন্তানের নমস্কার লও মা।"

সকলে অবাক্ হইল। মনে মনে বলিল, "অদ্ভুত চরিত্র,—অদ্ভুত এ মাতৃভাব সাধন!"

অগ্রে ঠাকুর, পশ্চাতে আলোকাদি সহ শিষ্যমণ্ডলী ও বারাঙ্গনাদ্বয়।

ওদিকে গঙ্গার কিনারায় পাইচারি করিতে করিতে, বাবুরূপী সেই মূর্ত্তিমান্ প্রেত, সহসা চমকিত হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"একি, এত লোকজন কেন? সঙ্গে আলো লইয়া, ও কাহারা আসে? তবে কি——'উঃ! বাবাগো!'—সহসা মর্ম্মভেদী গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া, প্রেত ধরাশায়ী হইল।

"ও কি, ও কি"—বলিতে বলিতে, সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রেতের সম্মুখীন হইলেন। সবিস্ময়ে সচকিতে চিনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি! একি! এ না সেই নরপিশাচ প্রতুল?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা দেখ!"

মনে মনে কহিলেন, "মাধবের নাতির—এ সেই বিষে-বাঁচার দাদ্ তোলা।" মাধব প্রভৃতিও তাহা বুঝিলেন।

বেশ্যাদ্বয় বলিয়া উঠিল,—"এই সেই বানর! এরই টাকা খাইয়া আমরা এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলাম।"

মাধবচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, হাতে হাতে মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্তও দেখ্‌চি।—সর্পাঘাত না? হাঁ, ঐ যে একটা কাল-সর্প কুণ্ডলী প্যাকাইয়া রহিয়াছে।—বাপ্!"

বৃদ্ধ দশহাত পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ভয় নি, ও আর কাম্‌ড়াবে না। ঐ দেখ, তোমাদের সাড়া পেয়ে সুড়্ সুড়্ কোরে যাচ্চে। ওর কাজ শেষ হোয়েছে, তাই যাচ্ছে। উঁ হুঁ, ওকে মেরো না।"

"কাল কেউটে যে?"

"তা হোক্—মাই আমার আর এক মূর্ত্তিতে সর্পরূপে এসেছিলেন।"

এবার ভবদেব আত্মস্থ ভাবিয়া, অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া বলিয়া

উঠিলেন,—"মহাখলের মহা প্রায়শ্চিত্ত মহাখল দ্বারাই সাধিত হইল!—ধন্য বিধির বিধান!"

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "না বাপ, এ প্রায়শ্চিত্ত নয়,—প্রায়শ্চিত্তের সূচনা মাত্র।"

মা। সে কি প্রভু, এ মহাপাপী আবার বাঁচিবে?

ঠা। আয়ু থাকিতে কার সাধ্য,—মারে? রাগ করিতেছ কেন,—কৃষ্ণের জীবকে করুণা করো!

"গুরু, গুরু, গুরু!—শিব, শঙ্কর, করুণাময়!"—ক্ষমাময়, প্রেমময়, পতিতপাবন! বলিতে বলিতে, মাধবের কণ্ঠরোধ হইল।

ঠাকুর। এখন সকলে মিলে একবার হরিধ্বনি করো।

সহসা সেই নিস্তব্ধ নৈশ-গগন ভেদ করিয়া, গম্ভীর হরিধ্বনি উঠিল। সম্মুখপ্রবাহিতা ভাগীরথী,—কলকলনাদের সহিত, সেই পবিত্র ধ্বনি বহিয়া লইয়া চলিলেন।

ঠাকুর সম্মুখেই কি একটা তৃণজাতীয় গাছ দেখিতে পাইলেন। তাহার গুটিকত পাতা ছিঁড়িয়া বৃদ্ধ মাধবচন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই পাতা কটি আঙুলে টিপে রস করো;—সিদু, তুমি একটু গঙ্গামৃত্তিকা আনো;—ভবদেব, ইনি তোমার বাল্যবন্ধু,—তোমার এই উত্তরীয় ভিজাইয়া একটু জল আনো; আর অতুলকৃষ্ণ, তুমি তোমার এই সাঙ্গাৎটিকে তুলিয়া ধর;—ভয় নাই, এ সামান্য সর্পদংশন, এখনি চৈতন্য-লাভ করিবে।—ঐ পাতার রসে, বিষ এখনি নামিয়া যাইবে।"

ঠাকুরের আদেশ ঝটিতি প্রতিপালিত হইল। তিনি স্বহস্তে গঙ্গামৃত্তিকার সহিত সেই পেষিত পত্রের রস উত্তমরূপে মিশাইয়া সর্পদষ্টের ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিলেন। গঙ্গাজল মূর্চ্ছিতের চোখে মুখে অর্পণ করিয়া, মা মা বলিতে বলিতে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন।—প্রতুল উঠিয়া বসিল। গভীর নিদ্রার পর যেন ঘুম ভাঙ্গিল,—মহাপাপীর এইরূপ মনে হইল।

কিন্তু তখনই আবার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সেই বেশ্যাদ্বয়কে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল,—"সংবাদ কি? কার্য্যসিদ্ধি ত?"

"না বাপ, সিদ্ধি হোয়েও হোলো না। তা এ বুড়ো বামুনের উপর কি এত রাগ কোত্তে হয় যাদু?"

এবার পিশাচ চমকিত হইল। সম্মুখে একেবারে সকলকেই দেখিল। সেই ঠাকুর রামপ্রসাদ, সেই তাহার প্রতিপালক ও প্রভু মাধব, সেই বাল্যবন্ধু ভবদেব ও অতুল,—দেখিল, সকলেই বিস্মিতভাবে তাহার পানে চাহিয়া আছে। একটু লজ্জা লজ্জা ঠেকিল, একটু যেন চমৎকৃতও হইল।—"একি! এক স্থানে এ সকলে মিলিত হইল কিরূপে?"—চোখ অবনত করিয়া মনে মনে বলিল,—"আমি এ কোথায়?"

সেই প্রথমা বাঘিনী বেশ্যাটি গর্জ্জিয়া উঠিল,—"বিকট পরমায়ু!—সাপের ছোবলেও তুমি মরিলে না? ওরে হতভাগা, মহাপাপিষ্ঠ! টাকার লোভ দেখিয়ে এই সদাশিবের যোগভঙ্গ কোর্‌তে আমাদের লেলিয়ে দিয়েছিলি?—ধিক্ তোকে!"

ঠাকুর। ছিঃ, মা! পুরুষ-মানুষকে কি অমন কটুকথা বোল্‌তে আছে? যা মা, খেল্‌তে এসেছিলি, খেলা হোয়েছে, এখন সব বাড়ী যা।—যাও বাবাজী, তুমিও গে নৌকয় ওঠ। কিছু মনে ক'রো না,—ও এমনি হ'য়ে থাকে।—একি তোমার কাজ?—মনেও ঠাঁই দিও না,—সেই মাই এ সব করিয়েছেন।—ও বাপ সিদু, আলোটা আগিয়ে নিয়ে চল্। আবার যেন আমাদেরও না ছোবলায়।

করুণার ও ক্ষমার—এ কি অলৌকিক দৃশ্য! এ কি করুণা, না—ধন্বন্তরীর সুধাভাণ্ড-নিঃসৃত প্রেমের পীযুষধারা?

এমন বিশ্বব্যাপী প্রেম যার, সে কি তোমার আমার মত মানুষ?

প্রতিহিংসার মূর্ত্তিমান্ পিশাচকেও যিনি এমন ভাবে প্রেম বিলাইতে পারেন, তিনি যদি মহাপুরুষ না হন, ত মহাপুরুষ আর কে?—হায়, দয়াল ঠাকুর!



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"আর কেন, আমাকে ছাড়িয়া দাও,—কোন্ দিন ব্যাঘ্রের করালগ্রাসে প্রাণ যাইবে।"

"তোমায় ছাড়িব প্রিয়তম? তবে আমার এ রূপ, যৌবন, এত অর্থরাশি—কার জন্য? তেমন তেমন দেখি, তোমাকে লইয়া আমি দেশত্যাগিনী হইব।"

সহরের এক প্রান্তভাগে; নির্জ্জন গঙ্গার ধারে, নিভৃত এক উদ্যানবাটীতে বসিয়া, সেই পাপিষ্ঠ ডাক্তার নীলকৃষ্ণ ও পাপীয়সী রঙ্গমতী মিলিয়া এই কথা হইতেছিল। তখন রাত্রিকাল। জন-মানবের সাড়া-শব্দ নাই। জন মানবের বসতিও সেখানে অতি বিরল। অঞ্চলটা বাগান-বাগিচাতেই, পূর্ণ। সেই একটা বাগান-বাড়ী ভাড়া লইয়া, সহরের কোলাহল একেবারে ছাড়িয়া, লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরাল হইয়া, এই পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠা, নির্ঝঞ্ঝাটে পাপের সর্ব্ববিধ লীলা-খেলা খেলিয়া আসিতেছে। সেই পুরুষ-ডাক্তার সাজিয়া পুলিসের হাতে পড়ার পর হইতে, ভয়ভাঙ্গা হইয়া, রঙ্গমতী অল্পে অল্পে স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল। পাপিষ্ঠ স্বামীও বিষপ্রয়োগরহস্য কাণাঘুসিতে প্রকাশ ও সেই অনুষ্ঠিত মহাপাপে বিফল-

মনোরথ হওয়ায়, কেমন যেন এক রকম নিরাশাদশাগ্রস্ত উন্মাদপ্রকৃতি হইয়া উঠিল। কোন বিষয়ে তাহার আর আস্থা, কি মমতা রহিল না। জীবনের অমন যে ইষ্টমন্ত্র—টাকা, সেই টাকাও তার বিষ বোধ হইল। অপমান, লাঞ্ছনা ও আত্মধিক্কারে, তাহার মনের মধ্যে তুষানল জ্বলিল। সেই তুষের আগুনে মহাপাপী ধিকি ধিকি পুড়িতে লাগিল।

কিন্তু তখন আর একটা ভয়াবহ বিষ তাহার রক্তে রক্তে মিশিয়া গেল। আর একটা উৎকট ভীষণ চিন্তায়, সে, দিনরাত আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। সেটি—প্রতিহিংসা। প্রাণঘাতী, সর্ব্ববিধ্বংসী প্রতিহিংসা। দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার—পুরুষোত্তম পরমহংসদেবের উপর সেই প্রতিহিংসা। সেই প্রতিহিংসাসাধনে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মহাপাপী যে মহাপাপের আশ্রয় লইল এবং তাহার ফল যেরূপ হইল, তাহা বলিয়াছি।

প্রকৃতির বিধানানুসারে, এখন সেই নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত বাণ, প্রতিহত হইয়া, তাহার নিজের দিকেই ছুটিয়া আসিল। যেখান হইতে সেই বাণের প্রয়োগ, ঠিক্ সেই খানে আবার ফিরিয়া আসিয়া, তাহার গতি স্থির হইল। বাণ নিজের বুকেই বসিল। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া, ঘাতের পর প্রতিঘাত;—কিন্তু এ কথা বলিবার আগে, সেই পিশাচ ডাক্তার ও পিশাচী রঙ্গমতী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে।

গুণধর স্বামী সদাই উন্মনা ও দুশ্চিন্তা-ব্যাধিগ্রস্ত,—আহারে রুচি নাই, বিলাসে আসক্তি নাই, ভোগে প্রবৃত্তি নাই, অবসাদ ও অকৃতকার্য্যতায় কেমন এক রকম জড়-ভরত সদৃশ;—তেমন আমোদ ও স্ফূর্ত্তিহীন অবস্থায়,—কি সেই কুপ্রবৃত্তিপরায়ণা, পঙ্কিল কামনাস্রোতে ভাসমানা, গুণধরী স্ত্রী—স্থির হইয়া থাকিতে পারে? বিশেষ সন্মুখেই একান্ত চির-অনুগত, অনায়াসলভ্য, বাঞ্ছিত উপনায়ক সদাই বিরাজমান্। টাকার অভাব নাই,—সুবিধা-সুযোগও সম্পূর্ণ;—কেন না, স্বামী প্রায়ই দিন রাত বাহিরে বাহিরে। কোথায় থাকে, কি করে, কাহাকে বলেও

না,—কোন বিষয় দেখেও না,—কচিৎ এক আধবার গৃহে আসে মাত্র। তাহাও আবার চকিতে দেখা-দেওয়ার মত।

এমত অবস্থায় যাহা হইবার, তাহাই হইল। সেই ডাক্তারের সহিত পাপীয়সী মজিল। পাপাত্মা স্বামীর প্ররোচনায়, কৃত্রিম অভিনয়ে, যাহাকে অনেক দিন ধরিয়া মজাইবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিল, এখন নিজেই তাহাতে মজিয়া গেল। ডাক্তার—সেই চিরলোভী, দুর্ব্বলচেতা, কাম-কুকুর,—বাঞ্ছিতা কুক্কুরী আপনা হইতে আসিয়া মিলিল দেখিয়া, যার-পর-নাই উল্লসিত ও আহ্লাদিত হইল বটে, কিন্তু তাহার ভয় গেল না;—পাপের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সে মরণ-ভয়ে সদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল। মরণের আগেই সহস্রবার তাহার মৃত্যু ঘটিল। পিপীলিকার প্রাণ বটে, কিন্তু গুড়ের আস্বাদ সে পাইয়াছে—তাই মরণ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও গুড়ের আটা সে ত্যাগ করিতে পারিল না।

পাপীয়সী রঙ্গমতীও তাহা না বুঝিল, এমন নয়। ভাবিল, "যতদিন এরূপ গোপনে গোপনে কাটিয়া যায় যাক্; পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে কতক্ষণ? না, বাজারে বার্ দিয়া দাঁড়ানো হইবে না। স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনের মুখ পুড়িবে।"—হায় রে মুখপুড়ীর নীতিজ্ঞান!

তাই স্বামীর চক্ষে ধূলি দিবার জন্য, সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবার আশায়, পাপিষ্ঠা সহর ত্যাগ করিল। সহরের সন্নিকটে, আজ এ বাগান, কাল সে বাগান ভাড়া লইয়া, নব অনুরাগে, নবনায়কের সহিত উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই অবস্থার চিত্র উপরে অঙ্কিত হইয়াছে। পাপিষ্ঠ ডাক্তার বলিতেছে,—"আর কেন, আমাকে ছাড়িয়া দাও;—কোন্ দিন ব্যাঘ্রের করালগ্রাসে প্রাণ যাইবে!"

পাপিষ্ঠা রঙ্গমতী উত্তর দিতেছে,—"তোমায় ছাড়িব প্রিয়তম? তবে

আমার এ রূপ, এ যৌবন, এত অর্থরাশি কার জন্য? তেমন তেমন দেখি,—তোমাকে লইয়া আমি দেশত্যাগিনী হইব।"

"কিন্তু হঠাৎ যদি তিনি আসিয়া হাতে-নাতে সব ধরিয়া ফেলেন?"

"জানিবে কিরূপে? আর আমরাও ত এক জায়গায় স্থায়ী নই।"

"কোন রকমে যদি সন্ধান-সুলুক পান?"

"বলিব,—'আমার বড় মাথার অসুখ, তাই গঙ্গার ধারে নির্জ্জন বাগানে আছি; এ জায়গাটি বেশ ঠাণ্ডা,—আমার বেশ suit কোরেছে।—তুমি ডাক্তার, তাই সঙ্গে আছ'।"

মনে মনে বেশই বুঝিল,—এ মনকে চোখ-ঠারা মাত্র; কিন্তু ডাক্তারকে ত একটা স্তোক দিতে হইবে?

ডাক্তারও তাহা না বুঝিল, এমন নয়। কিন্তু উপায় নাই। তাহার নিজের খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে তাহার সংসারের সকল খরচ-পত্র সবই এখন রঙ্গমতী দেয়,—সে যে ভবঘুরে, সেই ভবঘুরেই আছে। সুতরাং রঙ্গমতীর কথার প্রতিবাদ করিতে, সে সাহসী হইল না। কেবল কাঁদুনী গাহিয়া বলিল, "কিন্তু যদি তিনি সন্দেহ করেন এবং কোন রকমে হাতে-নাতে সব ধরিয়া ফেলেন, ত আমায় গুলি করিবেন।"

রঙ্গমতী আর এ কথার কোন জবাব না দিয়া মনে মনে একটু হাসিল এবং মনে মনেই বলিল, "গুপ্ত-প্রেম করিতে এসেছ যাদু, আর মরণ-ভয়ে প্রাণটিতে অমন নরম ননী মাখিয়ে রেখেছ?"

ডাক্তার ভাবিল, "সন্দেহ নানা কারণে। এদিকে এই গুপ্তপ্রেম, ওদিকে আবার সেই antidote।—বুড়োর নাতি বিষে মোরেও আবার শ্মশানঘাট থেকে ফির্‌লো!—সব সন্ধান পেয়ে, প্রতুল যদি আমায় এসে ধরে, ত আস্ত রাখ্‌বে না,—কুচি কুচি ক'রে কাট্‌বে, কি ডালকুত্তা দিয়ে জ্যান্ত খাওয়াবে।—আর এই নবরঙ্গিণী রঙ্গমতীর মনেই বা কি আছে, তাই বা কে জানে?—এ চীজ্‌ও ত সোজা নন?—উঃ!"

পুড় পাপী—ভয়ে, মোহে ও আতঙ্কেই পুড়িয়া মরো! ভীরু, কাপুরুষ, পরপ্রত্যাশী, লোভী, তাহার উপর আবার অতি দুর্ব্বলচেতা, ধর্ম্মনীতিজ্ঞানহীন লম্পট তুমি;—মানুষের ভয়ই চিরদিন করিয়া আসিতেছ, মানুষের ভয়েই সদা মরো;—তাই মরণের আগে ঐরূপ র'হয়া রহিয়া, একটু একটু করিয়া পুড়িয়াই, তুমি মরিয়া যাও! ইহলোকেই তোমার মহাপাপের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত; পরলোকে পুঞ্জীকৃত পাপরাশির সমষ্টি তোলা রহিল;—যোগ্যস্থানে যাইয়া ধীরে সুস্থে তাহা ভোগ-দখল করিও।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"কিন্তু হায়! আমার পরিণাম এ কি হইল? অপমান, লাঞ্ছনা, অকৃতকার্য্যতাই দেখিতেছি, শেষসম্বল।—বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তবে কি কিছু নয়? বার বার পরাজিত ও হীনবল হইতেছি, শক্তি ক্ষয় হইতেছে;—উপরে কি তবে কেউ আছে? আর কোন অদৃশ্যশক্তি কি আমার উপর আধিপত্য করিতেছে? নহিলে আমার সকল চক্রান্ত, সকল ষড়যন্ত্র—এরূপ অসম্ভাবিতরূপে লোপ পাইতেছে কেন? যে অর্থকে জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়াছিলাম, সেই অর্থও ত আমায় সুখী করিতে পারিল না?"

"অর্থ—বিষ"—সহসা কানের কাছে, কে যেন হাসিতে হাসিতে, এই কথা বলিয়া গেল। চিন্তাক্লিষ্ট মহাপাপী চমকিয়া উঠিল। 'বিষ'—এই কথার প্রতিধ্বনি তাহার অন্তর ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। অমনি সমগ্র সংসার তাহার বিষময় বোধ হইল। মহাপাপী আপনা আপনি বলিয়া উঠিল,—"হায়! আমাকেও যদি কেউ বিষ খাওয়াইয়া মারে?—ওঃ!"

তখন ঘোরা রজনী;—স্থান—নির্জ্জন নদীর উপকূল। আকাশে ঘন মেঘ, মহাপাপীর হৃদয়াকাশেও সেইরূপ ঘন কালো মেঘ। নিরাশা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ, অকৃতকার্য্যতা, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিল।

প্রতিহিংসা সাধনে আক্রান্তব্যক্তির অনুগ্রহলাভ,—সেই আক্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ কৃপায় পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত,—বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাহার অন্তরের অন্তরে বিষম বাজিল। সেই অন্তরের মালিক,—ঘোর আত্মঘাতী, শূন্যবাদী; বিষম নিষ্ঠুরপ্রকৃতি সেই মহাখল প্রতুল। সহসা প্রতুলের মাথা খারাপ হইয়া গেল।

আপনার নিকট চির-অবিশ্বাসী মহাপাপী, এখন সমগ্র সংসারকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিল। অথবা এ অবিশ্বাস তাহার চিরদিনই ছিল; এখন অবস্থা ও ঘটনার পারম্পর্য্যে—তাহা বড় ভীষণভাব ধারণ করিল। তাই কেবলই সেই মহাপাপীর মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল,—"হায়! আমাকেও যদি কেউ বিষ খাওয়াইয়া মারে?"

অকারণে সাধুর প্রতি অত্যাচার,—সেই পরম যোগীর যোগভঙ্গের জন্য অতি ঘৃণিত নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন,—উঃ! ধর্ম্ম কি এত অত্যাচার স'ন? আবার সেই সরল শান্ত ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধের—সেই আশ্রয়দাতা প্রতিপালক ও প্রভুর—সর্ব্বস্ব হস্তগত করিবার অভিলাষে—অতি ভীষণ কৌশলে তাহার পৌত্রকে গুপ্ত বিষদান—এ মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত, কি এই খানেই আরম্ভ হইবে না? হাঁ, অবশ্যই হইবে।—তাই তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। যে মস্তিষ্কের—তথা বুদ্ধিবলের সে বড় বড়াই করিত,—বিধির বিধানে, প্রথমে তাহার সেই মাথাই খারাপ হইয়া গেল। সহসা কেমন একটা আতঙ্ক, কেমন একটা ভয়, কেমন একটা বিভীষিকা—তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল;—"ঐ কে আসিল? ঐ কে ধরিল? ঐ কে আমাকে বিষ খাওয়াইল? ওঃ! বিষ, বিষ,—সর্ব্বত্রই আমি বিষ দেখিতেছি!"—মহাপাপীর বুকের কলিজা ফাটিয়া, এই ধ্বনি উত্থিত হইল।

বিশেষ তখন সেই সময়, সেই স্থান। বৈষ্ণবরাও আবার যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ করিয়া, তাহাদের লোকজনের সাহায্যে, তাহার সমস্ত

কাড়িয়াকুড়িয়া লইয়াছে। তাহার সেই মূল্যবান্ ঘড়ি-চেন-আংটী, স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ মণিব্যাগ—সব খুলিয়া লইয়া, তাহাকে নৌকা হইতে নামাইয়া, সহরের পর-পারে, এই নির্জ্জন গঙ্গার ধারে, নিঃসম্বল অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে। একবার তাহারা মনে করিয়াছিল, পাপিষ্ঠকে মাঝ-গঙ্গায় ডুবাইয়া মারিয়া, সকল আপদের শাস্তি করিয়া যাইবে;—কিন্তু মাঝি-মাল্লারা ভয় খাইয়া যাওয়ায়—তাহা হয় নাই; না হইয়া এই শাস্তিই পাপিষ্ঠের উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। মহাপাপী একক, তখন আর ইহার প্রতিকার করিবে কি,—প্রতিকারের পরিবর্ত্তে বরং আত্মগ্লানি ও অনুশোচনাতেই তাঁহার কাল কাটিতে লাগিল। প্রতিকার সাধ্যায়ত্ত হইলেও, সে ইচ্ছা তাহার আর রহিল না;—তাই আত্মধিক্কার ও অনুশোচনায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া, কেবলই চমকিতভাবে আপনা আপনিই বলিয়া উঠিতে লাগিল,—"ঐ বিষ, বিষ!—বুঝি কে আমায় বিষ খাওয়াইল!"

সেই ঘোরা গম্ভীরা রজনী, মাথার উপর অনন্ত আকাশ—মেঘাচ্ছন্ন, ঘন কৃষ্ণবর্ণ; সম্মুখে বিশাল গঙ্গা,—তরতরবেগে আপন মনে বহিয়া চলিয়াছেন,—আর কেহ কোথাও নাই।

সহসা ঝড় উঠিল। হু-হু-হু—সোঁ-সোঁ-সোঁ রবে বাতাস গর্জ্জিল। গঙ্গার জল আলোড়িত, বিলোড়িত, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি আসিল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিল। ঘন ঘন বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। প্রকৃতি ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

হতভাগ্য উন্মাদপ্রকৃতি প্রতুল—তখনও সেই নিরাশ্রয় নদীকূলে দাঁড়াইয়া। একবার মনে করিল,—"বিশাল গঙ্গা-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া মনের আগুন নির্ব্বাণ করি।"—আর বার কি ভাবিয়া আপন মনে কহিল, "না, এত শীঘ্র আত্মহত্যা করিব না;—দেখি, আর কি অদৃশ্য শক্তি জগতের পশ্চাতে আছে।—ওঃ বিষ, বিষ! এই জলেও বুঝি বিধ আছে!"

পতিতপাবনী সুরধুনীও যখন সেই মহাপাপীকে বক্ষে স্থান দিলেন না,

তখন সেই নরপ্রেতের অদৃষ্ট যে আরও শোচনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। তাই তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। একটু দূরে একটা কি আলোক দেখা যাইতেছিল, সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া অতি কষ্টে সেই অন্ধকারময় কণ্টক-আবর্জ্জনা-কর্দ্দমপূর্ণ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। অনাবৃত মাথার উপর দিয়া জল ও ঝড় সমানভাবে বহিয়া চলিল,—দুর্ব্বহ মানসিক ভারে প্রপীড়িত নরপ্রেত তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। বাহিরের এ কষ্টে তখন আর তাহার কোনরূপ কষ্টবোধই হইল না,—সমান ভাবে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিল।

আলোকের নিকট পঁহুছিয়া দেখিল, সেটি একটি নির্জ্জন বাগান-বাড়ী; উপরের সাসিবদ্ধ গবাক্ষ-পথ হইতে সেই আলোকরশ্মি আসিতেছে।

যাই হোক্, একটু আশ্রয় মিলিল ভাবিয়া, হতভাগ্য সেই অট্টালিকার নিম্নতলস্থ বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। জল ও ঝড় তখনও সমানভাবে বহিতেছে!

সেই বারান্দার রোয়াকে খাটিয়া পাতিয়া দ্বারবান্ শুইয়াছিল, বৈদ্যুতালোকে সহসা মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া, সে চমকিতভাবে বলিয়া উঠিল,—"কোন্ হ্যায় রে!"

মূর্ত্তি কথা কহিল না। দারোয়ানজী পুনরায় সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "তোম্ আদ্‌মি চোট্টা না ডাকু হ্যায়?"

তথাপি উত্তর নাই। অগত্যা সেই উদ্যানরক্ষক বীরপুরুষকে লণ্ঠনে বাতি-জ্বালিয়া কম্পিতবক্ষে দূর হইতে দেখিতে হইল,—সে মূর্ত্তিটি কি?

কিন্তু যেই সেই মূর্ত্তিদর্শন, অমনি চমকিত হওন;—বিস্মিতভাবে স্বগত বলিয়া উঠিলেন,—"আরে রাম, রাম, রামজী!—মেরে, আঁখমে কেয়া পর্‌দা আগেয়া হ্যায়,—যো খোদ্ মনিবকো নেই পয়ছান সাক্তা?"

প্রকাশ্যে—"হুজুর, খোদাবন্দ্, মহারাজ!"—সম্বোধন করিয়া দরোয়ানজী ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক প্রভুকে খুব লম্বা গোটা দুই তিন সেলাম দিলেন।

প্রতুল তাহার সেই বেতনভুক্ দ্বারবান্‌কে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,— "একি, তুমি যে এখানে? তুমি কি আর আমার বাটীতে থাক না?"

দ্বা। খোদাবন্দ্! ম্যয়্ আপ্‌কা নেমক পরবর্দ্দা গোলাম হুঁ, আপ্‌কে কদ্‌মোপর মৈনে সারি জিন্দিকি বসরকী হ্যায়—ও কোরুঙ্গা।

প্র। তবে এখানে কেন?—এ বাগান-বাড়ীতে কে আছে?

দরোয়ানজী দুই একবার ঢোক গিলিলেন; একটু আম্‌তা আম্‌তা করিলেন; শেষ বলিলেন, "মাজী ইস্ বাগ্‌মে কেরায়া কর্‌কেহেঁ।

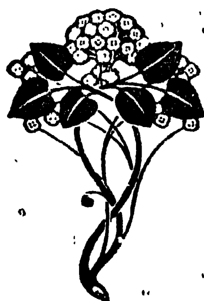
প্র। তিনি কোথায়?

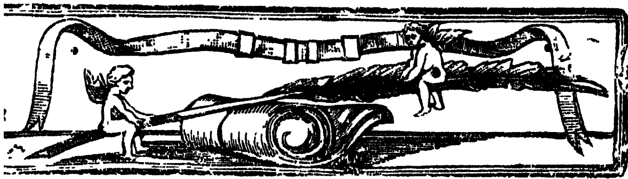
দ্বা। উপরমে।

প্র। আর কে আছে?

দ্বা। (স্বগত) এ রাম, ধরম রাখে,—ঝুটা বাৎ হাম্ নেহি ব'লেঙ্গে। (প্রকাশ্যে) ডাক্তার সাব্,—আপকো দোস্ত্!

পাপিষ্ঠের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। আর কিছু না বলিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া, সে উপরে চলিয়া গেল। সিঁড়িটা সম্মুখেই ছিল।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপরে গিয়া দেখিল, তাহার কৃতকর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে।

দেখিল, ডাক্তার ও গুণধরী রঙ্গমতী, স্ত্রীপুরুষের মত, এক বিছানায় শুইয়া আছে ও নানারূপ রসালাপ করিতেছে। নিমেষেই বুঝিল, শুধু বুদ্ধিবল ও ষড়যন্ত্র-কৌশল,—মানুষের একমাত্র উন্নতির সোপান নহে।—ভিতরে আর কিছু আছে,—উপরেও একজন কে আছে!

আজ যেন তাঁহাকে মনে পড়িল,—"তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া, তাঁহার বিধান অমান্য করিয়া, আমার এ সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"—কিন্তু বৃথা এ আত্মানুশোচনা,—বৃথা এ অনুতাপ! সারাজীবন কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া, কৃষ্ণের জীবকে বিধিমতে নিপীড়িত করিয়া,—আত্মবিনাশ সংঘটনকালে, একবার 'হা কৃষ্ণ' বলিলে আর কি হইবে?

সহসা মূর্ত্তিমান্ যমকে সম্মুখে দেখিলে, দেহীর যেরূপ ভয় ও সন্ত্রাস স্বাভাবিক,—প্রতুলকে অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিয়া, ডাক্তারের মনে সেই ভাবের উদয় হইল। রঙ্গমতীরও একটু ভয় না হইল, এমন নয়,—তবে ডাক্তারের তুলনায়, সে কিছুই নয়। ডাক্তার হতভাগার,—স্বভাবতই নাকি জীবনের ভয় বড় অধিক,—সুতরাং বাঁচিবার আশা অতি প্রবল,—

তাই সে, প্রতুলরূপী সেই কালান্তক যমকে সম্মুখে দেখিয়াই, সে পাপশয্যা হইতে কম্পিতকলেবরে এক লাফ্ দিয়া, একেবারে চৌকাট পার্ হইয়া পড়িল। এবং আর কোন দিকে না চাহিয়া, প্রাণের দায়ে, অতি ক্ষিপ্রগতিতে, কোন রকমে সিঁড়ি কটা টপ্‌কাইয়া, চক্ষের নিমেষে কোথায় উধাও হইয়া গেল। তখনও কিন্তু প্রকৃতির সেই ভীষণ সংহারমূর্ত্তি—ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত অশ্রান্তভাবে হইতেছে।

স্বামীর পাপের চির-সঙ্গিনী, চির-সহকারিণী, ভ্রষ্টা রঙ্গমতী—এ সব কিছুই করিল না। তদবস্থায় সহসা স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া যথেষ্ট লজ্জা এবং একটু ভয়ও করিল বটে, কিন্তু ডাক্তারের মত তার জান্ অত নরম নয়,—তাই সে চুপ করিয়া অবনত দৃষ্টিতে সেই শয্যায় বসিয়া রহিল।

আত্ম অপরাধে আত্মবিনাশকারী প্রতুলও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় তাহার অন্তঃপ্রকৃতিতেও একটা তুমুল ঝড় বহিতেছিল। সে নিজেই সে ঝড়ে অবসন্ন,—ক্রোধ-বৃত্তি উদ্দীপিত হইবে কিরূপে?

ক্রোধ না হইয়া বরং দুঃখ হইল। অতি মর্ম্মচ্ছেদকর, প্রাণঘাতী, গভীর দুঃখ আসিল। সে দুঃখের অবসাদে, সে নিজেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায়! হতভাগ্য যে দিক্ দিয়া যেমন ভাবে দেখে,—দেখিতে পায়, সকলই তাহার নষ্টবুদ্ধির ফল। অন্তরের অন্তর হইতে এতদিনে বুঝিল, ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ! বুঝিল,—ধর্ম্ম আছেন, ঈশ্বর আছেন, সত্য আছেন,—কিছুই মিথ্যা নয়। মিথ্যা কেবল মৌখিক আস্ফালন ও আত্মশক্তির গৌরবখ্যাপন। বুঝিল, 'ঠিক্ই হইয়াছে!'

তাই একবার—কেবল একবার মাত্র—অতি ম্লানদৃষ্টিতে—পাপীয়সী পত্নীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হতভাগ্য বলিল, "রঙ্গমতি, কি দুঃখে তুমি আমাকে ভুলিয়া,—এই ঘৃণ্য, হতভাগ্যকে হৃদয়ে স্থান দিলে?"

পাপিষ্ঠা নিরুত্তর। প্রতুল পুনরায় বলিল, "কি দোষে আমাকে ত্যাগ

করিয়া, আমাদেরই অনুগৃহীত—একরূপ ভৃত্যের তুল্য—এই নীচাশয়ের প্রণয়ে আসক্ত হইলে ?"

পাপিষ্ঠা এবারও কোন কথা কহিল না, তবে স্বামীর অলক্ষ্যে ঈষৎ কটাক্ষপাতে, স্বামীকে একবার দেখিয়া লইল। দেখিল, উন্মত্ততার পূর্ব্বলক্ষণ;—তবে এ উন্মত্ততায় উগ্র সংহারমূর্ত্তি নাই। স্বরেও তাহা বুঝিয়াছিল।

হতভাগ্য স্বামী পুনরায় ব্যথিতভাবে কহিল, "হায়! কেন এমন মহাপাপে মগ্ন হইলে ? কেন স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইলে ?"

এবার পাপীয়সী কথা কহিল। কথা কহিবার একটু সুবিধা হইয়াছে বুঝিয়া কথা কহিল। স্বামীর এই ঈষৎ তিরস্কার-বাক্যে তাহার লজ্জা ও ভয় অনেকটা ভাঙ্গিয়া গেল, তাই কথা কহিল। ধীরভাবে বলিল,—

"মহাপাপ ?—অবিশ্বাস ? কৈ, জীবনে ত এ কথা তোমার মুখে আর কখন শুনি নাই ? তুমি যে মন্ত্র আমায় শুনাইয়া আসিয়াছ, আমি তাহাই শিখিয়াছি মাত্র।"

প্র। আমি কি পরপুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইতে তোমাকে উপদেশ দিয়াছিলাম ?

র। অবৈধ প্রণয় ?—ইহাও তোমার মুখে এই নূতন শুনিলাম। বৈধ আর অবৈধ বলিয়া যে, স্বতন্ত্র দুই বস্তু আছে, তাহা তুমিও কখন মানো নাই,—আমাকেও কখন মানিতে উপদেশ দাও নাই।

প্র। তাই বলিয়া কি এমনি করিয়া কুলে কালি দিতে হয় ? বংশের নাম-সম্ভ্রম এইভাবে ডুবাইতে হয় ?

কথায় কথা বাড়িল। কলঙ্কিনীর কৈফিয়ৎ একটুর পর একটু চড়িতে লাগিল। বেশ বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া বলিল,—

"বলি—রাগ করিও না, তুমি ত কুলশীলবংশ এ সব কিছুই মান না ? এক—নাম ও সম্ভ্রম;—তা তুমিই সহস্রবার বলিয়াছ যে, 'টাকাতেই ও

জিনিস মিলে,—টাকা নইলে ও কিছুই নয়;—দুনিয়ায় টাকাই সব।'—সেই টাকা ত তোমার আসিয়াছে? তবে আর নাম-সম্ভ্রমের ভয় কর কেন?"

হতভাগ্য স্বামী এবার আপন কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "হা ধর্ম্ম! আপন স্ত্রীর মুখেও একথা শুনিতে হইল?"

এবার রঙ্গমতী অতি স্পষ্টকণ্ঠে, সম্পূর্ণ নির্ভীকচিত্তে বলিল,—"ও নাম তুমি কিছুতেই মুখে আনিতে পার না। এক হিসাবে তুমিই আমার নারী-ধর্ম্ম লোপ করিয়াছ,—ডাক্তার উপলক্ষ্য মাত্র। কে আমায় শিখাইয়াছিল,—"সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; আত্মপ্রতিষ্ঠাই মানুষের সর্ব্বপ্রধান গুণ; টাকাই সর্ব্বস্ব; আর ধর্ম্ম—পাগলের প্রলাপমাত্র?"—কার প্ররোচনায়,—হিঁদুর মেয়ে আমি,—অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়াছি; পরপুরুষের সহিত নির্লজ্জভাবে মিশিয়াছি; বহুরূপী সাজিয়া, অবাধে অনা'সে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি? কে আমায় বুঝাইয়াছিল, নীলকৃষ্ণকে প্রেমের ফাঁদে না ফেলিতে পারিলে তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না,—তোমার টাকা আসিবে না, কচি-ছেলেকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার সুবিধা হইবে না?"

"ওঃ, ওঃ, ওঃ!"—বলিতে বলিতে হতভাগ্য স্বামী এবার সেইখানে বসিয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বিষ,—বিষ,—সেই বিষেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমাকেও হয়ত কেউ বিষ খাওয়াইয়া মারিবে!"

রঙ্গমতী বলিতে লাগিল,—"তা না মারুক, তবে তোমার শিক্ষায় ও সংসর্গে, আমিই একটা বিষাক্ত সাপিনী হইয়াছি বটে। হায়! কুলটারও যে ধর্ম্ম আছে, আমার তাও নাই। হিন্দুর মেয়ে আমি,—তোমার কুহকে পড়িয়া মদ পর্য্যন্ত খাইয়াছি। মদে আমার মত্ততা আনিয়া দিয়াছে। সেই মত্ততার বশেই আমি আমার অমূল্যনিধি নষ্ট করিয়াছি;—ডাক্তারের বিশেষ দোষ নাই।"

"হায় ঈশ্বর!"—হতভাগ্য স্বামী এবার যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। তাহার ফোটা-ঘায়ে কে যেন নুনের ছিটা ছড়াইতে লাগিল।

দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া, এবার রঙ্গমতী বলিল, "ঈশ্বরের নাম তুমি মুখে আনো? ও-নামে তোমার অধিকার কি? জীবনেও ত তুমি ও-নাম কর, নাই? বরং কচিৎ ও-নাম করিতাম বলিয়া, তুমি কত উপহাস করিয়াছ—'ঈশ্বর দুর্ব্বলের একটা সান্ত্বনা মন্ত্রি; ধর্ম্ম—নির্ব্বোধের অবলম্বন; পাপপুণ্য—বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা!'—এমন সব ভয়ানক ভয়ানক কথা শুনাইয়া তুমিই আমার ইহকাল-পরকাল নষ্ট করিয়াছ। তাই তোমার পত্নীরূপে আজ আমি এই পাপপঙ্কে নিমগ্না—ঘোর ভোগ-বিলাসবতী, লালসাবিহ্বলা, পাপিষ্ঠা। এই যে মুখরাভাব ও পরুষস্বভাব,—ইহাও তোমার শিক্ষার গুণে।"

এবার হতভাগ্য প্রতুল, ভূমি হইতে মুখ তুলিল, উঠিয়া দাঁড়াইল,—সবটা মনঃপ্রাণ এক করিয়া, দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "ঠিকই হইয়াছে। যথা-কার্য্যের যথা ফল ফলিয়াছে। আমার মহাপাপের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। এখন মরণই মঙ্গল।—বলিতে পার, কিসে আমার মৃত্যু হয়?"

"মৃত্যু—বন্ধু; সে তোর মত মহাপাপীকে এত শীঘ্র আলিঙ্গন করিবে না"—সহসা প্রতুলের কানের কাছে—কে যেন এই কথা বলিয়া, অট্টহাস করিতে করিতে কোথায় উধাও হইয়া গেল।

চমকিত হতভাগ্য, কণ্টকিত দেহে, বাহিরে আকাশপানে একবার চাহিল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, প্রকৃতির সেই সংহাররূপিণী ভীষণা মূর্ত্তি।—সেই ঝড়বৃষ্টি-বজ্রাঘাত, তখনও সমানে হইতেছে।

তবে কানে কানে এই কথাটি—কি? সেই নির্জ্জন নদী-উপকূলে, হতভাগ্য আর একবারও ন্য এইরূপ 'অর্থ—বিঘ্ন'—এই ধ্বনি শুনিয়াছিল? একি কোন অদৃশ্যশক্তির মহাবাণী, না, মহাপাপীর অন্তর্নিহিত পাপচিন্তার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি?—কে বলিবে, ইহা কি?

যাহা হউক, হতভাগ্য তখনই উঠিল। তখনই সে স্থান ত্যাগ করিয়া

চলিল। রঙ্গমতী বলিল, "একি! এ দুর্য্যোগে কোথা যাও? এ দুর্য্যোগে তুমি এলেই বা কিরূপে?—বলিবে না? ভাল, আজ রাত্রিটাও না হয় থাকিয়া যাও।"

"না, বিষ, বিষ!—বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবে! না, তা আমি খাইব না,—এই আমি চলিলাম। হাঃ, হাঃ, হাঃ!——"

অট্টহাস করিতে করিতে হতভাগ্য সেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত মাথায় করিয়া ছুটিল। যে দিকে দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে ছুটিল।—এইবার পূর্ণমাত্রায় তাহার উন্মত্ততা আসিল।

রঙ্গমতী সকল দেখিয়া ও শুনিয়া একটু স্তম্ভিত, একটু আর্দ্র হইল। কিন্তু কাঁদিতে পারিল না। পাপিষ্ঠার হৃদয় শুষ্ক; চোখে জল আসিবে কিরূপে?

তখনো সেই পাপ ডাক্তারের কথা তাহার মনে উদয় হইল,—"হায়! নীলকৃষ্ণ এখন কোথায়?—প্রাণভয়ে কোথায় গিয়া লুকাইল?"

কিন্তু পাপিনীর এ পাপচিন্তার সবটা সামঞ্জস্য হইতে-না-হইতে, সহসা ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। একে ঝড়, তায় ভূমিকম্প! তখন সেই পাপ অট্টালিকা,—অট্টালিকাটিও কিছু পুরাতন ও জীর্ণ ছিল,—সেই জীর্ণ অট্টালিকা, সেই ঝড় ও ভূমিকম্পে, সহসা হুড়মুড় করিয়া ভূমিসাৎ হইল। এবং সেই সঙ্গে সেই মহাপাপিনীও জীয়ন্তে সমাধিপ্রাপ্ত হইল।

দ্বারবান ঝড়ের গতি বুঝিয়া, অথবা সহসা তাহার মনিবকে সেই পাপস্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া,—চোখের উপর হয়ত একটা খুন-খারাপিও হইতে পারে,—এই ভয়ে, পূর্ব্বেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া, উড়ে-মালীর কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। নিষ্পাপ আত্মা তার,—সে কেন এ ভীষণ অপঘাতে প্রাণ হারাইবে?

আর সেই গুণধর ডাক্তার নীলকৃষ্ণের পরিণাম? সে হতভাগা প্রাণভয়ে ছুটিয়া, কোন রকমে একেবারে বাগানের বাহিরে গিয়া পড়িল। কিন্তু

হায়! সে স্থানও ত নিরাপদ নয়?—কেবলই বিস্তৃত পথ আর মাঠ।—হায়! এখানে আসিয়াও যদি প্রতুল তাহাকে গুলি করে!

অগত্যা পথের ধারে একটা বড় গাছের তলায়, সে কোন রকমে, আত্মরক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু মনে বিষম ভয়, এখানে আসিয়াও বা প্রতুল তাহাকে গুলি করে!

কিন্তু মনুষ্যের গুলি এ শ্রেণীর মহাপাপীর উপযুক্ত শাস্তি নয় ভাবিয়াই বুঝি, দণ্ডমণ্ডের প্রকৃত মালিক যিনি, তিনি ভীষণ বজ্ররূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন,—এবং নিমেষে তাহার নয়ন মনে ধাঁধা লাগাইয়া,—তাহার অন্তরাত্মা চকিত, ভীত ও প্রকম্পিত করিয়া, সেই বিশাল বটবৃক্ষ ঝলসিয়া দিয়া, তাহার মস্তকে পতিত হইলেন,—এবং চক্ষের নিমেষে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া, অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, আবার হয়ত আর কাহাকেও বাঁচাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

যথাদিনে এই দুই ভীষণ অপঘাত মৃত্যুসংবাদ, সহরের সংবাদপত্রে অতি ঘোরালো করিয়া প্রকাশিত হইল।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুই মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত প্রকৃতির নির্ম্মম কঠিন হস্তে দুই ভাবে সম্পন্ন হইল, এখন সকলের মূলাধার—সেই অতি ভীষণ ধর্ম্মদ্রোহী মহাপাপ অবশিষ্ট। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বোধ হয়, দীর্ঘকালব্যাপী—মানসিক তুষানল। তাই করাল কালসর্পের দংশনে তাহার মৃত্যু হইল না,—অনাবৃত মস্তকে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত মাথায় লইয়াও সে বাঁচিয়া রহিল। ধিকি ধিকি করিয়া, রহিয়া রহিয়া সে পুড়িবে,—একেবারে ভস্মীভূত হইবে না,—ইহাই বোধ করি প্রকৃতির নিদেশ। কেননা একাধারে সে ধর্ম্মদ্রোহী, ঈশ্বরদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, জ্ঞানপাপী;—তাহার অনুষ্ঠিত মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত, অতশীঘ্র ঝটিতি সম্পন্ন হইতে পারে না। সত্যই সে কাহার মুখ হইতে শুনিয়াছিল, অথবা আত্ম-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি স্বরূপ মনের ভাষায় বুঝিয়াছিল,—"মৃত্যু বন্ধু; সে তোর মত মহাপাপীকে এত শীঘ্র আলিঙ্গন করিবে না।"

সত্য। এ মহাপাপীর মহাপাপের সীমা নাই। "পাপের জন্য যে পাপ করে, সে ত পাপী। কিন্তু যে নিজেই পাপ, পাপই যাহার অস্থিমজ্জাপ্রকৃতি-

গত, তাহাকে ত পাপী আখ্যা দিলে চলিবে না? তবে সে কি?—সে মূর্ত্তিমান্ সয়তান্।"

সেই সয়তান আপন হাতে যে দুইটি শিষ্য বানাইয়াছিল, তাহারা তাহাদের ইহজগতের কর্ম্মফল ভোগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের ওস্তাদের ভোগ, কিরূপে যে ভগবান্ দিবেন, তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়।

ঐ হতভাগ্যের মনে বিষ ছিল। তাই সে সৃষ্টিবৈষম্য দেখিতে পারিত না, ঈশ্বর বিশ্বাস করিত না, ধর্ম্ম বা পাপ-পুণ্য এবং কর্ম্মফল ও বিধিলিপি, এ সব কিছুই মানিত না। মানিত এবং বুঝিত,—কেবল টাকা। সেই টাকার জন্যই, সে মনের বিষ একজনের মুখে ঢালাইয়া দিয়াছিল;—আর শিষ্য ও সঙ্গিনীরূপে দুইজনকে সে বিষের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। তাই সেই দুইজন, পৈশাচিক ভোগবিলাসে মাতোয়ারা হইয়া একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহার উপযুক্ত—ইহলোকের কঠোর কর্ম্মফলও হাতাহাতি পাইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু স্বয়ং যে বিষ-মন্ত্রের উপদেষ্টা, তাহার মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত ত অমন ভাবে হইলে চলিবে না? তাই তাহার অন্তর বাহির—সমস্তই বিষময় হইল;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সে বিষের প্রতিচ্ছবি দেখিতে লাগিল। বিশেষ সে নর-প্রেত প্রেমে-পূর্ণানন্দ পরমপুরুষকেও বেশ্যারূপ বিষদানে উদ্যত হইয়াছিল;—পরমা প্রকৃতি মা মহাশক্তি,—কি সে মহাপাপের শাস্তি অল্পে অল্পে দিয়া ক্ষান্ত হইবেন?

না। তাই প্রথমেই তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। বিষরূপ মনের ব্যাধি তাহার সেই মাথার ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল। যে মাথা ঘামাইয়া একদিন সে প্রতিপন্ন করিয়াছিল,—'ঈশ্বর নাই, ধর্ম্ম পাগলের প্রলাপ, পাপ-পুণ্য দুর্ব্বলের অবলম্বন'—সেই মাথার ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল। মাথা খারাপ হইয়া গেল;—সুতরাং ঐ মহাব্যাধির বিভীষিকা, সে সর্ব্বভূতে দেখিতে লাগিল। সে আপন মনে আপনিই আতঙ্কিত,—আপনার শ্বাস-

প্রশ্বাসে আপনিই চমকিত,—আপন দুশ্চিন্তাতে আপনিই সন্ত্রস্ত,—'ঐ বিষ, ঐ বিষ,—ঐ কে আমাকে বিষ খাওয়াইল!'

এমনই অবস্থায় সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পাপার্জ্জিত অর্থরাশি, বারো-ভূতে লুটিয়া খাইল। এদিকে হতভাগ্যের জঠরানল যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন হয়ত কোন স্থানে দাঁড়াইয়া কিছু খাদ্য ভিক্ষা করিল, ভিক্ষাও হয়ত মিলিল,—কিন্তু তখনি আবার তাহাতে বিষ আছে ভাবিয়া, ফেলিয়া দিয়া পলাইল। যদি কেহ পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিল, ত উত্তর দিল,—"তোর মুখে বিষ,—তুই আবার আমায় পাগল বলিস?—দোহাই তোর, আমায় বিষ খাওয়াস নে।"

এমনি অবস্থায় তাহার দিন কাটিতে লাগিল। তাহা অতি শোচনীয় ও সাংঘাতিক। তাহা কেবল অনুভবনীয়,—বুঝাইবার নহে।

সেই ভীষণ শোচনীয় অবস্থায় যদি কোন পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়-ব্যক্তি যত্ন ও আদর করিয়া তাহাকে বাটীতে লইয়া যায় এবং উত্তমরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিয়া খাইতে দেয়, ত খাইতে বসিয়াই 'হা হা' করিয়া একটু হাসিয়াই উঠিয়া পড়ে। বলে,—"ওঃ! তোমরা আমাকে ডাকিয়া আনিয়া বিষ খাওয়াইবে? না, আমি ওতে নই।"—এই বলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যায়।—অবস্থা ক্রমেই চরম সীমায় দাঁড়াইল।

আবার কখন বা ঐরূপ পরিচিত ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহে, হয়ত তাহার বাটীতে গেল;—কিন্তু সে যে উপাদেয় ভোজ্য-সামগ্রী দিল, তাহা একেবারে স্পর্শই করিল না; না করিয়া তাহার বাটীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যে ভাত খাইয়া উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, তাহাই হয়ত তাহাদের হাত চাপিয়া ধরিয়া, দুই চারি গ্রাস কাড়িয়া খাইল। ধারণা,—"এতটুকু কচি ছেলেমেয়ের পাতে এদের মা-বাপ কখনই বিষ দেয়নি।"—কিন্তু তখনই যদি সেই উচ্ছিষ্ট ভাতের থালায় গৃহস্থ আর কিছু ভাত দিত, ত অমনি তাহার খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত;—"না, আর নয়,

আর আমার খাওয়া হইল না,—এবার নিশ্চয়ই এতে বিষ মাখিয়ে দেছে।"

হতভাগ্যের কাছে অল্পমাত্র টাকা-কড়ি কিছু ছিল। কিন্তু তাহা কতক নিজে ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কতক বা চোর ও প্রবঞ্চকে ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। শেষ, টাকা ও পয়সায় অবশিষ্ট অতি সামান্য মাত্র সম্বল।—অত্যন্ত ক্ষুধা পাইলে এক আধপয়সা কিনিয়া খাইবে।

কিন্তু হা ভাগ্য! সেই স্বহস্তে ক্রীত খাদ্যের ভোগও হতভাগ্যের নাই! খাদ্য কিনিয়াই মনে হইল,—"হালুইকর যদি কাউকে প্রাণে মারিবার জন্য ইহাতে বিষ দিয়া থাকে? না, ইহাও খাওয়া হইবে না।"—তখনি তাহা ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইত। কোন দিন বা একান্ত ক্ষুধার তাড়নায়, ঔষধ গলাধঃকরণের ন্যায়, কোন রকমে তাহা একটু খাইত।

এইরূপ, পিপাসার জলও কাহারও বাড়ীতে চাহিয়া খাইবার তাহার সাহস হইত না;—"কি জানি, যদি ঐ জলে বিষ থাকে? আমাকে না হোক, যদি আর কাউকে এই বাড়ীওয়ালা, বিষ খাওয়াইবার মতলবে জলে বিষ দিয়া থাকে?"—তখনই অমনি ছুটিয়া পলাইত। কোন দিন বা গঙ্গায় গিয়া জলপান করিয়া আসিত। তাহাও আবার সকল দিন ভাগ্যে ঘটিত না। মনে হইত,—"হয়ত, কেউ জালা-ভোর বিষ ইহাতে গুলিয়া দিয়া গিয়াছে। নয়ত ঐ উপর হইতে ছপ্পর ফুঁড়িয়া বিষের বৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এ পানীয় জলও বিষাক্ত;—না, ইহা আমার খাওয়া হইবে না।"

কিন্তু হায়! পেটের দায়, বড় বিষম দায়। ক্ষুধার তাড়নায় কিছুই জ্ঞান থাকে না। তাই, হয়ত কোন কর্ম্ম-বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, আহূত অনাহূত কাঙ্গাল-গরীব বিস্তর লোক খাইতেছে। দেখা-দেখি, সেও হয়ত গিয়া পাত পাতিয়া বসিল। গৃহস্বামী সকলকে সমান অন্নব্যঞ্জন দিয়া গেলেন, তাহাকেও দিলেন,—সকলেই খাইতে বসিল, কিন্তু ঐ হতভাগ্যের আর খাওয়া হইল না,—কোলের-ভাত তাহার কোলেই

পড়িয়া রহিল। অতঃপর যেই সেই জনসঙ্ঘের খাওয়া দাওয়া শেষ হইল, অমনি কিপ্রগতি গোগ্রাসে তাহাদের পাতে পতিত সেই উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন কুড়াইয়া খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। কেননা মনে ধারণা,—"এত লোক যখন খাইয়া গিয়াছে, তখন আর ইহাতে বিষ নাই।"

আত্মঘাতী অবিশ্বাসীর এমনি নরক-যন্ত্রণা ও অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!

* * * * * *

মাঘী পূর্ণিমা। ঠাকুর শ্রীরামপ্রসাদের সেই আনন্দ-আশ্রমে আজ অন্নের মহামেলা। লক্ষ লোকের সমাবেশ। সে এক অপূর্ব্ব বিরাট্ দৃশ্য। ভক্ত ও শিষ্যগণ যে যথায় ছিলেন, সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুরের আদেশ মত, বৃদ্ধ মাধব, শহরে ঢেঁড়া দিয়া, কাঙ্গালী আনাইয়াছেন। মা-আনন্দময়ীর মন্দিরে, মায়ের চরণে, হাঁড়া-হাঁড়া ডাল-ভাত—উত্তম সুস্বাদু খিচুড়ি নিবেদিত হইয়া একটা ফর্দ্দা মাঠের একস্থানে জমায়েৎ হইতেছে। তদুপযোগী দুই একখানি উত্তম ভাজী, তরকারি ও মিষ্টান্ন-পিষ্টকও কিছু কিছু সংগৃহীত হইতেছে। এক একটি সারিতে প্রায় হাজার কাঙ্গালী বসিয়া গিয়াছে। পাঁচ ছয় শত সুদক্ষ পরিবেষ্টা পরিবেশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

পাতা দেওয়া হইয়া গেল। কাঙ্গালীকুল হরিধ্বনি করিয়া বসিয়া গেল। ঠাকুর সুঠাম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া, ভক্তি-রোমাঞ্চিত-কলেবরে, সস্মিত আনন্দে সে শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার আশে পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলেই পরম পরিতোষ পূর্ব্বক উত্তমরূপে ভোজন করিল। এই লক্ষ লোকের ভোজনক্রিয়া সমাধান হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন ভক্তমণ্ডলী মা'র ভোগ এবং ঠাকুরের প্রসাদ পাইবার জন্য সারি পাতিয়া বসিয়া গেলেন। তাঁহারাও বসিয়াছেন, আর তাঁহাদের অনতিদূরে এক গোল উঠিল,—"এ পাগ্‌লা এ কি করিতেছে? পাত পাতিয়া উত্তমরূপে খাইতে দিলেও, এ খায় না কেন?"

"কেন, হোয়েছে কি? ওকে তোমরা অমন কোরে দীক্ কোচ্চ কেন?"—স্বয়ং ঠাকুর পরিবেষ্টাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

একজন পরিবেষ্টা বলিল, "প্রভু, এ বসিয়া খাইতেও চাহে না, কাপড়ে তুলিয়া লইতেও চাহে না,—ঐ দেখুন, কেবল ঐ এঁটো পাতের দিকে ওর দৃষ্টি।—ঐ কাক-কুকুরে খাইতেছে,—ঐ সব পাত হইতে, ও কুড়াইয়া খাইতে চায়।"

"আচ্ছা দেখ দেখি, ও কি করে।—তোমরা ওকে কিছু বোলো না।"

ঠাকুর দাঁড়াইয়া দেখিলেন,—পাগ্‌লা তার সেই পাত-করা পবিত্র মহাপ্রসাদ ফেলিয়া রাখিয়া, সেই ছত্রিশ জাতির উচ্ছিষ্ট—কাক-কুকুরের প্রসাদী—সেই অন্ন খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে!

ঠাকুর মনে মনে একটু হাসিলেন, মনে মনে একটু কাঁদিলেন, তারপর সহানুভূতির অমৃতশীতল কণ্ঠে, অতি কোমলস্বরে তাহাকে বলিলেন, "হাঁ বাপ, তোমাকে এরা এই যত্ন কোরে পাতা পেতে খেতে দিলে, তা তুমি এতে না বোসে, ঐ এঁটো পাত চুষ্‌চ কেন,—আমায় বোল্‌বে?"

পাগল এবার কথা কহিল। মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ, ঐ পাতায় বোসে খাই, আর বিষ খেয়ে মরি আর কি! আমি বুঝি কিছু বুঝিনে,—তোমরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র কোরে রেখেছ, আমায় ঐ রকম কোরে বিষ খাইয়ে মার্‌বে! না বাপ, ও বিষ, বিষ!—আমি ও-পাতে খাবো না;—না, কিছুতেই খাবো না!—হিঃ হিঃ হিঃ!—এই আমি বেশ খাচ্চি।"

করুণার সাগর—কৃপাময় তাঁহাকে চিনিলেন। এবার সেই হতভাগ্যের জন্য তাঁহার হৃদয়ের জল চোখে আসিল। সেই জলভরা চোখে তিনি মাধবকে ডাকিয়া বলিলেন, "একে চিন্‌তে পার?"

"একটা পাগল ত?"

"পাগল বটে, কিন্তু চিন্‌তে পার কিনা, দেখ দেখি?"

"আজ্ঞে, না প্রভু!"

"ভবদেব, তুমি ?"

"আজ্ঞে, পরিচিত লোক বোলে ত মনে হয় না।"

"অতুল, তুমি চেন ?"

"আজ্ঞে, আমিও ঠাওরাতে পাচ্ছি না।"

"ইনিই তোমাদের সেই প্রতুলকৃষ্ণ।"

সকলে চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"এঁ্যা! এই প্রতুল ?—প্রতুলের এই পরিণাম ?"

স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া সকলে প্রতুলকে দেখিতে লাগিলেন। এখন, 'প্রতুল—প্রতুল' দুই চারিবার এই নাম হইবা মাত্র, সেই হতভাগ্য চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"ঐ গো! আমায় চিনেচে, চিনেচে। না, আর নয়,—আর আমার খাওয়া হ'লোনা।—এখনি হয়ত কেউ বিষ খাইয়ে মার্‌বে। না,—না,—এই আমি চল্লুম।—ঐ বিষ,—ঐ বিষ,—ওঃ! ওগো তোমরা সবাই দেখবে এস;—এরা আমায় বিষ খাইয়ে মার্‌তে চায়।—না, না, বাপ সকলেরা,—আমি নই, আমি নই,—আমি বিষ দিইনে!"

বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। মাধব, ভবদেব, অতুল প্রভৃতি অতিমাত্র চমকিত হইয়া ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এবার ঠাকুর, মাধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মানুষের শাস্তি ও ভগবানের মারে—প্রভেদ দেখিলে ?"

স্তম্ভিত মাধব করজোড়ে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"আর সেই যে বজ্রাঘাতে এক যুবকের মৃত্যু, ও ভূমিকম্পে ঘর-চাপা পোড়ে এক যুবতীর মৃত্যু—কাগজে বেরিয়েছিল;—তোমরা একদিন সব বলাবলি কোচ্ছিলে,—সে সেই হতভাগ্য ডাক্তার ও এই হতভাগার পত্নীর কাহিনী।"

সকলে চমকিত হইল,—ওঃ! কামিনী-কাঞ্চনের এই পরিণাম?

ঠাকুর সিদ্ধেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ও বাপ সিদ্ধ, এই ছাখ্ সেই বেদের বাজী—'কামিনী-কাঞ্চন' বা মায়ার খেলা!"

শিষ্য সিদ্ধেশ্বরও অমনি রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিয়া উঠিলেন,—'কামিনী—জননী', 'কাঞ্চন—বন্ধন!'

মাধব, অতুল, ভবদেব, শিবনাথ প্রভৃতিও সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিলেন,—"কামিনী—জননী, কাঞ্চন-বন্ধন।"

ঠাকুর করুণার্দ্র কণ্ঠে, গদ-গদ স্বরে বলিলেন, "এখন মা'র কাছে দাঁড়িয়ে সব কাঁদো,—মাই যদি এ হতভাগ্যকে উদ্ধার করেন।—মা-আনন্দময়ি! বিশ্ব-প্রসবিনি! প্রসন্ন হও,—দোহাই মা, মুখ তুলে চাও!—ওর পাপ আমায় দিয়ে, ওকে কোলে নাও।—দীনের মিনতি রাখো মা!—ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হোক।—দোহাই মা!—মা করুণাময়ি! কাত্যায়নি! কালি!"—

বলিতে বলিতে মুক্তপুরুষ—মায়ের ছেলে, সেই বিরাট্ লোকারণ্যের মধ্যেই গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে এককালে গগনভেদী 'মা মা' ধ্বনি উত্থিত হইয়া, সেই স্থান প্রকৃতই অমৃতময় আনন্দধামে পরিণত করিল। ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন।

এই সময় একজন ভক্ত ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন,—"বাবা, বাবা, সেই পাগলের মৃত্যু হইয়াছে। আপন খেয়ালে ছুটিয়া যাইতে যাইতে, পথে পড়িয়া, হঠাৎ সে মরিয়াছে।"

"আঃ! অতি সুসংবাদ! বড় আনন্দ দিলে বাপ! মরিল,—না সে বাঁচিল! মা-আনন্দময়ী তাকে কোলে নিয়েছেন!—মা আমার কথা রেখেছেন! এত দয়া তোর জননি!"—হর্ষে ও আনন্দে ঠাকুরের কণ্ঠরোধ হইল!

পরে উৎসাহভরে কহিলেন, "মাধব, অতুল, তোমরা সব হরিধ্বনি কোরতে কোরতে তার সৎকার কোরে এস'। সে শক্ররূপে আমাদের

সকলেরই মিত্র ছিল। মরণেই তার মঙ্গল হ'লো জেনো। তোমরা সকলে প্রাণ ভ'রে আর একবার হরিধ্বনি করো।"—বলিতে বলিতে ঠাকুর সিংহবিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া নিজেই হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

তখন সেই বিরাট্ জনসঙ্ঘ, বিরাট্ কণ্ঠে, সেই মহাধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া, আকাশ-মেদিনী কম্পিত করিয়া তুলিল,—"হরি হরি বল—হরিবোল!"

ঠাকুর বলিলেন, "মাধব, তোমার এ অন্নের মেলা আজ সার্থক। মা-আনন্দময়ী তোমার অন্ন গ্রহণ কোরেছেন।—বল সবে একবার—জয় মা-অন্নপূর্ণে! মহালক্ষ্মী! কালভয়বারিণী কালি!"

সকলে কালীনামে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।

মধুর কণ্ঠে ঠাকুর আবার বলিলেন, "হাঁ, এইরূপ মা-নামে মাতোয়ারা হইয়া, চোখের জলে মনের কালি ধুইয়া, সকলে মানুষ হও,—আমার এই কামনা। ভক্তিভরে কাঁদ্‌তে পাল্লেই মুক্তি।"

পুনরায় সেই পুণ্যস্থান মাতৃ-নামে মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই স্থান এখন পুণ্যতীর্থে পরিণত।

ইতি তৃতীয় খণ্ড

গ্রন্থ সমাপ্ত

লেখক
শ্রীহরলাল চক্রবর্তী